শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

[শ্রীলোচনদাস কৃত পদাবলী সহ]



শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত।

গৌরাব্দ ৪৪৪।

মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রপ্রভুর্জয়তি।

সুচীপত্র।

সূত্রখণ্ড।

সূত্রখণ্ডের সূচিপত্র সমাপ্ত।

আদিখণ্ড।

আদিখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মধ্যখণ্ড।

মধ্যখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শেষখণ্ড।

শেষখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থকর্ত্তা ঠাকুর লোচনদাস। ইনি ত্রিলোচন, সুলোচন এবং লোচনানন্দ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ইঁহাকে লোচনদাস বলিয়াই আখ্যাত করিলাম।

লোচনের বাসস্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গুস্করা ষ্টেশনের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুনুর নদীর তীরে কো গ্রাম। ঐ গ্রামে প্রতি বর্ষে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে তাঁহার স্মরণার্থে একটী মেলা হইয়া থাকে। লোচন বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম কমলাকরদাস, মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত এবং মাতামহীর নাম অভয়াদাসী। যথা (শেষখণ্ড ১১৯ পৃষ্ঠা):—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম॥
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গৌরগুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানাতীর্থ-পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র॥"

লোচন বাল্যকালে ভালরূপে লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই। "মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র" এই পদ্যাংশই তাহার একমাত্র প্রমাণ। তিনি আরও লিখিয়াছেন—

"যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে।
দুল্লিল লাগিয়া কেহ পঢ়াইতে নারে॥"

পুরুষোত্তম গুপ্তের একটী মাত্র কন্যা, আর কোন সন্তানাদি ছিল না। সুতরাং লোচনের প্রতি তাঁহার স্নেহ অতিশয় গাঢ় হইয়াছিল। লোকপরম্পরা শুনা যায় যে, লোচনের হাতের লেখাগুলি অতিশয় কদর্য্য ছিল, তিনি চিরকালই উঠান জোড়া 'ক' লিখিতেন।

প্রসিদ্ধ চৈতন্যমঙ্গল গায়ক কাঁকরা-নিবাসী ৺প্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে লোচনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত যে পুঁথি আছে তাহার লেখা দেখিলে তিনি যে উঠান জোড়া 'ক' লিখিতেন তাহা বেশ জানা যায়। লোচন দৈন্যপূর্ব্বক লিখিয়াছেন তিনি লেখাপড়া শিখেন নাই। কিন্তু যিনি 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনি যে লেখাপড়া জানিতেন না, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

বিশেষতঃ রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের সরস ও সুললিত গীতিচ্ছন্দে অনুবাদ করিয়া তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের সূত্রখণ্ডে (৩ পৃষ্ঠা) লোচনদাস লিখিয়াছেন :—

"মুরারিগুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচান্দের সমীপে॥
তাহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে।
হনুমান বলি যশ খ্যাতি পৃথিবীতে॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে।
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে॥
বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়।
সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌরপদারবিন্দে ভকতপ্রবীণ॥
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্ত যত যত প্রেম প্রচারিল॥
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত।
দামোদর-সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাঢ়িল পীরিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥"

ইহার স্থূল কথা এই যে, লোচনদাস মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত (কড়চা) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দেখিয়া সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ পাঁচালি ছন্দে প্রকাশ করিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলে কখনই এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না।

আরো তিনি সূত্রখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের —"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য", "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা-কৃষ্ণং", "কস্মিনকালে চ ভগবান্" প্রভৃতি দশম ও একাদশ স্কন্ধের শ্লোকগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অতি অল্প বয়সে লোচনের বিবাহ হয়। তিনি সদা-নন্দময়, অতি মধুর চরিত্র, বিশেষতঃ কবি এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। পিতৃভবন ও মাতুলালয় একগ্রামে ছিল বলিয়া সেই গ্রামের সকলের সহিতই তিনি কোন না কোন সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। মাতামহের একমাত্র দৌহিত্র এবং পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাঁহার বিবাহেও বেশ একটু ধুমধাম হইয়াছিল।

শ্রীখণ্ডের আর একটী নাম বৈদ্যখণ্ড, তাহার কারণ এখানে অনেক বৈদ্যের বাসস্থান। সুতরাং শ্রীখণ্ডস্থ বৈদ্যদিগের সহিত লোচনের আত্মীয়তা থাকা অসম্ভব নহে। তিনি এই সূত্রেই হউক বা অন্য কোনরূপে হউক খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মিভক্ত। তিনি নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন। সুতরাং তিনি লোচনকে সেই ভাবেই

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। লোচন সরকার ঠাকুরের নিকট উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া সংসার-কার্য্য এককালে বিস্মৃত হইলেন।

এ দিকে তাঁহার স্ত্রী যুবতী হইয়া উঠিয়াছেন। বিবাহের পরে লোচন আর শ্বশুরালয়ে যান নাই, সুতরাং তত্রস্থ সকলে লোচনের জন্য মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অনুসন্ধানে জানিলেন, লোচন শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের উপদেশে গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সরকার ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া নরহরি লোচনকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন। লোচন অশ্রুপূর্ণ লোচনে গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"ঠাকুর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।" নরহরি লোচনকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক একটু হাসিয়া বলিলেন,—"লোচন, তুমি নির্ভয়ে গমন কর, শ্রীভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

লোচন একাকী আমোদপুর কাকুটে গ্রামে গমন করিলেন। বিবাহের পরে বহুকাল শ্বশুরবাড়ী যান নাই, সুতরাং গ্রামের কোন্ স্থানে শ্বশুরের গৃহ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। লোচন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বশুরবাড়ীর কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে দেখিলেন একটী নবীনা যুবতী কলসী কক্ষে সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া নিজের শ্বশুরবাটীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই যুবতী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন,—"ঐ আমাদের বাড়ী।"

এই নবযুবতীটী অন্য কেহ নহেন, ইনি লোচনের পত্নী। লোচন শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে ঠাকুর নরহরির আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে। তিনি শ্রীভগবানের কৃপা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। লোচন এখনও গৌরভাবিনী। তিনি যে পুরুষ সে অভিমান তাঁহার বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি স্বীয় স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া বারংবার শ্রীনরহরির শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

লোচন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, সংসারধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা নাই। স্ত্রী কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন লোচন নরহরির শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছেন। তিনি স্বীয় পত্নীপ্রতি সেই শক্তি সঞ্চার করিলেন। ইহাতে তাঁহার যুবতী স্ত্রীর মনও নির্ম্মল হইয়া গেল। লোচন ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমাকে আমি কখনও বিস্মৃত হইব না, তুমি নিয়ত আমার হৃদয়কন্দরে বাস

করিবে। আবার ইচ্ছা করিলে কখন কখন তুমি আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে। তখন আমরা দুইজনে একত্র শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান করিয়া অপ্রাকৃত সুখ লাভ করিব।”

লোচন শ্বশুরালয় হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীনরহরির চরণপ্রান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। নরহরিও সকল কথা শুনিয়া আনন্দে লোচনকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

নরহরি ঠাকুরের উপাসনার দুইটী স্থান ছিল। একটি শ্রীখণ্ডস্থিত তাঁহার নিজ বাটীতে, অন্যটী বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে। বড়ডাঙ্গা শ্রীখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। বড়ডাঙ্গার ঠাকুরঘর ও আঙ্গিনার মার্জ্জনাদি কার্য্যে লোচন নিযুক্ত ছিলেন। নরহরির জীবনের সাধ ছিল যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করেন, তাহা তাঁহার পদেই ব্যক্ত করিতেছে—

যথা পদ।

“গৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা কত হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।”

অন্যত্র।

“কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে কেহ লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥”

নরহরির এ সাধ বাসুদেব ঘোষ কতক পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন, যথা বাসু-ঘোষের পদ :—

“শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥
সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥”

এই সময়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও তাহাতে নরহরির আশা মিটে নাই। যেহেতু তাহাতে নাগরীভাবে গৌরাঙ্গ-ভজনের কথা বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং লোচন দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিবেন এই প্রবল বাসনা তাঁহার মনে উদিত হয়। লোচনও এই সময়ে বড়ডাঙ্গা থাকিয়া বটপত্রের উপর ঝাটার কাটি দিয়া পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। নরহরি ঐ সকল পদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তিনি বুঝিলেন লোচন দ্বারা তাঁহার চিরকালের আশা পূর্ণ হইবে।

ঠাকুর নরহরির আদেশ ক্রমে লোচন স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে গিয়া শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। নরহরি তাঁহার শিষ্যকে নিজের কাছে শ্রীখণ্ডে অথবা তাঁহার নির্জ্জন ভজনকুটীর বড়-ডাঙ্গায় থাকিয়া গ্রন্থ লিখিতে না দিয়া কো-গ্রামে কেন পাঠাইলেন, এই সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কাহারও মতে নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া গ্রন্থ লিখিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই লোচনকে তাঁহার স্বীয়গ্রামে পাঠাইবার

প্রধান কারণ। কিন্তু বড়ডাঙ্গার জঙ্গল অপেক্ষা কো-গ্রাম যে অধিক নির্জ্জনস্থান নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের মনে হয়, নরহরি নিজে নাগরী-ভাবে গৌরভজন করিতেন। তিনি জানিতেন যে অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের সঙ্গ ব্যতীত মধুর রসের পুষ্টিসাধন হয় না। অবশ্য লোচনকে নিজের কাছে রাখিয়া গ্রন্থ লেখাইতে পারিলে সম্ভবতঃ সুবিধা হইত। কিন্তু একে ত সরকার ঠাকুর প্রায় সর্ব্বদাই ভজন সাধনে নিমগ্ন থাকিতেন, তাহারপর তিনি অবশ্য জানিতেন লেখক-কে স্বাধীন ভাবে রচনা করিতে না দিলে ভাব ও ভাষা প্রস্ফুটিত হয় না। বিশেষতঃ নরহরি বুঝিয়াছিলেন লোচনের সহধর্ম্মিণী প্রকৃতই তদ্‌গতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং লোচনেরও এরূপ পত্নীর প্রতি আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কাজেই তাঁহার স্ত্রীর ন্যায় মর্ম্মি সঙ্গিনীর প্রভাবে লোচনের রচনা যে সরস ও মর্ম্মস্পর্শী হইবে তাহা বুঝিয়াই সরকার ঠাকুর তাঁহার প্রিয় শিষ্যের অভাবজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোচনকে তাঁহার স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শুনা যায় লোচন তাঁহার বাড়ীর নিকট একটী কুলতলায় একখানি পাথরের উপরে বসিয়া তেড়েটের পাতায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা শেষ করিয়া লোচন গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রথমেই আপন স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত পদটী রচনা করিলেন :—

"আমার প্রাণ ভাষ্যা
নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা।
আশীর্ব্বাদ মাগোঁ যত যত মহাভাগ
তবে গাব গোরাগুণ গাঁথা॥"

তাঁহাদের উভয়ে কিরূপ গাঢ় প্রীতি ছিল তাহা এই পদটীতেই প্রকাশ। লোচন স্ত্রীকে এত ভাল বাসিতেন যে তাঁহার অনুমতি লইয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। লোচন প্রাণের ভাষ্যাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এইরূপ প্রাণস্পর্শী ভাব ও ভাষায় রচনা করিতে পারিয়াছিলেন এবং ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইহা অদ্যাপিও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছে।

এই গ্রন্থ বিষয়ে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এখানে বিবৃত করিতেছি। লোচন গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া নরহরিকে তাহা দেখিতে দেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া নরহরি দেখিলেন যে ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দের নামগন্ধও নাই (১)। লোচন নরহরি-চরণে যেরূপ আত্ম-সমর্পণ

(১) এই কিংবদন্তী কতদূর সত্য বলা যায় না। আমাদের সংগৃহীত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সূত্র-খণ্ডের শেষভাগে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—সূত্রখণ্ড—৩৮ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাসও সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে নরহরি ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যথেষ্ট সম্মান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার "চৈতন্য ভাগবতে" নরহরির নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগদাধরকে বাদ দিলে যেরূপ অঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরহরিকে বাদ দিলেও লীলা অসম্পূর্ণ থাকে। তাই নরহরির নাম একেবারে বাদ না দিয়া তিনি যে শ্রীপ্রভুর চামর ঢুলাইতেন তাহা এই ভাবে উল্লেখ করিয়া বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন :—

"কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।"

আরও একটী কিংবদন্তী আছে যে, যখন নরহরি "চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থ দর্শন করিবার জন্য বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্থানে* গমন করেন তখন তাঁহার পাদুকা একজন বৈষ্ণবশিষ্য বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন দেখিয়া বৃন্দাবন দাসঠাকুর বিরক্ত হন, এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ দেখিতে দেন না।

লোচন এই সকল কারণে বৃন্দাবন দাসের উপর বিরক্ত ছিলেন ; এবং বৃন্দাবনদাস নরহরিকে যে দুঃখ দিয়াছেন তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তই তিনি বৃন্দাবনদাসের ঠাকুর নিত্যানন্দকে "চৈতন্যমঙ্গলে' স্থান দিলেন না।

ইহাতে নরহরি বিরক্ত হইয়া লোচনকে অনেক ভর্ৎসন করিলেন এবং বলিলেন,—"যখন তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে উপেক্ষা করিয়াছ তখন আমাকেও উপেক্ষা করিয়াছ।' লোচন ইহা শ্রবণ করিয়া আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন, এবং বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে প্রবেশপূর্ব্বক অনাহারে পড়িয়া থাকিলেন।

সরকার ঠাকুরের একটী নিয়ম ছিল তিনি ও তাঁহার কএক জন শিষ্য প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। ভিক্ষা দ্বারা যে চাউল অর্জ্জন হইত তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদান্ন আগন্তুক বৈষ্ণবদিগকে গ্রহণ করাইতেন এবং নরহরি সকলের শেষে প্রসাদ পাইতেন। যে পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণব অনাহারে থাকিতেন সে পর্য্যন্ত তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না।

যে দিন নরহরি লোচনকে তিরস্কার করেন সেদিনও তিনি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সমস্ত অভ্যাগত বৈষ্ণবগণকে ভোজন

---

* "সব অবতারে যেই খেলার সংহতি।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি॥
ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম্ম অনুরূপ।
নিত্যানন্দকন্দ নাম সহস্রস্বরূপ॥
এক অংশে যাহার সহস্রফণা ধরে।
এক ফণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে॥
পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম॥
মা বাপে থুইল নাম কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত॥
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘ মাসে।
পৃথিবী জনম লৈলা পরম হরিষে॥"

করাইয়া সন্ধ্যার পরে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। আহারান্তে নরহরি হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিতেছেন,—"নরহরি, আজি তুমি কি করিলে? বৈষ্ণব উপবাসী থাকিতে আহার করিলে?" নরহরি চমকিয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও সুস্থির হইতে না পারিয়া বড়ডাঙ্গার জঙ্গলে তল্লাস আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে দেখেন যে এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় একটী নিভৃত স্থানে পড়িয়া আছেন। নিকটে যাইয়া লোচনকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া নরহরির হৃদয় বিগলিত হইল। তখন তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং পরে গৃহে আনিয়া সুস্থ করিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনার পরই নিম্নের চরণ দুটী রচনা করিয়া লোচন তাঁহার শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন :—

"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দোঁ রোহিণীর সুত॥"

তখন নরহরি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রচারের অনুমতি প্রকাশ করিলেন। সরকার ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ প্রচারার্থে শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিতে তাঁহার বাটীতে গমন করেন। প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনদাস লোচনের গ্রন্থ পাঠ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু গ্রন্থকারের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া গ্রন্থখানি একবার উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি খুলিবামাত্র উপরের উদ্ধৃত দুইটী চরণ তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি নিজ প্রভুর এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণন দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং লোচনকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন,—"লোচন, তুমি আমা অপেক্ষাও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়াছ। কারণ আমি তাঁহাকে শ্রীগৌর হইতে পৃথক বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া গৌর-নিতাই অভিন্ন-কলেবর বলিয়া বর্ণন করিয়াছ। অতএব তোমার গ্রন্থের নামই 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' হওয়া উচিত, আর আমার গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নামে অভিহিত হউক।"

যখন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখন বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিস্তীর্ণরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোস্বামিপাদদিগের নিকট পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই অবধি লোচনের নিকট বৃন্দাবনের কৃতজ্ঞতার আর সীমা রহিল না, কারণ লোচন তাঁহার সর্ব্বস্বধন নিতাইচান্দকে

গৌরের অভিন্ন-কলেবর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি তখনই একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে লিখিত হইল,—বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাঙ্গের 'ঐশ্বর্য্যলীলা' এবং লোচনদাস প্রভুর 'মাধুর্য্যলীলা' বর্ণন করিয়াছেন, অতএব শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও লোচনের গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থাপত্র সমস্ত বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনের এই অদ্ভুত উদারতা দেখিয়া বৈষ্ণবজগৎ একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

কথা এই, উভয় গ্রন্থই 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া প্রচারিত হইল। ইহাতে গণ্ডগোল সম্ভাবনা বোধ করিয়া উভয় গ্রন্থকর্ত্তা, অন্যান্য বৈষ্ণব মহোদয়দিগের পরামর্শ লইয়া, একখানি গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করা সাব্যস্ত করিলেন। কোন বৈষ্ণব বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুর শ্রীব্যাসদেবের অবতার, অতএব তাঁহার গ্রন্থ 'শ্রীভাগবত' বলিয়া অভিহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীবৃন্দাবনদাস কৃতার্থ হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন।

এখন রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গের খেলা দেখুন। যখন নরহরি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন করেন, তখন তিনি যদি ঐ গ্রন্থ নরহরিকে দেখাইতেন, তাহা হইলে হয়ত নরহরি সন্তুষ্ট হইতেন, এবং লোচনকে গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করিতেন না। কিন্তু বৃন্দাবনদাস নরহরির প্রতি কটাক্ষ করিলেন, এবং তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া লোচন দ্বারা আর একখানি পুস্তক লেখাইলেন। যেই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, অমনি বৃন্দাবন ও নরহরিতে প্রীতি সংস্থাপন হইল। মহাপ্রভুর এই ভঙ্গিতে জগতের জীব 'চৈতন্যমঙ্গলরূপ' মহানিধি পাইলেন।

এই সময়ে লোচনের গ্রন্থপাঠ করিয়া বৃন্দাবনের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। লোচনের গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রভু সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভুবন-মোহিনী রূপে সাজাইয়া এবং তাঁহাকে শেষ আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনদাস এই ঘটনা অবগত ছিলেন না, সুতরাং শ্রীচৈতন্যভাগবতে উহার উল্লেখ নাই। লোচনের এই বর্ণনা দেখিয়া বৃন্দাবন সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীর নিকটে জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে নারায়ণী বলেন যে, লোচনের একটি কথাও অত্যুক্তি নহে, কারণ ঐ রাত্রিতে তিনি প্রভুর বাটিতে ছিলেন।

যখন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয় তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই ধরাধামে ছিলেন। গ্রন্থ প্রচারে দেবীর অনুমতি নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার নিকটে এই গ্রন্থ প্রেরিত হইল। গ্রন্থের সঙ্গে লোচন একখানি পত্রও শ্রীমতীকে প্রদান করিলেন। পত্রে

অন্যান্য কথার মধ্যে এইরূপ লিখিত ছিল,—"মা, গ্রন্থে আপনার সম্বন্ধে কতক কতক বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু একটী বিষয় অতি গুহ্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি নাই, সেজন্য আমি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়াছি। বিবাহ করিয়া প্রভু যখন আপনাকে বাসর ঘরে লইয়া যান, তখন আপনার পায়ের অঙ্গুলীতে উছোট লাগিয়াছিল, এবং অল্প রক্তপাতও হয়। এইজন্য আপনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন দেখিয়া প্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিলেন। ইহাতে আপনার সমস্ত দুঃখ তখনই দূরীভূত হইল। কিন্তু শুভবিবাহের রাত্রে এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় আপনি মনঃক্লেশে স্পন্দহীন হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন আপনাকে অভয় দান করিয়া এবং আনন্দ-সাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে বাসর-ঘরে লইয়া গেলেন।"

এই ঘটনাটী কেবল মাত্র শ্রীপ্রভু ও শ্রীপ্রিয়াজী জানিতেন, জগতে আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। লোচনের পত্র পাঠে শ্রীমতী স্তম্ভিতা হইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন এই গুহ্য ঘটনা লোচন জানিতে পারিয়াছেন, তখন প্রভু কর্তৃক আবিষ্ট হইয়াই যে তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে শ্রীমতীর সম্মতি পাইয়া লোচনের গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে মহাসমাদরে গৃহীত হইল।

লোচনদাস স্বভাব কবি এবং অত্যন্ত হাস্যরস-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার একটী হাস্যরসাত্মক কবিতার নমুনা পাঠকগণের পাঠের নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাধিকা একদিন কৃষ্ণ-সম্ভোগ-চিহ্ন গোপন করিতে গিয়া শাশুড়ীর নিকট ছল প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোচনদাস তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:—

যথা গীত।

"সাঁঝা দিলাম, শলুতে দিলাম,
গোআলে দিলাম রাতি।
তোমার ঘরের, চোরা বাছুর,
বুকে মারলো লাথি॥
বুক বুক, বল্যে আমি,
পড়্ল্যাম ক্ষিতিতলে।
এমন কেহ, দেখিত নাই যে,
হাথে ধরি তোলে॥
লোচন বলে, ওলো দিদি,
আমি তখন কোথা।
শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা॥"

ঠাকুর লোচনদাস গৌর-রসেরও অনেক পদ রচনা করেন। সে সকল পদ নাগরী-ভাবে গৌরভজনের উপযোগী। এই পদগুলি "লোচনের ধামালী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। এই "ধামালী"গুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। তাহার একটা পদ এই:—

"শুন শুন সই, আর কিছু কই,
গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে,
উপমা কিসে বা হয়॥

ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি,
গৌরাঙ্গ বদন-চান্দ।
সে রূপসায়রে, নয়ন ডুবিল,
লাগিল পীরিতি ফান্দ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই,
কনক-কেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার,
সকলি করিল ছাড়া॥
থাকি গুরু মাঝে, হেরিগো নয়নে,
বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে চাই, নহে নিবারণ,
বিকল করিল প্রাণে॥
গৌরাঙ্গ চান্দের, নিছনি লইয়া,
সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাতি দিনে,
হিয়ার মাঝারে থোব॥"

আর একটী পদ এই :—

"হলুদ্ বাটীতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ্ গোরাচাঁদ পড়ে গেল মনে॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ঢেউ সম্বর না করে।
লোরেতে ভিজিল, বাঁটা গেল ছারে খারে॥
চাঁদ্ নাচে সূর্য্য নাচে আর্ নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে বলে গোরা গোরা॥
লোচন বলে এ গৌরাঙ্গ কোথা বা আছিল।
কত কুলবতীর মন কোঁছোড়ে গুঁজিল॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে লোচনদাস শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন। প্রেম ও ভক্তি সাধনে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। প্রেম ও ভক্তি যে পৃথক্ বস্তু তাহা 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থকার পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রভু জীবকে প্রথমে ভক্তি শিক্ষা দিয়া পরে প্রেম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে মহাপ্রভু, ঠাকুর, স্বামী ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীলোচনের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ—প্রভু, গোরা, গোরাচাঁদ, কান্ত, নাগর ইত্যাদি। যেরূপ গোস্বামিগণ জীবকে প্রেমভজন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীলোচনও সেইরূপ প্রেমভজন শিক্ষার্থে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

লোচনদাস কৃত "দুর্ল্লভসার" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ খানি অনেক বৈষ্ণবের মতে লোচনের নহে।

ইনি পঞ্চদশ শত শকাব্দার মধ্যভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

সূত্রখণ্ড।

—*—

ভক্তিপ্রেমমহার্ঘরত্ননিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনার্তিনিষ্কৃতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীসন্ন্যাসিশিরোমণির্ব্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥১॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥২॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

নমো নমো বন্দোঁ, দেব গণেশ্বর,
বিঘ্নবিনাশ মহাশয়।
একদন্ত মহাকায়, সর্ব্বকার্য্যে সহায়,
জয় জয় পার্ব্বতী-তনয় ॥
হরগৌরী বন্দোঁ মাথে, জুড়িয়া যুগলহাতে,
চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা।
ত্রিজগতে এক কর্ত্তা, বিষ্ণুভক্তি-বর-দাতা,
সবে মাত্র এই দেবী দেবা ॥
সরস্বতী বন্দোঁ মুণ্ডে, কেলি কর মোর তুণ্ডে,
কহোঁ গৌরহরি-গুণগাথা।
অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে,
অদভুত অপরূপ কথা ॥
কাকু করোঁ দেবগণে, আর যত গুরুজনে,
বিঘ্ন কেহো না করিহ ইথি।
না চাও সম্পদ-ঘর, মুঞি অতি পামর,
নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুথি ॥
বিষ্ণুভক্ত বন্দোঁ আগে, আর যত মহাভাগে,
যার গুণে পৃথিবী পবিত্র।
সর্ব্বজীবে এক দয়া, বিশেষ আরতি পাঞা,
ত্রিভুবনে মঙ্গল-চরিত্র ॥

মুঞি অতি অভাজন, না বুঝোঁ ডাহিন-বাম,
আকাশ ধরিতে চাঙ বাহে*।
অন্ধে দিব্যরত্ন বাছে, পর্ব্বত না দেখোঁ কাছে,
না জানি কি পরিণামে হয়ে॥
সবে একভরসা আছে, প্রভু কাহো নাহি বাছে,
গুণ গায় উত্তম অধম।
সর্ব্বজীবে এক দয়া, সভে পায় পদ-ছায়া,
অধিকারী নাহিক নিয়ম॥
যে পুন বৈষ্ণবজন, তার কথা কহি শুন,
অকারণে দয়া সর্ব্বলোকে।
পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ,
পর-উপকার মানে সুখে॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি- দাস প্রাণ অধিকারী,
যাঁর পদ-প্রতিআশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গৌর-গুণ গাইবারে,
ভরসা এ লোচন দাস॥
তাঁর পদ-পরসাদে, গাইব অনবসাদে,
এই মোর ভরসা অন্তর।
সে দুখানি চরণ, ইষ্ট-সিদ্ধি-কারণ,
হৃদয়ে থুইব নিরন্তর॥

কেদার মহারাগ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
করুণা ভরল সব হেম-গোরা-গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
ও পদ-শীতল' বা লাগু কলেবরে॥
শচীর দুলাল প্রভু করোঁ পরণাম।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবধান॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দেবশিরোমণি।
যাঁর পদ-পরসাদে ধন্য এ ধরণী॥
বন্দিয়া গাইব সে সীতার প্রাণনাথ।
করুণা করহ প্রভু করোঁ জোড়হাত॥
অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দোঁ রোহিণীক পুত॥
গৌর-গুণ-গরবে গর্ব্ব মাতোয়ার।
বন্দিয়া গাইব শ্রীচরণ তাঁহার॥
মিশ্র পুরন্দর বন্দোঁ—বিশ্বম্ভরের পিতা।
আই ঠাকুরাণী বন্দোঁ ঠাকুরের মাতা॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে।
যার লাগি মহাপ্রভু ফুকারিয়া কান্দে॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী বন্দোঁ বিদিত সংসারে।
প্রভুর বিরহসর্প দংশিল যাঁহারে॥
নবদ্বীপমহী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যার অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা॥
পণ্ডিতগোসাঞি সে বন্দিব এক মনে।
ঈশ্বর-মাধব-পুরীর বন্দিয়া চরণে॥
গোসাঞি গোবিন্দ বন্দোঁ আর বক্রেশ্বর।
গৌরপদ-কমলে যে মত্তমধুকর॥
পুরী সে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী।
গদাধরদাস যে বন্দিব শিরোপরি॥
গুপ্ত বেজা* বন্দিব হরিষ-মনোরথে।
গোরাগুণ গাই যদি দয়া কর চিতে॥

* বাহে—বাহু দ্বারা।

* বেজা—বৈদ্য।

শ্রীবাসঠাকুর বন্দোঁ আর হরিদাস।
বাসু দত্ত মুকুন্দ চরণে করোঁ আশ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ পিরিতের ঘর।
পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দোঁ নিরন্তর॥
রূপ সনাতন বন্দোঁ পণ্ডিত দামোদর।
রাঘবপণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর॥
শ্রীরাম সুন্দর গৌরদাস আদি যত।
নিত্যানন্দসঙ্গী বন্দোঁ যতেক ভকত॥
কুলের দেবতা বন্দোঁ শ্রীইষ্টদেবতা।
ইহলোকে পরলোকে সেই সে রক্ষিতা॥
তাঁ-বহি নাহিক কেহ তিন লোকে বন্ধু।
শ্রীনরহরিদাস বন্দোঁ গোরা-প্রেমসিন্ধু॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
ভূমে পড়ি কর জোড়ি করোঁ নমস্কার॥
শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবতগীতে॥
বন্দনা গাইতে ভাই হবে অনুক্ষণ।
ঘরের ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন॥
সকল মহান্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু যাঁরে আগে দিলা মাল্য চন্দন॥
শ্রীমূর্ত্তিরে যে বা লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি কেহ না করিল॥
তাঁর পিতা বন্দিব যে শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস॥
কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি।
সভারে বন্দিব সভে মোর শিরোমণি॥
মহান্ত বন্দিব আগে মহান্তের জন।
একু ঠাঞি বন্দি গাব সভার চরণ॥
আগু পাছু বিচার না কর কেহ মনে।
আখর অনুরোধে গ্রন্থ, নাহি হয় ক্রমে॥
যাঁর-নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা।
শত পরণাম করোঁ অপরাধ মার্জ্জনা॥
পৃথিবীর ভকত বন্দোঁ অন্তরীক্ষচারী।
সভার চরণে একে একে নমস্করি॥
গোরা-গুণ গাঙ মোর এই প্রতিআশ।
কহয়ে লোচন, প্রভু পূর মোর আশ॥

বরাড়ী রাগ। দিশা।

আমার প্রাণভাষ্যা ভাষ্যা আরে হয়। নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা রে আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥ কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়। আগে আশীর্ব্বাদ মাগোঁ, যত যত মহাভাগ, তবে সে গাইব গুণ-গাথা। আরে রে হয়॥

মো ছার অধমাধম কি জানোঁ মো তত্ত্ব।
গোরা-গুণ-চরিত্রের কি জানো মহত্ত্ব॥
না জানিঞা প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ।
উত্তমজনের ঠাঁই ঠেকিলে হয় লাজ॥
অধিকারী নহোঁ তবু করোঁ পরমাদ।
গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ॥
মুরারি গুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥
তাঁহার মহিমা কে বা পারয়ে কহিতে।
'হনুমান' বলি যশ খ্যাতি পৃথিবীতে॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যে বা লঙ্কাপুরী দহে।
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে॥
বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়।
সেই সে মুরারি গুপ্ত বসে নদীয়ায়॥

সর্ব্ব তত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর-পদারবিন্দে ভকত প্রবীণ॥
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্ত যত যত প্রেম প্রচারিল॥
দামোদরপণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকছন্দে হৈল পুথি 'গৌরাঙ্গচরিত'।
দামোদর-সংবাদ মুরারিমুখোদিত॥
শুনিঞা আমার মনে বাড়িল পিরিত।
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥
অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে।
অবজ্ঞা না কর কেহো না করিহ রোষে॥
অমৃত দেখিয়া কার নাহি লাগে সাধে।
অজ্ঞান-বালক-ইচ্ছা আকাশের চাঁদে॥
গৌরাগুণ গাইতে ঐছন মোর সাধ।
ঐছন সময়ে মাগোঁ বৈষ্ণব-প্রসাদ॥
বৈষ্ণব চরণে মুঞি করোঁ পরণাম।
গৌরাগুণ গাঙ মোর এই হিয়াকাম॥
আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস।
এই ভরসায় কহে এ লোচনদাস॥

মারহাটি রাগ। দিশা।

করি রাম রাম মোর গৌরাচান্দ নারে হএ॥ধ্রু
প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্বকথন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈলা গর্ভের বন্দন॥
পৃথিবী জনম লৈলা ত্রিজগতনাথ।
সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পারিষদ সাথ॥
পিতামাতা বালক লালিল যেনমতে।
অন্নপ্রাশনে নাম থুইল হরষিতে॥
বাল্যচরিত্র কথা কহিব বিধান।
শূন্য-চরণে শুনি নূপুর-নিশান॥
পরশি অশুচি দেশ ছলে আচম্বিতে।
আপন মায়েরে জ্ঞান কহিলা যেমতে॥
পুরনারীগণ কহে বুঝিয়া চরিত।
তার বোলে নারিকেল আনিলা ত্বরিত॥
কুক্কুরশাবক লঞা খেলায় ঠাকুর।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দপ্রচুর॥
বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে।
গুপ্ত বেক্ত প্রকাশ দেখিল যেন মতে॥
বালক সহিতে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত চিত্ত॥
যেন মতে হাথে খড়ি দিলা তার বাপ।
যা শুনিলে দূর যায় অমঙ্গল তাপ॥
তবেত কহিব কথা অপূর্ব্বকথনে।
খেলে বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ-জ্যেষ্ঠ সনে॥
ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
কহিব তাহান কথা শুনিবে উত্তর॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা যেনমতে।
বিশ্বম্ভর পিতামাতা প্রবোধে কথাতে॥
তবেত কহিব বিশ্বম্ভরের-চরিত।
বালকের সঙ্গে খেলা খেলে বিপরীত॥
সকল বালক মেলি জাহ্নবীর কূলে।
বালুকায় পক্ষী পদচিহ্ন দেখি বুলে॥
দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈল মন।
ঘরেরে আনিয়া কৈলা তর্জ্জন গর্জ্জন॥
স্বপনে তাহারে কৃপা কৈল যেন মতে।
কহিব সকল কথা শুন একচিতে॥
কর্ণবেধ চূড়াকর্ণ আর উপবীত।
কহিব সকল কথা আনন্দিত চিত॥

বাল্যসমাধান এই যৌবনপ্রবেশ।
দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ বিশেষ।
গুরুস্থানে পড়িলেন, সতীর্থের সনে।
বঙ্গজের কথায় পরিহাসয়ে যেমনে॥
মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে।
অনেক প্রকাশ-কথা কহিব সেকালে॥
হেনহি সময়ে জগন্নাথ-পরলোক।
কান্দয়ে যেমতে প্রভু পাঞা পিতৃশোক॥
তবে ত কহিব কথা অপরূপ আর।
বিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার॥
গঙ্গাদরশনে আর যে হৈল রহস্য।
সাবধানে শুন কথা কহিব অবশ্য॥
পূর্ব্বদেশ-গমন কহিব ভালমতে।
লক্ষ্মী স্বর্গ-আরোহণ কৈল যেন মতে॥
দেশেরে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা।
শিষ্যে বিদ্যাদান দিয়া গয়ারে চলিলা॥
প্রত্যেকে কহিব কথা শুন সর্ব্বজন।
অনেক আনন্দ পাবে না ছাড়িহ মন॥
দেশ আগমন-কথা কহিব বিশেষ।
প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর রসাবেশ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অনেক আনন্দ।
শুনিতে পুলক বান্ধে অমিয়া অখণ্ড॥
ভক্তসন্দর্শন-কথা প্রেমার প্রকাশ।
কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই নদীয়াবিহার।
অমিয়ার ধারা যেন প্রেমার প্রচার॥
অতি অপরূপ কথা প্রকাশিলা প্রভু।
চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু॥
হেন অদভুত কথা ভক্তিপরচার।
কহিব তা মধ্যখণ্ডে নদীয়াবিহার॥
সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে।
প্রত্যেকে কহিব কথা যে জানি কহিতে॥
প্রথমে কহিব শচী পাইলা প্রেমদান।
পথেতে আসিতে শুনে বংশীর নিস্বান॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু ভাবের আবেশে।
হেনকালে দৈববাণী উঠিল আকাশে॥
মুরারিরে কৃপা কৈলা বরাহ আবেশে।
ব্রহ্মা-আদি দেব দেখে আপন-আবাসে॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে।
কহিব সকল কথা শুন সর্ব্বভাবে॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে।
প্রেমায় বিহ্বল হঞা দিবানিশি কান্দে॥
একে একে দিল সর্ব্বজনে প্রেমদান।
কহিব সকল যার যেমন বিধান॥
ভক্তকে প্রকাশে আম্রবীজ আরোপণে।
যা শুনিলে সব লোকের দ্বিধা ঘুচে মনে॥
অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়।
জ্ঞানগম্য নহে প্রভু সভারে বুঝায়॥
তবে ত কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন।
যেনমতে হৈলা নিত্যানন্দ দরশন॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ সন্দর্শন।
হরিদাস প্রভুসনে মিলয়ে যেমন॥
যেনমতে জগাই-মাধাই নিস্তারিলা।
পিতা-পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন কৃপা কৈলা॥
শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেনমতে।
আচম্বিতে দেখি এক ব্রাহ্মণ-চরিতে॥
যেনমতে জাহ্নবীতে দিলা প্রভু ঝাঁপ।
যা শুনিলে তিন লোকে উঠে হিয়া-কাঁপ॥
তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে।
দেবালয় মার্জ্জনা প্রভু করিল যেমনে॥

শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ।
কুষ্ঠব্যাধি নিস্তারিলা এ বড় কৌতুক ॥
বলরাম-আবেশ-কথা কহিব অনেক।
যাহা শুনি আনন্দ পাইব সর্ব্বলোক ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ।
প্রেম পরকাশে ছায় এ ভূমি আকাশ ॥
অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে।
বৈরাগ্য হৃদয়ে প্রভুর উঠে যেনমতে ॥
কেশবভারতী দেখি নদীয়া-নগরে।
সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাসঅন্তরে ॥
যেনমতে সর্ব্বভক্ত জনের বিলাপ।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শোকসাগরে দিলা ঝাঁপ ॥
সন্ন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
সন্ন্যাস করিলা প্রভু ভারতী-সহায় ॥
কহিব সম্যক সব যত বিবরণ।
আচার্য্য প্রভুর ঘর গেলা যেনমন ॥
সভা-সন্দর্শনে আর যে হইল কথা।
সভা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈলা তথা ॥
পুরুষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে।
কহিব সকল কথা গ্রাম রেমুণাতে ॥
ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক পাইবে পিরিত ॥
যাজপুর যাই প্রভু যে কৈল রহস্য।
একাম্রনগর কথা কহিব অবশ্য ॥
জগন্নাথ সন্দর্শন হৈল যেনমতে।
সার্ব্বভৌমে প্রকাশ শুনিবে একচিতে ॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সার।
শেষখণ্ড কথা আছে কহিব তাহার ॥
মধ্যখণ্ড সায় পুথি প্রেমার প্রকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥

ধানশী রাগ। তরজা ছন্দ ॥

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
আপনি অবনী অবতার।
অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবীসোহাগ করে,
শ্রীপদ যাহার অলঙ্কার ॥
জগত-প্রদীপ নব দ্বীপে উদয় কৈল,
করুণা কিরণ পরকাশে।
অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াসী ছিল,
ধাওল প্রেম-প্রতিআশে ॥
মধুময় কমলে যেন, ষট্‌পদ ভ্রমরা বুলে,
যেন চাঁদ-চকোরার মেলি।
বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে গো,
পিউ-পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥
নাচয়ে ভাবক ভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা,
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে।
অধনের ধন যেন হারাঞা পাইঞাছে গো,
অনুগত আরতিয়ে কাঁদে ॥
বনের হাথিয়া যেন, বন-দাবানলে পুড়ি,
অমিয়াসায়রে দিল ঝাঁপ।
ঐছন প্রেমার রঙ্গে, অঙ্গ ডুবাওল গো,
পাশরল পুরুবের তাপ ॥
তালি দে ঠাকুর বোলে, কেহো মালসাট মারে
প্রেমানন্দে আপনা পাসরে।
যে প্রেম লখিমী মাগে, করজুড়ি অনুরাগে,
অবিচারে বিলায় সভারে ॥
কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা,
কিবা রস প্রেমার মাধুরী।
শেষ বলিয়ে যারে, শিরে ধরে এ সংসারে,
সেই রে নিতাই নাম ধরি ॥

প্রেমরসে গরগর না চিনে আপনা-পর,
সভারে বুঝায় এই কথা।
পদতল-তাল-ভরে, ধরণী টলমল করে,
জিনি ময়মত্ত-হাথী মাতা॥
আর অপরূপ শুন, মহেশ'অদ্বৈত নাম,
যার গুণ গানে অগেআন।
চৈতন্যঠাকুর সনে, প্রেমরস আলাপনে,
পাসরিল এ যোগ গেআন॥
রসিক সঙ্গীব সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে,
সভারে বুঝায়ে অবিরোধে।
এ দুই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি,
যা লাগি উদয় গোরাচাঁদে॥
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব্বজনে হরি বোলে,
সভে করি প্রেম-প্রতিআশ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেমে, সভে অভিলাষী গো,
হাসি কহে এ লোচনদাস॥

মারহাটি রাগ।

হরি রাম রাম॥ মূর্চ্ছা॥

আলো মুঞি লো নিছনি যাই গোরা রূপে গুণের বালাই লয়্যা। বিলাইল প্রেম-ধন গোরা জগত ভরিয়্যা॥ আরে আরে হয়॥ ধ্রু॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য সুখানন্দ॥
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর নরহরি।
জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী॥
চৈতন্যের যতেক ভকত-প্রিয়গণ।
সভার চরণ হৃদি করিয়া বন্দন॥
কহিব চৈতন্য কথা শুন সাবধানে।
অবতার কলিযুগে হইল যেমনে॥
মুরারি গুপত বেজা প্রভুতত্ত্ব জানে।
দামোদরপণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে॥
"এতচ্ছ্রুত্বাদ্ভুতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রীচৈতন্যকথামত্তঃ শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ।
কথয়স্ব কথাংদিব্যামদ্ভুতাং লোকপাবনীম্॥"
কহ শুনি কি লাগি গৌরাঙ্গ অবতার।
শুনিতে আনন্দ চিত্তে হয়্যাছে আমার॥
কেনে শ্যামবর্ণ ত্যজি হৈলা গৌরতনু।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুঠে গা'য় মাখে রেণু॥
কেনে নাগরালি বেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাস।
কেনে দেশে দেশে বুলে পাইয়া হাব্যাস*॥
কেনে কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া।
কেনে ঘরে ঘরে বুলে প্রেম যাচাইয়া॥
কহিবা এ সব তত্ত্ব পরম নিগূঢ়।
যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ়॥
শুনিঞা মুরারি কহে—শুনহ পণ্ডিত।
কহিব সকল কথা যে আছে উচিত॥
সত্যযুগে চারি-অংশ ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে।
ত্রেতায়ে ত্রিভাগ ধর্ম্ম গণিয়ে তাহায়ে॥
দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম কহিল তোমায়ে।
কলিযুগে এক অংশ ধর্ম্মের বিচারে॥
অধর্ম্ম বাড়িল—ধর্ম্ম হইল যে খীণ।
স্বধর্ম্ম ত্যজিল—বর্ণ-আশ্রম-বিহীন॥
পাপময় ঘোর আন্ধিয়ার হৈল কলি।
মজিল সকল লোক-অধর্ম্ম বিকলি॥
ঐছন দেখিয়া নারদ মহামুনি।
কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি॥

* হাব্যাস—আক্ষেপ।

ভাবিলেন কলিসর্প গিলিল সভারে।
মনে হৈল ধর্ম্মসংস্থাপন করিবারে ॥
প্রভু বিনু ধর্ম্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিকে তারিতে ॥
ভক্তইচ্ছা গোবিন্দের আছে সর্ব্বকাল।
বেদপুরাণ শাস্ত্রে ত করয়ে বিচার ॥
যদি কৃষ্ণদাস মুঞি হঙ সর্ব্বথায়।
কলিতে আনিব তবে প্রভু যদুরায় ॥
দেখো আগে কলিযুগ করে কোন্ কর্ম্ম।
তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্ব্বময় ধর্ম্ম ॥
আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে।
অস্ত্র-পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ নারদাদি মুনি।
পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যায়নী ॥
দ্বারকায় যত ছিল আর যদু বংশে।
পৃথিবীতে জনমিব নিজ নিজ অংশে ॥
কহিব সকল কথা শুন সাবধানে।
পৃথিবীতে অবতার হইল যেনমনে ॥
সব অবতার সার গোরা-অবতার।
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর ॥
পরদুঃখে কাতর নারদ মহামুনি।
কৃষ্ণকথা-রসগান দিবস রজনী ॥
কৃষ্ণকথা-লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া ॥
কৃষ্ণরসে গদগদ আধ আধ ভাব।
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অট্টঅট্ট হাস ॥
বীণা-সনে গুণ গায় ঝরে আঁখিনীর।
কৃষ্ণরসাবেশ মুনির অন্তর-বাহির ॥
ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া ॥

অন্তর দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়।
লোক-নিস্তারণ-হেতু না দেখি উপায় ॥
দংশিল সকল লোকে কলি-কালসর্পে।
নিরন্তর দগধ মুগধ মায়া-দর্পে ॥
শিশ্নোদর-পরায়ণ জগত ভরিয়া।
মুর্চ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে।
নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া অমিয়া-সেচনে ॥
এ আমি আমার বলি মরে অকারণে।
কে আপনি কে আপনা কিছুই না জানে ॥
ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি।
অন্তরে চিন্তিত হঞা মনে মনে গণি ॥
ঘোর কলিযুগে জীবের না দেখি নিস্তার।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকার দ্বার ॥
দ্বারকার ঠাকুরদেব দেব-শিরোমণি।
সত্যভামাগৃহে সুখে বঞ্চিয়া রজনী ॥
প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত।
রুক্মিণীর ঘর যাব করিলা ইঙ্গিত ॥
বুঝিয়া রুক্মিণীদেবী আপনা মঙ্গল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ আনন্দ বিভোল ॥
গৃহসম্মার্জ্জন করে অঙ্গের সুবেশ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ আবেশ ॥
সুমঙ্গল পূর্ণঘট ঘৃতবাতি জ্বলে।
প্রভু শুভ-আগমন কৈলা হেন কালে ॥
মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা সুশীলা সুবলা।
প্রভু-নির্মঞ্ছন করে আনন্দে বিহ্বলা ॥
সুবাসিত গন্ধজল প্রভু পাশে আনি।
পাদপ্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্মিণী ॥
আপন সম্পদ-পদ ধরি নিজবুকে।
অনুরাগে নেহারই ক্ষণে দেই মুখে ॥

হৃদয়ে শ্রীপদ থুঞা কান্দয়ে রুক্মিণী।
বিস্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি॥
কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার।
কি লাগি কান্দহ দেবি কহ সমাচার॥
কিবা অবজ্ঞায় তোর আজ্ঞা না পালিল।
স্বরূপে কহ না দেবি কি দোষ করিল॥
তুমি মোর প্রাণাধিকা জগজনে জানে।
তোমার অধিক কেবা কহ না আপনে॥
একমাত্র পূরুবে যে পরিহাস কৈল।
আজিহ অন্তরে তোর সে কথা আছিল॥
কতেক প্রণতি কৈল চরণ ধরিয়া।
তভু না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া॥
ঐছন নিষ্টুর কথা প্রভুমুখে শুনি।
সরস সম্ভাবে কিছু কহয়ে রুক্মিণী॥
অন্তর কঠিন মোর কভু নহে আন।
এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ॥
তোমার পদারবিন্দ তোমার অধিক।
আজিহ নাচয়ে শিব পিবই মাধ্বীক॥
জগতে যতেক সব তোর সুগোচর।
সবে না জানহ পদ প্রেমার উত্তর॥
যবে রাধাভাব হৃদে কর আরোপণ।
তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভুর হিয়া চমৎকার।
কি বৈলে কি বৈলে দেবি কহ আর বার॥
ভাল মতে না শুনিলাম কি বলিলে তুমি।
ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি॥
তেন কি দুর্লভপদ আছে ত্রিজগতে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে॥
তোর মুখে শুনি মোর অগোচর আছে।
আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে॥
কহ কহ কহ দেবি এহেন বিশ্বাস।
চরণ-মহিমা কহে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ।

বোলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমণি,
চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন।
যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সেকথা না জান তুমি
আর যত যত সব জান॥
তুয়া চরণ কমলে, কি আছে কতেক বলে,
ভালে না জানহ তুমি ইহা।
এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্তরে,
তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া॥
এ পদ-পদুম-গন্ধে যায়ে যেই দিগ-অন্তে,
সে দিগ ছাড়য়ে জরা মৃত্যু।
পদ-মকরন্দ পানে, জীয়ে যেই যেই জনে,
তারে কিবা দিবানিশি-ঋতু॥
পাদপদ্মপরাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে,
তার পদ পাই পুণ্যভাগে।
কান্দিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনব্যথা,
সব নিবেদিয়ে তুআ আগে॥
তুমি ঠাকুর সভাকার, তোমার ঠাকুর আর,
কে আছয়ে সকল সংসারে।
তার পদ অনুরাগে, এ রস সোয়াদ পাবে,
এই পহু নিবেদিয়ে তোরে॥
রাধা মাত্র জানে ইহা, ওপদ পিরিতি পাঞা
যত সুখ যতেক সোহাগ।
ভকত বিস্ময় গুণে, এই কথা রাত্রদিনে,
কি না রস প্রেম অনুরাগ॥

ব্রহ্মা-আদি দেবা দেবী, লখিমীচরণ সেবি,
সে পুন আপনি অনুরাগে।
করকমল কমলা, অতি-আরতি-বিভোলা,
এই পাদপদ্ম মধু মাগে ॥
সে পুন হৃদয়ে বহি, শয্যায় শুতয়ে নাহি,
বদনে বদন রহু রমা।
এ-পদ-মাধুরী-আশে, সেহ তাহা নাহি বাসে,
কেবা কহু চরণ মহিমা ॥
লখিমী আপন সুখ, সে চাহে কাতর মুখ,
হেন পদ-পরসাদে প্রেমা।
[illegible] ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে,
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥
এপুন জগতে ধান্ধা, তারি গুণে তুমি বান্ধা,
আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ।
রাধানাম লৈতে আঁখি, ছলছল করে দেখি,
হেন পদ প্রেমার প্রতাপ ॥
এ পদ আমার ঘরে, উলসিত অন্তরে,
কান্দি পুন বিচ্ছেদের ডরে।
তোমার অধিক তোর- শ্রীপদপঙ্কজজোর,
অনুভবি করহ বিচারে ॥
তুমি যাহার ধেয়ান, তুমি সমাধি গেয়ান,
তুমিমাত্র সর্ব্বত্র সহায়।
এ হেন তোমার দাস, তুয়া পদে করি আশ,
এই অপরূপ বড় মোয় ॥
যে পদে লখিমী দাসী, সে কেনে তা অভিলাষী,
ঐছন তোমার ঠাকুরাল।
ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাল নাহি মান,
অবিচারে তারে দেহ শাল ॥
পদ-মকরন্দ-রসে, যে ভুঞ্জয়ে অভিলাষে,
অক্ষয় অব্যয় ভাণ্ডাগার।
কিবা নারী লখিমী, আপনাকে ধন্য মানি,
যিনি সেবা পরবশ তার ॥
সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী
নাহি চায় নয়ানের কোণে।
যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তাহে বাসে,
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥
কর জুড়ি বোল পঁহু, এ-পদ-কমল-মহু,
মধুকর করি দেহ বর।
এ-পদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে,
কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥
পদ-অরবিন্দ-গুণ, রুক্মিণী কহিল শুন,
কেবল করুণা পরকাশ।
তাহে সে প্রভুর দয়া, থল্‌বল্‌ করে হিয়া,
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥

ধানশ্রী রাগ।

হোরে গৌর জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
হেন অদভুত কথা, শ্রবণ-মঙ্গল গুণ গাঁথা রে
আরে হয় ॥ ধ্রু ॥
শুনিঞা রুক্মিণী-বাণী অন্তর উল্লাসে।
অরুণ কমল-আঁখি করুণা-জলে ভাসে ॥
অঙ্গ হেলাইয়া পঁহু লহুলহু বোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ-হিল্লোলে ॥
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে।
চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহালে।
হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ কহিলা আপনি ॥
হেনকালে নারদ দেখিল আচম্বিত।
বয়ান বিরস মুনির অন্তর-চিন্তিত ॥

উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য-অর্ঘ দিয়া।
বসাইলা দিব্যাসনে কুশল পুছিয়া॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্লেষে।
সরস সম্পদ কথায় নারদ সম্ভাষে॥
অনুরাগে রাঙা দুই আঁখি ছল ছল।
গদগদ ভাষ মুনি করে টলমল॥
অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ঝাঁপে প্রেমনীরে।
কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে॥
প্রভু সুধাইল মুনি কহ সুনিশ্চিত।
এহেন দুর্ব্বল কেনে অন্তর-চিন্তিত॥
তুমি মোর প্রাণাধিক আমি তোর প্রাণ।
তোমারে দুঃখিত দেখি হরল মো জ্ঞান॥
নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব-অন্তর্যামী॥
তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার।
তোর গুণলোভে বুলোঁ সকল সংসার॥
কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়া॥
অহঙ্কারে মুগধ মূর্চ্ছিত সর্ব্বলোক।
কৃষ্ণহীন জীব দেখি এই মোর শোক॥
লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায়।
এই মনঃকথা মন সদাই ধেয়ায়॥
নিবেদিল যে ছিল অন্তরে মোর দুঃখ।
তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি।
পূরুবের যত কথা পাসরিলে তুমি॥
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেন মতে।
মহেশসংবাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে॥
আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল।
শুনিয়া বিস্মিত আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥

ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥
ভকতজনের সঙ্গে ভকতি করিয়া।
নিজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া॥
গুণনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব।
নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু-সম।
সুমেরুসুন্দর তনু অতি অনুপম॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িলা॥
সুমেরুসুন্দর তনু প্রেমার আবাস।
কহয়ে লোচন গোরার প্রথম-প্রকাশ॥

শ্রীরাগ। দিশা।

অকি হোরে গৌর জয় জয় ৮৴ মূর্চ্ছা।
কি না মোর গৌরাঙ্গপ্রেম অমিয়া আনন্দ
গৌরাঙ্গ কি আরে গৌর জয় জয়॥ ধ্রু॥
দেখিয়া নারদমুনি হরিষ-হিয়ায়।
বরিখয়ে আঁখিজল সহস্রধারায়॥
কোটি-ইন্দু জিনি জ্যোতি কোটি রবি তেজে।
কোটি কামজিনি লীলা গৌরবর রাজে॥
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি।
আঁখি মুদি রহে মুনি কাঁপে থরহরি॥
তেজ সম্বরিয়া প্রভু মুনিকে নেহারে।
অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে॥
সম্বেদন নহে মুনি সে রূপ-ধেয়ানে।
পুন দরশন লাগি পিয়াস-নয়ানে॥
ঠাকুর কহনে শুন মুনি মহাভাগ।
অব্যাহত গতি তোমার সর্ব্বত্র সোহাগ॥

ঘোষণা করহ শিব-ব্রহ্মা-আদি লোকে।
গৌর-অবতার মুঞি হব কলিযুগে॥
গুণ নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব।
নিজ-ভক্তি-প্রেমরস মূর্থে প্রচারিব॥
শতশত শাখা ভক্তিপথে নাহি সীমা।
একমুখ হই লোকে প্রচারিব প্রেমা॥
নিজ নিজ ভক্তগণ আর পারিষদ।
পৃথিবী জনম' গিয়া প্রেমভক্তি সাধ॥
ঐছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিঞা নারদ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ পদপরসাদ॥
চলিলা নারদমুনি বীণা বাজাইয়া।
এই মনঃকথা-রসে পরবশ হঞা॥
কি দেখিলাঙ গোরা-রূপ অপরূপ ঠাম।
কি দেখিলাঙ সকরুণ অরুণ নয়ান॥
কি দেখিল অমিয়া-অধিক পরকাশ।
কি দেখিল শ্রীমুখের মধুরিম হাস॥
যত-যত অবতার-কুতূহলসার।
কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার॥
সফল জনম দিল সফল নয়ান।
কি দেখিল গোরা-রূপ প্রসন্ন বয়ান॥
এহেন করুণা প্রভুর কভু নাহি দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে।
নৈমিষ-অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে॥
উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া।
দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া॥
শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য।
শুভক্ষণে দেখা হৈল নৈমিষ অরণ্য॥
নারদ তুলিয়া কৈলা গাঢ় আলিঙ্গন।
চুম্বন করিয়া লৈলা মস্তকের ঘ্রাণ॥

তবেত উদ্ধব দিলা আসন বসিতে।
নিজ মনঃকথা পুছে হাসিতে হাসিতে॥
জনম সফল মোর দিন শুভতর।
এক নিবেদেঙ চির বেদনা অন্তর॥
পূরুবে ত ব্যাসদেব নৈমিষ-অরণ্যে।
বেদ বিচারিয়া জাড্য না ঘুচিল মনে॥
তব পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল।
লোকনিস্তারণহেতু ভাগবত হৈল॥
তুমি সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা প্রভুতত্ত্ব জান।
বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান'॥
কলিযুগে লোকের নিস্তার কেনমনে*।
পাপাবৃত অন্ধ লোক হৃদয়-নয়ানে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে লোকের ধর্ম্ম জানি।
ঘোর কলিযুগে জীবের নাহি পাপ বিনি॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাও সন্দেহ।
তোমার অধিক আর দয়াবন্ত কেহ॥
হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তর-উল্লাস।
ভাল সুধাইলে রে উদ্ধব হরিদাস॥
পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
ঐছন আছিল শোক বড় মোর মনে॥
এখনে জানিল কলিযুগ ধন্য ধন্য।
কলিযুগ বহি ধন্য নাহি আর অন্য॥
কৃতআদি-যুগ ধর্ম্ম-আচার কঠিন।
কলিযুগ ধর্ম্ম হরিনাম পরবীণ॥
নাম গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে মুক্তবন্ধ হঞা।
নৃত্যগীতে বুলে যমভয় এড়াইয়া॥
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
দ্বারকায় যে দেখিনু আপন নয়ানে॥

* কেনমনে কি প্রকারে।

এই-কথা রসে পহু রুক্মিণী সহিতে।
নিজ প্রেম বিলসিব হেন লয় চিতে॥
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে।
অন্তর চিন্তিত মুঞি গেলুঁ হেনকালে॥
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু সুধাইল মোরে।
এহেন দুর্ব্বল কেনে দেখিয়ে তোমারে॥
এই মনঃকথা আমি কহিলুঁ পদ পাঞা।
প্রসন্ন বদনে প্রভু কহিল হাসিয়া॥
রুক্মিণী কহিল পদপ্রেমার মহিমা।
শুনিঞা বিহ্বল হিয়া আরতি গরিমা॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকট করিব কলিযুগে॥
ঘোর কলিযুগ পাপময় ধর্ম্মহীন।
লোক বুঝাবারে প্রভু হৈব মহা দীন॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানুসম।
সুমেরু সুন্দরতনু অতি অনুপাম॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিলা॥
যে দেখিল যে শুনিল কহিল তোমারে।
ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে॥
পৃথিবী জনগ' গিয়া প্রেমভক্তি লোভে।
হেন অপরূপ রূপ হৈব কলিযুগে॥
শুনিঞা নারদবাণী উদ্ধব বিভোল।
চরণে পড়িয়া কান্দে আনন্দ বহুল।
হেন অদভুত কথা কহিলে আমারে।
জীব সঞ্চারিলে যেন নির্জীব শরীরে॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
চলিলা নারদ বীণা বাজাঞা উল্লাসে॥
জৈমিনিভারতে নারদ-উদ্ধব-সংবাদ।
শুনিয়া লোচনদাসের আনন্দ-উন্মাদ॥
আমার বচনে যদি প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায়॥

শ্রীরাগ।

চলিলা নারদমুনি বীণা গায় গুণ।
শুনিয়া বিহ্বল ভূমে পড়ে পুনঃপুন॥
ক্ষণয়ে রোদন ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাস।
ক্ষণয়ে কাঁপায় ক্ষণে আধ-আধ ভাষ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে মারে মালসাট।
গোরা গোরা বলি ডাকে অন্তর উচাট॥
পাসরিতে নারে গোরার সুমধুর প্রেম।
অঙ্গ ঝলমল তেজ দিনকর যেন॥
চলিতে না পারে পথে অন্তর-উল্লাস।
আঁধার নিমিখে গেলা শিবের কৈলাস॥
মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ।
কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ॥
ঐছন আনন্দকথা নাহি তিনলোকে।
বৃন্দাবনধন প্রকাশিব কলিযুগে॥
যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্চি অনন্ত।
তাহা বিলসিব কলি অধম দুরন্ত॥
হেন অদভুত কথা কহিব মহেশে।
শুনিঞা ঠাকুর পাবে অন্তর সন্তোষে॥
কাত্যায়নী-প্রসাদ লইব পদধূলি।
যাব পদ পরসাদে হরিনাম বুলি॥
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল॥
পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে।
পার্ব্বতী-মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে॥

জানাইলা দ্বারেতে নারদ-আগমন।
আনন্দ-হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন॥
নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে' ঠাকুর।
চরণে পড়িলা মুনি ভক্তি-সুচতুর॥
মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা।
নারদ গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা॥
গাঢ় আলিঙ্গন করি অন্তরসন্তোষে।
চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে॥
করে ধরি লৈয়া গেলা নারদ তপোধন।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন॥
পুত্রস্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী।
কুশল-মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি॥
চতুর্দ্দশভুবনের তুমি তত্ত্ব জান।
আজি কোথা হইতে তোমার আগমন॥
নারদ কহয়ে শুন অদভূত কথা।
জগত-নিস্তার-হেতু তুমি মাতা পিতা॥
পূরুবের যত কথা পাসরিলে তুমি।
চরণে ধরিয়া বলোঁ স্মরাইব আমি॥
আদ্যোপান্ত কহোঁ কথা তোর বিদ্যমানে।
শুনিঞা প্রসাদ মোরে করিবে আপনে॥
পূরুবে প্রভুরে কিছু পুছিল উদ্ধব।
তব অন্তর্দ্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব॥
ভকত রহিব কিবা এই মহীমাঝে।
শুনিঞা ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে॥
আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ।
আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি যক্ষ রক্ষ॥
উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্ব্বজন প্রাণ।
আমি সর্ব্বময় কাঁহা মোর অন্তর্দ্ধান॥
ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিয়া উদ্ধব।
বুকে কর হানি কহে নিজ অনুভব॥
তুমি সর্ব্বময় প্রভু আমি ইহা জানি।
তোমার অধিক তোর পদ দুইখানি॥
যে পড়িল পদ-নখচন্দ্রিকার পাশে।
আর কি কহিব সেই কাহা নাহি বাসে॥

তথাহি একাদশে উদ্ধববাক্যং—

"ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারভূষিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাবস্ত মায়াং জয়েম হি॥"

মোরে বলি উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিলো হরিদাস।
তোর মায়া জিনি তোর উচ্ছিষ্টের আশ॥
ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।
শুনিয়া আমার মনে লাগি গেল ব্যথা॥
এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয়।
আজিহ না জানোঁ মুঞি উচ্ছিষ্ট নিশ্চয়॥
উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে।
প্রভু-বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টেরে পুরস্করে॥
হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিলু কভু।
অন্তরে জানিলু মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু॥
এ হেন উচ্ছিষ্ট মুঞি ভুঞ্জি কোন্ বুদ্ধি।
কেমন উপায়ে মোরে প্রসন্ন হবে বিধি॥
এই মনঃকথা-রসে বৈকুণ্ঠেরে গেলুঁ।
লখিমীদেবীর সেবা বহুবিধ কৈলুঁ॥
পরসন্ন হঞা দেবী পরিতোষে বৈল।
'মাগ বর দিব' বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥
প্রতিজ্ঞা শুনিঞা মনে প্রতিআশা কৈল।
সেই সে কুশল-বাণী পুন দঢ়াইল॥
কাতর অন্তরে বৈল করজোড় করি।
চিরকাল অন্তরে বেদনা বড় মোরি॥
সর্ব্বজন বলে তোমার সেবক নারদ।
না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দেহ একমুষ্টি।
এই বর দেহ মোরে চাহ শুভ দৃষ্টি॥
শুনিয়া লখিমীদেবী বয়ান-বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয়॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট।
আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া তোরে দিব অবশিষ্ট॥
বিলম্ব করহ যদি আমারে চাহিয়া।
বিলম্বে সে দিতে পারি সঙ্গোপ্ত করিয়া॥
ঐছন মধুর বোল বৈল ঠাকুরাণী।
ভাল ভাল বৈল কাজ বুঝিয়া আপনি॥
কথোদিন বহি একদিন পঁহু রসে।
কর পরশিয়া দেবী বসাইলা পাশে॥
হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সম্ভাষে।
অনুমতি না দেই দেবী অন্তর-তরাসে॥
প্রণতি করিয়া কহে নিবেদন আছে।
হৃদয়-তরাস মোর ঘুচাহ সঙ্কোচে॥
সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু রাখ নিজদাসী।
চরণে ধরিয়া বোলোঁ শুন গুণরাশি॥
লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাস।
সুদর্শন-পানে চাহে সবিস্ময়-হাস॥
কাঁপে চক্র সুদর্শন বোলে বিনয় বাণী।
লখিমী-সঙ্কট আমি কিছুই না জানি॥
লখিমী কাহল্ল-সুদর্শনের নাহি দোষ।
নারদ-কথায় মোর হৈল হিয়াশোষ॥
দ্বাদশবৎসর মোর অজ্ঞাত-সেবা কৈল।
পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥
মাগ বর দিব বলি কৈল সত্য সত্য।
পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য॥
মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে।
মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে
এই কথা বৈল মোর প্রমাদ নিকট।
রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাও সঙ্কট॥
বুঝিয়া কহিল প্রভু শুনহ লখিমি।
বড়ই প্রমাদ-কথা কহিলে যে তুমি॥
নিভৃতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি।
শুনিয়া সন্তোষ পাইল প্রভু আজ্ঞাবাণী॥
কথোদিন বহি সেই জগতজননী।
মহাপ্রসাদ মোরে দিলা ডাকিয়া আপনি॥
লখিমী প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইলুঁ।
পূর্ণমনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলু॥
কোটি-ইন্দু-সম জ্যোতি কোটি-কাম রূপ।
কোটি-দিবাকর তেজ হৈল অপরূপ॥
শতগুণ তেজ মহাপ্রসাদ-পরশে।
বীণা বাজাইয়া আমি আইলু কৈলাসে॥
আমারে দেখিয়া পুন পুছিলা মহেশ।
হাসিয়া কহিলা আজি অপরূপ বেশ॥
অতি অপরূপ তেজ দেখিতে বিস্ময়।
আজি কেনে হেন রূপ কহনা নিশ্চয়॥
আদ্যোপান্ত যত কথা সকলি কহিল।
শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল॥
ঐছন দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
আপনি ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া॥
আমা দেখাবারে পুন আসিয়াছ প্রেমে।
এহেন দুর্লভ ধন নাহি দিলে কেনে॥
শুনিঞা ঠাকুর-বাণী লজ্জিত হইয়া।
নম্রিত-বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া॥
আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিল সুখে।
পাছু না গণিল হর দিল নিজ মুখে॥
আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশঠাকুর।
পদতাল ভরে মহী করে দুরন্তর॥

প্রেমভরে টলমল সুমেরু পর্ব্বত।
কম্পমানা বসুমতী চমক সর্ব্বত্র॥
প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে।
রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে॥
অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে।
গ্রীবা বক্রকরি কূর্ম্ম চাহে একদৃষ্টে॥
বক্রগ্রীবা করে যত দিগের বরাহ।
হুহুঙ্কার-নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ॥
মহেশের ভর মহী সহিতে না পারি।
আস্তেব্যস্তে গেলা যথা মহেশের পুরী॥
কাত্যায়নী স্থানে মহী কৈল কর জুড়ি।
মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি॥
প্রতিকার কর দেবি সৃষ্টি রাখিবারে।
প্রমাদ পড়িল নহে* সকল সংসারে॥
পৃথিবী-কাতরবাণী শুনিঞা পার্ব্বতী।
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি॥
পূর্ণরসাবেশে নাচে দেবদেবরায়।
মহেশ-আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায়॥
সম্বেদন-বেদনা অন্তর-দুঃখী হয়্যা।
কর্কশ হৃদয়ে কহে পার্ব্বতী দেখিয়া॥
কি কৈলে কি কৈলে দেবি হেন অবিধান।
এ আবেশভঙ্গ মোর মরণসমান॥
তোরেধিক্† রিপু মোর নাহি ত্রিভুবনে।
এহেন-আনন্দে মোর ঘুচাইলে কেনে॥
শুনিঞা মহেশ-বাণী কাতর অন্তর।
পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার॥
তব পদ-তাল ভরে যায় রসাতল।
সৃষ্টি নষ্ট হয় দেখি বৈল কটূত্তর॥

* নহে—নতুবা।
† তোরেধিক—তোমা হইতে অধিক।

অপরাধ কৈনু দোষ ক্ষম মহাশয়।
হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদায়॥
পুনরপি পুছে দেবী বিনতি করিয়া।
এক নিবেদেঙ প্রভু সন্দেহ লাগিয়া॥
কৃষ্ণরসাবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে।
আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে॥
কোটি-দিবাকর-তেজ কিরণ প্রচণ্ড।
অপরূপ প্রেমানন্দ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড॥
আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অন্তর।
সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত॥
মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ-কাহিনী।
প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দিলা মহামুনি॥
দুর্ল্লভ এ তিনলোকে বিষ্ণু-নিবেদিত।
বিশেষ অধরামৃত বেদে অবিদিত॥
হেন মহাপ্রসাদ আমি করিল ভক্ষণ।
সফল জনম মোর আজি শুভক্ষণ॥
নারদ-প্রসাদে মহাপ্রসাদ পরশ।
কহিল সম্পদ কথা বড়ই সরস॥
শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়া।
এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া॥
অর্দ্ধ-অঙ্গে ধর মোরে কেবল কপট।
কৈতব-পিরিতি আজি হইল প্রকট॥
এ-হেন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একলা খাইলে দেব আমারে না দিয়া॥
লজ্জায় অবশ হঞা বোলে শূলপাণি।
এ ধনের অধিকারী নহ ত ভবানি॥
শুনিঞা রুষিলা হিয়া বোলে আদ্যাশক্তি।
বৈষ্ণবী নাম মোর করোঁ বিষ্ণুভক্তি॥
প্রতিজ্ঞা করিছো এই সভার ভিতরে।
জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে॥

এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিব জগতেরে।
মোর প্রতিজ্ঞায় খাবে শৃগালকুকুরে॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা যবে কাত্যায়নী কৈল।
শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ আপনে আইলা॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম।
নিবেদন কৈল দেবী সজল-নয়ান॥
কাতর-অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

বিভাস রাগ।

বোলে পঁহু লহু-বোলে, নহ দেবি উতরোলে
এ কি হয়ে তোর ব্যবহার।
তোর মায়া-বন্ধে অন্ধ, সকল সংসারখণ্ড,
তেঞি সৃষ্টি আছয়ে আমার॥
তুমি মোর আদ্যাশক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতিস্বরূপা।
আমি তোমা বহি নহি, তুমি আমা বহি কহি
যে করহ তোমারি কিরিপা॥
হর-গৌরী-আরাধনে, সর্ব্বজন আমা জানে,
হর-গৌরী মোর আত্মতনু।
তোর পরসন্ন দয়া, ঘুচিল সকল মায়া,
ঘুচিল স্ব-পর-ভেদ ভিনু॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এ হেন উচ্ছিষ্ট মোর,
অবিরোধে দিবে সভাকারে।
মহাপ্রসাদের গন্ধে, সভে হবে মুক্তবন্ধে,
ঘুচাইব নির্ব্বন্ধ বিচারে॥
শুনিঞা প্রভুর বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী,
মোরে যদি দয়া থাকে চিতে।
অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিবে সকল জীবে,
অবিরোধে নাথ, ত্রিজগতে॥
পুন কহে গুণমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি,
প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা।
পুরুব-রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
ঘুচিব সংসার-জ্বর-চিন্তা॥
পুরুব-রহস্য যত, কেহো নাহি জানে তত্ত্ব,
সমুদ্র মথিল দেবগণে।
মন্দার মথন-দণ্ড, রজ্জু-ফণী অনন্ত,
লোম উপজিল ঘরিষণে॥
সে মোর কলপতরু, যাচক যাচিঞা করু,
যার যত যেই মনে বাসে।
যে জন যে ধন চায়, সে জন সে ধন পায়,
বিমুখ না করে প্রতিআশে॥
তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর মাঝে,
অধিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য দেহে।
সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা-ভূপ,
আর যত স্বমায়া সিনেহে॥
যত যত অবতার, সেই সে আশ্রয়াগার,
লীলা-কলা বিলাসের তরে।
পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত-নাথ স্বামী,
করুণা করিব পরচারে॥
কলিযুগ সবিশেষে, সঙ্কীর্ত্তন-পরকাশে,
হৈব আমি মনুজ-মূরতি।
তনু হৈব হেমগৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর,
প্রচারিব পরম পিরিতি॥
এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
সম্বরি রাখহ নিজমনে।
সব-অবতার সার, কলি-গোরা-অবতার,
বিচার করহ নিজগুণে॥

বিষ্ণু কাত্যায়নী-সনে, সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে,
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণের সমুদ্র,
ব্যক্ত কৈল পরম উল্লাস॥
এ কথা তোমার সনে, স্মরণ নাহিক কেনে,
হাসিয়া কহয়ে মুনিরাজে।
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে,
কলিযুগ-অবতার-কাজে॥
সভে কলিযুগ পাঞা, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া,
নাম-বিপর্য্যয় নিজ অংশে।
সে সর্ব্ব লোকনাথ, সর্ব্ব পারিষদ সাথ,
জনম লভিব বিপ্রবংশে॥
শুনিঞা নারদ-বাণী, উলসিত শূলপাণি,
উলসিতা দেবী কাত্যায়নী।
আনন্দে ভরল পুরী, সভে বোলে হরি হরি,
উঠিল আনন্দ-রোল-ধ্বনি॥
চলিলা নারদমুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
সরস মধুর স্বর সিঞ্চে।
অমিয়া-নদীর ধারা, শ্রবণে পূরল পারা,
ত্রিভুবন-জন-মন রঞ্জে॥
আপনা পাসরে যাইতে,চলিতে না পারে পথে,
অনুরাগে অরুণ-বদনে।
না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
উপনীত ব্রহ্মার সদনে॥
দেখি ব্রহ্মা অতিভিতে, অতি হরষিত চিতে,
নারদে করিলা অভ্যুত্থান।
মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণতলে,
তুলি ব্রহ্মা কৈলা আলিঙ্গন॥
পুছিলা কুশলবাণী, আগমনে ধন্য মানি,
চিরদরশন-অনুরাগে।

হেন লয় মোর মনে, দেখি তোর সুবদনে,
রহস্য নিবেদ মহাভাগে॥
তোর মুখোদিত বাণী, শ্রবণে অমিয়া খনি,
হিয়া জুড়াউক কহ শুনি।
কৈছন লোকের কথা, কিসে প্রভুর গুণগাথা,
কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি॥
কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী,
স্ফুরিত বদন দোলে অঙ্গ।
বাষ্প ঝলমল আঁখি, অরুণবদন দেখি,
কথারম্ভে দ্বিগুণ আনন্দ॥
শুন অদভুত কথা, তুমি সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা,
তোর নামে খুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।
যুগ অনুরূপ যুগে, কর্ম্মধর্ম্ম করে লোকে,
কলিযুগে পাপপ্রচণ্ড॥
দ্বাপরের শেষ লোক, সর্ব্ব দুঃখময় শোক,
দেখি মোর কলিকে তরাস।
কাতর অন্তরে মরি, গেনুঁ প্রভুর বরাবরি,
শুধাইনু কলির সাহস॥
পাপময় কলিযুগে, নিস্তার না দেখি লোকে,
কহ প্রভু কেমন উপায়।
ব্রাহ্মণ সে বেদহীন, সর্ব্বলোক ধর্ম্মহীন,
মোর হিয়া বড়ই সংশয়॥
শুনিয়া কাতরবাণী, হাসি কৈল গুণমণি,
দূর কর অন্তরের চিন্তা।
কলি-লোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,
অবতার করিমু মো তথা॥
দান ব্রত তপ ধর্ম্ম, আর যত যত কর্ম্ম,
সব আরোপিয়া নিজ নামে।
কলি মহাদোষ লেখ, এক মহাগুণ দেখ,
মুক্ত মোর নাম-সংকীর্ত্তনে॥

ঘোষণা বোলহ তুমি, শিবব্রহ্মা আদি ভুমি,
সভে জনমহ কলি পাঞা।
করুণাবিগ্রহ আমি, জনম লভিব ভুমি,
যুগ অনুরূপ গৌর হঞা॥

ঐছন শুনিঞা বাণী বিরিঞ্চিঠাকুর।
হৃদয়ে হইল প্রেম অমিয়া অঙ্কুর॥
গণ্ড পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে॥
বোলয়ে বিরিঞ্চি শুন মহামুনিবর।
তোর পরসাদে লোক প্রসন্ন অন্তর॥
বিষয়বিপাকে লোক মায়াবন্ধে অন্ধ।
তোর পরসাদে লোক হবে মুক্তবন্ধ॥
লোকের নিস্তার হেতু তোর মাত্র চিন্তা।
পুরুব রহস্য কিছু কহি শুন কথা॥
সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে।
অন্তরে প্রকাশি কিছু বৈল মোর স্থানে॥
আমারে কহিল তুমি প্রভুর প্রিয়পুত্র।
যে কিছু কহিয়ে তার কহ মোরে সূত্র॥
অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম।
সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বময় ধর্ম্ম॥
অনন্ত নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
আদ্য মধ্য অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার॥
ঐছন ঠাকুর হঞা পৃথিবীতে জন্ম।
অজ হঞা জন্মি করে প্রাকৃতের কর্ম্ম॥
বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধূ সঙ্গে।
কামিজন যেন কাম রতি রস রঙ্গে॥
কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জনে।
কৈছন রমণ তোষ অসন্তোষ কেনে॥
ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল।
তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাহ জঞ্জাল॥
ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল।
শুনিঞা হৃদয়ে মোর বিস্ময় লাগিল॥
অন্তর চিন্তায় মোর মলিন বদন।
মোর অগোচর এ প্রভুর আচরণ॥
বেদান্তের পার প্রভুর কেবা জানে তত্ত্ব।
আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত॥
এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে।
হংসরূপে আসি প্রভু বৈল হেনকালে॥
চারি শ্লোক সমাধান কহিল আমারে।
সেই সমাধান আমি দিল তা সভারে॥
সন্তোষ পাইয়া সেই সব মহাশয়।
পরিতোষে গেলা যার যথা মনে লয়॥
সেই চতুঃশ্লোক তত্ত্ব সর্ব্ব রসভাণ্ড।
তার তত্ত্ব জানে হেন নাস্তিক ব্রহ্মাণ্ড॥
কথোদিন বহি ব্যাস নৈমিষ অরণ্যে।
সব বিবরিল ইত ভারতপুরাণে॥
না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে।
জাড্য না ঘুচিল চতুর পড়িল ফাঁপরে॥
মূর্চ্ছিত হইলা ব্যাস অরণ্য ভিতরে।
জানি উপজিল দয়া প্রভুর অন্তরে॥
আমাকে ডাকিয়া দিল চারি শ্লোক এই।
এই শ্লোক লঞা তুমি যাহ ব্যাস ঠাঁই॥
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ-তত্ত্ব।
এই শ্লোক অনুসারে কহ ভাগবত॥
সেই ভাগবত আমি শুনহ নারদ।
তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিল শবদ॥
এতেক বলিয়ে তুমি শুন মুনিবর।
যুগে যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর॥

জীবের নিস্তার হেতু তুমি মহাজন।
ভাগবত দিব্য শাস্ত্র কভু নহে আন॥
নির্ব্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুরুষ।
না বুঝিঞা শাস্ত্রজ্ঞান করয়ে মূরুখ॥
হেন ভাগবতকথা কৃষ্ণ অবতারে।
গর্গমুনি কৈল নামকরণের কালে॥
তবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি বাণী।
চারিযুগ অনুরূপ বরণকাহিনী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার।
ত্রেতায় অরুণকান্তি যজ্ঞ নাম তার॥
এবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার।
পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব অবতার॥
ক্রমভঙ্গ বলি লোকে সন্দেহ যাহার।
চারিযুগে তিনবর্ণ এ বুদ্ধি তাহার॥
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চারি বর্ণ বহি।
চারিযুগ বহি আর এক যুগ নাহি॥
নহে বা বিচারি দেখ গৌর কোন্ যুগে।
আস্তেব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে॥
ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন।
অজ্ঞান লোকেরে আমি বুঝাব এখন॥
একাদশে এই কথা শ্রীভাগবতে।
রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন মুনিতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥

কোন্ কালে ভগবান্ কোন্ বর্ণ ধরে।
কি নাম তাহার সেই হৈল কোন্ কালে॥
কোন্ কালে কোন্ ধর্ম্ম কেমন মানুষ।
কোন বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকরভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড-কমণ্ডলূ॥
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥

রাজাকে কহিছে মুনি শুন সাবধানে।
সত্য-আদি যুগে লোক পূজয়ে যেমনে॥
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হংস-নাম ধরে।
চতুর্ব্বাহু তপোধর্ম্ম জটাবাকল পরে॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার-উপবীত।
শান্ত নির্ব্বৈর সর্ব্ব লোকের চরিত॥

তত্র ত্রেতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুকস্রুবাদ্যুপলক্ষণম্॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে।
চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুক্-স্রুব করে॥
তপ্ত-হাটক-কেশ, শিরের উপরে।
সর্ব্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥
ত্রয়ী-বেদ আত্মা তার নাম হবে 'যজ্ঞ'।
বেদ বিধিমতে পূজা করে ধর্ম্মবিজ্ঞ॥

তথাহি দ্বাপরে শ্রীমদ্ভাগবতে—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥

দ্বাপরে শ্যামবর্ণ প্রভু ভগবান।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে পীত পরিধান॥
মহারাজরাজাধিপ-লক্ষণ বিরাজে।
ভাগ্যবান্ জন তারে বেদ-তন্ত্রে পূজে॥
এই প্রভু প্রতিযুগে যুগে-অবতার।
যে যুগে যে যুগ-ধর্ম্ম করয়ে প্রচার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিনযুগ গেল।
শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণ বরণ কহিল॥
তিন যুগে তিন বর্ণ কৈয়া দিল মুনি।
সাবধানে শুন কলিযুগের কাহিনী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে॥
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' তেঁহ শুন সর্ব্বজন।
গোরা গোরা বলি টবে গাই তে কারণ
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ্ যত আর।
সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার॥
সঙ্গে বলরাম বলি তেঞি কহি 'সাঙ্গ'।
উপ অঙ্গ আভরণ তেঞি সে 'উপাঙ্গ'॥
সুদর্শন-আদি অস্ত্র আর পারিষদ্।
সংহতি আইলা প্রভুর প্রহ্লাদ নারদ॥
যতযত অবতারের দাসদাসী যত।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার নাম লৈব কত॥
এতেক বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে।
যে নাম আছিল তথা যে বা নাম এবে॥

সামান্য মানুষে ইহা বুঝিব কেমনে।
বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে॥
এই ত কারণে মুনি কহিল বচন।
এতেকে বুঝয়ে ইহা সুমেধা যে জন॥
সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ ধর্ম্ম পরকাশ।
সুমেধা জনার ইথে পরম উল্লাস॥
এতেকে বলিয়ে ইথে সুমেধা যেজন।
চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার বাখান॥
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ দুই হৈল এক।
আর দুই-যুগের বর্ণ এক নাহি দেখ॥
কলি বা দ্বাপর দুই যুগে এক বর্ণ।
দুই যুগে এক বর্ণ এই তার মর্ম্ম॥
সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে।
কলি দ্বাপরে এক বর্ণ হৈল পাছে॥
গর্গমুনির বাক্য কেনে বোল ক্রমভঙ্গ।
ক্রমভঙ্গ নহে শুন আছে বড় রঙ্গ॥
ভূতভবিষ্য বর্ত্তমান কহিবার তরে।
তিন-কাল কহে চারি-যুগের ভিতরে॥
সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্ত্তমান।
দ্বাপরে কৃষ্ণ-অবতার কৃষ্ণ-নাম॥
'ইদানী' বলিয়া তেঞি বৈল গর্গমুনি।
ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি॥
ভবিতব্যতা তার আছে ইহা জানি।
ভূতের ভিতরে তেঞি ভবিষ্য বাখানি॥
ভবিষ্যৎ-অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত।
নিশ্চয় জানিহ তাহে এইত ইঙ্গিত॥
তথাপি তাহাতে 'তথা' শব্দ দিল মুনি।
শুক্ল রক্ত বলি 'তথা' কি কাজ কাহিনী॥
'তথা' শব্দে পূর্ব্ব-উক্ত শ্বেত রক্ত যথা।
কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা॥

ইবে দ্বাপরে এই কৃষ্ণতাকে গেল।
গর্গমুনি চারি-যুগে তিন-কাল কহিল॥
আমার বচন যে না লয় অবজ্ঞাতে।
কি কারণে 'তথা' শব্দ কহুক সভাতে॥
এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর॥

আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান।
এই মাত্র ব্যাখ্যা ইথি নহে অপ্রমাণ॥
এই ত ব্যাখ্যাতে আছে অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ।
যুগ-অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য॥
আর যুগে অবতার অংশ কলা লখি।
আপনে সে ভগবান্ ভাগবতে সাক্ষী॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

যুগ-অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমতে।
এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে॥
বৃন্দাবনচন্দ্র যুগ-অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে॥
এহি ত কারণে কিছু কহি তাহা শুন।
অজ্ঞান না করিহ কর অবধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গমুনি কহিল গভীর বড় বোধ।
কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধ॥
বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে।
বুদ্ধিমান্ লোক তাহা করয়ে প্রমাণে॥

চারিযুগে চারিবর্ণ কহিলেন মুনি।
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকালকাহিনী॥
চারিযুগে তিন কাল কহিবারে চাহে।
এ সব একত্রে কথা এক শ্লোকে কহে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর যুগ কলি।
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌযুগ-ভিতরি॥
চারি-যুগ আছে চারি-কাল হয় যবে।
এই মত অবতার ক্রমে হয় তবে॥
তবে সে কহিলে হয় যথাক্রমে কথা।
যথা অবতার কথা অনুসারে তথা॥
এতেকে সে ক্রমভঙ্গ কভু নহে শ্লোকে।
'তথা' শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে॥
কে বা অবতার চারি বর্ণ বা কাহার।
কে বা অবতরী কেমন বিচার ইহার॥
আপনেহি ভগবান্ জন্মি যদুবংশে।
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে॥
বিশেষ্য-বিশেষণ কথা একত্র বাখানে।
এই ত সন্দেহ ইথে দ্বিধা তে কারণে॥
যতেক চৌ-যুগ তাহে অংশ-অবতার।
যুগ-অনুরূপ বর্ণ ইহা সভাকার॥
ধর্ম্মসংস্থাপন-অধর্ম্মবিনাশ-নিমিত্তে।
প্রতিযুগে অংশ-অবতার হয় তাথে॥
আপনেই দ্বাপরে ভগবান্ হরি।
অবতার-শিরোমণি সভার উপরি॥
এবে কৃষ্ণতাকে গেলা গর্গমুনি কহে।
শ্যামসুন্দর তনু বর্ণ কৃষ্ণ নহে॥
প্রতি দ্বাপরে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণবর্ণ।
তদ্রূপতা গেল প্রভু এই তার মর্ম্ম॥
যেনই দ্বাপরে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগে সব যুগের স্বতন্ত্র॥

এই দুই যুগে এক পূর্ণ অবতার।
ব্যাস কহিলেন উদাহরণ ইহার॥

তথাহি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—

তমারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

আর কিছু কহি শুন ভগবদ্গীতা।
শ্রীমুখ উদিত প্রভুর নিজ কথা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুজন-পরিত্রাণ ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
অধর্ম্ম-বিনাশ-হেতু কহিল এ মর্ম্ম॥
যুগে-যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি।
এই দুই যুগে মাত্র আপনেই আমি॥
এক যুগ-শব্দে কহি আমার নাম 'যুগ'।
বিশেষণ-বিশেষ্য করি বাখানয় লোক॥
যুগ বিশেষণ যুগের তেঞি 'যুগ' বলি।
এক দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি॥
যুগে-যুগে চারিযুগ বলি কেনে বোল।
কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার অংশ কেনে কর॥
সে চারি-যুগের কথা আর-ঠাঁই কহে।
তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে॥

তথাহি তত্রৈব—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্ম্মের হয় গ্লানি।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সে সে কালে জানি॥
তদাকালে আপনাকে করিয়ে সৃজন।
প্রতিযুগে অবতার অংশেতে জনম॥
এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর॥

কলিযুগে গৌর-কৃষ্ণ জানিঞাছি আমি।
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি॥
আর অপরূপ শুন কলিযুগ মর্ম্ম।
আশ্রমে নিস্তারে লোক সর্ব্বময় ধর্ম্ম॥
দান-ব্রত-তপো-ধর্ম্ম-স্বাধ্যায়-সংযম।
বাসনা বিষয় তেজে এ বিধি নিয়ম॥
কর্ম্মকাণ্ড শ্রুতি শুনে সব মায়াবদ্ধ।
নাম-গুণ-মহিমা না জানে ছার অন্ধ॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী ভব ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
নিবৃত্তি না হয় কর্ম্ম নারে সঙ্কলিতে॥
প্রলয়ের কালে সভে কর্ম্মবন্ধ ঘুচে।
হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণকথা যবে পুছে॥
হেন গুণসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম।
ঘোর পাপময় বোলে না জানিঞা মর্ম্ম॥
যুগধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাবে কেমনে।
কে বা ধর্ম্মসংস্থাপন করে প্রভু বিনে॥
পুরুব প্রতিজ্ঞা গীতায় প্রভুর বচনে।
প্রভু অবতার হয়ে যেই যেই কারণে॥
সাধুজন-পরিত্রাণ অধর্ম্ম-বিনাশ।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন প্রতিযুগে পরকাশ॥
কলিযুগে সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ইহা মান।
কলি গোরা অবতার কভু-নহে আন॥
ইহা বলি কোলাকোলি করে মুনিসনে।
আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা কিছুই না জানে॥

এক কহে আর উঠে গোরাগুণের প্রবাহে।
সকল ইন্দ্রিয় সুখ করিবারে চাহে॥
আর কথা শুন প্রভুর সহস্রেক নামে।
এককালে দুই নাম বৈল একু ঠামে॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্নাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

হেমগৌর কলেবর সুবরণ-জ্যোতি।
সন্ন্যাস করণে সে পরম মহাযতি॥
ভবিষ্যপুরাণে আর কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।
কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
কলিযুগ-ধর্ম্ম-মর্ম্ম বিচারহ মনে॥
পাপময় কলিযুগ কহে সর্ব্বজনে।
অধর্ম্ম প্রকট ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরণে॥
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম্ম তার।
এই শুন হরিনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥
দান-ব্রত-তপো-ধর্ম্ম-যজ্ঞ-জপ-ফল।
অনায়াসে মুক্তি দেই এক নাম-বল॥
বিষয়ী বিষয়ভোগে নাম করে চিন্তা।
আগে ভোগ দেই পাছে হরিভক্তি-দাতা।
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি হরিগুণ গায়।
সব সুখ ছাড়ি প্রভু তার পাছে ধায়॥
এ হেন কৃষ্ণের নামগুণসঙ্কীর্ত্তনে।
পাপময় কলিযুগে হেন কেনে ধর্ম্মে॥
যুগের স্বভাবে আর যুগধর্ম্ম কহি।
পাপময় কলিযুগে পরধর্ম্ম এহি॥

যদি বা বলিবা পাপ দুশ্ছেদ্য কারণে।
প্রকাশিলা মহাখড়্গ নামসঙ্কীর্ত্তনে॥
সত্য-আদি-প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে।
হরিপরায়ণ কেনে হয় কলিযুগে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ॥

কৃষ্ণ অবতারে সে লইয়া সর্ব্বশক্তি।
পাপাশয়-জনে কেনে দেই হরিভক্তি॥
ঐছন করুণা কহ কোন্ যুগে আর।
না ভজিতে প্রেম যাচে কোন অবতার॥
পাপনাশহেতু আছে ধর্ম্ম কর্ম্ম তীর্থ।
কি জানহ ধর্ম্মশীল পায় হীন অর্থ॥
এতেকে জানিল কলিযুগ যুগসার।
সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম বহি ধর্ম্ম নাহি আর॥
এতেক বিচার কথা কহিল বিরিঞ্চি।
শুনিঞা নারদ বীণা বাজায় সুসঞ্চি॥
এহেন অমৃত ব্রহ্মা-নারদ-সম্ভাষ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ লোচনদাস॥

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আর।
যে কিছু কহিলা এই হৃদয় আমার॥
কর্ম্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প।
দৈবে বৈষ্ণবের সেবা ঘটে যদি অল্প॥
তার মহোত্তম কথা নিগূঢ় শুনিঞা।
পালয়ে পরম যত্নে সাবধান হঞা॥
তবে মুক্তবন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয়ে।
সালোক্যাদি চারি মুক্তি অঙ্গুলি না ছোয়ে॥
তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব।
কে বা অধিকারী আছে এ সব আলাপ॥

যা সভার বশ প্রভু ত্রিজগত নাথ।
প্রাকৃত জনের হেন কুলটার সাথ॥
তার প্রেমভক্তি কথা কে বলিতে জানে
গুল্মলতা উদ্ধব মাগয়ে যার গুণে॥
যে পঁহু চরণ ব্রহ্মা-মহেশ ধেয়ায়।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায়॥
অশেষ-লখিমী যার পদ করে সেবা।
বাক-অগোচর যার পদমধু-প্রভা॥
চারি-বেদে যাহার মহত্ব নিত্য গায়।
অনন্ত মহিমা গুণে ওর নাহি পায়॥
শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা।
হেন প্রভু করে গোপিকার পরিচর্য্যা॥
আর কত ভকত আছয়ে শত শত।
হেনরূপে বশ কৈল কোন অনুগত॥
কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগূঢ় এ প্রেমা।
কোথা গোপী বনচারী ব্যভিচারী কামা॥
ঐছন ভকতিতত্ত্ব বুঝিবারে চাই।
পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই॥
হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু।
লখিমী অনন্ত যাহা নাহি ভুঞ্জে কভু॥
ঘোষণা বোলহ ব্রহ্মা এই ব্রহ্মলোকে।
নিজ নিজ অংশে জন্ম হউক কলিযুগে॥
ইহা বলি মহামুনির অন্তর উল্লাস।
চলিলা নারদ কহে এ লোচনদাস॥

বরাড়ী রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ নারে হয়॥

চলিলা নারদমুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি,
শ্রবণ মঙ্গল গুণ গীত না।
অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগতজনের মন,
ত্রিভুবনে আনন্দচমকিত না॥১॥
জয় জয় হরিবোল, আনন্দময় কল্লোল,
ঘোষণা পড়িল তিন লোকে না।
অস্ত্র পারিষদ সব, সাঙ্গোপাঙ্গ জন্মলভ,
গোরা অবতার কলিযুগে না॥২॥
ঐছন করুণাকর দেখব নয়ান মোর,
অমিয়া সিঞ্চিব কলেবর না।
জয় জয় জগন্নাথ, কতেক ভকত সাথ,
করুণা করিব পরচার না॥৩॥
ধনিরে ধনিরে ধনি, কলিযুগ লোকে ধনি,
অবনী নদীয়া তার মাঝে না।
ধনিরে ধনিরে শচী, ধনি মিশ্র পুরন্দরে,
জনম লভিব গোরারাজ না॥৪॥
অহহ সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গাব রঙ্গে,
শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল না।
ভুবন চতুরদশ, প্রেম বরিষণ যশ,
কীর্ত্তন করব পরচার না॥৫॥
বৃন্দাবন গুণ রস, প্রণয় সে সরবস,
আপনে আস্বাদি দিব সব না।
দেব নাগ নরগণে, আচণ্ডাল সবজনে,
পিয়াইব মহা করি লোভ না॥৬॥
আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল শুন,
বৃন্দাবন-ধন পরকাশ না।
সকল ভুবনপতি, কৃপায় আওল ক্ষিতি,
আনন্দে ভুলল লোচনদাস না॥৭॥

যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে।
শুনিঞা আনন্দময় নাচয়ে কৌতুকে॥

নারদ আনন্দময় ভ্রমিয়া কৌতুকে।
মঞ্জরিত মৃততরু যেন দেখে লোকে॥
হেন মতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত।
ধর্ম্মবিপর্য্যয় দেখে লোকের চরিত॥
দান ব্রত তপস্যা ছাড়িয়া সর্ব্বজন।
নিজ নিজ কর্ম্ম ছাড়ি উদর পালন॥
কৃষ্ণ-উদাসনা-ধর্ম্ম ছাড়িল ব্রাহ্মণ।
ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র ছাড়ে ব্রাহ্মণ সেবন॥
মাতা পিতা গৌরব ছাড়িয়া সব জন।
স্ত্রীয়ের গৌরব করে কায়বাক্যমন॥
মনে অনুমানি মুনি জানিল নিশ্চয়।
এই কলিযুগ ইথে নাহিক সংশয়॥
যা লাগিয়া তিনলোকে ঘোষণা পাড়িল।
কারে নিবেদিব সেই কলিযুগ আইল॥
চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে।
আচম্বিতে শুভবাণী উঠিল গগনে॥
জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আমি নীলাচলে।
লোক নিস্তারের হেতু সমুদ্রের কূলে॥
পুরুব বৃত্তান্ত স্মঙরণ নাহি তোর।
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইলে মোর
চল চল মুনিরাজ নীলাচল পুরী।
আচরিহ জগন্নাথ আজ্ঞা অনুসারি॥
চলিলা মুনীন্দ্ররায় হরিষ হিয়ায়।
উঠিল বীণার ধ্বনি জগত জুড়ায়॥
'হাহা জগন্নাথ' বলি অনুরাগে ধায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগতরায়॥
যত যত অবতার আশ্রয় সদন।
সর্ব্ব কলা রসময় প্রসন্ন বদন॥
চরণে পড়িয়া মুনি রৈল করজুড়ি।
কৃপা কর জগন্নাথ আইল যুগ কলি॥
মহাঘোর পাপেতে পড়িল সর্ব্ব লোকে।
শিশ্নোদর পরলোক ভ্রমে মহাশোকে॥
শুনিঞা ঠাকুর মনে হাসি হাসি কৈল।
কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল॥
পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
গোলোকে চলহ মুনি আমার বচনে॥

বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান, গোলোক তাহার নাম,
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাহে রাজা।
লখিমী অধিক নারী, কে কহ পুরুখ স্তিরি,
সুখময় সকল পরজা॥
রাধা আর রুক্মিণী, এই দুই ঠাকুরাণী,
তার অংশে যতেক নাগরী।
শত শত শাখা ভক্তি, এ দোঁহার লঞা শক্তি
সেবা করে সব অনুচরী॥
আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপামা,
সব রস বৈদগ্ধীর সীমা।
লীলা বিলাস লাবণ্য, সর্ব্বকলা রস ধন্য,
ত্রিজগতে রমণী পরমা॥
সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চরয়ে স্বরে,
শব্দব্রহ্ম জগতে বাখানে।
বলিয়ে পঞ্চম বেদ, যে বুঝয়ে স্বরভেদ,
বুদ্ধিরূপা সর্ব্বত্র সমানে॥
পুরুষ ঠাকুর অংশ, সকল বৈষ্ণব বংশ,
রসময় রঙ্গ নামা পুরী।
ঐছন মহিমা যার, কহিতে শকতি কার,
এক মুখে কহিতে না পারি॥
যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল বৃন্দাবনে,
রাধা আগে করি করে সেবা।

ললিতা বিশাখা যত, রাধিকার অনুগত,
আর যত সব অনুভবা॥
ভক্তি বিনু নাহি তায়, নিরবধি যশ গায়,
স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন।
মুক্ত পুন সর্ব্বজন, প্রাকৃত জনের হেন,
ভকতি কেবল যেন দীন॥
সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠনাথের শক্তি,
ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র।
লখিমী সম্পদময়, দীনভাব নাহি রয়,
ভকতি কেবল পরতন্ত্র॥
শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে,
পরজনে দেই উপভোগ।
ঐছন মুকতি পদ, ভক্তিপথে দেই বাধ,
সব পর প্রেমভক্তিযোগ॥
বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর,
করুণা কারণে আইলু এথা।
চৈতন্য সর্ব্বেশ্বরে, গৌর দীর্ঘ কলেবরে,
দেখিয়া ঘুচাহ মনোব্যথা॥
যে রূপে দেখিবে তথা, সে রূপে আসিব হেথা,
কীর্ত্তন করিব পরচার।
ঘুচাব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেমসুখ,
কলিলোক করিব নিস্তার॥
চলিলা নারদমুনি, শুনি অপরূপ বাণী,
বেদ অগোচর এই কথা।
বৈকুণ্ঠের পর আর, বৈকুণ্ঠ দেখিব যার,
সকল ভুবনে গুণ গাঁথা॥
মুক্তি পরমুক্তি আর, ভাগবত বিচার,
নিগূঢ় শুনিল এই কথা।
লোক বেদ আবদিত, অবেকত অবিহিত,
বেকত দেখিব আজি তথা॥

অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি,
বৈকুণ্ঠের প্রজা হরষিত।
বৈকুণ্ঠের দুয়ারে গিয়া, প্রেমায় বিহ্বল হঞা,
সুমঙ্গল গায় গুণগীত॥
দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ সাথ,
বসিয়াছে স্বর্ণ সিংহাসনে।
মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণতলে,
তুলি পহুঁ কৈল আলিঙ্গনে॥
হাসি হাসি বোলে পহুঁ, আজ কোথা হৈতে তুহু,
কহ মুনি হৃদয় সত্বরে।
উৎকণ্ঠা হৃদয় মোর, পালিব অন্তর তোর,
অগোচর করিমু গোচরে॥
কর জোড়ি বোলে মুনি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
তোমারে মুঞি কি বলিব আর।
দারুব্রহ্ম রূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে,
সেই রূপ দেখহ আমার॥
পুন কহে গুণমণি, নিভৃতে কহিএ আমি,
সেই রূপ সহজ স্বরূপ।
তার ছায়া মায়া যত, অবতার শত শত,
কেবল করুণাময় ভূপ॥
যার শক্তি ছায়া আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি,
সর্ব্বময় বিষ্ণু বিষ্ণু সর্ব্ব।
লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর এই মুক্তি চারি,
তোরে এই কহিল সন্দর্ভ॥
যার ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ ছায়া লখিমী,
বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ।
মুক্তি ছায়া চারি মুক্তি, সভে আরোপিয়ে ভক্তি,
সেবে নাথ সে পহুঁ বৈকুণ্ঠ॥
রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি,
যার বশ পুরুষ প্রধান।

প্রকৃতি দক্ষিণা বামা, ললিতা বিশাখা নামা,
তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥
নিশ্চয় বচন মোরি, অমায়া সে গৌরহরি,
প্রকট করুণা কল্পতরু।
চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঁই,
সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥
চলিলা মুনীন্দ্ররায়, বীণা হরিগুণ গায়,
আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
প্রেমবারি দুনয়ানে ঝাঁপে ॥
প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার,
ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ক্ষণে আধ পদ যায়, ক্ষণে ক্ষণে ফিরি চায়,
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় অন্তর দেহে,
লাখ লাখ হিমকর জ্যোতি।
শ্রীপাদপদ্ম গন্ধে, আউলায় শরীর বন্ধে,
হেন বুঝি তহি কাম কাঁতি ॥
অনেক মদনরায়, অনুগত কাজে ধায়,
প্রেমাবিন্দু না দেখিয়ে লোক।
না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনাভিনি,
সর্ব্বজন হরিষ অশোক ॥
গমন নটন লীলা, বচন সঙ্গীতকলা,
নয়ান চাহনি আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন ॥
তনু চিদানন্দময়, ভূমি চিন্তামণি হয়,
কল্পতরু তরুসর্ব্ব তথা।
সুরভি যতেক সব, কামধেনু একরব,
উদ্ধবাদির আশা গুল্মলতা ॥
সবতরু কল্পদ্রুম তহি এক নিরুপম
রত্ন-নদী তার চারি পাশে।
স্বর্ণ সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গ রায়,
অমৃত মধুর লহু হাসে ॥
সশাখ মঙ্গলঘটে, সিংহাসন সন্নিকটে,
বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া।
রতনপ্রদীপ জ্বলে, যেন দিন দিবাকরে,
আলোকিত জগত ভরিয়া ॥
রাধিকা দক্ষিণপাশে, অনুচরী করি কাছে,
রতন কলস করি করে।
বামপাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী,
রত্ন ঘটে পূর্ণ জল ভরে ॥
নগ্নজিতা জল ভরে, দেই মিত্রবৃন্দা করে,
মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা-করে।
সে দেই রুক্মিণী হাথে, দেবী ঢালে প্রভু মাথে,
অভিষেক সুরনদীজলে ॥
তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া-করে,
মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী-করে।
সে দেই রাধিকা-হাথে, রাই ঢালে প্রভুমাথে,
অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে ॥
সত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে,
দিব্য বস্ত্র দিব্য উপহার।
লক্ষ্মণা সুভদ্রা ভদ্রা, সত্যভামা পরতন্ত্রা,
অনুক্রমে করে দেই তার ॥
আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে শত শত,
দিব্য রত্ন দিব্য অলঙ্কার।
রতনস্তবক করে, রহে প্রভু বরাবরে,
জয়জয় মঙ্গল উচ্চার ॥
গোলোক নাথের স্থান, ইহা বহি নাহি আন,
আগমে কহিল এই ধ্যান।

হেমগৌর কলেবর, মন্ত্র চারি অক্ষর,
সহজে বৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম॥
শ্যামদেহে চারি হাথ, ধরেন বৈকুণ্ঠনাথ,
চারি হস্তে চারি অস্ত্র তার।
হেম কমলীয়া পঁহু, হেম-অঙ্গে হাসে লহু,
দ্বিভুজ শরীর শুন সার॥
ঐছন সময় মুনি, দেখি গৌরগুণমণি,
বিহ্বল পড়িলা ধরতলে।
আঁখি মিলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে,
সিনাইল নয়নের জলে॥
মান সমাধিয়া পঁহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
নারদ তুলিয়া লৈল কোলে।
ঘুচিল সংশয় চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা,
পঁহু প্রিয় লহু লহু বোলে॥
মুনি বোলে শুন প্রভু, হেন অবতার কভু,
না দেখিল না শুনিল আমি।
জনম সফল আজি, দেখিল অমায়ারাজি,
ধনি ধনি আপনা বাখানি॥
ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত,
অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা।
জ্যোতির্ময় বোলে কেহো,মুখে না নির্ব্বচে সেহ,
কহিবারে নাহিক উপমা॥
কেহো বোলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষবর,
বিচারি না করে নিরূপণ।
সর্ব্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় যুক্তি,
অগোচর তোর আচরণ॥
সহস্রফণা অনন্ত, না পায়্যা গুণের অন্ত,
দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে।
না পাইল গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর,
কৃপাবলে দেখিল তোমাকে॥

যে পুন আরতি করে, তুয়া পথ অনুসারে,
নানা বুদ্ধি নহে এক মত।
কেহ বোলে সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সাংখ্যযোগী,
স্থূলসেবা করয়ে ভকত॥
কেহো বেদ অনুসারে, নিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে,
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুগত।
বেদান্তসিদ্ধান্ত সেই, সমাধান নাহি পাই,
নির্ব্বিচিন্ত নহে একমাত্র॥
অন্যোন্যে বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অনুমানে,
কহে পুন একই অদ্বৈত।
না বুঝি তোমার মর্ম্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম্ম,
তোর কথা সব অবিদিত॥
এবে পদ পরসাদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে,
ছাড়ি ইহা প্রাকৃত মুরতি।
পুন জনমিব আর, কলিলোক সংসার,
আচরিব এই প্রেমভক্তি॥
ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি,
চল চল চল মুনিরাজ।
কলিলোক নিস্তারিব, নিজপ্রেম বিস্তারিব,
জনমিব নদীয়ার মাঝ॥
চলহ নারদ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,
বলরাম নামে সহোদর।
অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ,
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর॥
রেবতী রমণী সঙ্গে, আছয়ে বিলাস রঙ্গে,
ক্ষীরজলনিধি মহী মাঝে।
যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,
আগে করি করি নিজ কাজে॥
চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,
কহি যে করিবে পরবন্ধ।

নিজনিজ অংশ লঞা, পৃথিবী জনম' গিয়া,
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥
আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী,
হিয়াসুখে বোল হরিবোল ।
কহয়ে লোচনদাস, এ দোঁহার সম্ভাষ,
শুনি উঠে আনন্দ-হিল্লোল ॥

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর ।
আপন অন্তর কথা তুলিলা অঙ্কুর ॥
পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে ।
তত্ত্ব কহি সর্ব্বজন শুন সাবধানে ॥
নিজবৃন্দ লঞা কহে নিজ মনঃকথা ।
মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ॥
ডাহিনে রাধিকা রহে বামেতে রুক্মিণী
তাহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী ॥
তাহার অন্তরে যত প্রিয় পরিষদ ।
তাহার অন্তরে যত আর অনুগত ॥
প্রাণনাথ-প্রিয়কথা শুনিব শ্রবণে ।
লাখলাখ আঁখি এক সুন্দরবদনে ॥
অনেক চকোর যেন একচন্দ্র আশে ।
পিবইতে অমিয়া শ্রীমুখ পরকাশে ॥
যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে ।
সাধুপরিত্রাণ ধর্ম্ম রাখিবার কাজে ॥
ধর্ম্মসংস্থাপন করি না বুঝই কেহো ।
অধিক বাঢ়য়ে পাপ পরমাদ সেহো ॥
সত্যযুগ অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ ।
দ্বাপরে তাহারধিক এ বড় সন্তাপ ॥
কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম্মলেশ ।
করুণা বাড়িল দেখি সর্ব্বজন ক্লেশ ॥
অধর্ম্ম বিনাশ হেতু মোর অবতার ।
অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার ॥
ঐছন জানিঞা দয়া উপজিল চিতে ।
জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া ।
বুঝাইব সর্ব্বলোকে প্রেম প্রচারিয়া ॥
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে ।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র ঘরে ॥
অন্য অবতার যেন অবতার নহে ।
অসুর সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥
মহাকায় মহাসুর মহা অস্ত্র মোর ।
মহারণে প্রহার করিয়া করি দূর ॥
এবে সেই সর্ব্বজন হৃদয় আসুরি ।
খড়্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র নহে রণে কিবা করি ॥
নামগুণ সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবের শক্তি ।
প্রকাশ করিব আমি নিজ প্রেমভক্তি ॥
এই মতে কলিপাপ করিব সংহার ।
সভে চল আগে পাছে নাহিক বিচার ॥
এবে নাম-সংকীর্ত্তন খড়্গ তীক্ষ্ণ লঞা ।
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম্ম দূর দেশে যায় ।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইব তথায় ॥
নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব ।
কভু না রাখিব দুঃখ শোক কলরব ॥
ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে ।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥

চলিলা নারদমুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি,
পাণিপদ না চলয়ে আর ।

যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখিঝাঁপে,
টলমল যেন মাতোয়ার॥
পদ দুই চারি যাই, পুন পড়ে সেই ঠাঁই,
কৃষ্ণ নাম আধ আধ বোলে।
অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণীকটি,
নদী বহে নয়নের জলে॥
ক্ষণে মহা উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ,
গোরারূপ হৃদয়ে ধেয়ান।
বাহ্য নাহি অন্তরে, না জানে আপনা পরে,
সবজনে একুই গেয়ান॥
কোটি রবি তেজ যেন, অঙ্গে নিকলই হেন,
নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে
উত্তরিলা সেই ঠাম, প্রভু বলরাম,
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে॥
পুরী প্রবেশিয়া রহি, চমকি চৌদিকে চাহি,
লাখ লাখ হিমকর জ্যোতি।
বায়ু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য কুসুম গন্ধ,
প্রতি দ্বারে লখে গজমতি॥
সত্ত্বগুণ সর্ব্বলোক, না জানে বৈগুণ্য শোক,
সর্ব্বজন সভাকার বন্ধু।
যথনে যে দেখি দিঠি, সেই সর্ব্বাধিক মিঠি,
বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু॥
দেখিয়া নারদমুনি, ধনি ধনি মনে গণি,
ধনি ধনি আপনা বাখানে।
ত্রিজগত নাথ স্বামী, দেখিব নয়ানে আমি,
কান্দিয়া পড়িব শ্রীচরণে॥
সেই বলরাম রায়, যুগে যুগ সহায়,
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অন্তরে বিনোদলীলা,
করি করে অসুর সংহার॥

সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম,
রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি।
আদ্য মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত,
এক-ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ-মাঝে রঞা,
বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে।
সর্ব্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠাম,
সেবা করে অপরূপ সঙ্গে॥
গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসনবস্ত্র,
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র,
নানামতে করে পরিচর্য্যা॥
এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহীধরে,
হেন প্রভু বলরাম মোর।
ত্রিজগত-অধিরাজে, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝে,
প্রভু আজ্ঞা করিব গোচর॥
এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র,
পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি।
আর যত রুদ্রবংশ, সেহো তার অংশাংশ,
অবতার করি রহে ক্ষিতি॥
হেন মনঃকথারসে, মুনি ভেল পরবশে,
পুরী প্রবেশিলা প্রেমানন্দে।
দেখি ত্রিজগত-নাথ, সব-পারিষদ-সাথ
অপরূপ বলরামচান্দে॥
অঙ্কুর পর্ব্বত যেন, বসি শ্বেত-সিংহাসন,
অমৃত মধুর লহু হাসে।
রাতা উতপল আঁখি, ঢুলু ঢুলু যেন দেখি,
আধ-মুদিত তার কিসে॥
তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাথ,
আধ উদাস আধ দেখি।

মণি মুকুতা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার,
অলঙ্কারে অঙ্গ নাহি লখি ॥
আলিসে-বালিশ করে, বাম কর দিয়া শিরে,
ডাহিনে রেবতী-কর ধরে।
রেবতী তাম্বুল করে, দেই প্রভুর অধরে,
অনুরাগে বয়ান নেহারে ॥
অনুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনি।
কেহো বীণা বেণু বায়,কেহো বা সঙ্গীত গায়,
তাল সঙ্গে পরম রমণী ॥
তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত,
যার যেই যেই নিয়োজিত।
ঐছন সময়ে মুনি, করিল বীণার ধ্বনি
ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥
বিহ্বল নারদমুনি টলমল পড়ে ভূমি,
ঠাকুর উঠিয়া কৈল কোলে।
চিরদিন অনুরাগে, দেখিলাম মহাভাগে,
তুষিল শীতল প্রিয় বোলে ॥
হাসি হাসি বোলে পহুঁ, কহ কোথা হৈতে তুহু,
রহস্য কহিবে হেন বাসি।
কহ না কেমন কাজ, শুনিয়া হৃদয় মাঝ,
আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি ॥
সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, আমি কি বলিতে জানি,
তুমি প্রভু সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
যে কিছু কহিতে পারি, সেই কথা অনুসারি,
যে জুয়ায় কর যে আপনি ॥
পাপময় কলিযুগে, নিস্তার না দেখি লোকে,
দয়া উপজিল প্রভু চিতে।
পালিব ভকত জন, আর ধর্ম্ম সংস্থাপন,
জনম লভিব পৃথিবীতে ॥

অধর্ম্ম বিনাশ কাজে, আর কোন মর্ম্ম আছে,
হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা দিলা আমারে, ঘোষণা দিবার তরে,
শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥
রাধাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে,
অন্তর্ব্বাহ্য রাধাময় হব।
সঙ্গে সখা সখী বৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত,
ব্রজভাবে অখিল মাতাব ॥
তোর অগোচর নহে, তার মর্ম্ম কর্ম্ম দেহে,
কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র।
নিজ নিজ জন লৈয়া, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া,
স্বনাম ধরিহ নিত্যানন্দ ॥
শুনি বলরাম রায়, আনন্দে চৌদিগে চায়,
অট্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, প্রকাশয়ে চমৎকার,
আপনা পাসরে প্রেমানন্দে ॥
আজ্ঞা দিল নিজজনে, পৃথিবী কর গমনে,
প্রভু আজ্ঞা পালিবার তরে।
চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব আমি,
অগোচর করিব গোচরে ॥
ঐছন অমৃত-কথা, শুন গোরা গুণ-গাথা,
সবজন কর অবধানে।
সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার,
বিচার করহ নিজ মনে ॥
তৃণ ধরি দশনে, বোঁলো মো কাতর মনে,
গোরা গুণে না করিহ হেলা।
সংসারে না দিহ মতি, কর কৃষ্ণে পিরিতি,
সংসার তরিতে এই ভেলা ॥
কভু নাহি হয় যেই, গোরা অবতারে সেই,
হইব পরম পরকাশ।

নির্জীবে জীবন পাবে, অন্ধে গ্রন্থ বিচারিবে,
গুণ গায় এ লোচন দাস ॥

হেন মতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ নিজ অংশে সভে জন্মিতে লাগিলা ॥
মহেশঠাকুর সর্ব্ব আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥
পঢ়িয়া শুনিঞা গুণে পরবীণ হৈল।
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি পদবী লভিল ॥
সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুণ ধরে।
তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে ॥
অন্তর্ব্বাহ্যে বিচার না করি কহে পুন।
বাহ্য আচরণ দেখি বোলে তমোগুণ ॥
কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে হরিহর।
পরাকৃত তমোগুণ গুণের ভিতর ॥
প্রাকৃত ভকত বোলয়ে তমোগুণী।
অধম বলিয়ে অন্য জনে কিবা জানি ॥
এক মনে হরিহর বোল তমোগুণ।
অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন ॥
মনে অনুমান করি করহ বিচার।
যুগে যুগে কলি গোরা অবতার সার ॥
সব অবতারে যেই খেলার সংহতি।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি ॥
ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম্ম অনুরূপ।
নিত্যানন্দকন্দ নাম সহস্রস্বরূপ ॥
এক অংশে যাহার সহস্রফণা ধরে।
এক ফণে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে ॥
পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম ॥
মা বাপে থুইল নাম কুবের পণ্ডিত।
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত ॥
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে।
পৃথিবী জনম লৈলা পরমহরিষে ॥
কাত্যায়নী জনম লভিলা মহী মাঝে।
সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে ॥
অদ্বৈতঠাকুর সনে একত্রে বিলাস।
দোঁহে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রকাশ ॥
আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
অবতার নির্ণয় কথা কেমনে বাখানি ॥
মহান্তের মুখে যেই শুনিঞাছি কাণে।
তাহো কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে ॥
আমার শকতি নাহি করিতে নির্ণয়।
নাম লঞা যাব যেই যেই যেবা হয় ॥
আগে পাছে বিচার না কর কেহো মনে।
আখর অনুরোধে গ্রন্থ নাহি হয় ক্রমে ॥
শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা যার ঘর ॥
গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র যে ঠাকুর।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল অঙ্কুর ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধর দাস।
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ॥
রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত।
হরিদাস ঠাকুর গোবিন্দ অনুগত ॥
ঈশ্বর মাধব পুরী বিষ্ণুপুরী আর।
বক্রেশ্বর পরমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
রাঘবপণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া ॥
রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর সুন্দর।
কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম এ কমলাকর ॥

কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণদত্ত।
দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব॥
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস।
কাশীশ্বর রূপ সনাতন পরকাশ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
সভে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার॥
দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই।
জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠাঁঞি॥
পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈদ্য।
পৃথিবী আইলা যত ছিলা অন্ত আদ্য॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥
তাঁহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্তি কিছু অনুমানি॥
অভিমান কেহো কিছু না করিহ মনে।
প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে॥
যার পদ-পরসাদে আমি হেন ছার।
তো সব ঠাকুর গুণ কহোঁ তো সভার॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুলপ্রভাব যাঁহার॥
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝায় প্রেম বিনু॥
অসখ্য জীবেরে দয়া কাতর-হৃদয়।
কৃষ্ণ অনুরাগে সদা অথির আশয়॥
রাধাকৃষ্ণরসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় বলি যখন যেমন॥
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে॥
চৈতন্য-সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার।
অতুল সরস তাথি সুধি অবতার॥

সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পিরিতি।
সকল সংসারে যার নির্ম্মল কীরিতি।
শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড মাঝে যাঁর অবস্থিতি।
নরহরি চৈতন্য বলিয়া যাঁর খ্যাতি॥
বৃন্দাবনে মধুমতি নাম ছিল যার।
রাধাপ্রিয় সখী সেই মধুর ভাণ্ডার॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী॥
তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥
শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ়জন॥
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণসঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল॥
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত।
তাহারে কেমন জানে কেমন মহত্ত্ব॥
যাহারে চৈতন্য বোলে—মোর প্রাণ তুমি।
প্রকাশ করিলা যারে অভিরাম গোস্বামী॥
মদন বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সবে তেমতি দেখিল॥
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মন মোহে।
নাহি ভিনাভিন্ন সব সমান সিনেহে॥
সর্ব্বদা মধুর রস বোলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না শুনিল উৎকট কথনে॥
চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্য॥
পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে মধুর বিশ্বাস॥
ময়ূরের পাখা দেখি রাজসন্নিধানে।
পড়িলেন কৃষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে॥

কে জানে কেমন রূপ চৈতন্যের সঙ্গী।
জানয়ে অনন্ত আদি যারা অঙ্গ সঙ্গী॥
জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব।
সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ-অনুভব॥
কি কহিব আর অন্য পারিষদ যত।
পৃথিবী আইলা সভে নাম লৈব কত॥
সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাণি।
পৃথিবীর রেণু যদি একে একে গণি॥
আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি।
তভু গোরা অবতার লিখিতে না পারি॥
মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর।
মুরুখ হইয়া করোঁ বেদের বিচার॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে॥
পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বাহিবার॥
ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল।
গোরা অবতার কথা করিতে প্রচার॥
করজোড় করি বোলোঁ শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূকজন॥
নির্জ্জীব কহয়ে সে প্রকট চাটু বাণী।
না পঢ়ি মুরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী॥
পৃথিবী জনমি মহা মহা ভাগবত।
কৃষ্ণের গোপত কথা করিতে বেকত॥
অকারণে করুণা করেন সর্ব্বজীবে।
মাতা যেন দুরন্ত তনয় পরিষেবে॥
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ।
অধম হইয়া অমৃতের করি সাধ॥
শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া বান্ধল সিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে॥
তার দয়াবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই ভরসায় পুথি হইবে অবাধে॥
করজোড় করি বোলোঁ কাতর বয়ানে।
আত্ম নিবেদেও মুঞি বৈষ্ণবচরণে॥
মোরেধিক অধম নাহিক মহী মাঝে।
বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধি সর্ব্ব কাজে॥
দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচনদাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পূর মোর আশ॥
সূত্রখণ্ড সায় পুথি কহিল এখন।
অবতার আদিখণ্ডে শুন সর্ব্ব জন॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল।



আদিখণ্ড।

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর॥
সভার চরণধূলি মস্তকে ধরিয়া।
আদিখণ্ড কহি কথা শুন মন দিয়া॥
সর্ব্ব নিজজন যবে জনম লভিল।
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল॥
পৃথিবী চলিতে আর নাহিক বিলম্ব।
আপনি ঠাকুর শচীগর্ভে অবলম্ব॥
জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
দেব নাগ নর দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
কেহো যারে বোলে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
কেহো যারে বোলে সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ॥
কেহো যারে বোলে স্থূল সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম।
সে জন আপনে শচীগর্ভের আরম্ভ॥
তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ বাঢ়ে নিতি।
দেখিয়া সকল লোকের বাঢ়য়ে পিরিতি॥
দিনে দিনে তেজ বাঢ়ে শচীর শরীরে।
দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে॥

না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচী ঘরে।
এই মনে ঘরে ঘরে সভাই বিচারে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে॥
ছয়মাস পূর্ণ হৈলে শচীর উদর।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘর॥
হেনই সময়ে এক অদভুত কথা।
আচম্বিতে অদ্বৈত-আচার্য্য গেলা তথা॥
ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত-আচার্য্য॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সর্ব্বগুণধাম।
ত্রিজগতে ধন্য তার গুণ অনুপাম॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে॥
চরণের ধূলি লৈল মস্তক উপর।
সম্ভ্রমে আচার্য্যে কৈল বিনয় বিস্তর॥
পাদ প্রক্ষালনে জল দিল শচীদেবী।
শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী॥
অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমললোচন।
বাষ্প ঝলমল আঁখি অরুণ বরন॥

সকম্প অধর গদগদ কণ্ঠস্বর।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥
শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান॥
জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সবিস্মিতা।
কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে দুঃখিতা॥
জগন্নাথ বোলে শুন আচার্য্য গোসাঞি।
তোমার চরিত্র বুঝিবারে কেহো নাঞি॥
দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ।
নহে বা এ চিন্তা অগ্নি পোড়াইল দেহ॥
আচার্য্য কহয়ে শুন মিশ্র পুরন্দর।
জানিবে সকল পাছে কহিল উত্তর॥
পুলকিত সব অঙ্গ জানিঞা সন্দর্ভ।
গন্ধ চন্দনে পুজে শচীর শ্রীগর্ভ॥
সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
না কহিল কিছু গেলা আপনার স্থান॥
এথা শচী জগন্নাথ মনে অনুমানে।
মোর গর্ভ বন্দনা করিলা কি কারণে॥
আচার্য্য গোসাঞি কৈল গর্ভের বন্দনা।
শতগুণ তেজ শচী পাসরে আপনা॥
সব সুখময় দেখে নাহি দেখে দুঃখ।
সর্ব্ব দেবগণ দেখে উদর সম্মুখ॥
ব্রহ্মা শিব শক্র আদি যত দেবগণ।
উদর সম্মুখে সভে করয়ে স্তবন॥
জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন।
জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দ্দন॥
জয় সত্ত্ব-রজ-তম—প্রকৃতির পর।
জয় মহাবিষ্ণু কারণ-সমুদ্র ভিতর॥
জয় পরব্যোমনাথ মহিমা বিস্তার।
জয় সত্ত্ব পরসত্ত্ব বিষ্ণুসত্ত্বাকার॥
জয় গোলোকের পতি রাধার নাগর।
জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর॥
জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীর ললিত।
জয় জয় সর্ব্বমনোহর নন্দসুত॥
ইবে কলিযুগে শচীগর্ভে ত প্রকাশ।
আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন বিলাস॥
জয় জয় পরানন্দ দাতা ইবে প্রভু।
এহেন করুণা আর নাহি হয় কভু॥
আপনি আপন দাতা হৈলা কলিকালে।
পাত্রাপাত্র বিচার না হৈব গদাধরে॥
যে প্রেম যাচিঞা করেঁা মোরা সব দেবে।
না পাইল লব-লেশ গন্ধ অনুভবে॥
সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া।
ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া॥
তুয়া প্রেম লব-লেশ মোরা যেন পাই।
তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ গুণ যেন গাই॥
জয় জয় সংকীর্ত্তনদাতা গৌরহরি।
ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি॥
চারিমুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি।
তরাসিত শচীদেবী চমকিত মতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে নাহি ভিন্ন পরে॥
দশমাস পূর্ণ গর্ভ ভেল দিশে দিশে।
আপনা পাসরে শচী মনের হরিষে॥
শুভদিন শুভক্ষণ পৌর্ণমাসী তিথি।
ফাল্গুন শোভন নিশি হিমকরদ্যুতি॥
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভুত বোলে।
উঠিল চৌদিগ ভরি হরি হরি বোলে॥
চৌদিগ ভরিল তার দিব্য চারুগন্ধ।
পরসন্ন দশদিগ—বায়ু মন্দ মন্দ॥

ষড়্ ঋতু উদয় হৈ গেল সেই বেলে।
প্রভু শুভজন্ম পৃথিবীতে হেনকালে॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য যানে চাহে।
গোরা অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ॥
একমাত্র ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল।
জন্মমাত্র প্রকট করিল প্রভু মোর॥
শচীর উদরে মহা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ।
আনন্দে বিহ্বল দেবী বোলে গদগদ॥
জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাথসানে।
জনম সফল দেখ পুত্রের বয়ানে॥
পুরনারীগণ জয় জয় দেই মুখে।
আনন্দে বিহ্বল সভে দেখিয়া বালকে॥
বেদ দেব-নাগকন্যা সভাই আইলা।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয় জয়ধ্বনি কৈলা॥
গৌর নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমৃত অখণ্ড॥
দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান।
সভার মনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ॥
এহেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি।
বালক দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি॥
মানুষের হেন ঠাম না দেখিয়ে কিছু।
দিব্য বিলাসিনী কহে জানিব ইহা পিছু॥
জগন্নাথ বিহ্বল দেখিয়া পুত্রমুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার মনের কৌতুক॥
কত চান্দ উদয় দেখিয়া মুখখানি।
প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি॥
উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিঞা।
ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞা॥
অধর অরুণ আর চারু গণ্ডজ্যোতি।
সুন্দর শ্রীবুক দেখি উঠয়ে পিরিতি॥
সিংহ গ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥
বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন।
অরুণ কমলদল দুখানি চরণ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে।
রথ ছত্র চামর স্বস্তিক অম্বুফলে॥
ঊর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুম্ভবরে।
সব অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে॥
হেন অদভুত রূপ পৃথিবীর মাঝে।
মহারাজ-রাজাধিক লক্ষণ বিরাজে॥
ইন্দ্র চন্দ্র কিবা ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক কারণ॥
নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন।
চির অনুরাগে যেন প্রিয় দরশন॥
জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা।
কত দিন ছিল পুরুবের যেন সখা॥
প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে হৃদয়ে নয়নে হেন বাসি॥
বালক দেখিয়া হিয়া ভরল আনন্দ।
আলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবিবন্ধ॥
জন্মমাত্র বালক দেখিল এইক্ষণে।
কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে॥
হেন অনুমানি সভে দেই জয় জয়।
স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয়॥
অভিনব কামদেব শচীর নন্দন।
স্রবয়ে অমিয়া যবে করয়ে ক্রন্দন॥
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ কৈল অবতার।
নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমান সার॥
সবলোকনাথ সে অবনী পরকাশ।
আনন্দে বিহ্বল কহে এ লোচনদাস॥

মঙ্গলগুর্জ্জরী রাগ।

শচী মিশ্রপুরন্দর, আনন্দে গরগর,
গদগদ ভেল কণ্ঠস্বরে।
ইষ্ট কুটুম্ব, আনি অবিলম্ব,
পুত্রমহোৎসব করে॥

মঙ্গল করহ উচ্ছাহ।
আনন্দে শচীর মন্দিরে গোরাগুণগাহ
না হারে আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥ ধ্রু॥

জয় জয় জয়, চৌদিগে সুখময়,
আনন্দে ভরল নগরী।
কুলবধূ যত, আওল শতশত,
বিলায় সিন্দুর পিঠারি॥
পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,
গদগদ বোলে শচীদেবী।
আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ বর,
বালক হউ চিরজীবী॥
বালক নহে মোর, আপন বলি বর,
দেহনা সব নারীগণে।
অমিয়া অধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়,
নিমাই বলিয়া থুইল নামে॥
এ অষ্ট দিবসে, শিশুগণ সন্তোষে,
অষ্ট কলাই বিলাই।
নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব,
বাজএ আনন্দ বাধাই॥
বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শ্রীশচী নন্দনে,
অবনী পূর্ণিমার চাঁদে।
কাজরে উজোর, নয়ন যুগল,
গোরোচনা তিলক সুছাঁদে॥

এ কর চরণ সঘনে চালন,
ঈষৎ হাসয়ে মুচকি।
শচী জগন্নাথ, দেখি অদভুত,
নিরিখে অনিমিখ আঁখি॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন, করয়ে নিতিনিতি,
সুগন্ধি তৈল হরিদ্রা।
বদন চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থুয়ে,
ধন্য শচী সুচরিত্রা॥
ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আনন্দ নদীয়া নগরে।
কিবা দিবা রাতি, না জানে বার তিথি,
প্রেমায় আপনা পাসরে॥
নদীয়া নগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
না জানি কি নারী পুরুষে।
বালক বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরবন্ধ,
মাতল অতুল হরিষে॥
শারদ-শশী জিনি, বদন অনুমানি,
মদন সদন বিরাজে।
যুবতী যত ছিল, উমতি সভে ভেল,
ছাড়ল গুরুগৃহ কাজে॥
দিনে তিন বেরি, ধায়ে পুরনারী
বালক দেখিবার তরে।
দেহি দেখি বলি, সভেই কোলে করি,
পুলকে ভরি কলেবরে॥
ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আনন্দ কহিল না যায়।
ছিরি নরহরি, তার পদ ধরি,
লোচনদাস গুণ গায়॥

এইমতে দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাড়য়ে শরীর যেন অমিয়ার সার॥
কি দিব উপমা রূপের না দিলে সে নারি।
খলবল করে প্রাণ কহিলে সে পারি॥
নিতি ষোলকলা-পূর্ণ ইন্দু-মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ॥
একে সে অধর রাতা মুচকি হাসিতে।
অমিয়া সায়রে যেন হিল্লোল সহিতে॥
রসে ডুবুডুবু রাতা নয়নযুগল।
কাজরে অমিয়াপঙ্কে কে বান্ধ বান্ধল॥
শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান।
সাদরে নিরীখে হেন পুত্রের বয়ান॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে খটি করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচী স্তনযুগে দুটি চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা॥
অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অট্টহাসি।
অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনিয়া সুন্দর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গঠন সোসর॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর॥
অঙ্গদ কঙ্কণ গলে গজমতি হার।
কটি স্বর্ণ-শিকলি মগরা পায়ে আর॥
মাড়িল হিঙ্গুল যেন কর পদতল।
অধর বান্ধুলী আখি রাতা উতপল॥
বিজুরী মাজিল গা রাতুল ঠাঞি ঠাঞি।
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পাই॥
বিশ্বপালন হেতু থুইল 'বিশ্বম্ভর' নাম।
সরস্বতী সংবাদ যে পুরুষ প্রধান॥
ক্ষণে পিতামাতা কর-অঙ্গুলি ধরিয়া।
অথির শরীর পড়ে পদ দুই গিয়া॥
অবেকত আধ আধ লহু লহু বোলে।
চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে॥
এইমতে দিনে দিনে আঙ্গিনা বেড়ায়।
ঘুচিল বিবিধ তাপ জগত জুড়ায়॥
লখিমীলালিত পদ ধরণীর কোলে।
আনন্দে পৃথিবী দেবী আপনা পাসরে॥
গগনে এক চাঁদ ভূমে দশ নখ-চাঁদ।
কিরণের তেজ সে যে আঁখি পাইল আন্ধ॥
দশ চাঁদ কর-নখ অঙ্গুলির আগে।
পাতকী দেখিলে হিয়া আন্ধিয়ার ভাঙ্গে॥
শ্রীমুখচাঁদ প্রভুর কোটি চাঁদের রাজা।
ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা॥
কি কহিব আর তার কর্ণ চন্দ্রিমা।
অন্তর তিমির কাটে নাহি করে ক্ষমা॥
কে কহিতে পারে তার বালক চরিত্র।
লৌকিক আচারে কৈল সংসার পবিত্র॥
অগ্রজ যাহার বিশ্বরূপ মহাশয়।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানয়ে আশয়॥
তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে পারে।
যাহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরে॥
দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস॥

বরাড়ী রাগ।

চান্দা চান্দা চান্দা, গগন উপরে,
কে পাড়ি আনিয়া দিব।

কলঙ্ক মুছিয়া, গোরা রায়ের,
কপালে চিত্র লিখিব ॥
আরে বাছা আয় আয়, আমার সোণার সুত,
নিন্দের লাগিয়া কান্দে।
আখটি করিতে, একটী বোল নিমাইর,
অমিয়া অধিক লাগে ॥ ধ্রু ॥
এখনি আসিব, নিমাইর বাপ,
ক্ষীর কদলক লঞা।
হের আসিছে বাছা, হাউ দুরন্ত রে,
নিন্দ যাহ আঁখি মুদিয়া ॥
সোণার পদ্মমুখ, রাতা পদুম আঁখি,
আধ মুদিত তারা।
হেন বুঝি পারা, মধুর পাথারে,
ডুবিল আধ ভ্রমরা ॥
পাটের গিলাপ, নেতের তুলি,
রচিয়া শয্যাখানি।
পাথালি হইয়া, পুত্র কোলে লৈয়া,
শুতিলা দেবী শচীরাণী ॥
এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে,
অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বোলে সব, দেব-শিরোমণি,
বালক-রূপেতে বিহার ॥

আরে আরে হয়।

হেন অদ্ভুত কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম রে
শুন গোরা গুণগাঁথা রে আরে হয় ॥ধ্রু॥
এক দিন এক কথা শুন সাবধানে।
আপনা প্রকাশ প্রভু কৈল যেন মনে ॥
এক গৃহে জগন্নাথ গৃহান্তরে শচী।
পুত্র কোলে করি শয্যার সুখে শুতি আছি ॥
শূন্যঘরে কত সৈন্য সামন্ত ভরিল।
ঐছন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল ॥
যত দেবগণ আসি শচী কোলা হৈতে।
বসাইল রত্নসিংহাসনেতে তুরিতে ॥
অভিষেক করি নানাবিধ পূজা করি।
প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥
শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি সভে করে বারবার।
জয় জয়ধ্বনি সভে করিছে বিস্তার ॥
জয় জগন্নাথ তুমি সভার পালন।
কলিযুগে সভাকার করিবে পোষণ ॥
বৃন্দাবন ধনরস দিবে সভাকারে।
নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ॥
দেখি শচীমাতা বারংবার চমকিত।
পুত পুত করি শচী ভেল মহাভীত ॥
আপনাকে ভয় নাহি পুত্রগত প্রাণ।
বালক পাঠাঞা দিল জগন্নাথ স্থান ॥
তোর পিতা শুতি আছে ঐ দেবঘরে।
তথা গিয়া সুখে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥
চলিলা ত গোরাচাঁদ মায়ের বচনে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরণে ॥
বাহিরে আইলা যবে দেবশিরোমণি।
সকল দেবতা আইলা পাছে জোড়পাণি ॥
প্রভু কহে দেবগণ নাচাহ আমারে।
গাও রাধাকৃষ্ণলীলা কহিলাঙ তোমারে ॥
দেবে রাধাকৃষ্ণপ্রেম গানেতে মিশাঞা।
দিলেন আনন্দে গৌরচন্দ্র দরশিয়া ॥
আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে।
রাধা রাধা গোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে ॥
কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে।
রাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে প্রেমসুখে ॥

দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী পাইলা।
শব্দ শুনি জগন্নাথ মন্দিরে আগিলা॥
জগন্নাথ ডাকে শচী কিনা ধ্বনি শুনি।
উচ্চস্বরে ডাকে ত্রাসিত শচীরাণী॥
বাহিরে আসিয়া দোঁহে পুত্র নিল কোলে।
শুন্য চরণ দেখি আপনা পাসরে॥
তহিক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে।
শচীদেবী বলে যে দেখিল নিজঘরে॥
চারিমুখ পাঁচমুখ আদি যত দেবা।
দিব্য-যানে আসি বালকের কৈল সেবা॥
দেখিয়া তরাসে তোর ঠাঞি পাঠাইল।
শুন্য-চরণে নূপুর শবদ শুনিল॥
এহেন বালক দিব্য মুরতি সুঠান॥
না জানি কখনে হয় কুজ্ঞান বিজ্ঞান॥
সাতকন্য মরি মোর এইটী ছাওয়াল।
ইহা হৈতে কিছু হৈলে নাহি জীব আর॥
সাত পাঁচ নাই সবে দুই আঁখির তারা।
আন্ধলের নড়ি সবে এই ধন মোরা॥
ঘর-সরবস-ধন দেহ আত্মা তনু।
না রহে জীবন মোর গোরাচাঁদ বিনু॥
বিঘ্ন নিবারণ কিছু প্রতিকার চিন্ত।
বালক মঙ্গল কর দেব আদি অন্ত॥
হেনমনে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে।
খেলায় শচীর সুত বালক সহিতে॥
ক্ষণে অঙ্গিনাতে নাট এধূলি ধূসর।
দেখিয়া জননী বোলে বচন কাতর॥
সোণার পুতলী তনু বদন সুছান্দ।
উপমা দিবারে নাহি আকাশের চান্দ॥
এহেন সুন্দর গায় ধরণী পড়িয়া।
লুটাঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা॥
ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন।
পুলকে ভরল অঙ্গ সজল লোচন॥
তবে আর কথো দিনে শচীর নন্দন।
বয়স্য সহিতে করে বাহিরে পর্য্যটন॥
গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায়।
মর্কট খেলা খেলে এক চরণে যায়॥
শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি।
ধরিতে চলিলা পুত্র হাতে সাট করি॥
জানুর উপরে জানু—রহে একপদে।
দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শবদে॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায়।
মাতিলকুঞ্জর যেন উলটিয়া যায়॥
ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী।
আগে আগে যায় মোর প্রভু দ্বিজমণি॥
ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে।
ধাঞা সান্ধাইল গিয়া ঘরের ভিতরে॥
ঘরমধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল।
ধর ধর করিতে সর্ব্ব আছাড়ি ভাঙ্গিল॥
নাসায় অঙ্গুলী শচী দাঁড়াইয়া চাহে।
হেঠ বদন করি বিশ্বম্ভর রহে॥
অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জাভরে।
রোদন করয়ে প্রভু অশ্রুনেত্রে ঝরে॥
চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া।
উগারে মুকুতা হার যেমন গিলিয়া॥
দেখি শচী গৌরমুখ প্রেমেপূর্ণ হঞা।
আইস কোলে করি বোলে মোর দুলালিয়া॥
করে ধরি কোলে করি বোলে শচীরাণী।
ঘর-সরবস যাউ তোমার নিছনি॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী॥

লোক বেদ অগোচর চরিত্র অপার।
ঔদ্ধত্য জানিল শচী না বুঝি বেভার॥
সুদৃঢ় জানিল পুত্র চঞ্চল নিমাই।
দুঃখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি॥
আর দিনে পরিণত আনি যত নারী।
পুছিলেন সভাকারে অনুনয় করি॥
কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোঁসাঞি।
ক্ষিপ্তমত আচরণ বুদ্ধি কিছু নাঞি॥
এক করে আর বোলে বুঝিতে না পারি।
আচার বিচার কিছু না করে বিচারি॥
শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা দুঃখভরে।
কোলে করি গোরাচান্দ সঙ্কে মেলি বোলে॥
কেনে কেনে বাপ কর এত অমঙ্গল।
শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চল॥
দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তরে।
শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বরে॥
কবে হৈতে এমন হইল পুত্র তোর।
শচী বোলে না পারি কহিতে কিছু ওর॥
একদিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি।
আসি সব দেবতা রহিল ঘর ভরি॥
দিব্যসিংহাসনে মোর নিমাঞি রাখিয়া।
দণ্ডবৎ করে তারা ভূমিতে পড়িয়া॥
জাগিয়া দেখিনু মুঞি এত চমৎকার।
সেই হইতে কিবা তন্ত্র হইল ইহার॥
শুনি সভে এই সত্য বলিলেন বাণী।
কোন দেব ইহাতে আছেন অনুমানি॥
সব দেব নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া।
সব বিপ্র লঞা আইস মিশ্রেরে বলিয়া॥
স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক কল্যাণ।
পূজা পাঞা দেব যেন যায় নিজস্থান॥

চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয়।
পূজা পাইলে তোরে সঙ্কে করাব অভয়॥
সভারে বিদায় দিল পদধূলি লঞা।
কহিলেন শচী সব মিশ্রেরে যাইয়া॥
শুনি মিশ্র সচিন্তিত দ্রব্য সব করি।
যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের গণকে আহরি॥
এথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাস্নানে।
চঞ্চল ঘুচিব পুত্র করি এই মনে॥
শচী আগে আগে যায় বিশ্বম্ভর রায়।
খেলিতে খেলিতে সে অশুচিদেশে যায়॥
ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়।
দেখিয়া জননী দেবী করে হায় হায়॥
অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার।
স্বস্ত্যয়নের ধর্ম্মে আর হইল বিস্তার॥
ছি ছি বলিয়া ডাকে বোলে কটুত্তর।
শুনিয়া সদয় বাণী বোলে বিশ্বম্ভর॥
কি শুচি অশুচি কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব।
না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত॥
ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার।
জগতে যতেক ইহা বহি নাহি আর॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি আর নাহি ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কহিল এ মর্ম্ম॥
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হইয়া।
সুরনদী স্নান কৈলা বিশ্বম্ভর লৈয়া॥
ঘরেরে আসিয়া শচী জগন্নাথে কহে।
বালক চরিত্র কিছু শুন মহাশয়ে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই তোমার তনয়।
নিশ্চয়ে জানিহ এই বিয় কিছু নয়॥
অশুচি দেশেরে গিয়া কহে হেন বার্ত্তা।
না দেখিলে না শুনিলে বালকের কথা॥

ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল।
ছুইল অশুচি দেশ সব ভাল হৈল॥
কুলের প্রদীপ আমার নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥
ইহা বলি দোঁহে পুত্র-বদন নেহারে।
প্রেমে গরগর তনু আপনা পাসরে॥
অরুণ নয়নে জল শতধারা গলে।
পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বোলে॥
হেন বেলে বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ সনে।
খেলায় বিবিধ খেলা এ গীত নাচনে॥
ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
দেখি শচী জগন্নাথ হরিষ অন্তর॥
দোঁহে দোঁহার মুখ দেখি উপজিল হাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

শ্রীরাগ।

অকি হোয়ে গৌর জয়, জয়॥ দিশা॥ মূর্চ্ছা॥
কি না মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া।
কি না মোর গৌর কি আরে জয় জয়॥ ধ্রু॥
এই মনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন।
বাঢ়য়ে শরীর যেন সুমেরু বন্ধান॥
অমৃতের ধারা যেন বচন মাধুরী।
শুনি শচীদেবী অতি মনে কুতুহলী॥
কথাচ্ছলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী।
প্রভু বোলে শুনিতে না পাই তোর বাণী॥
উচ্চ করি শচী ডাকে মহাকুতুহলী।
শুনিতে না পাই বোলে গোরা বনমালী॥
বাৎসল্য ভাবেতে মুগ্ধা হৈলা শচীমাতা।
ক্রোধ করি ছাট লঞা যায় উনমতা॥
আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত।
বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত॥
এত বাক্য শুনি তবু শচীর নন্দন।
খটি করি না শুনিলা মায়ের বচন॥
বসিলা সে শচীদেবী চাহে একদিঠে।
ধাঞা মারিবারে গেলা হাথে লঞা সাটে॥
ধাঞা গৌরচন্দ্র গেলা অশুচির স্থান।
ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জ্জয়ে যে স্থান॥
দেখিয়া জননী নিজ শিরে কর হানি।
ছিছি বলিয়া ডাকে বোলে কটুবাণী॥
অধিক সে বিশ্বম্ভর রুষিল হিয়ায়।
উপরি উপরি ভাণ্ডে চড়িয়া বেড়ায়॥
সকোপ বচন শুনি করে বিপরীত।
দেখিয়া জননী কিছু বোলয়ে পিরিত॥
আইস আইস বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম।
এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র।
শুনি কি বলিব লোকে কুচ্ছিত চরিত্র॥
আইস আইস বাপ স্নান কর গঙ্গাজলে।
মায়ের পরাণ রাখো চঢ়সিয়া কোলে॥
নহে বা মরিব এই গঙ্গায় নাম্বিয়া।
এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াও কান্দিয়া॥
কষিত এ দশ-বাণ সুবরণ তনু।
এহেন সুন্দর গায় কালি মাখ কেন॥
অশুচি কুচ্ছিত স্থান ছাড় বাপ মোর।
চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর॥
শুনিঞা রুষিল বিশ্বম্ভর গুণরাশি।
বারে বারে বোলো তোরে কভু না বুঝসি॥
অশুচি অশুচি করি বোলসি কুবোল।
কি শুচি অশুচি আগে বিচারহ মোর॥

ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা কৈল হাথে।
ইষ্টকা প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥
ইষ্টকা-প্রহারে মূর্চ্ছা পাইলা শচীরাণী।
মা মা বলিয়া পুন কান্দয়ে আপনি ॥
কান্দনার বোল শুনি পুরনারীগণ।
নিকটে যে ছিল ধাঞা আইল তখন ॥
গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল।
সংজ্ঞামাত্র বিশ্বম্ভর বলিয়া ডাকিল ॥
বাহু পসারিয়া নিয়া পুত্র কোলে কৈলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান পাসরিলা ॥
কান্দয়ে ত গোরাচান্দ মায়েরে দেখিয়া।
তহি এক দিব্যনারী কহিল হাসিয়া ॥
চিবুকে ধরিয়া গৌরচন্দ্রে কহে বাণী।
নারিকেল ফল তুই মায়ে দেহ আনি ॥
তবে সে জীয়য়ে শচী দেবী তোর মাতা।
নহে বা মরিল এই শুন মোর কথা ॥
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইল।
তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল ॥
তৎকাল-গলিত-বৃন্ত স্নিগ্ধ সোণাবাণ।
নারিকেল ফল আনি দিলা মায়ের স্থান ॥
দেখিয়া সে নারীগণে বিস্ময় লাগিল।
এইখানে শিশু নারিকেল কোথা পাইল ॥
তহি এক দিব্য নারী বিলাসিনী আছে।
লহলহ হাসে বিশ্বম্ভরে কিছু পুছে ॥
শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি।
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥
ঐছন বচন শুনি বিশ্বম্ভর রায়।
হুঙ্কার করিয়া ধরে মায়ের গলায় ॥
সচেতন হঞা শচী পুত্র কৈল কোলে।
লাখলাখ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন আঁচলে।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা কৈল সুরনদী-জলে ॥
স্নান করাইল গঙ্গাজল অভিষেকে।
অন্তর-বিস্ময় পুত্র-বদন নিরিখে ॥
সমুদ্র-গম্ভীর কোটি-দিনকর-ছটা।
কোটি-নিশাকর-তেজ নখ কুড়ি-গোটা ॥
কোটি কাম নিজরূপ সুললিত তনু।
রঙ্গিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু ॥
সর্ব্বলোকনাথ সে অবনী পরকাশ।
দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস ॥
পুরুব রহস্য গর্ভধারণের কালে।
দেখিল দেবতা চারিপাশে স্তুতি করে ॥
আর যত বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
তখনে সকল সেই স্মরণ হইল ॥
নিশ্চয় জানিল জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
নির্লেপ নিরাকার নিরঞ্জন নারায়ণ ॥
সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিধর আত্মারাম।
যোগীন্দ্রগণের ইহোঁ ধ্যান অনুপাম ॥
মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ ॥
সভার আরাধ্য এই আমার তনয়।
বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায় ॥
যেই-মাত্র কোলে কৈল বিশ্বম্ভর হরি।
পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্চর্য্য পাসরি ॥
ঘরেরে আইলা শচী বিস্মিত ভাবিয়া।
কোন দেবতা আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া ॥
এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হস্ত দিয়া।
জনার্দ্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া ॥
শির তোর রক্ষা করু চক্র-সুদর্শন।
চক্ষু নাসিকা মুখ রাখু নারায়ণ ॥

বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর।
বাহু তোর রক্ষা করু প্রভু রঘুবর॥
উদর-রক্ষণ তোর করু দামোদর।
নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর॥
জানু দুটী রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম।
রক্ষা করু ধরাধর তোর দু'চরণ॥
সব অঙ্গে থুথুকার দেই শচীমাতা।
পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা॥
হেনমতে আনন্দে সানন্দে দিন গেল।
পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল॥
সুখে শচী গৌরচন্দ্র প্রাঙ্গণে রাখিল।
দাস-দাসীগণে সন্ধ্যাকার্য্যে নিয়োজিল॥
হেনমতে দিন-অবসানে সন্ধ্যা হৈল।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগনে উঠিল॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর সুজান।
মা মা বলিয়া কান্দে যেনক অজান॥
শচী বোলে সন্ধ্যাকালে না কর রোদন।
যাহা চাহ তাই দিব শুন মোর ধন॥
প্রভু বোলে চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া।
হাসি হাসি শচী বোলে আরে অবোধিয়া॥
ধিক্ ধিক্ এ পুত্র হইল মোর ঘরে।
চাঁদ কেহ আকাশের পারে ধরিবারে॥
প্রভু বোলে বোলিলে যে যাহা চাহ তুমি।
তাহা দিব এমন কহিলে কেন বাণী॥
এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন।
ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন॥
আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা-খটি করে।
চরণ আছাড়ে করে নয়ান কচালে॥
মায়ের গলা ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর রায়।
খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায়॥

ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুল ছিঁড়ে।
ধূলায় ধূসর কর হানে নিজ-মুণ্ডে॥
দেখিয়া জননী বোলে অবোধিয়া পুত।
তোহার চরিত্র মোরে বড় অদভুত॥
আকাশের চান্দ কেহ পারে ধরিবারে।
ওহেন কতেক চাঁদ তোমায় শরীরে॥
হেরো দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল।
না বুঝি তোমার আগে উদয় করিল॥
না জানিঞা নবদ্বীপচান্দের উদয়।
লজ্জা পাঞা মেঘের ভিতরে যাঞা রয়॥
নবদ্বীপে হাউ আইল শুনহ বচন।
না কান্দিহ ওরে বাপ আমার জীবন॥
ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে।
আপনা পাসরে দেবী প্রেমানন্দ সুখে॥
আনন্দে-সানন্দে দেবী সম্পদ-বিহ্বলা।
দিগ-বিদিগ নাহি দেখি পুত্রলীলা॥
অন্তর-উল্লাসে দেবীর গদগদ-ভাষ।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ।

জয় জয় জয়, শ্রীশচী নন্দন,
আনন্দ-কন্দ কিশোরা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানা-রঙ্গে,
করিয়া অর্ভক-লীলা॥ ধ্রু॥
খেলিতে খেলিতে, তহি আচম্বিতে,
শ্বান-শাবক দুই চারি।
বাড়িল কৌতুক, তহি বাছি এক,
ধরি নিল গৌরহরি॥
সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল তাহারে,
শুন শুন বিশ্বম্ভর।

কুচ্ছিত ছাড়িলে ভাল তুমি নিলে,
না খেলাব যাব ঘর॥
তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর,
এই শাবক সভার।
সভেই মিলিয়া, খেলিব ইহা লঞা,
থাকিবে ঘরেতে আমার॥
ইহা বলি সেই, শ্বান-সুত লই,
চলিলা আপন ঘরে।
নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া,
বান্ধিল পিড়ার উপরে॥
হেন-কালে তথা, বিশ্বম্ভর-মাতা,
সমাধিয়া গৃহকাজ।
স্নান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে,
পুরনারী করি সাথ॥
তবে বিশ্বম্ভর, পাঞা শূন্য ঘর,
শ্বানের শাবক লঞা।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
ধূলায় ধূসর হঞা॥
খেলিতে খেলিতে, তঁহি আচম্বিতে,
দোঁহে উপজিল দ্বন্দ্ব।
তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি,
আরেরে বলিল মন্দ॥
নিতি-নিতি আসি, কলহ করসি,
কেমন বেভার তোর।
হেন বুঝি রীতি, তোহার চরিতি,
শ্বানের শাবক-চোর॥
সেই সেই কালে, রুষিয়া অন্তরে,
বাহিরে চলিল ধাঞা।
শচীর সম্মুখে, বোলে বড়-ডাকে,
কোপে গদগদ হঞা॥
শুন শুন আরে, তোর বিশ্বম্ভরে,
শ্বানের শাবক লঞা।
ক্ষণে কোলে করে, ক্ষণে গলে ধরে,
বালক দেখনাসিয়া॥
শুনি শচীরাণী, বালকের বাণী,
সত্বরে আইলা ঘরে।
দেখি পরতেখ, শ্বানের শাবকে,
গৌরচন্দ্র কোলে করে॥
শিরে কর হানি, বোলে শচীরাণী
না জানি কি তোর লীলা।
সকল থাকিতে, অতি বিপরীতে,
কুক্কুর-ছা লঞা খেলা॥
জনক তোহারি, অতি ধর্ম্মাচারী,
তহার তনয় তুমি।
কি বলিব লোকে, শ্বানের শাবকে,
খেলাহ কি সুখ মানি॥
ব্রাহ্মণকুমার, হেনই আচার,
কিছুই নছিল তোর।
ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব,
এ শেল হৃদয়ে মোর॥
এহেন সুন্দর, মুরতি তোহার,
ধূলা মাখ কিবা সুখে।
বলিতে বচন, নাযাহ বদন,
আগি লাগু মোর মুখে॥
কত চাঁদ জিনি, তোর মুখখানি,
এ থির-বিজুরি অঙ্গ।
বেশ নাহি তার, ধূলা মাখ গায়,
অধম-বালক সঙ্গ॥
ক্রোধে শচীদেবী, দন্তে ওষ্ঠ চাপি,
বালকেরে দেই গালি।

নিজঘরে যাহ, কুকুর-ছা লহ,
মা-বাপেরে দেহ ডালি ॥
ইহা বলি সেই, পুত্র-মুখ চাই,
ডাকয়ে আনন্দ ভরে।
আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ,
বদন চুম্বউ তোরে ॥
শ্বানের শাবক, ছাড়ি দেহ বাপ,
স্নান কর গঙ্গাজলে।
বেলি দুই-পোর, ক্ষুধা নাহি তোর,
কত দুঃখ দেহ মোরে ॥
নহে শ্বান সুত, বান্ধি রাখ পুত,
স্নান করিবারে যাহ।
বিকালে খেলিহ, কুকুর-ছা লৈহ,
এখনে ত কিছু খাহ ॥
ও মুখ মলিন, সোণার নলিন,
আতপে যেন মৈলান।
নাসিকার আগে, ঘর্ম্মবিন্দু জাগে,
দেখিয়া বিদরে প্রাণ ॥
মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বম্ভর,
হাসি উঠি বৈল বাণী।
মোর শ্বান-সুত, জানি যায় কথু,
তবে সে জানিবে আপনি ॥
ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি,
স্নান করিবারে চাহে।
এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন মুছিয়া,
গন্ধ তৈল দিল গায়ে ॥
স্নান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে,
বয়স্ত করিয়া সঙ্গে।
সুর-নদীজলে, অতি কুতুহলে,
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥
সভে সস্তা অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে,
মাতিল কুঞ্জর যেন।
গোরাবর তনু, সুমেরুক জনু,
অটল অদ্ভুত হেন ॥
এথা শচীদেবী, মনে অনুভবি,
কুকুর ছায়ে এড়ি দিল।
নিজমাতা পাঞা, সঙ্গে গেল ধাঞা,
না জানি কোথারে গেল ॥
সেইখানে এক, আছিল বালক,
ধাঞা গেল গঙ্গাকূল।
শুন বিশ্বম্ভর, জননী তোমার,
কুকুর ছা এড়ি দিল ॥
বালক বচন, শুনিঞা তখন,
সত্বরে আইলা ধাঞা।
যেখানে থাকিত, সেই শ্বান-সুত,
সেখানে দেখিল গিয়া ॥
চারি দিগে চাহি, কুকুর ছানা নাহি,
অন্তর ভরিল কোপে।
কান্দে উভরায়, গালি দেয় মায়,
শ্বানের শাবকশোকে ॥
শুন অবোধিনি, কি কৈলি জননি,
এ দুঃখ দেয়লি মোরে।
পরম সুন্দর, শ্বানশিশুবর,
কেমতে দিলি কাহারে ॥
বোলে শচীরাণী, আমিত না জানি,
শ্বানের শাবক তোর।
এইখানে ছিল, কেবা কতি নিল,
সঙ্গের বালক চোর ॥
কোন প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে,
শ্বানের শাবক লাগি।

করিয়া যতনে, লইল যে জনে
কালি আনি দিব মাগি ॥
করহ অবধি, আপন সপতি,
করিয়া বোলিছ তোরে।
খানের শাবকে, আনি দিব তোকে,
না কান্দ না কান্দ আরে ॥
এতেক বলিয়া, বদন মুছিয়া,
পুত্র কোলে করি নিল।
শ্রীমুখ চাহিয়া, মহাসুখ পাঞা,
লাখলাখ চুম্ব দিল ॥
অঙ্গের মার্জ্জনা, কৈল শুচিপণা,
স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
সন্দেশ মোদক, ক্ষীর কদলক,
ভক্ষণ করিল ভালে ॥
তিন ঝুটি মাথে, পাঁচ থুপী তাথে,
একত্র করিয়া বান্ধি।
নয়ানে কাজর, সুরেখা উজর,
দিঠি এ জগত রঞ্জি ॥
রক্তপ্রান্ত ধড়া, দিয়া কটি বেড়া,
প্রপদ-অঞ্চল দোলে।
মুকুতার হার, হৃদয় উপর,
চন্দন-তিলক ভালে ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
চরণে মগরা খাড়ু।
বালকের ঠাঁয়, খেলিবারে যায়,
হাথে লঞা ক্ষীরলাড় ॥
বদন সুন্দর, জিনি শশধর,
বচন গভীর মধু।
বালকের মাঝে, শোভে দ্বিজরাজে,
তারায়ে বেঢ়ল বিধু ॥
ঐছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়,
দেবতা দেখিয়া হাসে।
মার্জ্জার কুকুর, পরশে ঠাকুর,
কৌতুক লোচনদাসে ॥

গৌরাঙ্গপরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্।
স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্যজ্ঞান ॥
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া হাসে নাচে।
নদীয়ার লোক সব ধায় পাছে পাছে ॥
কুকুরের আবেশ এমন সভে দেখি।
পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রুময় আঁখি ॥
আচম্বিতে খান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান।
কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে প্রয়াণ ॥
আচম্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া।
আকাশ পথেতে যায় তাহারে লইয়া ॥
সুবর্ণের রথ চারু সহস্রশিখর।
মণি মুকুতার ঝারা করে ঝলমল ॥
লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাধ্বনি হৈতেছে তাহাতে।
কাংস্য করতাল কত বাজে যুথে যুথে ॥
শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি হরিধ্বনি শুনি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় রাধাকৃষ্ণবাণী ॥
ধ্বজপতাকা সব রথোপরে উড়ে।
সূর্য্যের মণ্ডপ ঢাকে কিরণ উজ্জ্বলে ॥
রথমধ্যস্থানে এক রত্নসিংহাসনে।
কমনীয় কান্তি সেই অতি মনোরমে ॥
দিব্য আভরণ তার অঙ্গ মাঝে সাজে।
কোটি মদন মুরছন হয় লাজে ॥
পরমশীতল হৈলা কোটিচন্দ্র জিনি।
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি ॥

সিদ্ধগণ সভে আসি চামর করিয়া।
চলিলা গোলোকপথে তাহারে লইয়া॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি সভে কর জুড়ি।
গৌরাঙ্গমহিমা গায় সভে রথ বেড়ি॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন।
এমন করুণা কভু না কৈল কখন॥
কুকুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়।
দিব্য দেহ হেন কভু কেহো নাহি পায়॥
জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি।
জয় জয় অবতার সভার উপরি॥
তোর করুণায় কলিজীব নিস্তারিব।
আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব॥
মোরা সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্।
পাইব তোমার পদপ্রসাদ প্রধান॥
কুকুরে তরিয়া যায় তোমার পরশে।
এমন করুণা কভু নাহি হৃষীকেশে॥
কবে মোরা এমন হইব ভাগ্যভাগী।
কুকুরে কৃতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি॥
নমোনম অদোষদরশী গৌররায়।
নমোনম তোমার অভয় দুই পায়॥
অনুব্রজি হেনরূপে যত দেবগণ।
কবে মোরা পাব গোরাচান্দের চরণ॥
এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যবান্।
গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত তথা গান॥
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

তবে শচীদেবী, মনে অনুভবি,
যষ্ঠীব্রত করিবারে।
পুরনারী যত, সভে করি ব্রত,
গিয়া বটবৃক্ষ তলে॥
নৈবেদ্যের সজ্জা করিয়া সুসজ্জা,
বসনে ঢাকিয়া লঞা।
ব্রত করিবারে, যায় বটতলে,
অতি হরসিত হঞা॥
হেনই সময়, বিশ্বম্ভর রায়,
খেলিতে খেলিতে পথে।
জননী দেখিয়া, আইল ধাইয়া,
কি লইয়া যাইচ হাথে॥
বাহু পসারিয়া, পথ আগুলিয়া,
জননী রাখিতে চায়।
কি কি বলি যায়, ধরিবারে চায়,
আখটি করিয়া মায়॥
দেব আঁরাধনে, করিয়া যতনে,
লইয়া নৈবেদ্যখানি।
ষষ্ঠী পূজিবারে, যাই বটতলে,
এইখানে খেলহ তুমি॥
আসিবার কালে, সন্দেশ তোমারে,
দিয়া যাব শুন বাপ।
দেবতা পূজিব, বর যে মাগিব,
ঘুচিব অমঙ্গল তাপ॥
এতেক উত্তর, জননী অন্তর,
জানিঞা শ্রীবিশ্বম্ভর।
কহে লহু বাণী, অমিয়া লবণী,
মুখে মিলাইছে তোর॥
এই মনে তোবে বোলোঁ বারেবারে,
না বুঝসি অবোধিনি।
ক্ষুধায়ে আমার পোড়য়ে অন্তর,
নৈবেদ্য খাইব আমি॥

ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি,
নৈবেদ্য পূরল মুখে।
দেখিয়া জননী, হাহাকার বাণী,
অন্তর ভরিল দুঃখে॥
দেবতার দ্রব্য, ঘৃত মধু গব্য,
বিশ্বম্ভর খাইল দেখি।
অন্তর চিন্তায়, বিস্মিত হিয়ায়,
কোপে ছল ছল আঁখি॥
অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত,
দেবতা না মান তুমি।
ব্রাহ্মণকুমার, হেন দুরাচার,
এ দুঃখে মরিব আমি॥
শুনি গৌরমণি, জননীর বাণী,
অন্তর ভরিল কোপে।
কহিল সে সব, না বুঝসি তবু,
কুবোল বোলসি মোকে॥
শুন অবোধিনি, আমি সব জানি,
আমি তিন লোক সাব।
যত যত দেখ, আমি মাত্র এক,
ত্রিজগতে নাহি আর॥
তরুমূলে যেন, জল নিষেচন,
উপরে সিঞ্চিত শাখা।
প্রাণ নিবেদন, ইন্দ্রিয় যে হেন,
ঐছন আমার লেখা॥
ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী,
মায়ের গলায়ে ধরে।
শচীর হৃদয়, অতি সবিস্ময়,
গেলা ষষ্ঠী পূজিবারে॥
সেই ষষ্ঠীদেবী, বহুবিধ সেবি,
বোলয়ে কাতরবাণী।
এমোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
এ দোষ খেমিবে তুমি॥
এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া,
যত বৃদ্ধনারীগণে।
কহয়ে কাকুতি, করিয়া প্রণতি,
আশীর্ব্বাদ কর মনে॥
চরণের ধূলি দেহ নিজ বলি,
মোর গোরাচান্দশিরে।
এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,
বুদ্ধি হয় যেন স্থিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি, বোলে শচীরাণী,
সভার চরণ সেবি।
সভে দেহ বর, এই বিশ্বম্ভর,
পুত্র হউ চিরজীবী॥
ষষ্ঠীপূজা করি, পুত্র করে ধরি,
ঘরেরে আইলা দেবী।
জগন্নাথ সনে, করে অনুমানে,
মনে অনুভব ভাবি॥
কি কহিব আব, তিনলোক সার,
অবনীতে পরকাশ।
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,
কহয়ে লোচন দাস॥

বড়ারী রাগ।

তবে আর কথোদিনে, সেই শচীনন্দনে,
ধূলায় খেলায় রাজপথে॥
এ ধূলিতে ধূসর, হেম গৌর কলেবর,
অনুগত বয়স্য সহিতে॥

শিশু শিশু খেলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি,
ধূলা-রণে অঙ্গ দিগবাস।
সমান সে বয়ঃক্রম, সঙ্গে মেলি এককর্ম্ম,
ঘর্ম্মবিন্দু খেলার আয়াস॥
সঙ্গে মেলি খেলা খেলে, গুপ্তবেজ্ঞা হেনকালে.
সেই পথে আইলা আচম্বিত।
তার যেই যেই জন, সঙ্গে করে গমন,
জ্ঞানপথ বিচারে পণ্ডিত॥
তার সঙ্গে অনুমানে, যোগ তর্জ্জা বাখানে,
কর শির করিয়া চালন।
দেখি বিশ্বম্ভর রায়, তার পাছেপাছে ধায়,
অনুগত কৃপার কারণ॥
দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি,
পুন করে তর্জ্জার বাখান।
সেইমতে বিশ্বম্ভরে, তর্জ্জার বাখান করে,
যেন হাথ যেন মুখখান॥
এইমনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি,
শিশুগণ সংগতি করিয়া।
দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ-আচরণে গদ্য,
কুবচন বলিল রুষিয়া॥
এচ্ছারে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল.
মিশ্র পুরন্দর সুত এই।
সর্ব্বত্র শুনিএ কথা, ইহারি সে গুণগাথা,
ভালে নাম ইহার নিমাই॥
শুনিঞা মুরারি-বাণী, হাসি বৈল গুণমণি,
অনুগত কৃপার কারণে।
ভ্রূকুটি বদন করি, বোলে বাকচাতুরী,
জানাইব ভোজনের ক্ষণে॥
শুনি বিশ্বম্ভর বাণী, মুরারি সে মনে গুণি,
ঘর গেলা বিস্মিত-হিয়ায়।

গৃহকার্য্য ব্যাপৃতে, পাসরিল আনচিত্তে,
হৈল সেই ভোজন সময়॥
এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি,
কটিতে আটিয়া পিন্ধে ধড়া।
শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে সে রসকাঠি,
কণ্ঠেলগ্ন মুকুতা দুবেড়া॥
নয়ানে অঞ্জনরেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা,
ঝলমল হেম অলঙ্কার।
চরণে মগরা খাড়ু, হাথে লঞা ক্ষীরলাড়ু,
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর॥
মুরারিগুপ্তের ঘর, গেলা নিজ অভ্যন্তর,
ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ।
মেঘগম্ভীর নাদে, নিজমন পরসাদে,
মুরারি বলিয়া দিলা ডাক॥
স্বর শুনি স্মঙরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল,
গুপ্তবেজ্ঞা চমকিত চিত।
হেনকালে গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,
সেইখানে হৈল উপনীত॥
তরস্ত না হয়্য তুমি, এইখানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাণী বৈল।
মধ্যভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা,
থাল ভরি এ মুত মুতিল॥
কি কি বলি ছি ছি করি, উঠিলা সে মুরারি
করতালি দিয়া বলে গোরা।
কর শির নাড়িয়া, ভক্তি যোগ ছাড়িয়া,
তর্জ্জা বোল এই অভিপারা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।
ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহে ভজনপুষ্টি,
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ॥

পরমদয়ালু হরি, তিঁহো সর্ব্বশক্তিধারী,
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা।
তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন ধন,
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা॥
ইহা বলি গৌরমণি, কতি গেলা নাহি জানি,
মুরারি দেখিতে নাহি পায়।
মনে মনে অনুমান, এহ কভু নহে আন,
সত্য পঁহু শচীর তনয়॥
এত অনুমান করি, তবে সেই মুরারি,
আস্তেব্যস্তে চলিলা সত্বর।
চলিতে না পারে পথে,অতি আনন্দিত চিতে,
গেলা যথা শচী পুরন্দর॥
(এথা) শচী-জগন্নাথ মেলি,পুত্রেরে দুলালকরি,
তুমি মোর সরবস ধন।
যেখানে-সেখানে যাই, যথা যে দুঃখ পাই,
দেখি পাসরিয়ে চান্দবদন॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি, দুইগালে দু চুম্ব করি,
কোলে করিবারে টানাটানি।
হেনকালে মুরারি সেইখানে বরাবরি,
আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী॥
দেখিয়া তরস্ত হৈয়া শচী-জগন্নাথ প্রিয়া,
বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান।
কারে কিছু না বলিলা, আর সব পাসরিলা,
দেখি গোরাচাঁদের বয়ান॥
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
ধারা বহে নয়ানের জলে।
অরুণকমল আঁখি, ঐ সে প্রেমের সাখী,
গদ গদ আধ আধ বোলে॥
থির দাণ্ডাইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে,
পুনঃপুনঃ করে পরণাম।
দেখিয়া সে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোলের ভিতর,
সাম্ভাইল যেনক অজান॥
শচী জগন্নাথ বোলে, হাহা এই কি করিলে,
তোরে দেখি দেবতাসমান।
আশীর্ব্বাদযোগ্য তোর,এঅতি বালক মোর,
কি করিলে বড় অবিধান॥
তোরে দেখি শুদ্ধমুনি, জগজনে বাখানি,
বালকে কি কৈল অপরাধ॥
মো দিয়া যে হয় হউ, বাঢ়ুক শিশুর আউ,
চিরজীবী দেহ আশীর্ব্বাদ॥
ইহা বলি হাথে ধার, কাকুতি বিনতি করি,
শচী আর মিশ্র পুরন্দর।
হাসি বৈল মুরারি, এ না পুত্র তোহারি,
দেব দেব দেব বিশ্বম্ভর॥
বালক লালিছ কাছে, ইহা ত জানিবে পাছে
তোর সম নাহি ভাগ্যবান্।
সম্বরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে
বিশ্বম্ভর প্রভু ভগবান্॥
ইহা বলি গুপ্তবেজা, না করিল আন চর্চ্চা,
চলি গেলা হৃদয় সত্বর।
পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,
গেলা যথা অদ্বৈত ঈশ্বর॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাম, সেই সর্ব্বগুণধাম,
সেই সর্ব্বজন শিক্ষাগুরু।
পড়িয়া চরণতলে, কাকুতি বিনতি করে,
সর্ব্ববেত্তা ভক্তি-কল্পতরু॥
দেখিলাম অদভুত, মিশ্র পুরন্দর সুত,
নিমাইপণ্ডিত বিশ্বম্ভর।
বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,
গুণ চরিতের নাহি ওর॥

ইহা শুনি দ্বিজমণি, হুঙ্কার করয়ে ধ্বনি,
পুলকে পূরল সব অঙ্গ।
রহস্য রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই,
সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীরঙ্গ॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি,প্রেমানন্দ কোলাকুলি
বেকত না করে বিশোয়াস।
সকল ভুবনপতি, কৃপায়ে আওল ক্ষিতি,
গুণ গায় এ লোচন দাস॥

ভাটিয়ারী রাগ।

হরিনাম হরি হরি চৌদিকে ধ্বনি।
হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি॥ ধ্রু॥
বয়স্য বালক সব করি একমেলা।
হরিগুণ কীর্ত্তনে ভাল পাতিয়াছে খেলা॥
চৌদিকে বেড়িয়া বালক হরি হরি বোলে।
আনন্দে বিহ্বল গোরা ভূমে গড়ি বুলে॥
বোল বোল বলিয়া ডাকে মেঘগম্ভীর স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাসরে আপনা।
ফাঁফরে পড়িয়া দেখি বালক কাঁদনা॥
আপাদমস্তকে পুলক অশ্রুধারা গলে।
করতালি দিয়া তারা হরি হরি বোলে॥
চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ।
মধুময় কমলে যেন বেড়িয়াছে ভৃঙ্গ॥
হেনকালে সেই পথে দুই চারি পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভরের খেলা দেখে আচম্বিত॥
অপরূপ দেখি গোরা বালকের খেলা।
বনফুল গাঁথিয়া তারা গলে দিল মালা॥
হরি হরি বোলে মুখে করে করতালি।
আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গৌরহরি॥
আপনা পাসরি পণ্ডিত সাম্ভাইলা মেলে।
করতালি দিয়া সে তারাও হরি বোলে॥
যে যায় সে পথ দিয়া সভে হয় ভোলা।
কাঁখে কুম্ভ করিয়া চাহয়ে নারী গুলা॥
হরি হরি বোলে শুনি জয় জয় নাদে।
আনন্দে ধাইল লোক দেখিবার সাধে॥
হরিবোল শুনি শচী আইলা আচম্বিত।
দেখিল আপন পুত্র নিমাইপণ্ডিত॥
পূত পূত বলি শচী নিমাই নিল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুরবাণী বোলে॥
এমত বেভার তোল পণ্ডিতসভায়।
পরপুত্র পাগল করি উন্মত নাচায়॥
কর্কশ কথায় সভার হইল চেতন।
কি হৈল কি হৈল বলি গুণে মনেমন॥
বিশ্বম্ভরে লঞা গেলা বিশ্বম্ভর-মাতা।
আনন্দে লোচন গায় গোরাগুণগাথা॥

মল্লার রাগ।

এই খানে এক কথা কহিব এখন।
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন॥
মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
এক নিবেদেঙ চির বেদনা অন্তর॥
কহ কহ গুপ্তবেজা পুছোঁ তোর ঠাঞি।
কতি গেলা বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই॥
তাহার চরিত্র কিছু পুছোঁ মো তোমারে।
কহয়ে মুরারি অতি হরিষ অন্তরে॥

শুন শুন দামোদর পণ্ডিত প্রধান।
যে জানিয়ে কহোঁ কিছু তোর বিদ্যমান॥
বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম।
কি কহিব তার গুণ চরিত্র বাখান॥
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানয়ে সকল।
জ্ঞানে তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিরল॥
এইরূপে বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ।
পড়িয়া বেড়ায় সুখে সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ॥
স্বচ্ছন্দ হৃদয় দ্বিজ দেবগুরু ভক্ত।
পিতৃমাতৃ পূজা করে অতি অনুরক্ত॥
গুরুর আশ্রমে পড়ি বয়স্যের মেলা।
নক্ষত্র বেড়িল যেন চান্দ ষোলকলা॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্বধর্ম্ম মর্ম্ম।
বিষ্ণুভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম্ম॥
সর্ব্বলোক প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি।
অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্ব জ্ঞানে নিষ্ঠাবুদ্ধি॥
সমাধ্যায়ি সনে কথা পুথি বামহাথে।
জগন্নাথ পিতা তাঁ দেখিলা আচম্বিতে॥
ষোড়শবরিষ পুত্রের ভেল বয়ঃক্রম।
বিবাহের যোগ্য রূপ যৌবন সম্পন্ন॥
এই মনঃকথা পিতা মনেতে চিন্তিল।
বিশ্বরূপ বিভা দিতে কন্যা বিচারিল॥
চিন্তিত হইয়া বিপ্র আইল নিজ ঘরে।
বিশ্বরূপ বিভা দিব চিন্তিল অন্তরে॥
কতোক্ষণ বহি বিশ্বরূপ আইলা ঘরে।
সুবিস্মিত পিতা দেখি জানিল অন্তরে॥
অন্তরে জানিল মোর বিভাহের তরে।
চিন্তিত হইয়া এই কার্য্য করিবারে॥
বিবাহ করিব আমি না হয় উচিত।
নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত॥
এই মতে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে।
বাহির হইয়া গেলা পুথি বামহাথে॥
গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈলা।
গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

তৃতীয় প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা,
পিতা মাতা চিন্তিতহৃদয়।
জগন্নাথ খেদ করে, চাহি প্রতি ঘরে ঘরে,
না পায়েন আপন তনয়॥
তবে লোক কাণাকাণি, কার্য্য হৈল জানাজানি,
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করণ।
তো কাণি মো কাণি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা,
আচম্বিতে হরিল চেতন॥
শচীদেবী ইহা শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি,
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আয়রে পুত্র দেখি তোকে,
কি লাগি হইলা বিরকত॥
সে হেন সুন্দর গা, সে হেন সুন্দর পা'
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
প্রহরেক তোক তুমি, তিলেক সহিতে নার,
আখটি করিবে কার কাছে॥
পঢ়িবারে যাও পুত, সোয়াস্থ না পাঙ চিত,
বেলি চাই তখনে তখন।
স্নান করিবারে যাই, তথা স্থির নাহি পাই,
বিশ্বরূপ আসিবে এখন॥
তুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখেলাখ,
মুখ চাঞা পাসরি আপনা।

না জানি কি দুখ পাঞা,মোর মুখে আগি দিয়া,
সন্ন্যাস করিলে দীনপণা ॥
কতি গেলা তার পিতা, যাহ বিশ্বরূপ যথা,
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে।
যে বলু সে বলু লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে,
পুন উপবীত দিব তারে ॥
জগন্নাথ বোলে বাণী, শুন দেবী শচীরাণী,
স্থির কর আপন অন্তর।
শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব এ সংসার,
বিশ্বরূপ সুপুরুখবর ॥
আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য,
অকুমারে করিল সন্ন্যাসে।
এই আশীর্ব্বাদ কর, সেই পথে হউক স্থির,
সন্ন্যাস করুক অনায়াসে ॥
সম্পদে বিপদ হেন, না মানিহ ইহা শুন,
শোক না করিহ অকারণ।
একটি সন্ন্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার নন্দন ॥
শুনি জগন্নাথ বাণী, পুন কহে শচীরাণী,
কি কহিলে কহ মহাশয়।
একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,
ভাল কৈল আমার তনয় ॥
এইমনে দুইজনে, হরিষ বিষাদ মনে,
গোঙাইলা কথোক সময়।
কি কহিব মহিমা, ভাগ্য পথে নাহি সীমা,
গোরাচাঁদ যাহার তনয় ॥
কহিল মুরারি গুপ্ত, দামোদর পণ্ডিত,
শুন বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।
তবে পুন পুছে কথা, বিশ্বম্ভর গুণগাথা,
শুণ গায় এ লোচন দাস ॥

ধানশী রাগ।

হেন মনে দিনে দিনে মিশ্র পুরন্দর।
চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর ॥
শুভদিন শুভক্ষণ তেন সুনক্ষত্র।
হাথে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥
দিনে দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু।
দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাসরু ॥
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাসরে ॥
দিন দুই তিনে সে লিখিল সর্ব্ব কলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম মালা ॥
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন পড়েন কুতূহলী ॥
এই মনে খেলা লীলায় কথোদিন গেল।
শচী জগন্নাথ দোঁহে যুকতি করিল ॥
বিশ্বম্ভর চূড়াকর্ণ করি মনে মনে।
ইষ্ট কুটুম্ব সব আনিল তখনে ॥
শচী বোলে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে।
করিব ত চূড়াকর্ণ দঢ়াইল মনে ॥
নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত।
ব্রাহ্মণসজ্জন সব লোকে যে পূজিত ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পঢ়ে গায়নে গায় গীত।
করিল ত যজ্ঞ আদি যে বিধি উচিত ॥
জয় জয় দেই যত কুলবধূগণ।
সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল ॥
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল।
সাহিনী শবদ শুনি বড়ই রসাল ॥

চতুর্দ্দিগে হরি-ধ্বনি ঝাঁপয়ে গগন।
চূড়াকর্ণ কর্ণবেধ করিল তখন॥
আনন্দিত হৈল সব নদীয়া-নাগরী।
বিশ্বম্ভর-মুখ দেখি আপনা পাসরি॥
হাটে মাঠে ঘাটে যেই যেই যথা যায়।
দোঁহে দোঁহা মেলি গোরাচাঁদ-গুণ গায়॥
পর পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়।
শচী জগন্নাথের ভাগ্য কহনে না যায়॥
নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য।
ও রূপ দেখিলে হয় নয়ানের শ্লাঘ্য॥
এবোল শুনিয়া সর্ব্বজনের উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

আর একদিনে গঙ্গা-বালুকার তটে।
বালকসহিতে খেলা খেলে গঙ্গাঘাটে॥
বালুকায় পক্ষ-পদ চিহ্ন অনুসারি।
গমন করয়ে পক্ষ-পদচিহ্ন ধরি॥
এইমতে মহাপ্রভু-শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বালকসহিতে ক্রীড়া করিল নির্ব্বন্ধ॥
এই পক্ষ-পদ যেবা বালকে ডেঙ্গায়।
সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায়॥
যে জন ত আগে যাঞা পারে ধরিবারে।
সেই জন খেলা জিনে কান্ধে চড়ে তারে॥
তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট।
কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কেতের ঘাট॥
ইহা করি শিশু লই বালুকায় ধায়।
মহাপরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকলই গায়॥
হেনই সময়ে সেই মিশ্রপুরন্দর।
স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর জল॥

দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল।
বিশ্বম্ভর দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল॥
সুবর্ণের পদ্ম যেন আতপে মৈলান।
মধু নিকলই যেন বয়নের ঘাম॥
ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে।
পিতা দেখি গৌরাচাঁদ পাইলেন লাজে॥
লাজে মুখ নাহি তোলে অন্তরে তরাস।
আপনি পণ্ডিত গেলা বিশ্বম্ভরপাশ॥
করে ধরি লঞা আইলা আপন কুমার।
সকল বালক ঘর গেল আপনার॥
জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর।
ঘরে আসি বিশ্বম্ভরে ভর্চ্ছিলা বিস্তর॥
পাঠ সাঠ গেল তোর অধমের হেন।
কুবুদ্ধি করিয়া তু বুলিস অনুক্ষণ॥
ব্রাহ্মণকুমার হঞা নাহিক আচার।
ইহার উচিত ফল দিয়ে যে তোমার॥
ইহা বলি জগন্নাথ হাতে ছাট ধরি।
তর্জ্জন করিতে শচী তার করে ধরি॥
না মারিহ পুত্র মোর না খেলাবে আর।
সর্ব্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার॥
বিশ্বম্ভর সান্ধাইল জননীর কোলে।
না খেলাব না খেলাব ধীরেধীরে বোলে॥
জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগোলিয়া।
না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া॥
ইহা বলি শচীদেবী পুত্র কৈল কোলে।
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন অঞ্চলে॥
না পড়ুক পুত্র মোর হউক মুরুখ।
মুরুখ হইয়া শত বরিখ জীউক॥
শুনিঞা শচীর বাণী মিশ্রপুরন্দর।
কহিতে লাগিল কিছু সক্রোধ উত্তর॥

না পড়িলে পুত্র মোর বর্ত্তিবে কেমনে।
কোন ব্রাহ্মণে ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥
জগন্নাথ মিশ্র দেখে পুত্রের বয়ান।
পিতা পানে চাহে ঘন তরাস-নয়ান ॥
অন্তরে পোড়য়ে মিশ্রের বাহিরে কঠিন।
ফেলিল হাথের ছাট প্রেমপরবীণ ॥
সজল নয়ানে মিশ্র পুত্র কৈল কোলে।
পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর-বোলে ॥
পঢ়িলে শুনিলে বাপ লোকে বোলে ভাল
আমি পাট ধড়া দিব কদলক আর ॥
এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন গেলা।
সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিলা ॥
নিদ্রাগত হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁফর ॥
রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সভারে।
স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহিল সভারে ॥
দেখিল ত এক দিব্য পুরুষ বিশাল।
দিনকর-কিরণ বরণ উজিয়ার ॥
রত্ন অলঙ্কারে সে ভূষিত দিব্য দেহ।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে গেহ ॥
বলিল আমারে মেঘগম্ভীর বচনে।
বিশ্বম্ভর নিজপুত্র করি মান কেনে ॥
আমি দেব ভগবান ইহা নাহি জান।
কেবল আপন পুত্র করি কেনে মান ॥
পশু না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ।
পুত্রজ্ঞানে জান মোরে এ বড় সাহস ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানি আমি সর্ব্ব শিক্ষা গুরু।
আমা পঢ়াইতে কেন হাথে ছাট ধরু ॥
ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি।
সে অবধি মোর হিয়া করয়ে কি জানি ॥

শচী অতি হৃষ্ট মতি আর সর্ব্বজন।
সভে নিরীখয়ে গোরাচাঁদের বদন ॥
শচী-জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি।
আমার তনয় বিশ্বম্ভর গৌরহরি ॥
অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে।
শিব-সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে ॥
হেন মহা মহত্ত্ব মহিমা জানে কেবা।
মোর পুত্র হইয়া জনম গৌর দেবা ॥
বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল।
ঐশ্বর্য্য যতেক ভাব সব দূরে গেল ॥
স্বপন শুনিঞা সর্ব্বজনের উল্লাস।
গোরা গুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥

এইমনে আনন্দে-সানন্দে দিন যায়।
নদীয়া নগর সুখসাগরে ভাসায় ॥
তিলেকের যত সুখ কে কহিতে পারে।
শচী জগন্নাথের ভাগ্য সংসারে না ধরে ॥
একদিন বয়স্যের সঙ্গে আচম্বিত।
জগন্নাথ দেখিল তনয় সুচরিত ॥
নবম বরিখ পুত্রের যোগ্য সময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয় ॥
ঘরে আসি শচীসঙ্গে যুকতি করিল।
দৈবজ্ঞ আনিঞা শুভদিন চরচিল ॥
ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আজ্ঞা কর দিব বিশ্বম্ভরের পইতা ॥
মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত।
যজ্ঞ বিধি জানে যে জানএ বেদবিৎ ॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শতশত কুলবধূ সিন্দুর পরিল ॥

খদি কদলক আর তৈল হরিদ্রা।
প্রত্যেক্ষে সভারে দিল শচী সুচরিত্রা॥
শঙ্খ-দুন্দুভি হুলাহুলি জয় জয়।
প্রভু অধিবাস কৈল উত্তম সময়॥
ব্রাহ্মণেত বেদ পঢ়ে ভাটে কায়বার।
আশীর্ব্বাদ কৈল যার যে বিধি আচার॥
রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি মিশ্রপুরন্দর।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ-বৃদ্ধি করিল সুন্দর॥
ব্রাহ্মণ পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া।
যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিলা সময় বুঝিয়া॥
এথা শচীদেবী যত আইহ সুইহ লঞা।
পুত্র ব্রতমহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া॥
নাগরীর গণ যত গৌরাঙ্গ বেঢ়িল।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিবারে মন কৈল॥
তৈল-হরিদ্রা বিশ্বম্ভর-অঙ্গে দিল।
গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল॥
অভিষেক করাইলা সুরনদীজলে।
দেখি সর্ব্বজন ভাসে আনন্দ হিল্লোলে॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥
ঢাকের ডুড় ডুড়ি শুনি যোজনেক পথে।
শুনিয়া জুড়ায় হিয়া সাহীনি শবদে॥
বীণা বেণু কবিনাশ রবাব উপাঙ্গ।
মেলিয়া বাজায়ে পাখোয়াজ একসঙ্গ॥
নর্ত্তকে ত নাচে গীত গাএ ত গায়ন।
শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক মুণ্ডন॥
প্রতি অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিল।
গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল॥
যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শচীর নন্দন।
যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণ॥

রক্তবস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে।
রূপ দেখি ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে॥
গৌরচন্দ্রের কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ।
দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ॥
ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম-আচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম সর্ব্ব-আশ্রমের সার॥
যুগধর্ম্ম সন্ন্যাস করিতে মন ছিল।
মুণ্ডনের কালে তাহা মনেরে পড়িল॥
এইমন হইব বলি হইল আবেশ।
কলি সর্ব্বজীবের আমি ঘুচাইব ক্লেশ॥
পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদ-মস্তক।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক॥
করুণ অরুণ দুই দীঘল লোচন।
বাল দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ॥
প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ হুঙ্কার গর্জ্জন।
চমক লাগিল দেখি সকল ব্রাহ্মণ॥
সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান।
একত্র হইয়া সভে করে অনুমান॥
সকল পণ্ডিত মেলি করয়ে বিচার।
মানুষ না হয় এই শচীর কুমার॥
কোন দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয়।
এ তেজ গোবিন্দ বিনু আর কার নয়॥
আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার।
অনুমান করি কহোঁ বুদ্ধির বিচার॥
একজন বোলে শুন আমার বচন।
না বুঝিয়ে এই দঢ় প্রভুর আচরণ॥
যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম্ম।
লোক নিস্তারিতে প্রভুর যুগে যুগে জন্ম॥
কত কত অবতার কার্য্য-অনুসারে।
যুগের স্বভাবে মাত্র চারি অবতারে॥

ধর্ম্মসংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে।
প্রতিযুগে অবতার হয় পরকাশে॥
অসুরসংহার হেতু যত অবতার।
কার্য্য-অবতার বলি এ নাম তাহার॥
শ্রীরাম আদি মত অবতার লেখি।
কার্য্য অবতার তার কার্য্যে পাই সাক্ষী॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যজ্ঞ তার ধর্ম্ম।
দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভু রক্ষ ক্ষয় কর্ম্ম॥
সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ।
রাবণ বধিতে খেলা বানরের সাথ॥
চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই।
কতকত ত্রেতা গেল লেখা কর তাই॥
এতেকে বোলিয়ে সব ত্রেতায় অংশ নহে
কার্য্য অনুমানে বোলি যখন যে হয়ে॥
সত্যে শ্বেত তপোধর্ম্ম হংস নাম জানি।
নৃসিংহাদি অবতার কার্য্যে অনুমানি॥
যুগ অনুরূপ বর্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন।
যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন॥
দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন সর্ব্বজন।
একলা ঠাকুর সেই নাহি অন্যজন॥
কার্য্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার।
সর্ব্বকলা পূর্ণ সেই নন্দের কুমার॥
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম যারে বোলে সর্ব্বজনে।
গোপিকা-লম্পট সে জানিহ বৃন্দাবনে॥
অবতারশিরোমণি কৃষ্ণ-অবতার।
দ্বাপর উপরি এই দ্বাপর সার॥
আর দ্বাপর যুগে আছে অবতার দুই।
কার্য্য-অবতার কিবা যুগাবতার এই॥
যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার।
সেই কলিকালে গৌরচন্দ্র পরচার॥
যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র॥
সর্ব্ব দ্বাপরে নহে কৃষ্ণের বিহার।
সব কলিকালে নহে গোরা অবতার॥
কত দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়।
অংশ অবতার প্রভু করে তা সভায়॥
এই দ্বাপরে আর এই কলিযুগে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিল হৈল বহু ভাগ্যে॥
ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার।
দ্বাপরে কলিযুগে করেন বিহার॥
বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা।
দ্বাপরে পূজা কলি কীর্ত্তন করিয়া॥
ধন্যধন্য কলিযুগ যুগের উপরি।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সভে হৈলা অধিকারী॥
আরে আরে দয়ার ঠাকুর গোরাচান্দ।
সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় আন্ধ॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রতীত।
যে কিছু কহিল তার কহু সমুচিত॥
যে যুগে যাহার যে বা আছে বর্ণ ধর্ম্ম।
যুগ অবতারে প্রভু করে সেই কর্ম্ম॥
দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার।
যুগধর্ম্ম আচরণে করিল আচার॥
দ্বাপরে পরিচর্য্যাধর্ম্ম শাস্ত্রে কহে।
যুগধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে॥
অবজ্ঞা না কর যবে বোল' এক বোল।
যুক্তিপর কহোঁ কথা না ঠেলিহ মোর॥
আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কার্য্য কিবা যুগধর্ম্ম সর্ব্ব অবতার॥
যুগধর্ম্ম সংস্থাপনে কৈল যে বা কার্য্য।
সকল করিল প্রভু দেখিতে আশ্চর্য্য॥

রাধাকৃষ্ণ অবতারে করিল বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার ॥
প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহে আত্মতনু।
দোঁহে একতনু কার্য্য বুঝি হৈলা ভিনু ॥
রাধানাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কাজ।
পরিচর্য্যা করে যেন গোপিকা সমাজ ॥
প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা।
প্রকৃতিস্বরূপ সেই কেবল রাধিকা ॥
কৃষ্ণে সমর্পয়ে সব দেহের স্বভাব।
নিত্য নৌতুন তায় বাঢ়ে অনুরাগ ॥
এই পরিচর্য্যাধর্ম্ম না বুঝিল কেহো।
এই কথা কহে সব ভাগবত সেহো ॥
আর দ্বাপরযুগে অংশে করে কর্ম্ম।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম বলি দান ব্রত তপোধর্ম্ম কহি।
ধর্ম্ম করি সমর্পণা করে সভে তাহি ॥
এই ত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ।
তভু না বুঝিল কেহো ধর্ম্মমর্ম্ম বীজ ॥
কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা।
যুগ অবতার কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥
রাধার বরণে অঙ্গ গৌর অঙ্গ হঞা।
রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥
সেই ভাবে কান্দে এই রসিকশেখর।
বিকাসিত পুলককদম্ব কলেবর ॥
সেই প্রেমে গরগর মাতোয়াল হঞা।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
সে গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল।
চেতন পাইয়া সভে আনন্দ বিশাল ॥
তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে।
অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥
দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় তনু।
কলি অচেতন লোক করাঞ চেতন ॥
প্রেম প্রকাশয়ে গোরা করি দীনভাব।
আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ ॥
এ হেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল।
না ভজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥
এতেকে বলিয়ে যুগ অবতার এই।
এই পূর্ণ অবতারে প্রবেশিল সেই ॥
আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার।
কৃষ্ণ দু-আখর নামে এ নাম তাহার ॥
শুকপক্ষ পাখার বরণে বর্ণ যার।
ইন্দ্রনীলমণি দ্যুতি বোলে টীকাকার ॥
এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম।
অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম্ম ॥
পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য গোসাঞি।
এহেন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥
কার্য্য অবতারে যুগ অবতার এক।
যুগ অনুরূপ তেঞি গৌর পরতেখ ॥
কলি পীত অবতার সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
এই বিশ্বম্ভর প্রভু কভু আন নহে ॥
বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া।
আপনা সম্বরে প্রভু সে কাজ বুঝিয়া ॥
সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন।
'বিশ্বম্ভর গৌরহরি' উঠিল বচন ॥
সব লোক কাণাকাণি অপরূপ কথা।
সাত পাঁচ অনুমানি যেই যথা তথা ॥
আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হিয়ায়।
যে দেখিল বিশ্বম্ভর চরিত্র আশয় ॥
লোকমুখে যে শুনিল বিশ্বম্ভর কথা।
সাক্ষাত দেখিল এই জগত করতা ॥

আনন্দে ভরল দেহ দেই জয় জয়।
ধনি গোরাগুণগাথা এ লোচনে কয়॥

শ্রীরাগ। দিশা॥

অকি হোরে গৌর জয় জয়॥ ধ্রু॥
আর একদিন প্রভু বসি নিজ ঘরে।
আপন অন্তর কথা পরকাশ করে॥
নিজ তেজ অমিয়া পূরিল সব দেহ।
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা নিজগৃহ॥
মায়েরে দেখিয়া বৈল শুন মোর বোল।
এক মহাদোষ মুঞি দেখিয়াছি তোর॥
একাদশী তিথি অন্ন না খাইবে আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার॥
মেঘগম্ভীরনাদে কহিল মায়েরে।
শুনি মাতা সবিস্মিতা সম্ভ্রম অন্তরে॥
পালিব তোমার আজ্ঞা কহে ধীরে ধীরে।
ধর্ম্ম বুঝাইল প্রভু সদয় অন্তরে॥
হেনকালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিত।
আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধচিত॥
হাসিয়া তখনে প্রভু গুবাক খাইল।
ক্ষণেক অন্তরে পুন মায়েরে ডাকিল॥
মায়েরে কহিল প্রভু আমি যাই, দেহ।
যতনে পালিহ তুমি নিজসুত এহ॥
ইহা বলি ক্ষণার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি।
দণ্ডপরণাম করে লোটাইয়া মহী॥
নিঃশঙ্কে রহেন দেখি শচী তরাসিত।
গঙ্গাজল মুখে দিল হৃদয়ে তুরিত॥
ক্ষণেকে তখন প্রভু হইলা সম্বিত।
সহজ রূপের তেজে ঘর আলোকিত॥
মায়েরে কহিলা প্রভু আমি যাই দেহ।
একথার তত্ত্ব কহিবারে আছে কেহ॥
মুরারি গুপত ওঝা প্রভুঅন্তরীণ।
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা সেই ভকত প্রবীণ॥
মুরারি গুপত ওঝা ধন্য তিন লোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে॥
কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি।
ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি॥
মুরারি কহয়ে শুন শুন মহাশয়।
আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের হৃদয়॥
যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অনুমানে।
যুক্তিপর হয় যদি রাখিহ পরাণে॥
শ্রবণে দর্শনে ধ্যানে আর সঙ্কীর্ত্তনে।
হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্তজনে॥
নিজ দেহ দেহ নহে নির্গুণ আকার।
গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার॥
এতেকে ভকতদেহ দেহ করি মানে।
স্বচ্ছন্দবিহার তহি সব আচরণে॥
নিজপূজা অধিক ভকতপূজা মানে।
পূজার সংগ্রহ তাথে আনে মনে মনে॥
আপনে ঠাকুর আর তদধীন জন।
লোক আচরণে মায়া বলিয়ে সুজন॥
আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত।
এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত॥
রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহে।
সকল সম্পদময় নিরমিল নেহে॥
বিলাস বিনোদলীলা বিনে নাহি আর।
নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন ছার॥
মায়ার কারণে আপে না হয় বেকত।
ভক্তদেহে বিলাস করয়ে অবিরত॥

ভক্তের ভোজন নিদ্রা শয়ন বিলাস।
তাহাতেই কৃষ্ণসুখ হয়ে ত প্রকাশ॥
ভক্তজন অন্য জন আচরণ এক।
দেহের স্বভাবে এক দেখি পরতেখ॥
পরতেখে দেখি যায় মনুষ্য গেয়ানে।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ দেখিয়ে নয়ানে॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নির্গুণ সে ব্রহ্ম।
মানুষ শরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম্ম॥
ইহা বলি না মানয়ে যে মুগধ জন।
ভক্তদেহে প্রভুদেহ জানয়ে উত্তম॥
এই অনুমান কথা মোর চিত্তে লয়।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায়॥
সদা কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে।
শ্রীবেদ পুরাণ ভাগবতেতে শুনিয়ে॥
যার পদপাংশুতে পবিত্র সর্ব্বজন।
গঙ্গাদি করিয়া তীর্থ সভার পাবন॥
হেন জনার দেহকে যাইতে করে সাধ।
না বুঝিঞা সেই জন করে অপরাধ॥
এই মত দামোদর মুরারি গুপতে।
নির্বাক্ল কথা দোঁহে অতি হরষিতে॥
আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গণে।
ভকত জনার দেহ দেহ করি মানে॥
এতেক রহস্য গেল সেই দুই জনে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচান্দ নারে হয়॥ ধ্রু॥
সর্ব্বজন শুন আর অপরূপ কথা।
যাহা শুনি সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা॥
গুরুর আশ্রমে সর্ব্ব বেদতত্ত্ব জানি।
ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি॥
দৈবনির্ব্বন্ধে তার জ্বর হৈল দেহে।
বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠয়ে॥
শচীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া।
প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া॥
মরণ সভার মাতা আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয়॥
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি কালে সর্ব্ব নাশে।
মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে॥
তোর বন্ধু গণ যত আনহ এখন।
সভে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ॥
বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।
স্মরণ করায় প্রভু দেব যদুমণি॥
শুনিঞা কুটুম্ব-বন্ধুগণ সব আইলা।
প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রকে বেড়িলা॥
পরিণত যত যত বৃদ্ধগণ ছিল।
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুগতি করিল॥
বিশ্বম্ভর বোলে আর না কর বিলম্ব।
এইক্ষণে চাহি যত ইষ্টকুটুম্ব॥
ইহা বলি মায়ে-পোয়ে ধরিলেন তারে।
পিতার সহিত গেলা জাহ্নবীর তীরে॥
পিতার চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে কণ্ঠ গদগদ স্বর॥
আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি।
বাপ বলি ডাক আর নাহি দিব আমি॥
আজি হৈতে শূন্য হইল এ ঘর আমার।
আর না দেখিব দুই চরণ তোমার॥
আজি দশদিগ শূন্য অন্ধকার মোরে।
না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজকোরে॥

ঐছন শুনিঞা বাণী কহে জগন্নাথ।
সকরুণ-কণ্ঠে মুখে নাহি বাত ॥
গদগদ স্বরে বোলে শুন বিশ্বম্ভর।
কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর ॥
রঘুনাথচরণে সপিলুঁ আমি তোমা।
তুমি পাছে কোনকালে পাসরিবে আমা ॥
ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ।
গঙ্গাজলে নাথাইলা সকল ব্রাহ্মণ ॥
গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চৌদিকে ভকত সব লয় হরিনাম ॥
চতুর্দ্দিগে হয় হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন ॥
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ-আরোহণে।
ধরণী বিদায় দেই শচীর কান্দনে ॥
পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া ॥
এতদিন ধরি তোর সেবা কৈলুঁ মুঞি।
বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি আমি আছি তুঞি ॥
শয়নে-ভোজনে মুঞি সেবা কৈলুঁ তোর।
আজি দশদিগ শূন্য অন্ধকার মোর ॥
অনাথিনী হৈলুঁ তোর ছোঁড়পুত লঞা।
নিমাই থাকিবে কোথা কত দুঃখ পাঞা ॥
জগত-দুর্ল্লভ তোর তনয় নিমাঞি।
সকল পাসরি যাহ আমার গোসাঞি ॥
মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
কান্দয়ে শচীর সুত অঝর-নয়ন ॥
গজমতিহার যেন গাঁথিল সূতায়।
নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥
ভক্তজন বন্ধুজন হাহাকার করে।
প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে ॥

শান্ত করাইল সভে মধুর বচনে।
সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে ॥
নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী।
গোরাচান্দের মুখ দেখি সব পাসরিবি ॥
আপনে সুধীর প্রভু সর্ব্ব সমাধিয়া।
কাল যথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া ॥
তবে বেদবিধি হৈতে যে ছিল উচিত।
করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ব সহিত ॥
পিতৃভকত প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
তোয়াধার ভাজনাদি দ্রব্য যত যত।
ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃরিভকত ॥
জগন্নাথ-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা।
আপনে সে দ্বিজোত্তম বিশ্বম্ভর পিতা ॥
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে।
বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥
গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়এ নিশ্বাস।
পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস ॥
বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার।
তবে মনঃসুখে পুত্র গোঙায় আমার ॥
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গৌরাঙ্গচরিত্র কিছু কহয়ে লোচন ॥

একদিন শচী কর ধরি গৌরহরি।
পড়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি ॥
সকল পণ্ডিত-স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥
পড়াবে আমার পুত্রে তোমরা ঠাকুর।
রাখিবে আপন কাছে না রাখিবে দূর ॥

পিতৃশূন্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে।
আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে॥
শুনিঞা পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে॥
মো সভার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল।
কোটি-সরস্বতী কান্ত আমরা পাইল॥
অখিলে পঢ়াবে ইহোঁ নিজ প্রেম-নাম।
সর্ব্বলোক-গুরু ইহোঁ সভার প্রধান॥
আমরাহ পঢ়িব ইহাঁর সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা এসত্য বচনে॥
শুনি শচীদেবী কৈল বিনয় বচনে।
পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন ভবনে॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পঢ়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর॥
সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পঢ়িলা জগত-গুরু তা'সভার হিতে॥
লোক আচরণ মায়ামানুষবিগ্রহ।
পঢ়য়ে পঢ়ায় বিদ্যা লোক অনুগ্রহ॥
পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন ঘরে একদিনে।
পরিহাস করে নিজ সতীর্থের সনে॥
ব্রজের কথা কহে বড়ই রসাল।
অতি মনোহর হাসি অমিয়া-মিশাল॥
এইমনে রঙ্গে-ঢঙ্গে কথোদিন গেল।
বনমালী-আচার্য্য দেখিব মনে কৈল॥
তারে দেখিবারে তার আশ্রমেরে গেলা।
দেখিয়া প্রণত তেঁহ সম্ভ্রমে উঠিলা॥
করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে।
কৌতুক রহস্য কথা কহিতে কহিতে॥
হেনকালে বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা।
রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগত ধন্যা॥

গঙ্গা-স্নানে যান দেবী সখীর সহিতে।
গৌরচন্দ্র প্রভু তা দেখিল আচম্বিতে॥
একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিস্মিত নয়নে।
ইঙ্গিতে জানিল তার জন্মের কারণে॥
বনমালী সম্বোধিয়া হাসিতে হাসিতে।
এক শ্লোক কৈল তার বৈদগ্ধী জানিতে॥

দৃষ্ট্বা স্ফীতোহস্তবদলিরসৌ লেখপঙ্ক্তিং বিশালং
রূপং বর্ণং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্নিষ্পপাত।
নাসীদ্‌গন্ধো ন চ মধুকণা নাপি তৎ সৌকুমার্য্যং
ঘূর্ণন্মূর্দ্ধাহবনতমুখো ব্রীড়য়া-নির্জ্জগাম॥

লক্ষ্মীদেবী দেখি পূর্ব্ব স্মরণ হইল।
এতদিনে বিধি মোরে সদয় হইল॥
লোক-লজ্জা ভয়ে কিছু বলিতে না পারি।
কিরূপে পাইব পদ বক্ষঃস্থলে ধরি॥
গজমতি হার ছিল গলায় তাহার।
ছিঁড়িয়া ফেলিল ভূমে পড়িল অপার॥
বামকর বক্ষে রাখি সেই মুক্তা তোলে।
কোথা পাব কোথা পাব এই বাক্য বোলে॥
সকল সঙ্গিনী মুক্তা চাহে হেটমুখে।
গৌরচন্দ্র লক্ষ্মী প্রতি চাহে এক দিঠে॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভুপাদপদ্ম ধূলি মস্তকে বন্দিল॥
আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর।
বুঝিল অন্তর দোঁহার হৃদয়-অঙ্কুর॥
আর দিন বনমালী-আচার্য্য আপনে।
আনন্দ হৃদয়ে গেলা শচীর ভবনে॥
হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে।
প্রণতি করিয়া কহে মধুর বচনে॥
তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা।
রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা॥

বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা অতি সুচরিতা।
যদি ইচ্ছা থাকে কহ অন্তরের কথা॥
তবে শচীদেবী শুনি আচার্য্য-বচন।
এ অতি বালক মোর পঢ়ুক এখন॥
পিতৃ-শূন্য পুত্র মোর পঢ়ু কথোদিন।
তাহাতে করহ যত্ন হউক প্রবীণ॥
শুনিয়া আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইল।
বিরসবদন হঞা ঘরকে চলিল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে।
হা হা গোরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চস্বরে॥
মোর ভাগ্যে না করিলে পতিতপাবন।
বাঞ্ছাকল্পতরু-নাম ধর কি কারণ॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে।
বাঞ্ছাকল্পতরু-নাম ধরিবে কেমনে॥
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জাভয় হারী।
জয় গজরাজকে কুম্ভীর-মুখে তারি॥
জয় অজামিল-গণিকার ত্রাণদাতা।
আমারে যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা॥
এথা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অন্তরে।
আচার্য্য শোকেতে যত হঞাছে কাতরে॥
আস্তে-ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান।
গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিলা পয়াণ॥
মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
গৌর-তনু অলঙ্কারে করে ঝলমল॥
চাঁচর কেশের বেশ অখিল-মোহন।
অধর বান্ধুলী-কুন্দ মুকুতা দশন॥
চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গশোভা।
তনু সূখ-বসন-পিন্ধন মনোলোভা॥
কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি।
কুলবতী-কলঙ্ক-বিথার-দেহধারী॥

আচার্য্য আগিয়া প্রভুর সত্বর গমন।
বাঞ্ছাকল্পতরু-নাম বলি যে কারণ॥
আচার্য্য কাঁদিয়া সে আইসে পথে পথে।
হা হা গোরাচাঁদ বলি আইসে উর্দ্ধহাথে॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র গুরুগৃহ হৈতে।
আসিতে হইল দেখা আচার্য্য সহিতে॥
পড়িলা আচার্য্য পায় দণ্ডবত হঞা।
তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
নমস্কার করি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
কোথা গিয়াছিলা কৈল মধুর বচন॥
আচার্য্য কহিল হের শুন বিশ্বম্ভর।
আমি গিয়াছিল এই মন্দিরে তোমার॥
তোমার জননী দেবী অতি সুচরিতা।
গোচর করিলুঁ তারে অন্তরের কথা॥
তোমার বিভার যোগ্য আছে এক কন্যা।
বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা সর্ব্বগুণে ধন্যা॥
এ কথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন।
ঘরেরে চলিল আমি অন্তর-মলিন॥
কিছু না বলিলা প্রভু শুনিঞা বচন।
মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন॥
সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি।
হেরিয়া আচার্য্য মনে কৈল অভিলাষী॥
জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইব।
অন্তরে জানিল প্রভু বিবাহ করিব॥
ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা।
প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া॥
ঘরে আসি জননীরে কৈল বিশ্বম্ভর।
বনমালী-আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর॥
বিমনা দেখিলু আমি তারে পথে যাইতে।
সম্ভাষে না হৈল সুখ তাহার সহিতে

তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি।
বিমনা দেখিয়া চিত্তে দুঃখ পাই আমি॥
শুনিঞা পুত্রের বাণী শচী সুচতুরা।
ইঙ্গিতে বুঝিঞা কৈল হৃদয় সত্বরা॥
ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে।
সংবাদ শুনিঞা তেঁহ আইলা সত্বরে॥
আনন্দে পুরিত তনু গদগদ হঞা।
শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া॥
নমস্কার করি কৈল চরণের ধূলি।
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী॥
শুনি শচিদেবী তবে আচার্য্য-বচন।
প্রণত হইয়া দেবী কহেন তখন॥
পুরুবে যে বৈলে তার করহ উদ্যোগ।
গোরাচাঁদের বিভা দিব সভার সন্তোষ॥
আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বম্ভরে।
আপনে করিবে সর্ব্ব কি বলিব তোরে॥
বিশ্বম্ভর-বিবাহ নিমিত্তে যে কহিলে।
আপনে উদ্যোগ কর কহিল তোমারে॥
ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য উত্তম।
পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল বচন॥
ইহা বলি বল্লভআচার্য্য-বাড়ী গেলা।
বল্লভআচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা॥
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া।
নিজ ভাগ্য মানি কিছু বোলেন হাসিয়া॥
বলিলা আমার ভাগ্যে তোর আগমন।
আর কিবা কার্য্য আছে কহ না এখন॥
বল্লভমিশ্রের কথা শুনিয়া আচার্য্য।
প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য॥
সর্ব্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ।
স্নেহবশী হঞা আমি আইনু তু আগেহ॥

মিশ্রপুরন্দরপুত্র শ্রীল বিশ্বম্ভর
কুলে শীলে গুণে তেঁহ সর্ব্বাংশে সুন্দর॥
আমি কি বলিতে পারি তাঁর গুণ কথা।
একত্র সকল গুণে গড়িল বিধাতা॥
কি কহিব তাঁর গুণ গায় সর্ব্বলোকে।
শুনিয়াছ তাঁর গুণ সর্ব্বলোক মুখে॥
যেন রূপ কন্যা তোমার ততোধিক বর।
কহিল সকল ইবে যে দেহ উত্তর॥
একথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি।
একথা আমার ভাগ্যে কহিলে সে তুমি॥
আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি।
কন্যামাত্র আছে মোর পরমসুন্দরী॥
ইহা জানি আজ্ঞা যদি করেন আপনে।
কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা-রতনে॥
দেব-পিতৃগণ মোরে হইবে আনন্দে।
যবে বিভা দিব নিজ কন্যা গৌরচন্দ্রে॥
অনেক তপের ফলে হয় হেন কার্য্য।
তোরেধিক বন্ধু নাহি কহিল আচার্য্য॥
এই মনে দুইজনে কথা নিবড়িল।
আচার্য্য শচীর স্থানে পুন নিবেদিল॥
শুনিয়া সে শচীদেবী বড় তুষ্ট হৈল।
বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
ইষ্টকুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আনন্দে তরল তনু অতি হরষিতা॥
কুটুম্বসোদর যত সভে আজ্ঞা দিল।
বিচার করিয়া সভে ভাল ভাল বৈল॥
তবে শচী নিজ সুত-বদন চাহিয়া।
মধুর বচনে কিছু বোলেন হাসিয়া॥
শুন শুন অরে বাপ মোর সোণার সুত।
বল্লভমিশ্রের কন্যা অতি অদ্ভুত॥

তোমার বিভার যোগ্য মোর মনে লয়।
তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয়॥
বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়।
দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয়॥
শুনিয়া মায়ের বোল বিশ্বম্ভর রায়।
করিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায়॥
দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত।
করিল ত শুভদিন সময় অঙ্কিত॥
সেই শুভদিন শুভ সময় আইল।
ব্রাহ্মণসজ্জন সভে আনন্দে ধাইল॥
আনন্দিত হৈলা সব নদীয়া-নাগরী।
উথলিল সুখসিন্ধু আপনা পাসরি॥
আইহ-সুহ লঞা শচী করে শুভকার্য্য।
প্রভু অধিবাস করে যতেক আচার্য্য॥
চতুর্দ্দিগে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে মঙ্গল লক্ষণ॥
দীপমালা পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
স্বস্তিবাচনপূর্ব্ব দেবপূজা করে॥
সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস।
কোটিকামজিনি-রূপ অঙ্গের প্রকাশ॥
ঝলমল করে অঙ্গছটা আলোকিত।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব হৈল চমকিত॥
সুগন্ধি চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
ঘন ঘন তাম্বুল দানে বড় তুষ্ট কৈল॥
কন্যা অধিবাস করে বল্লভআচার্য্য।
সুমঙ্গল কর্ম্ম করে লঞা দ্বিজবর্য্য॥
অনন্ত সৌরভ গন্ধমাল্য চন্দন।
অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতারতন॥
অধিবাস-সমাধান রজনীর শেষে।
পানী সাজিবারে দিলি হইল উল্লাসে॥
নানা বাদ্য এক-কালে হইল ভারি।
কুলবধূ সভাকার ব্রত হৈল তথা॥
যুবতী উন্মতি হৈলা নদীয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-বিবাহ-রস-সমুদ্র-হিল্লোলে॥
যূথে-যূথে নাগরী চলিলা দ্বিজবধূ।
অবনীমণ্ডলেরে মণ্ডলী যেন বিধু॥
কুরঙ্গ নয়নী চারু খঞ্জন-গঞ্জিনী।
ঝলমল অঙ্গতেজ মদনমোহিনী॥
কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপাম।
হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ॥
হাসিতে দামিনী কাঁপে বচনে অমিয়া।
হাস-পরিহাসে চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
গাইছে গৌরাঙ্গগুণ মধুর-আলাপে।
স্বর-পঞ্চ-ধ্বনিতে অনঙ্গ-অঙ্গ কাঁপে॥
নাসায় বেশর দোলে মুকুতা হিল্লোলে।
নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুণমণ্ডলে॥
শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধূগণ।
সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন॥
চলিলা নাগরী সভে পানী সাজিবারে।
মঙ্গল আনন্দরস প্রতি ঘরে ঘরে॥

মঙ্গল রাগ।

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রিমমুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীত রে গাইথ গৌরালীলা॥
কে কে আগে যাইবে গো,
গোরাগুণ গাইবে গো,
চল যাই পানী সাজিবারে।
হিয়া উথলে চিত কেবা পারে ধরিবারে রে॥

কেহো পট্টবিলাসিনী কেহো পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যায় অঙ্গের বাতাসে॥
সুগন্ধি চন্দন মালা ঢাকিঞা লেহ করে।
গোরা-অঙ্গ পরশ করিব সেই বেলে॥
কর্পূর তাম্বূল রে ঢাকিয়া লেহ হাথে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাথে হাথে॥
শচী আগে আগে করি যাইব পাছে পাছে।
আসিতে যাইতে বেড়াইব গোরার কাছে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন সভার জলসাহি ক'রে।
আনন্দে আইলা শচী আপন মন্দিরে॥
আইহ-সুহ মিলিয়া কৌতুক-রঙ্গরসে।
পানী সাহিল শুণ গায় এ লোচনদাসে॥

গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান-শরঘাতে।
মানিনীর মানমৃগী পলায় বিপথে॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥
ভুরুভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিণীর গণ।
দোলমান হৃদয় করিছে অনুক্ষণ॥
বক্ষস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া।
কেশরী জিনিয়া মাঝা অতি সে খীণিয়া॥
চিত্ত হরি লইল সভার এককালে।
মানমীন ধরিয়া রাখিল রূপজালে॥

ভাটিয়ারি রাগ।

আনন্দে-সানন্দে সেই রাত্রি সুপ্রভাতে।
যথাবিধি কর্ম্ম করে অতি হরষিতে॥
স্নান দান কর্ম্ম কৈল যে বিধি উচিত।
দেবপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত॥
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কৈল যে বিধি বিধান।
সকল সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান॥
নর্ত্তকেরে দিল প্রভু আর ভাটগণে।
সভার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্য দানে॥
দ্রব্যের অধিক মানে মধুর বচনে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদনে॥
প্রবোধ করিল যার যেই অনুমান।
বিবাহ-উচিত প্রভু পুন করে স্নান॥
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল সেকালে।
অঙ্গউদ্বর্ত্তন করে কুলবধূ-মেলে॥
সুধাকরময় গোরা রূপের পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
পরশে অবশ অঙ্গ হৈল সভাকার।
গদগদ বচন নয়ানে জলধার॥
হেরইতে পহু-মুখ কি ভাব উঠিল।
মরমে মদন-জরে ঢলিয়া পড়িল॥
কেহো কেহো বাহু ধরি অথির হইয়া।
কেহো রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া॥
কেহো বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা দিয়া সে বান্ধিল পরবন্ধে॥
কেহো চিত্রার্পিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গে।
কেহো জল দেই শিরে মদনতরঙ্গে॥
উন্মত্ত হইয়া কেহো হাসে ঘনে ঘনে।
সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গবদনে॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বেঢ়িল নাগরীগণ শচীর নন্দনে॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমঙ্গল-ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি সুমঙ্গল শুনি॥
অভিষেক কৈল প্রভু সুরনদীজলে।
দেখি সর্ব্বজন ভাসে আনন্দ-হিল্লোলে॥

তবে শচীদেবী লই আইহ-সুহ যত।
আদরে পূজিল যার যেই সমুচিত॥
সভারে পূজিলা গৃহে বন্ধুগণ যত।
কহিল সভারে দেবী হৃদয় বেকত॥
পতিহীন মুঞি ছার, পুত্র পিতাহীন।
তো সভার সেবা কি করিব মুঞি দীন॥
এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ।
ভিজিল আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস॥
ঐছন কাতরবাণী শচীদেবী বৈল।
শুনি গৌরচন্দ্র পহুঁ হেঠ মাথা কৈল॥
চিন্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেলা কোথা।
পুড়িতে লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যথা॥
মুকুতা-গাঁথিল যেন চক্ষে পড়ে পানী।
দেখিয়া তটস্থ হৈলা শচীঠাকুরাণী॥
আর যত নারীগণ তার পাশে ছিল।
প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে লাগিল॥
কেনে কেনে বাছা হেন বিরসবদন।
এহেন মঙ্গলকার্য্যে কান্দ কি কারণ॥
সকল সংসারে মাত্র তুমি মোর ধন।
তুমি বিমরিষ প্রাণ ছাড়িব এখন॥
শুনিঞা মায়ের বোল প্রভু বিশ্বম্ভর।
বাপের হাব্যাসে কণ্ঠ গদগদ-স্বর॥
প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন বদন।
নবীন-মেঘের যেন গম্ভীর গর্জ্জন॥
মায়েরে কহিল প্রভু শুন মোর কথা।
কি লাগিয়া এতদূর তোর মন-ব্যথা॥
কিবা ধন নাহি মোর কিবা পাইলে দুঃখ।
দীন একাকিনী হেন কহ অতি রুখ॥
পিতা-অদর্শন মোর সোঙরাইলে তুমি।
যেমন করিছে হিয়া কি বলিব আমি॥

একজনে দুবার দেহ গুবাক চন্দন।
যথেষ্ট করিয়া দেহ যত লয় মন॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সভার সুগন্ধি-চন্দনে।
যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে॥
পৃথিবীতে কেহো যাহা নাহি করে লোকে।
ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে॥
এ বোল শুনিঞা শচী কহে ধীরে ধীরে।
মধুর বচনে শান্ত কৈল বিশ্বম্ভরে॥
যেন মতে আদেশ করিল বিশ্বম্ভর।
তেনমতে তুষিল সে ব্রাহ্মণ সকল॥
হেনকালে বল্লভ-আচার্য্য নিজঘরে।
ব্রাহ্মণ সহিতে দেব-পিতৃপূজা করে॥
আপন কন্যারে নানা অলঙ্কার দিল।
গন্ধ-চন্দন মাল্যে সুবেশ রচিল॥
শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর॥
এথা প্রভু গৌরচন্দ্র বয়স্তের সঙ্গে।
অতি অদভুত বেশ করয়ে শ্রীঅঙ্গে॥
গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন।
ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ॥
মকরকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল।
মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর॥
কাজরে উজোর রাতা-কমল নয়ান।
ভুরুযুগ যেন দুই কামের কামান॥
অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন-অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহিতে না পারি॥
দিব্য মালা গলে শোভে রক্তপ্রান্ত বাস।
গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস॥
সুবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥

বধূগণ বিকল হইল রূপ দেখি।
রূপ দেখি নারী না নিরড় করে আঁখি॥
অথির নারীগণ শিথিল বসন।
মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥
চিত্ত হরি লইল সভার একু কালে।
মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ-জালে॥
হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া॥
সে হাস্ত-মাধুরী যার পশিল হিয়ায়।
মরমে মরিল তারা মদনব্যথায়॥
সে ভুজ-বিলাস-রস-পরশ লাগিয়া।
মানিনীর মানগণ কুলে লুকাইয়া॥
ভুরুভঙ্গি আকর্ষণে রঙ্গিণীর গণ।
দোলমান হৃদয় করয়ে অনুক্ষণ॥
মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় হরিনামে॥
দিব্য যানে চড়ে প্রভু বয়স্যবেষ্টিত।
দেখি সর্ব্বলোক অতি হরষিত চিত॥
যাত্রা করি যায় প্রভু বয়স্যের সনে।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায় দিব্য গানে॥
ব্রাহ্মণে ত বেদ পড়ে ভাটে রায়বার।
শিঙ্গা বরঙ্গো বাজে স্বাহিনী বিশাল॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে পড়াহ মৃদঙ্গ।
মোসরি মোহরি বাজে শুনিতে আনন্দ॥
হরি হরি বোল শুনি জয়জয় নাদ।
আনন্দে নদীয়ার লোক ভেল উনমাদ॥
ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়।
চমক লাগিল যোথা নাগরী সভায়॥
কেহো কেশ নাহি বান্ধে না সম্বরে বাস।
দেখিবারে প্রাণ ধাই মন রহে পাশ॥
কাণাকাণি সাবাসানি নাহি আর লাজ।
ডাকাডাকি ধায় সব নাগরী সমাজ॥
গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিল।
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উলসিত হৈল॥
পথ-বিপথ কেহো না মানে রঙ্গিণী।
অনঙ্গতরঙ্গে রঙ্গে ধাইল রমণী॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্যযানে চাহে।
গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায়ে॥
সুরবধূগণ বিশ্বম্ভরমুখ চাহে।
চতুর্দ্দিগে দিব্য নারী সুমঙ্গল গায়ে॥

বিহাগড়া রাগ।

জয় জয় জয়, চৌদিগে সুখময়,
গৌরাঙ্গচাঁদের বিবাহ।
কুলবধূ মেলি, জয় হুলাহুলি,
আনন্দে মঙ্গল গাহ॥ ধ্রু॥
ভাস বেশ কর, পাটশাড়ী পর,
কাজর দেহ না নয়ানে।
ছিরিবিশ্বম্ভর, সাজি সব জন,
বিবাহে করল পয়াণে॥
হার কেয়ূর, কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
নূপুর পরহ না ঝাট।
অলকা-সুনিকটে, সিন্দুর ললাটে,
চন্দনবিন্দু তার হেঠ॥
তাম্বুল অধরে, তাম্বুল বামকরে,
লীলা দুলি চলি যাহ।
দেখি বিশ্বম্ভর, জিনি পাঁচশর,
জাগি মনকলা থাহ॥

তাম্বুল চর্ব্বণে, হাসিয়া বয়ানে,
কুন্দদশন বিকসি।
বান্ধুলী-অধরে দশন-মধুকরে,
পাশে মধুলোভে বসি॥
নাগরী সারিসারি, চলিলা কুতুহলী,
মরালগমন ছুঠাম।
অঙ্গের মাধুরী, যইছে বিজুরী,
বসন শোভে অনুপাম॥
নানা বাদ্য বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
মৃদঙ্গ পড়াহ কাহাল।
আনন্দে দুন্দুভি, বাজয়ে ডিণ্ডিমি,
দণ্ডিম মুহরি রসাল॥
বীণা কবিনাস, বেণু মন্দভাষ,
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজু।
নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,
মঙ্গল-বাধাই বাজু॥
গৌরচন্দ্রমুখ, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দ নদীয়া-সমাজ।
কোটি কাম জিনি, সে রূপ বাখানি,
নিরখি না রাখয়ে লাজ॥
কুয়ল কবরী, চীর না সম্বরি,
ধায়ে উনমত-বেশা।
পাসরি পতি সুত, বদন স্থবেকত,
হিয়া-পরি ফেলে কেশা॥
ধনি ধনি ধনি, কহয়ে রমণী,
আন না শুনিয়ে বাণী।
চৌদিগে হাটে-বাটে, নাগরীর ঠাটে,
দেখিতে কয়ল উঠানি॥
কেহো বীণা বায়, কেহো গীত গায়,
কেহো থাওয়ে উল্লাসে।
চৌদিগে জয় জয়, মঙ্গল বিজয়,
কহয়ে লোচনদাসে॥

আলো দেখ অপরূপ গোরা পরাণ-
পুতুলী নবদ্বীপে।
হেন মন করিছে গোরা ভুলিয়া রাখি
বুকে॥ ধ্রু॥

হেন মতে বল্লভআচার্য্য-বাটী গিয়া।
জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ ভরিয়া॥
শত শত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল পৃথিবী।
ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি॥
তবে ত বল্লভমিশ্র পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিয়া॥
তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়্লাতে গিয়া।
দাণ্ডাইলা পীঠোপরি উলসিত হঞা॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিঞা বদন।
তাহাতে ঈষৎ হাসি অমিয়া মিলন॥
তপত-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ।
সুমেরুপর্ব্বত জিনি দেহের গঠন॥
অঙ্গদ কঙ্কণ ভুজে কনক-অঙ্গুরী।
অরুণ-কিরণ করতল ঝলমলি॥
দিব্য মালতীর মালা দোলে গোরা-অঙ্গে।
সুমেরু উপরে যেন গঙ্গার তরঙ্গে॥
মুকুটের নিকট ললাট তট সাজে।
কাম-কোটি কাতর হেরিয়া রহে লাজে॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা।
দূর কৈল মানিনীর মানের গরিমা॥
হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়্লাতে আছে।
বর উরখিতে তথা আইহগণ কাছে॥
করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্যবাস।
হাথেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস॥

আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী।
বর উরথিতে ধনি চলিলা আপনি ॥
সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাত-দীপ হাথে।
চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে ॥
বর উরথিয়া ধনি চলিলা আলয়।
শুভক্ষণ হৈল সেই গোধূলি সময় ॥
তবে সেই বল্লভ আচার্য্য দ্বিজবর।
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিলেন সত্বর ॥
সুগঠিত সিংহাসন মাঝে রূপবতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥
রতন প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে।
বদন জিতল পূর্ণচন্দ্র পরকাশে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চনে।
অন্ধকার দূর গেল তাহার কিরণে ॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার।
করজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥
অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি।
দোঁহে দোঁহা দেখি হিয়া জুড়াইল আঁখি ॥
চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন।
অন্যোন্যে করয়ে দোঁহে কুসুমের রণ ॥
যেন হরপার্ব্বতী দোঁহে হৈল মেলা।
ছামুনি নাড়িয়া দোঁহে আনন্দে বিভোলা ॥
চৌদিগে হরিধ্বনি জয় জয় নাদ।
নাচয়ে সকল লোক আনন্দে উন্মাদ ॥
তবে সে কমলাপতি বিশ্বম্ভর পঁহু।
একত্রে বসিলা বামপাশে করি বহু ॥
লজ্জা-নম্রমুখী সে বসিলা পহুঁ পাশে।
জামাতা পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥
যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাত্ত নিবেদিয়া।
সৃষ্টির করতা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥

হেন সে পদারবিন্দে পাত্ত দেই মিশ্র।
যার আরাধনে ঘুচে সংসার-তামিশ্র ॥
মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপসিংহাসন।
হেন জনে দেই মিশ্র বিষ্টর-আসন ॥
যে প্রভু বসন ধরে, দিব্য পীতবাস।
তাহারে বসন দেই শুনিতে উল্লাস ॥
এই মতে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল।
যজ্ঞ-আদি যত কর্ম্ম সব নিবর্ত্তিল ॥
বল্লভ আচার্য্য সম নাহি ভাগ্যবান্।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্যাদান ॥
কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি।
যার ঘরে কৈলা প্রভু এপঞ্চ-গরাসি ॥
কন্যা-বরে একগৃহে ভোজন করিল।
শতশত কুলবধূ বাসরে মিলিল ॥
বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ান আলসযুত কাহারো হইল ॥
কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গ-ভরে।
ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বম্ভর কোলে ॥
কেহো অনিমিখে থির-নয়নে নিরীখে।
চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে সুখে ॥
নয়ন পঙ্কজে সভে গোরামুখ পূজে।
নিজদেহ-পরশ লাগিয়া কেহো যাচে ॥
যুথে যুথে তরুণী আইল প্রভু-কাছে।
বেঢ়িয়া রহিল বিশ্বম্ভর করি মাঝে ॥
গৌরাঙ্গের নয়ান-সন্ধান-শরাঘাতে।
মানিনীর মান-মৃগ পলায় বিপথে ॥
সে চন্দ্র-বদনহাস্য-উদয় দেখিয়া।
লজ্জা-তিমির সভার গেল পলাইয়া ॥
বসিয়া সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।
সে অঙ্গ বাতাসে রঙ্গিনীর অঙ্গ কাঁপে ॥

পরাধীন রঙ্ক যেন মহাধন পাঞা।
সম্বরিতে নাহি ঠাঁই ছাড়িতে নারে মায়া॥
নাম বিপর্য্যয় কেহো করে বাসরঘরে।
বিশ্বম্ভর গুণে ভোরা পরিহাস করে॥
কেহো বোলে গৌরচন্দ্র শুন মোর বোল।
গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিদে ভেল ভোর॥
আপনে তুলিয়া দেহ লখিমী বদনে।
দেখুক সকল সখী হরষিত মনে॥
গৌরচন্দ্র কেশ কেহো আউলাইয়া বান্ধে।
হৃদয় আনন্দ দেহ-পরশের সাধে॥
কেহো গুয়াখানি দেই গোরাচান্দের মুখে।
হৃদয় দর দর তার বড় পায় সুখে॥
অঙ্গ ঠেলি পড়ে কেহো হিয়া উত্তরোল।
লখিমী তুলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোল॥
কেহো বোলে হেন ভাগ্যবতী কে বা আছে।
গৌরচন্দ্র হেন পতি পাইয়াছে কাছে॥
কোন্ তপ কৈল এই কোন্ ব্রত-দান।
দেব আরাধনে কোন সাধিল গেয়ান॥
কোন্ সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে।
গৌরচন্দ্র দেখি পারে ধৈরজ ধরিতে॥
মদন-সদন জিনি বদন সুন্দর।
মানিনীর মান-রতন-বর চোর॥
ভুজদণ্ড অখণ্ড যে হেমদণ্ড জিনি।
সাধ করে নিজবুকে রাখিতে রমণী॥
লখিমী এ সব অঙ্গ বিলাস করিব।
আমরা ইহার কবে পরশ পাইব॥
এই আমাদের আশা হ'ব ইহার দাসী।
তবে সে দেখিব নিতি গৌররূপরাশি॥

এই মনে রঙ্গেঢঙ্গে প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল॥
বিবাহের পরদিনে কুশণ্ডিকা-কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥
সকল করিল প্রভু সে দিন তথায়।
আর দিনে ঘর যাব কহিলা কথায়॥
ঘরেরে চলিল প্রভু আনন্দিত মনে।
পরিজনে পূজা করে রজতকাঞ্চনে॥
একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বামপাশে।
চৌদিগে বেড়িল নারীগণ তার কাছে॥
বল্লভমিশ্রের হিয়া হরিষবিষাদ।
যাত্রাকালে করে কন্যা-বরে আশীর্ব্বাদ॥
দূর্ব্বা ধান্য গন্ধ মাল্য গুবাক চন্দন।
জামাতারে দিয়া কিছু নিবেদে বচন॥
ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য।
কি দিব তোমারে দান কিবা তব যোগ্য॥
কেবল আপনাগুণে কৈলে অনুগ্রহ।
ধন্য করাইলে করি কন্যাপরিগ্রহ॥
আমি কি বলিব মোর কি আছে যোগ্যতা।
তোমার নিজগুণে তুমি আমার জামাতা॥
দেব-পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল।
যখন তোমারে নিজ কন্যা সমর্পিল॥
তোমার অভয়পাদ-পদ্মেতে শরণ।
আর দুঃখ নাহি মোরে দিবেক শমন॥
আর এক নিবেদিয়ে শুন বিশ্বম্ভর।
এ বোল বলিতে কণ্ঠে গদগদ স্বর॥
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
লক্ষ্মী-কর ধরি দিল গোরাচান্দ করে॥
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলুঁ সমর্পণ।
জানিয়া করিবে ইহার ভরণ-পোষণ॥

মোর ঘরে ছিলা এই ঘরের ঈশ্বরী।
আজি হৈতে তব দাসী কোণের বহুরী॥
মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ-আচারে।
আথটি করিয়া মায়ে করিত আহারে॥
মোর ঘরে আছিলা এ মা-বাপের কোলে।
যথা তথা হৈতে আইলে ধরেসিয়া গলে॥
সভার তুলালী এই আমি অপুত্রক।
ঘর মধ্যে সবে মোর একটি বালক॥
আমি কি বলিব এই তোর নিজজন।
মোহে মুগ্ধ হয়্যা বলি যতেক বচন॥
এই যে বলিল সেই আমি মূঢ়মতি।
কি করিব মোর দয়া তুমি যার পতি॥
ত্রিভুবনে নাহি লক্ষ্মীসম ভাগ্যবতী।
আমি যত বলি সব এ মায়া পিরিতি॥
এ বোল বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ।
ঢলঢল সকরুণ অরুণ নয়ন॥
চলিলা যে মহাপ্রভু নিজ প্রিয়া বামে।
লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মজ্ঞ্যের যানে॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে হরি হরি বোল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দহিল্লোল॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে কায়বার।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে আনন্দ অপার॥
বয়স্যবেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ চলে দিব্যরথে॥
এথা শচী আনন্দিত আইচ-সুহ লৈয়া।
পুত্রমহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া॥
সশাখা মঙ্গলঘট পাতিল দুয়ারে।
নারিকেল ফল দিল তাহার উপরে॥
নির্ম্মঞ্ছনসজ্জ করে ঘৃত-বাতি জ্বলে।
ঘরেরে আইলা প্রভু সেই শুভকালে॥
গৌরচন্দ্র নির্ম্মঞ্ছন করে নারীগণ
জয় জয় হুলাহুলি এ গীত নাচন॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
সর্ব্বসুখময় হৈল শচীর আগার॥
উঠিল মঙ্গলধ্বনি আনন্দ অশেষ।
লক্ষ্মী কর ধরি প্রভু গৃহে পরবেশ॥
পুত্র আর বধূ কোলে করে শচীদেবী।
দূর্ব্বাধান্য দিয়া বোলে হও চিরজীবী॥
পুত্রমুখে চুম্ব দেই বধূ মুখ চাঞা।
বধূমুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া॥
সর্ব্বসুখময় হৈল শচীর আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

সিন্ধুড়া রাগ।

এই মনে নিজ, বান্ধব সহিত,
সুখে নিবসয়ে পঁহু।
শচীর অন্তরে, আনন্দ-পাথারে,
দেখি গোরাচান্দ বহু॥
নদীয়াবিনোদ গোরা,
যেন কেলি কুতুহল ভোরা। ধ্রু।
কামের কামান, ভুরু নিরমাণ,
বাণ কাঁচিয়াছে তারা॥ধ্রু॥
বয়স্যের সঙ্গে, রহস্য-বিলাস,
লীলা-রসময় তনু।
বিনি মেঘে মহী, এ থির-বিজুরী,
সাজল কুসুমধনু॥
বয়স্যের কান্ধে, কর অবলম্বি,
পুঁথি করি বামহাথে।

দিবসের অন্তে, রম্য-রাজপথে,
সুরধুনীতট তাথে॥
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
বিনোদ বিনোদ কোটা।
তাহার সৌরভে, মদনমোহিত,
যতেক নাগরী ঘটা॥
চাঁচর-কেশের, বেশের মাধুরী,
হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায়, লোভায় যুবতী,
না মানে গুরুগরবিত॥
নদীয়ানগর, নাগরে আগর
রসের সাগর সভে।
গৌরচন্দ্র-লীলা, দেখিয়া ভুলিলা,
দম্ভ চুর গেল তবে॥
নাগরীর গুণ, আছয়ে বাখান,
বঙ্কিম-আঁখি-কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে, আগুনি ভেজায়া,
ঝুলি পড়ে লাখেলাখে॥
নদীয়াসুন্দরী, আপনা পাসরি,
রহল হিয়া-ধেয়ানে।
লোচন বোলে সব, সে সুখসম্পদ,
অই করি অনুমানে॥

শ্রী রাগ।

জয় জয় গদাইর গৌর সুধই সুধার রসখানি।
আঁখ্যে থুলে বেখেনারে জুড়ায় পরাণী॥ধ্রু॥
আর দিনে আর কথা শুন সর্ব্বজন।
গৌরচন্দ্রের গুণ-গাঁথা নিতুই নূতন॥
গঙ্গা দেখিবারে গেলা বসন্তের বেলা।
দিন-অবসানে সন্ধ্যা ধন্য রম্য বেলা॥
গঙ্গার দু'কূলে যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
গঙ্গা-নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন॥
কাঁখে কুম্ভ করি যায় পুরনারীগণ।
নিরীখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত-বদন॥
মিশ্র আচার্য্য ভট্ট পণ্ডিত অপার।
ধর্ম্মশীল কত কত উত্তম আচার॥
সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া চাহে গঙ্গাকূলে।
গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানা ফুলে॥
গন্ধ চন্দন মালা দিব্য কদলক।
যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু-অনুরাগে॥
উথলিল গঙ্গাদেবী বাঢ়এ সলিল।
কুলকুল শব্দে পঁহু অঙ্গ পরশিল॥
পুন পরশের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী।
সন্দেহ লাগিল লোকে মনে অনুভবি॥
প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন-তেমন।
আজি কেন অপরূপ শুনি এ গর্জ্জন॥
মেঘ-বরিষণ নাহি বাঢ়য়ে সলিল।
খরতর স্রোত বহে নীর উথলিল॥
এই মনে অনুমান করে সর্ব্বজন।
গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মণ॥
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্ম্মল।
ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানিল সকল॥
গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম।
গঙ্গা-গৌরাঙ্গ যেন দেখে এক ঠাম॥
এই বাঞ্ছা সেই বিপ্র কয়িল হৃদয়ে।
গঙ্গাতীরে কুটীর বান্ধিয়া সুখে রহে

গঙ্গামহোৎসব দেখি বাঢ়এ উল্লাস।
চিন্তিতে চিন্তিতে তাহে ভেল পরকাশ॥
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু ভকত বেষ্টিত।
গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত॥
গঙ্গা নিরীখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে।
দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে॥
করুণা-অরুণ ছলছল করে আঁখি।
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥
এই সেই ভগবান্ কভু নহে আন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু বিগুমান॥
প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে।
অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে।
আগুসরি করে গঙ্গা কর-পরশনে॥
কর পরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ।
ঢেউ-ছলে করে গঙ্গা চরণ সম্ভাষ॥
মূর্ত্তিমতী হঞা গঙ্গা প্রভু কাছে রহে।
কর জোড় করিয়া চরণ-পদ্ম চাহে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ।
দেখহ সকল লোক গঙ্গা-গৌরাঙ্গ॥
প্রভু পরশিল গঙ্গা চরণকমলে।
কৃতার্থ হইয়া গঙ্গা গেলা নিজ জলে॥
গৌরাঙ্গ নিকটে গঙ্গা কেহ না জানিল।
ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল॥
সুরধনী-অনুরাগ পায়্যা গৌরহরি।
পুলকিত সব অঙ্গ কাঁপে থরহরি॥
অবশ হইয়া প্রভু বোলে হরি-বোল।
সবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল॥
অরুণ-বরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ।
কদম্বকেশর জিনি পুলককদম্ব॥
প্রভু-অনুরাগে গঙ্গা হিয়ামাঝে রহে।
শত শত ধারা আঁখি সাগরে ত বহে॥
লোমে লোমে বহে নীর লোক বোলে 'ঘর্ম্ম'
উথলিল প্রেমসিন্ধু দ্রবময় অঙ্গ॥
চৌদিগে সকল লোক হরি হরি বোলে।
অবশ হইয়া নিজ জনে করে কোলে॥
ঘন ঘন সব লোক হরি হরি বোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে॥
চমৎকার ভেল সব নদিয়াসমাজ।
গঙ্গার ভকত বিপ্র বুঝিলেক কাজ॥
সেই ভগবান্ প্রভু বিশ্বম্ভরদেব।
ইহা দেখি বাঢ়ে গঙ্গা এই অনুভব॥
চরণে পড়িলা বিপ্র করে আর্ত্তনাদ।
এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে।
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে॥
ভূমে গড়াগড়ি যায়ে কান্দে আর্ত্তনাদে।
আপনা পাসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে॥
চতুর্দ্দিগে সবলোক দাণ্ডাইয়া রহে।
বেকতবদনে বিপ্র পূর্ব্বকথা কহে॥
অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর।
নিজ ঘরে গেল হিয়া আনন্দ প্রচুর॥
আদিকথা কহে বিপ্র শুনে সর্ব্বজন।
যেমতে হইল গঙ্গাদেবীর জনম॥
এখনে বা গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে কারণে।
সকল কহিয়ে সভে শুন সাবধানে॥
পূর্ব্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।
কৃষ্ণগুণ গায়ে মহা আনন্দপ্রচুর॥
নারদঠাকুর গায় গণেশ বাদক।
পুলকে পূরিত অঙ্গ আপাদ-মস্তক॥

সঙ্গীত স্বজাতি তিনে গায় একমেলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দব্রহ্মের হিল্লোলে॥
একে সে মহেশ তাথে কৃষ্ণের আবেশ।
নারদের বীণা তায় বাদক গণেশ॥
অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি।
মহেশ নারদ মেলি যথা গুণ গাই॥
কহিল না গাইহ গুণ শুন হে মহেশ।
এতো-সভার গান-তত্ত্ব না বুঝোঁ বিশেষ॥
তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ।
আউলায় শরীরবন্ধ দ্রবময় নেহ॥
শুনিঞা ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ।
গাইয়া জানাব গুণ ইহার বিশেষ॥
ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দে এ ভূমি আকাশ॥
দ্রবিলা শরীর প্রভু অতি খীণ তনু।
তরাসে মহেশ কৈল গান সম্বরণ॥
সম্বরণ কৈল গান থির হৈল মতি।
সেই সে কারুণ্যজল লোকে আছে খ্যাতি॥
সেই দ্রবব্রহ্ম-নাম করুণার জল।
চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন ঘোষয়ে সকল॥
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ এই সংসার ভিতর।
কমণ্ডলু ভরি ব্রহ্মা রাখিল সে জল॥
আছিল ত বলিরাজ প্রভুর ভকত।
তারে অনুগ্রহ লাগি ভৈগেলা বেকত॥
ত্রিপাদ ভুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী।
ত্রিভুবন জোড়ে তাঁর দ্বিপাদ:পদবী॥
আর পাদ দিল তার মস্তক উপর।
ঐছন করুণা কভু নাহি দেখি আর॥
তবে অপরূপ শুন ত্রিপাদমহিমা।
ত্রিজগতে ধন্য হৈলু যাহার করুণা॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল সেই পদনখ আগে।
সেই জলে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুরাগে॥
প্রভু পাদাম্বুজ-জল পূজয়ে মস্তকে।
ত্রিপাদসম্ভবা গঙ্গা তেঞি বোলে লোকে॥
এনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখহ সকল লোক নয়ানগোচর॥
দেখি গঙ্গাদেবী পূর্ব্ব সোঙরণ হৈল।
প্রেম-অনুরাগে গঙ্গা বাঢ়িতে লাগিল॥
গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অনুরাগ-দিঠি।
অমৃত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠি॥
চরণপরশে পুন তরঙ্গের ছলে।
অনুভবে জানিলু মো কহিল সভারে॥
শুনিঞা সকল লোকে বাঢ়ল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ। দিশা॥
আরে আরে হয়॥

এইমনে কথোকাল গোঙাইলা সুখে।
বান্ধব সহিতে প্রভু আনন্দকৌতুকে॥
একদিন মনে মনে কৈলু আচম্বিত।
পূর্ব্বদেশ যাব আমি সর্ব্বজন হিত॥
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ সর্ব্বলোকে গায়।
গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে এই সাক্ষী তায়॥
আমার প্রসাদে পদ্মাবতী হৈব ধন্য।
সর্ব্বলোক আমা বহি না জানিব অন্য॥
ঐছন যুগতি প্রভু মনে অনুমানে।
মায়েরে কহিল যাব ধনউপার্জ্জনে॥
যাত্রা করি যায় প্রভু সঙ্গে নিজজন।
ছটফট করে শচীমায়ের পরাণ॥

ধন-উপার্জ্জনে পরদেশ যাবে তুমি।
তোমাকে না দেখি এথা মরি যাব আমি॥
জলবিনু যেন মীন না ধরে পরাণ।
তোমাবিনু আমার তেমন সমাধান॥
তোমার পিরিতি মনে ভাবিয়া ভাবিয়া।
মরি যাব ওহে বাপ তোমা না দেখিয়া॥
মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ-উত্তর॥
আমার বিচ্ছেদে বড় না ভাবিহ তুমি।
নিকটে তোমার ঠাঞি আসিব যে আমি॥
লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর।
মাতার সেবায় তুমি রহিবে তৎপর॥
মায়ে যত কৈলে কিছু না শুনিল পহুঁ।
শুভযাত্রা করি যায় হাসে লহুলহু॥
চলিলা সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজজন।
কৌতুকে ভ্রময়ে মহা আনন্দিত মন॥
যেখানে-সেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখিয়া সেখানের লোক হয়ে ত ফাঁফর॥
সে রূপ দেখিয়া কেহ না লেউটে আঁখি।
কেহো বোলে এইরূপ অহর্নিশি দেখি॥
পুরনারীগণ বোলে দেখিয়া বদন।
সফল হইল আজি জনম নয়ন॥
কোন্ ভাগ্যবতী-মায়ে ধরিল উদরে।
কভু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে॥
হরগৌরী আরাধিয়ে কোন ভাগ্যবতী।
হেন রূপে হেন গুণে পাইয়াছে পতি॥
নবীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ।
সুমেরুপর্ব্বত জিনি দেহের গঠন॥
সকল-রূপের নাহি ভুবনে তুলনা।
যজ্ঞসূত্র অতিশয় তাহে সুশোভনা॥
মরি যাই দেখিয়া সুন্দর মুখের হাসি।
কুলবতী হৃদয়ে রহিল এই পাশি॥
দেখি যেন রাধার নাগর তেন ঠাম।
রাধার বরণ পায় দেখি বিদ্যমান॥
দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরীক জিনি।
অপরূপ তাহে চারু তরল চাহনি॥
সকল যুবতী মিলি কহিতে লাগিলা।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ উলটি চাহিলা॥
সরস-নয়ানে প্রভু চাহিলা সভারে।
প্রেমে গরগর তারা আপনা না ধরে॥
পদ্মাবতী-স্নান কৈল আছিল যে বিধি।
চরণপরশে গঙ্গাসম ভেল নদী॥
পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিন-সংযুক্তা।
কুম্ভীর-কচ্ছপ-মীনে অতি সুশোভিতা॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব বৈসে তার তটে।
দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে॥
বিশ্বম্ভর-স্নান-পূতা তেন পদ্মাবতী।
সর্ব্বজন স্নান করে পাপ হরে তথি॥
সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন।
গৌরচন্দ্র দেখি শ্লাঘ্য করয়ে নয়ন॥
তবে পদ্মাবতী পার হৈল গৌরহরি।
সে দেশ পবিত্র কৈল শ্রীচরণ ধরি॥
শীতল চরণ পাঞা ধরণী শীতল।
পুলকিত হৈলা দেবী সকল মঙ্গল॥
সে দেশ তারিতে আগে যত্ন মনে করি।
তেঞি সে সেখানে পৃথ্বী পুলকিত করি॥
নীচ অপবিত্র যত চণ্ডাল দুর্জ্জন।
সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
না মানিল সভারে করিল ভবপার॥

নামসংকীর্ত্তনে প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সর্ব্বলোক আপনি যাইয়া॥
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি।
ভবনদী পার কৈল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এহেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কে বা পাপ মাগে॥
সভারে পবিত্র কৈল সম ভাব করি।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমের করিল অধিকারী॥
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্বলোকপতি।
করুণা প্রকাশি কারো শুদ্ধ কৈল মতি॥
এইমনে আছে প্রভু সজ্জনসমাজে।
এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে॥
পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগতপ্রাণ।
আনন্দে শচীর সেবা করেন বিধান॥
দেবতার সজ্জ করে গৃহসম্মার্জ্জন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যগন্ধ মাল্য চন্দন॥
সবসজ্জ করি দেই দেবতা মন্দিরে।
তাহার চরিতে শচী আপনা পাসরে॥
বশ ভেল শচীদেবী তাহার চরিতে।
পুলকিত শচী পুত্রবধূর পিরিতে॥

বিভাষ রাগ।

দিশা। হয় রে হয়। না হারে জয় জয়।
প্রভু রে প্রাণ হয়॥
এইমতে আছে শচী বধূর সহিত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা না যায় খণ্ডিত॥
প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর-অন্তর।
প্রভুর বিরহদশা স্ফুরে নিরন্তর॥
বিরহ হইল মূর্ত্তি সর্পের আকার।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা জানিল অন্তর॥
দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে।
অস্তব্যস্ত হৈয়া শচী গুণে মনে মনে॥
ডাকিয়া আনিল ওঝা ঝাড়ে নানা মন্ত্র।
জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্র॥
অনেক যতন কৈল না লেউটে বিষ।
বড় ভয় পাইলা শচী হৈল বিমরিষ॥
প্রাপ্তিকাল দেখি সভে ছাড়িল যতন।
গঙ্গাজলে নাম্বাইল হরি-স্মঙরণ॥
গলায়ে তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় হরিনাম॥
আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ব্ব।
হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ॥
বৈকুণ্ঠে চলিলা লক্ষ্মী আপন আলয়।
পরম লখিমী যথা সর্ব্ব লক্ষ্মীময়॥
তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা।
গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণ বেষ্টিতা॥
নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে তপত-নিঃশ্বাস॥
সর্ব্ব গুণে শীলে বধূ লক্ষ্মী লক্ষ্মীসমা।
নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা॥
কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি।
কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলে তুমি॥
দেব-আরাধন-সজ্জ থাকিল পড়িয়া।
আমার শুশ্রূষা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস।
বিভা কৈলা বিশ্বম্ভর না গেলা ত পাশ॥
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি।
আমারে না খাইলে কেনে জীত বধূখালি॥

মোর সেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়া।
বিদেশে রে গেলে পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥
কেমনে তাহার মুখ চাহিব অভাগী।
কি করিব প্রাণ পোড়ে বহুকে না দেখি॥
এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ।
সভে বোলে শচীদেবী কর সম্বরণ॥
যার যে নির্ব্বন্ধ আছে ঘুচাইবে কে।
সকল সংসার মিথ্যা এই সব দে॥
তোমারে কি বুঝাইব তুমি সব জান।
জানিঞা-শুনিঞা কেনে প্রবোধ না মান॥
শরীর ধরিলে কেহো মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র কেহ মৃত্যু ছাড়া নয়॥
কেহো আগে কেহো পাছে মরণ সভার।
জনম মরণ মাত্র সভার ব্যভার॥
সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ বেদে মাত্র জানি।
স্মরণ করায়ে প্রভু দেব যদুমণি॥
প্রবোধ করিল শচী যত বন্ধুজন।
সভে মিলি হরি বলি সম্বরে ক্রন্দন॥
তবে সব-জন মিলি যে বিধি আছিল।
করিয়া সৎক্রিয়া সভে ঘরেরে চলিল॥
কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজঘর গেলা।
প্রবোধ করিলা সভে বন্ধুগণ-মেলা॥
তবে ওথা কথোদিন বহি বিশ্বম্ভর।
ঘরেরে চলিলা প্রভু হরিষ অন্তর॥
রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল।
সকল বৈষ্ণবে পূজা করিল অপার॥
ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লঞা।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা॥
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন।
বিরস বদন শচী না কহে বচন॥
পুনরপি পদধূলী লয় বিশ্বম্ভর।
মলিন বদন শচী না কহে উত্তর॥
যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া।
ধীরে ধীরে কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া॥
কেনে হেন মাতা তোমার বিরস বদন।
তোমারে মলিন দেখি পোড়ে মোর মন॥
এ বোল শুনিঞা শচী গদগদ-ভাষ।
ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়া বাস॥
কহিতে না পারে কিছু সকরুণ কণ্ঠ।
কহিল আমার বধূ গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু বিরস অন্তর।
ছলছল করে আঁখি করুণার জল॥
মায়েরে কহিল প্রভু শুনহ বচন।
পূর্ব্বকথা কহি তার জন্মের কারণ॥
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এককালে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ পদস্খলন হৈল তারে।
তালভঙ্গ হৈল শাপ দিল সুরেশ্বরে।
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া মনুষ্যের ঘরে॥
শাপ দিয়া পুন দয়া ভেল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইব বৈল হৈব বড় কাজে॥
পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর।
তার বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর॥
তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী।
কহিল সকল সেই ইন্দ্রের সুন্দরী॥
শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লেখেন বিধাতা॥
পুত্রের বচন শচী শুনে সাবধানে।
শোক না করিলা আর মা করিলা মনে॥
এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইলা চিন্তা।
আত্মসঙ্গোপন করে কহে নানা কথা॥

কহয়ে লোচনদাস শুনহ বিচিত্র।
লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহণ গৌরাঙ্গচরিত্র ॥

শ্রীরাগ।

অকি হোরে গৌর জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর ॥
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব সহিতে।
শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে ॥
বধূশূন্য গৃহ দেখি পায়ে বড় চিন্তা।
বিশ্বম্ভরে বিভা দিব করে মনঃকথা ॥
মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়।
আছে একখানি কন্যা যদি ভাগ্যে হয় ॥
কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে।
অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥
সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি।
প্রবন্ধ করিয়া ইহ যে কহিয়ে আমি ॥
সর্ব্বগুণে-শীলে এই আমার তনয়।
তার কন্যা যোগ্য যদি তার মনে হয় ॥
এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা।
শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিলা ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন আছে নিজঘরে।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম গেলা তথাকারে ॥
আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে।
কি কাজে আইলা কহে হাসিতে হাসিতে
কাশীনাথ কহে শুন শুন হে পণ্ডিত।'
কহিব সকল কথা যে আছে উচিত ॥
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান ধন্য পৃথিবীতে।
কি আছয়ে যত গুণ তোর অবিদিতে ॥
পরমধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণুপরায়ণ।
নিজধর্ম্মপর যেই বলিয়ে ব্রাহ্মণ ॥
ঐছন জানিঞা শচী বিশ্বম্ভর-মাতা।
ডাকিয়া কহিলা মোরে অন্তরের কথা ॥
পাঠাইয়া দিলা মোরে তোমা বরাবর।
অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥
আপন বলিয়া তোরে কহি নিজমর্ম্ম।
আপনে বুঝিয়া কর যে জুয়ায় কর্ম্ম ॥
তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল কথা যে দেহ উত্তর ॥
শুনি সনাতনমিশ্র মনে অনুমানি।
বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বাণী ॥
কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।
আপন অন্তর কহি শুন মহাজন ॥
এই মোর মনঃকথা রজনী দিবস।
প্রকটবদনে কহি নাহিক সাহস ॥
আজি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইব গোরাচাঁদ গুণনিধি ॥
আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিলাম তবে।
আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে ॥
মোর ভাগ্য হেন ভাগ্য কাহার হইব।
পরম পুরুষ গোবিন্দেরে কন্যা দিব ॥
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব।
সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্চ্চিব ॥
আগুসর কাশীনাথ চল দ্বিজোত্তম।
কহিল কহিও শচীদেবীরে বচন ॥
সময় নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ।
শুভকার্য্য অনুবন্ধে করিহ যতন ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিলা উত্তর।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর ॥

শচীর চরণে আসি করি পরণাম।
কহিল সকল কথা তার বিদ্যমান॥
অতি হরষিতা শচী উত্তর পাইয়া।
পুত্র-বিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া॥
নানাদ্রব্য আহরণ করে শচী ধন্যা।
কোন ছলে দেখিবারে যায় সেই কন্যা॥
তবে সেই সনাতন পণ্ডিত উত্তম।
কথোদিন বহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ॥
শচীর চরণে মোর বলিহ বচন।
গোচরিহ পুরবে যে কহিল ব্রাহ্মণ॥
মোর ভাগ্যে আজ্ঞা যদি দেই সেই কথা।
সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন এথা॥
অদ্বৈত অচ্যুত গোবিন্দরে কন্যা দিব।
আমি অনায়াসে ভবসিন্ধু তরি যাব॥
শুনিঞা চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে।
কহিল সকল কথা শচীর চরণে॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইলা মোরে।
নিজ মর্ম্ম নিবেদন করিতে গোচরে॥
তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা।
তোর পুত্র বিশ্বম্ভরে দেই নিজকন্যা॥
ভাল ভাল করি শচী অতি হৃষ্টচিত।
আমার সম্মত কথা করহ ত্বরিত॥
এ বোল শুনিঞা দ্বিজ অতি তুষ্টমনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর হেন পতি পাব।
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম তার যথার্থ হইব॥
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী।
ঐছন হইব হেন মনে অনুমানি॥
এ বোল শুনিঞা শচী অতি হরষিতা।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে কথা॥

পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা।
বিবাহ উচিত কর্ম্ম করিতে লাগিলা॥
নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি।
অধিবাস করিবারে করিল যুকতি॥
গণক আনিঞা বৈল বচন বিনয়।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা দিব করহ সময়॥
গণক কহিল শুন, শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্র আচম্বিত॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে বৈল বচন॥
কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার।
বিবাহ হইব শুন বচন আমার॥
এ বোল শুনিঞা তেহোঁ কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর॥
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কথন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ॥
গণকের মুখে শুনি এসব বচন।
ধৈর্য্য অবলম্বি কিছু না বৈল তখন॥
সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার।
বন্ধুগণ লঞা করে অনুমান সার॥
নানাদ্রব্য কৈল নানা কৈল অলঙ্কার।
কাহারে কি দোষ দিব করম আমার॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি॥
হাহা গৌরচন্দ্র বলি ভূমিতে পড়িয়া।
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধ সুখ ধন হারাইয়া॥
ফুকারি ফুকারি কান্দে বোলে হরি হরি।
তোমা না দেখিয়া বিশ্বম্ভর আমি মরি॥
জয় পণ্ডিতের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক বাঞ্ছা বিদর্ভনগরে॥

জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা রক্ষক মুরারি।
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী॥
তা সভা করিলা বিভা জানি তার মর্ম্ম।
মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্যধর্ম্ম॥
মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তারিয়া॥
জয় বিশ্বম্ভর জগজন ত্রাণদাতা।
জয় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা॥
মুঞি সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ॥
অন্তরে জন্মিল দুঃখ করিল উদ্গার।
হৃদয়ে সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাঁহার॥
কুললজ্জা সলজ্জা কুলবতী পতিব্রতা।
সর্ব্বগুণে-শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা॥
স্বামী দুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুঃখ।
লজ্জা ঘুচাইয়া কহে স্বামীর সম্মুখ॥
আপনে যে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়াসমাজ॥
আপনে সে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি॥
শকতি সম্ভব নহে দুঃখ অকারণ।
বলিতে ডরাও দুঃখ ঘুচাহ এখন॥
এতেক বচন যবে তার প্রিয়া বৈল।
পণ্ডিত সে সনাতন দুঃখ সম্বরিল॥
বান্ধব-সহিত এই যুক্তি নিবড়িল।
আমার কি দোষ বিশ্বম্ভর না করিল॥
ইহা বলি কারে কিছু না বলিল বাণী।
অন্তর দুঃখিত হৈলা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥
তবেত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
কেনে হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অন্তর॥
আমার ভকত দোঁহে দুঃখ পায় চিতে।
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে-হাসিতে॥
প্রিয় একজন ছিল বয়স্যের মাঝে।
নিভৃতে কহিল তারে যত মনে আছে॥
কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘরে।
আমি নাহি জানি কইহ আপন উত্তরে॥
কৌতুকরভসে আমি গণকেরে বৈল।
না বুঝিয়া কার্য্য কেনে অবহেলা কৈল॥
কার্য্য-অবহেলা তাহে নাহিক অধিক।
তা-সভার চিত্তে দুঃখ এ নহে উচিত॥
মায়ে যে কহিল তাহে আছে কোন কথা।
তাহার উপরে কেবা করয়ে অন্যথা॥
মিছা কার্য্যক্ষতি মিছা দুঃখ পাও চিতে।
করহ বিভার কার্য্য যে হয় উচিতে॥
এতেক শিখাঞা প্রভু ব্রাহ্মণ পাঠাইল।
সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল॥

রামকেলি রাগ। দিশা।

মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয়॥ধ্রু॥
তবে ত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে।
আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে॥
এথা প্রভু গৌরচন্দ্র ঐছন জানিঞা।
শুভদিন করে ঘরে গণক আনিঞা॥
চর্চ্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র॥
অধিবাস কালে যত ব্রাহ্মণসজ্জন।
মিলিয়া করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন॥
আনন্দিত শচীদেবী আইহ-সুহ লঞা।
পুত্রমহোৎসব করে নানাদ্রব্য দিয়া॥

তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর।
খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল ॥
আনন্দে মঙ্গল গায় যত নারীগণ।
প্রভু-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
ধূপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
স্বস্তিবাচন পূর্ব্ব দেবপূজা-করে ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥
চৌদিকে কুলবধূ দেই জয়জয়।
প্রভু-অধিবাস কৈল উত্তম সময় ॥
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ।
কর্পূর তাম্বুল আর ভূরি বিভূষণ ॥
হেনকালে শ্রীযুত পণ্ডিত সনাতন।
অতিশ্রদ্ধাযুত সেই উলসিত-মন ॥
ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্রসাধ্বীজন।
জামাতার অধিবাস করাবারে মন ॥
আপনে আপন কন্যা-অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি।
অধিবাসকালে জয় জয় নিরবধি ॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥
হেনমতে দুইজনে অধিবাস কৈল।
বধূগণ রাত্রিশেষে জলকে সাহিল ॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি।
রস ভরে রমণী চলিল ঢুলাঢুলি ॥
এইমতে পানী সাহি কুলবধূগণ।
প্রভাত সময়ে আইল শচীর ভুবন ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥

দেবপূজা পিতৃপূজা করি সমাধান।
বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুন স্নান ॥
নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ-উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগণ ॥
গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা।
শ্রীঅঙ্গপরশে কেহো সুখে গেল নিদ্রা ॥
কেহো পাদ-সম্মার্জ্জনা করে হরষিতা।
বেকত বদনে কারো লজ্জা রহে কোথা ॥
নয়নে গলয়ে কারো হরিষের নীর।
অঙ্গের বাতাসে কার কাঁপয়ে শরীর ॥
উনমত নারীগণ করে অভিষেক।
পুরুষের মনঃকথা করে পরতেখ ॥
অঙ্গ হেলি পড়ে কেহো গঙ্গাজল ঢালে।
জয় জয় হুলাহুলি সুমঙ্গল-রোলে ॥
নদীয়ানগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ।
সর্ব্ব-সুমঙ্গল বিশ্বম্ভরের বিবাহ ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভররায়।
অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥
দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাস।
মহ-মহ করে গোরা অঙ্গের বাতাস ॥
সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর দিব্য-গন্ধ।
চন্দন-চন্দ্রক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥
নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ঝল-মল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি ॥
অতি সুকোমল রাঙ্গা অধর-বন্ধুক।
শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম-কন্দুক ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ করে চরণে নূপুর।
দেখিয়া নাগরী-হিয়া করে দুরদুর ॥
বেড়িয়া গৌরাঙ্গে যত নাগরীর গণ।
শশধর বেঢ়ি যেন তারার শোভন ॥

মদে মত্ত মদনে হইল সব নারী।
লজ্জা-ভয় তেজিয়া রহিলা মুখ হেরি ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন হোথা নিজঘরে।
নিজকন্যা ভূষা কৈল নানা অলঙ্কারে ॥
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গ-ছটায় আলো করে দেশ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাণ সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা ॥
ফণিধর জিনি বেণী মুনিমন মোহে।
কপালে সিন্দুর যে তুলনা দিব কাহে ॥
ভুরুভঙ্গ আনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর।
শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরমসুন্দর ॥
কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়নযুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥
অধর বান্ধুলী জিনি অনুপাম-শোভা।
দশন মোতিম জিনি ঝলমল আভা ॥
কম্বুকণ্ঠ জিনিঞা জগত-মনোহারী।
সিংহগ্রীব জিনিঞা সুন্দর-গীমধারী ॥
বাহুযুগ কনক-মৃণাল-শোভা জিনি।
করতল রাতা-পদ্ম জিনি অনুমানি ॥
অঙ্গুলী চম্পককলী জিনি মনোহর।
নখ চন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল ॥
বক্ষঃস্থল-পরিসর সুমেরু জিনিঞা।
কেশরী জিনিঞা মাঝা অতি সে খীণিঞা ॥
কামদেব-রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব।
উরুযুগ জিনি রামকদলক স্তম্ভ ॥
ত্রৈলোক্য জিনিঞা পদ গঢ়িল বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল পদ্ম রাতা ॥
নখচন্দ্রপাঁতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদে।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল অন্ধ-আঁধে ॥

গন্ধ-চন্দন-মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি-বেশে অঙ্গ ছটায় আলো করে দেশ ॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনী কন্যা রূপেতে পার্ব্বতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥
হেনকালে শুভলগ্ন নিকট বুঝিয়া।
বর আনিবারে বিপ্র দিলেন পাঠাঞা ॥
ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দাণ্ডাইয়া রহে।
পাঠাইল দ্বিজ মোরে সবিনয় কহে ॥
অঙ্গ-ঝলমল-তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ।
আপনাকে ধন্য মানে ধন্য সনাতন ॥
কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বম্ভর।
নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর ॥
আমি কি কহিতে পারি তোমার সম্মুখে।
তুমি দেব নারায়ণ দেখি পরতেখে ॥
তবে শুভক্ষণে সেই বিশ্বম্ভর পহুঁ।
চঢ়িলা মনুষ্যযানে হাসে লহুলহু ॥
আইহ সুহ লঞা শচী আশীর্ব্বাদ করে।
মাতৃপদধূলি প্রভু কৈল নিজ শিরে ॥
শঙ্খদুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
দগড়ম মুহরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল ॥
বীণা বেণু কবিনাস রবাব উপাঙ্গ।
মিলিয়া বাজায় পাখোয়াজ এক সঙ্গ ॥
পড়াহ মৃদঙ্গ বাজে কাংস্য করতাল।
শিঙ্গা বরগোঁ বাজে সাহিনী-মশাল ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে নাম নাহি জানি।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেণুধ্বনি ॥
গায়নেতে গীত গায় ভাটে কায়বার।
বয়স্যে বেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার ॥
নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া।
দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহু নাড়া ॥

বিহাগড়া রাগ।

পাটশাড়ী পর, নেতের কাঁচুলী,
কানড়-ছান্দে বান্ধে খোঁপা।
মুকুতা গাঁথিয়া, সোণায়ে বাঁধিয়া,
পিঠে ফেল রাঙ্গা থোপা॥
ধনি ধনি ধনি, নদীয়ানগর,
আনন্দসাগর নিতি।
গৌরাঙ্গ চান্দের. বিভা দেখি গিয়া,
গাব সুমঙ্গল গীতি॥ ধ্রু॥
কেহো ত কাপড়, পাটশাড়ী পরে,
কাণে গন্ধরাজ চাঁপা।
গজেন্দ্র গমনে, চলিতে না জানে,
মৃগী-দিঠে চাহে বাঁকা॥
অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জন নয়ান,
চঞ্চল তারক-জোর।
গোরা-রূপ-পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে,
অবলা চলিল ভোর॥
নগরে-নগরে, যতেক নাগরী.
ধাওল ধ্বনি শুনিয়া।
চিকুরে চিরুণী, চলিল তরুণী,
চীর না সম্বরে তুলিয়া॥
নারী পুরুখ, ধায় একমুখ,
কেহো কাহো নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথে, ধায় উনমতে,
দেখিতে গৌর-বয়ানে॥
নবীন যুবতী, ছাড়ি সতীমতি,
পতি কুল বন্ধু জন।
বসন ভূষণ, না সম্বরে কেন,
সতত উমত হেন॥
থীর বিজুরী, যেমন এমন,
গমন মরালবধূ।
কেহ সারি সারি, করে কর ধরি,
যেমন শারদ-বিধু॥
নদীয়া নগর, আনন্দ সাগর,
গৌরাঙ্গ নাগর রতন।
চৌদিগে ধাওয়াধাই, বাজয়ে বাধাই,
তরঙ্গ রঙ্গিম নয়ন॥
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পঙ্গুর ভঙ্গুর,
আতুর দেখাঞা সাধে।
কেহো কেহো বন্ধু, করে কর ধরি,
ধায়—থির নাহি বান্ধে॥
মদন-বেদন, বদন-দেখিয়া,
অধীর দেখিয়া নারী।
পশু পাখী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া,
সভে রহে সারি সারি॥
বয়স্থে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত,
মুকুট নিকট-ললাটে।
লোচন বোলে হেরি, ভুলল নাগরী,
ঘুচল হৃদয়-কপাটে॥

বিহাগড়া। ধূলাখেলাজাত॥

হেনমনে বিশ্বম্ভর, গেলা পণ্ডিতের ঘর,
দ্বিজবর আনন্দ পাথার।
পাত্ত অর্ঘ্য লঞা করে,গেলা বর আনিবারে,
ধন্য ধন্য শচীর কুমার॥
তবে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া,গোরাচন্দ্রে থুইল লৈয়া,
দাণ্ডাইলা ছোড়লা ভিতরে।

সর্ব্বজনে হরি বোলে, শতশত দীপ জ্বলে,
তাহে জিনি গোরা কলেবরে ॥
উলসিত সর্ব্বজন, হুলাহুলি ঘনে ঘন,
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
ওথা আইহগণ মেলি,সভে পাটশাড়ী পরি,
প্রদক্ষিণ করিবার কাজে ॥
নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করে, আইহগণ আগুসরে,
আগুসরে কন্যার জননী।
ভূমিতে না পড়ে পা, উলসিত সর্ব্ব গা,
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥
একে আইহ রূপে জ্বলে, উজ্জ্বল প্রদীপ করে
তাহে গোরা অঙ্গের কিরণ।
সেই শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আইহ মত্ত উনমাদে,
হিয়া রাখে অনেক যতন ॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিগ ফিরি,
দধি ঢালে চরণারবিন্দে।
ঘর চলিবার বেলে, গোরামুখ নেহারে,
পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে ॥
পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে ধরে বরণ,
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।
দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
গলে দিল মালতীর মাল ॥
সুমেরু-সুন্দর তনু, তাহে সুরধুনী জনু,
দ্বিধা হৈয়া পড়ে দুই ধারা।
পণ্ডিত দেখিয়া তা, উলসিত সর্ব্ব গা,
গোরা গলে মালতীর মালা ॥
তবে সেই সনাতন- মিশ্র দ্বিজ-রতন,
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল।
রূপসিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্য রূপসী,
অঙ্গছটায় বিজুরী পড়িল ॥
প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী,
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা।
তেরছ নয়ানে বঙ্ক, হেরি মুখ-গৌরাঙ্গ,
মন্দ মন্দ হাসি অনুপামা ॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি,সাতবার চৌদিগে ফিরি,
করজোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল,
দোঁহে করে কুসুমবিহার ॥
উঠিল আনন্দ-রোল, সভে বোলে হরিবোল,
ছামুনি নাড়িল কন্যা বর।
সভে বোলে ধনি ধনি, যেন চান্দ-রোহিণী,
কেহো বলে পার্ব্বতী-হর ॥
তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ, মুচকি হাসিয়া লহু,
বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
সনাতন দ্বিজবরে, কন্যা সম্প্রদান করে,
পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে ॥
যথাযোগ্য যে আছিল,নানাদ্রব্য দান দিল,
একত্র বসিলা দুই জনে।
বিবাহ অন্তরে দোঁহে, সনাতন-দ্বিজ-গৃহে,
এককালে করিলা ভোজনে ॥
উলসিত আইহগণ, যুক্তি করে মনেমন,
করে করি তাম্বুল কর্পূর।
দেখিব নয়ান ভরি, বিশ্বম্ভর গৌরহরি,
বাসঘরে বসিলা ঠাকুর ॥
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে বসিলা গিয়া,
আইহগণ করে অনুমান।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥
নানাবিধ জানে কলা,করে করি দিব্য মালা,
তুলি দেই গোরাচান্দের গলে।

হিয়ার হাইবাস ফেলে, যে আছিল অন্তরে,
মনঃকথা ঘুচাইল তারে॥
কেহো গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
পরশিতে বাঢ়ে উনমাদ।
করি নানা পরসঙ্গে, লোলি পড়য়ে অঙ্গে,
পূরাইল জনমের সাধ॥
পরম সুন্দরী যত, সভে হৈল উনমত,
বেকত মনের নাহি কথা।
রসেরসে আবেশে,লোলি পড়ে গোরাপাশে,
গরগর কামে উনমতা॥
কেহো বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভুপদমূলে,
করে দেই কুসুম অঞ্জলি।
তার মনঃকথা এই, জন্মজন্ম প্রভু তুঞি,
আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি॥
এইমনে রজনী, গোঙাইলা গুণমণি,
আইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি,
কুশণ্ডিকাকর্ম্ম সে দিবসে॥
তার পরদিনে পহুঁ, মুচকি হাসিয়া লহু,
ঘরেরে চলিব বৈল বাণী।
পরিজনে পূজা করে, যার যেই মনে সরে,
জয়জয় হৈল শঙ্খধ্বনি॥
গুবাক চন্দন মালা,করে লৈয়া দোঁহে গেলা,
সনাতন তাহার ব্রাহ্মণী।
শিরে দেই দূর্ব্বা ধান, করে শুভকল্যাণ,
চিরজীবী আশীর্ব্বাদ-বাণী॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া,
দেখিয়া সে জনক জননী।
সকরুণ কণ্ঠস্বরে, আত্মনিবেদন করে,
অনুনয় সবিনয় বাণী॥

সনাতন দ্বিজবর, কহে হিয়া কাতর,
তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে,লৈলে মোর কন্যাদানে,
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি॥
আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোর জামাতা,
ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পাদপদ্ম পাঞা,
ইহা বলি গদগদ হয়॥
বাষ্প ছলছল আঁখি, অরুণ বদন দেখি,
গদগদ আধ আধ বোলে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কর লঞা, বিশ্বম্ভর করে দিয়া,
ঢলঢল নয়নের জলে॥
তবে পহুঁ শুভক্ষণে, চড়িলা মনুষ্যযানে,
সর্ব্বজন হৃদয় উল্লাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ দুন্দুভি গাজে,
হরিধ্বনি পরশে আকাশ॥
সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেই গুণ আছে,
সেইখানে সব পরকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে, জয়জয় মঙ্গল বোলে,
উত্তরিলা আপন আবাস॥
শচী উলসিত হঞা, নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ লঞা,
আইহগণ সংহতি করিয়া।
জয়জয় মঙ্গল পঢ়ে, সর্ব্বলোক হরি বোলে,
নানাদ্রব্য ফেলায় নিছিয়া॥
সম্মুখে মঙ্গলঘট, কায়বার পঢ়ে ভাট,
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, শ্রীবিশ্বম্ভর হরি,
গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণে॥
শচীপ্রেমে গরগর, কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদবদনে।

আনন্দে বিভোল হঞা, আইহগণ মাঝে গিয়া,
বধূ কোলে শচীর নাচনে ॥
আপনা পাসরে সুখে, নানাদ্রব্য দেই লোকে,
তুষ্ট হৈলা যত সর্ব্বজন।
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, একমেলি দেখিয়া,
গোরাগুণ কহয়ে লোচন ॥

বরাড়ী রাগ। দিশা ॥

মোর প্রাণ আরে গোরা নারে হয় ॥ ধ্রু ॥
তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধুবান্ধব সহিতে ॥
নবদ্বীপপুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ।
ধন্যধন্য করি সভে সভায়ে কথন ॥
লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি পড়ে শিষ্যগণ।
আপনি পড়ায় প্রভু পুরুষরতন ॥
বৃহস্পতি জিনি কবি কাব্যরস জানে।
আপনি ঈশ্বর স্তুতি কি বলি বচনে ॥
শিষ্যের মহিমা কে বা কহিবারে পারু।
আপনে পড়ায় যারে জগতের গুরু ॥
কোটি সরস্বতীকান্ত প্রভু বিশ্বম্ভরে।
বিদ্যারসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে ॥
এইমতে লোকশিক্ষা করে বিশ্বম্ভর।
গয়া করিবারে যাব করিলা অন্তর ॥
পিতৃপিণ্ডদান দিব গয়াশিরোপরি।
গদাধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি ॥
এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর।
সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল ॥
শচীর অন্তরে পোড়ে গদগদ ভাব।
পুত্রের নিকটে আসি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥
প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বম্ভর
তুমি না থাকিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥
আন্ধলের নড়ি মোর নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥
পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥
গয়া যদি যাবি বাপ শুনরে নিমাই।
মোর নামে এক পিণ্ড দিস্‌রে তথাই ॥
এতেক বচন যবে কৈল শচীমাতা।
মধুর বচনে মায়ে প্রবোধেন কথা ॥
তোমার নিকটে যেন আছি নিরন্তর।
এমন জানিবে মাতা কহিল উত্তর ॥
পুত্র-পিণ্ড লাগি প্রয়োজন সর্ব্বলোকে।
মোরে কৃপা আজ্ঞা কর না করিহ শোকে ॥
চলিলা ত বিশ্বম্ভর গয়া করিবারে।
সংহতি চলিল বিপ্র হরিষ অন্তরে ॥
যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন ॥
বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় দেখিবারে।
পশু পক্ষী ধায় সব অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥
কুলবধূ ধায় সব কুলত্যাগ করি।
সভে বোলে এই যায় ব্রজের শ্রীহরি ॥
ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ।
উন্মত্ত করিলা প্রভু ভ্রমি সর্ব্বদেশ ॥
সর্ব্বপথে এইমতে সর্ব্বলোক ধায়।
সর্ব্বলোকে প্রেমরস-সাগরে ভাসায় ॥
পথে যাইতে একঠাঞি দেখে গৌরহরি।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি করে একমেলি ॥
মৃগের কৌতুক দেখি ভেল কুতূহল।
প্রাকৃত লোকের হেন হাসে বিশ্বম্ভর ॥

লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্ব্বজন॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান।
যে বুদ্ধি মানুষে সে পশুতে বিদ্যমান॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে॥
এত বুঝাইয়া প্রভু জগতের গুরু।
চলিলা পথেতে প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে।
মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে॥
দেবতা দেখিয়া প্রভু নাম্বিলা সত্বর।
পর্ব্বত নিকটে বাসা ব্রাহ্মণের ঘর॥
হেন কালে বিশ্বম্ভর সঙ্গের ব্রাহ্মণ।
সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে মগ্নে মন॥
দেশ আচরণ তারা করে যথাবিধি।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি॥
ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
দ্বিজভক্তি প্রকাশিব করিলা অন্তর॥
আচম্বিতে প্রভুদেহে আইল মহাজ্বর।
জ্বর দেখি ত্রাস পাইল সভার অন্তর॥
বলিলা ঠাকুর শুন শুন নিজজন।
দেব পিতৃকার্য্যে বিঘ্ন হয় কি কারণ॥
না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ দোষে।
শ্রেয়ঃকার্য্যে বিঘ্ন হয় বড় অসন্তোষে॥
সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ আছয়ে উপায়।
বিপ্রপাদোদক মোরে দেহ ত ত্বরায়॥
বিপ্রপাদোদক পানে সর্ব্বপাপ হরে।
এখনি পলাবে জ্বর কি করিতে পারে॥
সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ।
আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ॥
বিপ্রপাদোদক পান কৈল বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিল দ্বিজভক্তি পলাইল জ্বর॥
সঙ্গের সে বিপ্রগণ কহে চাটুবাণী।
আমার অন্তর দোষে দুঃখ পাইলে তুমি॥
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে।
মোর মন-দোষ তুমি পাইলে অসন্তোষে॥
এখনে ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি।
অপরাধ কৈলুঁ দোষ ক্ষমিবে আপনি॥
নমো দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি।
নমো ধর্ম্মসংস্থাপন সর্ব্ব অধিকারী॥
সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর।
ক্ষমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর॥
ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর।
এ সকল ত্যজ্য নহে না ভাবিহ দূর॥
কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত॥
এই মনে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া।
পুনঃ পুনা নাতীর্থে উত্তরিলা গিয়া॥
স্নান দেবার্চ্চন তথি করিলা তখন।
পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন॥
তবে ত উত্তম তীর্থ রাজগিরি নাম।
ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নানদান॥
দেবপূজা পিতৃপূজা কৈলা সেই ঠাঁয়।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায়॥
যাইতে দেখিল পথে এক স্ন্যাসিবর।
মহাভাগবত নাম পুরী যে ঈশ্বর॥
প্রণাম করিয়া তারে কৈল বিশ্বম্ভর।
বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণযুগল॥
চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর।
করুণ অরুণ আঁখি করে ছলছল॥

কেমনে তরিব আমি সংসারসাগরে।
কৃষ্ণপাদাম্বুজ ভক্তি দেহ ত আমারে॥
কৃষ্ণদীক্ষা বিনু দেহ অকারণ লেখি।
পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী॥
ঐছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঈশ্বর।
নিভৃতে কহিলা তারে মহামন্ত্রবর॥
গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর।
পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর॥
নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ।
রাধা রাধা বলি প্রেম বাঢ়িল তরঙ্গ॥
ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল।
বিশেষ মাধুর্য্যরসে মন ডুবাইল॥
রাধাভাবে আবেশ হইয়া কলেবর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে।
কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে॥
ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম।
ক্ষণে নন্দ যশোদা করিয়া বোলে নাম॥
ধবলী সাঙলী বলি গরজে গম্ভীর।
ক্ষণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির॥
ক্ষণে দাস্যভাবে তৃণ দশনে ধরিঞা।
ক্ষণে অহঙ্কার করে আমি সে বলিঞা॥
ধরিলুঁ পর্ব্বত আমি মারিলুঁ অঘাসুর।
মারিলুঁ পুতনা আদি যতেক অসুর॥
ক্ষণেকে ত্রিভঙ্গ হঞা বংশীমুখে রহে।
ক্ষণে চমকিত হঞা চৌদিগে ত চাহে॥
নয়নে গলয়ে নীর গদগদ ভাষ।
মধুর বচনে করে গুরুর সম্ভাষ॥
তোর পদপরসাদে হইলুঁ কৃতার্থ।
আজি হৈয়ত জন্ম দেহ হৈগেল যথার্থ॥

গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা সে পহুঁ।
ফল্গুনামা নদী দেখি হাসে লহুলহু॥
পূর্ব্ব-স্মঙরণ হইল হরিষ বিষাদে।
সীতা স্মঙরিয়া প্রভুর বাহ্য নাহি কান্দে॥
দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল সমাধান।
প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিল বিধান॥
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।
উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণমানসে॥
উত্তরমানস করি জিহ্বালোলতীর্থ।
দেব পিতৃ পূজা করি বিলাইল অর্থ॥
তবে গয়া উত্তরিলা অতি হৃষ্টমনে।
দেখিতে বাঢ়িল আর্ত্তি বিষ্ণুর চরণে॥
ষোড়শবেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥
সর্ব্বকার্য্য সমাধিয়া চলিলা তুরিতে।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত চিতে॥
বিষ্ণুপাদ চিহ্ন যেই দেখিল নয়নে।
হরিষে অন্তর কথা কহে মনে মনে॥
এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি।
পরম আনন্দে দণ্ডবত করি বসি॥
বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন নিজ জন।
কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন॥
বিষ্ণুপদচিহ্ন মুঞি দেখিলুঁ নয়ানে।
দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে॥
এই মনঃ কথায় পাখালে বিষ্ণুপদ।
অভিষেক করি হৈল হিয়া পরসাদ॥
ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
প্রকাশ করয়ে গোরা প্রেম অধিকারী॥
কম্প পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ।
নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে হিয়স্তম্ভ॥

বিভোল হইলা প্রভু পাদাব্জ দেখিয়া।
প্রেমমহামহোৎসবে বুলয়ে নাচিয়া॥
গয়াশিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ উপর।
পিতৃকার্য্য কৈল প্রভু হরিষ অন্তর॥
আর দিনে মনঃকথা দঢ়াইল চিতে।
মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে॥
সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন।
বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন॥
শুনিঞা সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা।
যাইতে নারিব ব্যয় অলপ হইলা॥
প্রভু কহে ভক্ষ্যসঙ্গে মনুষ্যের জন্ম।
না বুঝি বিকল হঞা করে নানা কর্ম্ম॥
এইমত সভে বুঝাইয়া গৌরহরি।
গয়া হৈতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি॥
সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি।
হেনকালে উঠি গেল আকাশের বাণী॥
নৌতুন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন।
বিশ্বম্ভর সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥
শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বম্ভর।
না যাইহ মধুপুরী যাহ নিজঘর॥
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্য্যটন।
সময়ের বশ হঞা যাবে মধুবন॥
এইমনে দৈববাণী শুনি নিজ কাণে।
গমন বিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে॥
লেউটিয়া গৌরহরি ঘরেতে চলিলা।
ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা॥
নমস্কার করি প্রভু মায়ের চরণে।
ঘরেরে বিদায় দিলা নিজ সঙ্গিগণে॥
পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়ানে॥
পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর।
আনন্দে ধাইল সব নদিয়ানগর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখে নাহি ওর॥
আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বরাড়ীরাগ। দিশা।

দ্বিজচাঁদ॥ ধ্রু॥

নবদ্বীপচরিত্র শুন অপরূপ কথা।
অমিয়া মাখিল বিশ্বম্ভর গুণগাথা॥
লোক বেদ অগোচর নদীয়াচরিত্র।
শ্রবণমঙ্গল হয় জগতপবিত্র॥
শিব শুক নারদ আর লখিমী অনন্ত।
যার সুখে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত॥
আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন।
ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশা দিন॥
পশুর চরিত মোর আচরণ একে।
তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে॥
সব অবতার সার গোরা অবতার।
তাহাতে নদীয়াপুরে প্রেমার প্রচার॥
প্রণতি করিয়া বোলোঁ বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা কর গোরাগুণ গাও মো বদনে॥
অধম বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে।
পতিতের ত্রাণ লোকে বোলে তো সভারে
নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ।
গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ॥
গোরাপদ কমলে মো করোঁ পরণতি।
তিলেক করুণা দিঠে কর অবগতি॥

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
এই ভরসায় গুণ মো বোলো তোমার॥
নহে বা অধমাধম মতি অতি ছার।
তোর গুণ বর্ণিবারে কিবা অধিকার॥
অধিকারী নহোঁ। মুঞি করোঁ। পরমাদ।
তোর গুণ গন্ধে হিয়া বড় লাগে সাধ॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সবে নদিয়ারহস্য॥
জানি বা না জানি হিয়া বড় প্রতিআশে।
আদিখণ্ড সায় কহে এ লোচনদাসে॥

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

আদিখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

মধ্যখণ্ড ।

করুণশ্রী রাগ ॥

আদিখণ্ড সায় মধ্যখণ্ডের আরম্ভ ।
যাহার শ্রবণে প্রেম পাই অবিলম্ব ॥
মধ্যখণ্ডকথা ভাই অমৃতের সার ।
নদিয়াবিহার যথা প্রেমার প্রচার ॥
জগাই মাধাই পাপী যাহা উদ্ধারিলা ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যারে-তারে দিলা ॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ ।
পতিত-উদ্ধার-হেতু যাহাতে সন্ন্যাস ॥
কহিব এ সব কথা অমৃতের খণ্ড ।
যা শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর পাষণ্ড ॥
নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত-চিতে ।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥
নবদ্বীপবাসী যত ব্রাহ্মণকুমার ।
সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥
বড়ই সুকৃতি তারা ধন্য তিনলোকে ।
আপনে ঠাকুর বিদ্যাদান কৈল যাকে ॥
একদিন সব শিষ্যগণে গৌরহরি ।
বলিল সভারে প্রভু অনুগ্রহ করি ॥
পঢ় এক সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ ।
সেই বিদ্যা যাথে হরিভক্তির লক্ষণ ॥
অবিদ্যা সকল কৃষ্ণ বিনে শাস্ত্রে কহে ।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনু কেহো সঙ্গী নহে ॥
বিদ্যা-কুল ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পাইয়ে ।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়ে ॥
এইমনে শিষ্যগণে পড়ায়ে ঠাকুর ।
প্রকাশিব নিজপ্রেম আনন্দ প্রচুর ॥
একদিন নিজগৃহে আছয়ে শুতিয়া ।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া ॥
রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে ।
মাথুর-বিরহে ঘন হাথ মারে বুকে ॥
আরেরে অক্রুর মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি ।
ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকুলি ॥
কুবুজা কুৎসিতমতি কৃষ্ণ নিলি মোর ।
শঠ রতি-লম্পট যুবতী-মতি চোর ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুঙ্কার ।
পুলকে আকুল অঙ্গ ভাব চমৎকার ॥
বিস্মিত হইঞা শচী বিশ্বম্ভরে পুছে ।
কি লাগি কান্দহ বাপ দুঃখ তোমার কিছে ॥

মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহ্বল॥
তবে সেই শচীদেবী মনে মনে গুণে।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ প্রেমা জানিল লক্ষণে॥
বড় ভাগ্যবতী শচী সব তত্ত্ব জানে।
পুত্রের সম্মুখে কহে মধুরবচনে॥
শুন শুন মারে বাপ মোর সোণার সুত।
জগত-দুর্লভ তোর দেখি অদভুত॥
যথাযথা যাও তুমি পাও যে বা ধন।
আনিঞা মায়ের ঠাঞি কর সমর্পণ॥
গয়াতে পাইলা কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
দেবতাদুর্লভ বস্তু অমূল্য রতন॥
মায়েরে করুণা যদি থাকে তোর চিতে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমধন ডরাই চাহিতে॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী কৈল।
হৃদয় দরদর প্রভু হাসিতে লাগিল॥
বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাইবে যে তুমি।
নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম আমি॥
বৈষ্ণব-গোসাঞি প্রেম দিতে নিতে পারে।
তাহা বিনা আর কেহ দিবারে না পারে॥
এ বোল শুনিঞা শচী অতি হৃষ্টচিত।
তখনে পাইল প্রেমভক্তি আচম্বিত॥
পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয়-উল্লাস।
কহয়ে লোচন গোরা-প্রথম-প্রকাশ॥

তবে বিশ্বম্ভর প্রভু প্রেমে গরগর।
আছয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
নাসিকায় গলে শ্লেষ্মা অতি নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥
ভূমেতে লুটাঞা কান্দে রজনীদিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করেন বিশেষ॥
দিবসে পুছয়ে প্রভু কত রাত্রি যায়।
সর্ব্বজন বোলে দিবা, রাত্তি নাহি হয়॥
তবে সেই মহাপ্রভু প্রেমায়ে বিবশ।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে অবশ॥
প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে।
দিবস না হয়ে কহে যত কাছে আছে॥
প্রেমায় বিহ্বল নাহি জানে দিবা-রাতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-গীত কেহো যদি গায়।
শুনিঞা তখনি প্রভু ভূমেতে লুটায়॥
ক্ষণে দণ্ডবত করি করে পরণাম।
ক্ষণে গায়ে উচ্চস্বরে লয়ে হরিনাম॥
সকরুণ কণ্ঠে ক্ষণে কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ যেন কদম্বকেশর॥
নিরন্তর পরবশ ক্ষণেক প্রবোধ।
সেইক্ষণে স্নান দান জন-উপরোধ॥
সেইকালে পূজা করে অন্ন-নিবেদন।
ভোজন করয়ে মহাপ্রসাদ তখন॥
হেনমতে কৌতুকে সকল দিন যায়।
সকল রজনী নিজসুখে নাচে গায়॥
হেনমনে কৌতুকে সে রজনী-দিবস।
লোকশিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস॥
আপনে আপন রস করে আস্বাদন।
মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্ব্বজন॥

জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি।
এইহেতু অবতার বলি শিরোমণি॥
সব অবতারে লীলা দেখেছে প্রকাশ।
সব অবতার সঙ্গী সঙ্গে সব দাস॥
নবদ্বীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র।
ঘুচিল সকল জীবের পাপ মহাঅন্ধ॥
করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা।
ঘুচিল সকল জীবের পাপ মহাজ্বালা॥
ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিলা।
প্রেমামৃত-পান করি সভেই ভুলিলা॥
মিলিলেন গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞি॥
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর।
শ্রীধরপণ্ডিত নবদ্বীপে যার ঘর॥
শ্রীমান সঞ্জয় সে পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শুক্লাম্বর-নীলাম্বর-আদি মহাশয়॥
শ্রীরামপণ্ডিত আর মহেশপণ্ডিত।
হরিদাস নন্দন-আচার্য্য সুচরিত॥
রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর॥
নামক্রমে লিখিলে না হয় তা-সভার।
সম্বরিল নহে গ্রন্থ হয় ত অপার॥
নানাদেশে যতেক আছিলা ভক্তগণ।
সভেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ॥
মহাপ্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু ভক্তগণ।
মাতাইলা সব-জীবে দিয়া প্রেমধন॥
সমভাবে সব-জীবে করুণা করিয়া।
ভক্তসঙ্গে নাচে প্রভু প্রেমবিনোদিয়া॥
তবে সেই বিশ্বম্ভর আর এক দিনে।
শ্রীবাসপণ্ডিত আর তার ভ্রাতৃজনে॥
তা সভা সহিতে প্রভু পথে চলি যায়।
শুনিয়ে বংশীর ধ্বনি না জানি কে গায়॥
গান্ধর্ব্বার ভাবে বংশীধ্বনিকে শুনিঞা।
কান্দিয়া কান্দিয়া বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
বিহ্বল হইয়া প্রভু দণ্ডবত করে।
রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে॥
অবশ হইঞা প্রভু নির্ভর-আবেশে।
নিজজনে আশীর্ব্বাদ করি অট্ট হাসে॥
শিষ্যগণ-সঙ্গে অলৌকিক কথা কহে।
ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে॥
শ্রীবাসপণ্ডিত আর রাম নারায়ণ।
মুকুন্দ-সহিত গেলা শ্রীবাস-ভুবন॥
চৌদিকে বেঢ়িয়া লোক মাঝে গৌরহরি।
মদে মাতোয়াল যেন কিশোর-কিশোরী॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লোটায়।
হরিহরি বলি সভে ডাকে উচ্চরায়॥
রাত্রিদিন প্রেমাবেশে পুলকিত তনু।
অন্যপর সঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা বিনু॥
এককালে নিজঘরে আছে প্রেম ভোরা।
রোদন করয়ে আঁখে সাত-পাঁচ-ধারা॥
কি করিব কোথা যাব কেমন উপায়।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন্ উপায়ে হয়॥
ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে।
কাতরবচন শুনি সর্ব্বজন কান্দে॥
হেনকালে দৈববাণী উঠিল সাদরে।
আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈল অবতার।
নিজ-করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার॥
ধর্ম্মসংস্থাপন করি করিবে কীর্ত্তন।
খেদ দূর করি কার্য্য করহ আপন॥

তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক।
নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইব শোক॥
সংশয় নাহিক মোর শুনহ বচন।
খেদ দূর করি কর নিজ সঙ্কীর্ত্তন॥
এতেক বচন যবে দেবমুখে শুনি।
অন্তর হরিষ কিছু না কহিলা বাণী॥
আর একদিন শুন অপরূপ কথা।
অমিয়া-মাখিল বিশ্বম্ভর-গুণ-গাথা॥
মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা একদিন।
গদগদ পুলক অঙ্গ আবেশের চিন॥
দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল।
আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল॥
প্রেম-নীর ধারা বহে নয়নের জলে।
সুরনদী-ধারা যেন সুমেরুশিখরে॥
কহে সব লোক হের দেখ অপরূপ।
পর্ব্বতপ্রমাণ আকার বরাহসম্মুখ॥
মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে।
দন্ত-সারি আইসে মোরে দংশিবারে চাহে॥
দুই দন্ত সারি মোরে মারিল শূকর।
ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর॥
বরাহ-আবেশে পুন আইলা সেইখানে।
কর চরণেতে মহী করে পর্য্যটনে॥
রাতুল আকার রাঙ্গা-বরণ লোচন।
মহা পরাক্রম মহা হুঙ্কার গর্জ্জন॥
সেইখানে ছিল এক পিত্তলের পাত্র।
ঊর্দ্ধমুখে দশনে ধরিল ক্ষণমাত্র॥
পিত্তলের পাত্র ছাড়ি বিকাশ-বয়ান।
মুরারিকে পুছে নিজ রূপের আখ্যান॥
বেদ-উদ্ধারণ-রূপ ধরি ভগবান।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু পুরুষপ্রধান॥

কহ ত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি।
মুরারি কহয়ে প্রভু কি জানিয়ে আমি॥
দণ্ডবত করি তবে পড়িলা মুরারি।
শম্ভু না জানয়ে প্রভু চরিত্র তোমারি॥
ইহা বলি গীতার পঢ়িল এক শ্লোক।
প্রাকৃত করিয়া কহি শুন সর্ব্বলোক॥
আপনে আপন তুমি জান মহাপ্রভু।
তোমা বিনে তোমারে না জানে আর কেহ॥
তবে সেই পুনরপি কহে গৌরহরি।
বেদের শকতি আমা কি জানিতে পারি॥
মুরারি কহয়ে পুন কাতরবচন।
তোর তত্ত্ব নাহি জানে সহস্রবদন॥
বেদে কি জানিব তব আচরণ-তত্ত্ব।
কেহো নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥
ইহা শুনি পুন কহে গৌর ভগবান্।
আমারে বিড়ম্বে' বেদ শুনহ আখ্যান॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।
"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্॥" ইতি॥

বেদে কহে আমি কর এ চরণ শূন্য।
হেন বিড়ম্বনা আর নাহি করে অন্য॥
ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন।
নাহি জানে বেদ আমায় কহিল কথন॥
তবে ত কহিল বৈদ্য করি পরণাম।
করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমদান॥
ঠাকুর কহয়ে পুন শুনহ মুরারি।
আমাকে পিরিতি কর এই প্রেমা তোরি॥
ভজিবে পরংব্রহ্ম নরাকৃতি তনু।
ইন্দ্রনীলমণিবরণ ত্রিভঙ্গ করে বেণু॥

নবগোরোচনাগর্ভ-গর্ব্ব জিনি দ্যুতি।
বৃষভানুসুতা নাম মূল যে প্রকৃতি॥
নব-বরাঙ্গনা কত বল্লবী-বল্লবে।
সমর্পিযে নিজদেহ পাইবে পুলকে॥
চিন্তামণি-ভূমি রত্নমন্দির উপর।
কল্পবৃক্ষ রত্নবেদী তাহার উপর॥
কামধেনু ভাব তার অচিন্ত্যপ্রভাব।
অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ করয়ে যে ভাব॥
তার অঙ্গ-ছটা নিরাকার ব্রহ্ম বলি।
জানিবে এ সব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী॥
এই মনে সব ভক্তে বলিল ঠাকুর।
শুনিঞা সভার হিয়া আনন্দ প্রচুর॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে।
আর-দিনে শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে॥
সব নিজজন প্রভু সংহতি করিয়া।
বসিয়া কহয়ে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া॥
হরিহরি বলি ডাকে অন্তরে কৌতুক।
নিজজনে কহে শুন শুন অপরূপ॥
সেই রাধাকৃষ্ণ পাবে কলিয়ে যা হৈতে।
সে কথা কহিএ তোরা শুন একচিত্তে॥
এত বলি নারদীয় পড়ে এক শ্লোক।
ইহার মরম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক॥

তথাহি (বৃহন্নারদীয়ে)

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নাম রূপী, নাম এক আদি যে পুরুখ।
কলিয়ে মূর্ত্তিমন্ত আছে না জানে মূরুখ॥
নামরূপী ভগবান্ জানিহ কেবল।
দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যাস বোলে তিনবার॥
তিনবার বহি আর আছে একবার।
দুরাশয় পাপী সব লোক বুঝাবার॥
হরিনাম মন্ত্র হয়ে কৈবল্য তাহার।
কেবল কারুণ্য অর্থ জানিহ বিচার॥
ইহা বহি আন দেব বলে যেই জন।
তার গতি নাহি তিনবার এ বচন॥
গো-গোপী গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনাম।
জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমাণ॥
এতেক বলিল প্রভু বরাহ আবেশে।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমবশে॥
যে শুনয়ে গোরাগুণ নদীয়াবিহার।
অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার॥
দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচনদাস।
প্রণতি বিনতি করে৺া পূর মোর আশ॥

নবদ্বীপে নিতুই পূর্ণিমার চান্দ গোরা।
প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অমিয়ারি ধারা॥
পিবই চরণামৃত ভকত-চকোর।
অবাধ করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গৌর॥
আর এক দিনে কথা শুন অপরূপ।
নিজঘরে বসি তেজ কোটী-চান্দরূপ॥
সিংহগ্রীব মহাবাহু কমল নয়ন।
করয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর গর্জ্জন॥
এ ঘরে কি দেখি চারি পাঁচ-ছয়-মুখ।
দেখিতে বাঢ়য়ে মোর আনন্দ কৌতুক।
শ্রীবাস পণ্ডিত আছয়ে পহুঁ কাছে।
শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে॥
তোমা দেখিবারে সব দেব আগমন।
ব্রহ্মা আদি চারি পাঁচ এ ছয় বদন॥
প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন।
তোমারে প্রেম দান মাগে সব জন॥

তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিব্যাসনে।
এক ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ পদ আর-জনে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
চরণে পড়িয়া সভে করয়ে রোদন॥
বর মাগোঁ তোর পদাম্বুজ-মধু প্রেমা।
দেহ ত আমারে প্রভু করুণার সীমা॥
তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বোলে মেঘ নাদে।
দেহ ত সভারে দিল প্রেম-পরসাদে॥
তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার।
ভাবময় শরীর হইল চমৎকার॥
হা রাধাগোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরষিত মন॥
দেবগণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে।
অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার তরঙ্গে॥
ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া।
ক্ষণে উভবাহু নাচে হরিবোল বলিয়া॥
ক্ষণে স্তব করে গৌর-গোবিন্দ বলিয়া।
ক্ষণে দণ্ডবত করে চরণে পড়িয়া॥
ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ।
বর মাগে তোর পদে হউ মোর মন॥
'তথাস্তু' বলিয়া প্রভু বোলে বারবার।
প্রেম ধন পরিপূর্ণ হউ তো-সভার॥
দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজস্থান।
দেখিয়া সকলভক্ত আনন্দিত মন॥
এতেক বচন বৈল ভকতবৎসল।
করুণা প্রকাশ দেখি বোলে শুক্লাম্বর॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড়ই পবিত্র।
স্বধর্মপূত-কলেবর মধুর চরিত্র॥
প্রভু-আগে কহে কথা নাহি করে ভয়।
প্রেম-লোভে কহে কথা যত মনে লয়॥

শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভগবান্।
এত দিনে হৈল মোর প্রসন্ন বিধান॥
নানা-তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ কিছুই না জানি॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলুঁ পর্য্যটন।
দুঃখিত হইয়াছি আমি দেহ প্রেমধন॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু করিলা উত্তর।
আমার বচন তুমি শুন শুক্লাম্বর॥
সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুকুর।
আমাতে কি হৈল তাথে কহিল ঠাকুর॥
হৃদয়ে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবৎ তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥
কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহ কিছু নহে।
পঢ়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥

তথাহি—

"মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্মেষোঽপি পর্ণাশনঃ
শশ্বদ্ভ্রাম্যতি চক্রিগৌঃ পরিচরন্ দেবান্ সদা দেবলঃ।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহো বকো ধ্যানবান্
কিং তেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং কুরু॥"

(নারদপঞ্চরাত্রে)

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" ইতি।

এ বোল শুনিঞা বিপ্র ভূমিতে পড়িল।
কাতর হইয়া কান্দে আরতি বাঢ়িল॥
অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর-কলেবরে॥

প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে উচ্চনাদে।
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরমাদে॥
তৎকাল হইল প্রেম কম্প কলেবর।
পুলকিত ভেল অঙ্গ গলে নয়নের জল॥
হরষিত হৈয়া প্রভু কৃষ্ণনাম লয়।
সকল রজনী ভেল কৃষ্ণরসময়॥
হরিষে করয়ে নাম-গুণ সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল ভক্ত অতি হৃষ্টমন॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ব্বগুণধাম।
প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম॥
রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি।
পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি॥
পাইবে দুর্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে।
মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে॥
ইহা বলি অজমালা দিলা তার গলে।
প্রভাতে আইলা সভে প্রভু দেখিবারে॥
সভারে কহিল প্রভু রজনীচরিত।
কথাছলে প্রেম পাইল উদারপণ্ডিত॥
অতি হৃষ্টমনে স্নান কৈলা গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে॥
জগন্নাথদেব পূজা করিলা বিধানে।
পুন পূজা করে নিজ-প্রভু-বিগ্যমানে॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করয়ে লেপন।
দিব্যমালা দেই গলে পাখালে চরণ॥
এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা।
শয়ন আগারে করে শয়নের শয্যা॥
চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর-তার মন॥
প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন।
শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন॥

তাহার অমিয়া-বোল সিঞ্চিল অন্তর।
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর॥
নরহরি-ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া॥
গৌরদেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন॥
মধুমতি নরহরি হৈলা সেইকালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে।
গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে॥
পূর্ব্বে সখাসখীগণ যেরূপে আছিলা।
রস-আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা॥
অভিনব কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥
তারা সব পূর্ব্ব দেহ ধরি প্রভু-কাছে।
আবরণ-ক্রমে তারা প্রভু বেঢ়ি নাচে॥
দেখি অস্ত-অবতার-সঙ্গী সব কাঁদে।
নবদ্বীপে উদয় করিল ব্রজচাঁদে॥
ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা-রাসরস-রঙ্গে॥
চমৎকার লীলা দেখি সভ ভক্তগণ।
হরি হরি জয় জয় বোলে ঘনেঘন॥
দিন-অবসানে সেই ধন্ত দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘাসন্ত গগন-মণ্ডল॥
ঘন ঘন গরজয়ে গম্ভীর-নিনাদে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে॥
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সভেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তাপর চিত॥
মেঘগণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইলা।
গৌরলীলা দেখি প্রেমে [illegible]॥

তবে মহাপ্রভু সেই মন্দিরা করি করে।
নাম-গুণ-সংকীর্ত্তন করে উচ্চস্বরে ॥
দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে।
ঊর্দ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥
দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ।
হরিষে বৈষ্ণব সভার বাড়িল উল্লাস ॥
নিরমল ভেল শশি রঞ্জিত রজনী।
অনুগত গীত গায় নাচয়ে আপনি ॥
মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে।
নাচিয়া বুলয়ে তারা প্রভু পাছেপাছে ॥
সে প্রেম বিচার নাহি করে গৌরহরি।
মেঘে কি বলিব দিল ত্রিজগত ভরি ॥
আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সনে।
সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে ॥
প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে।
পদাম্বুজে মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে ॥
বিপ্রসাধ্বীগণ জয়জয় দেই মুখে।
আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে ॥
প্রেমায়ে বিহ্বল সব নাচে ভক্তগণ।
না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম ॥
তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে।
আমোদ করয়ে তারা প্রেম মহাধনে ॥
করুণায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

শ্যামগড়া রাগ ॥

তাল রঙ্গে নাচয়ে শচীর নন্দন ॥ ধ্রু ॥

শ্রীনিবাস চারিভাই আনন্দে মঙ্গল গাই,
হরিদাস হরিহরি বোল।
কিশোর-কিশোরী যেন, গোরাগুণ গর্জ্জনশুন,
হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোল ॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত, গুণ গায় অবিরত,
উলসিত পুলকিত গায়।
প্রেম-মকরন্দ আশে, পদ-অরবিন্দ পাশে,
যেন মত্ত ভ্রমরা বেড়ায় ॥
চৌদিগে জয় বোল, মাঝে নাচে হেমগৌর,
আনন্দে বিভোর জনা-জনা।
যেদিকে সেদিকে চাই, আনন্দিত সবঠাঞি,
দশদিকে প্রেমার কাঁদনা ॥
কেহো কেহো দুহেঁ মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো যশগানে হয় ভাট।
পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিতগোসাঞি বোলে,
পাতাইলে অপরূপ হাট।
সোণার পনশ জনু, পুলক গাঁথল তনু,
অনুরাগে অরুণ বদন।
রসের আবেশে হাসে, লহুলহু আলসে,
প্রকাশয়ে অন্তরের ধন ॥
ক্ষণে অলৌকিক বোলে, যেন মদ-মাতোয়ালে,
ক্ষণে বোলে মুঞি ভগবান্।
ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্ব্বাদ করে,
জনে জনে দেই প্রেমদান ॥
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যাহা নাহি শুনি কভু,
নবদ্বীপে লাগিল তরাস।
কি নারী-পুরুষ সব, দেখি গোরা-অনুভব,
প্রেমায় ভুলিল এ লোচনদাস ॥

অমিয়া মথিয়া কে বা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ

জগত ছানিঞা কে বা, রস নিঙ্গাড়িছে গো,
এক কৈল সুধুই সুনেহ ॥
অনুরাগের দধিখানি, প্রেমার সাঁচনা দিয়া,
কে না গঢ়িলে আঁখি দুটি ।
তাহাতে অধিক মহ, লহলহ কথাখানি,
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি ॥
অখণ্ড পীযূষধারা, কে না আউটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চিনি ।
সে চিনি মাজিয়া কে বা, ফেণি ওলাইল গো,
হেন বাসি গোরা-অঙ্গখানি ॥
বিজুরী বাঁটিয়া কে বা, গাখানি মাজিল গো,
চান্দে মাজিল মুখখানি ।
লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা, চিত্র নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি ॥
সকল পূর্ণিমার চান্দে, বিকল হইয়া কান্দে,
করপদ-পদুমের গন্ধে ।
কুড়িটি নখের ছটায়, জগৎ করেছে আলা,
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে ॥
এমন বিনোদ রায়, কোথাও দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে ।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো,
নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে ॥
সকল রসের রাশি, বিলাস হৃদয়খানি,
কে না গঢ়িল রস দিয়া ।
মদন বাঁটীয়া কে বা, বদন গঢ়িল গো,
বিনি-ভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া ॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো,
কে বা দিল চন্দনের রেখা ।
ও রূপ স্বরূপে মত্ত, কুলের কামিনী গো,
দুইহাথ করিয়া চাহে পাখা ॥

রঙ্গের মন্দিরখানি, নানারঙ্গ দিয়া গো,
গঢ়াইল বড় অনুবন্ধে ।
লীলাবিনোদকলা, ভাবের বিলাস গো,
মদন বেদনা ভাবি কান্দে ॥
না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায় ।
আঁখির পিয়াস দেখি, মুখের লালস গো,
আলসল জরজর গায় ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উচ্চ লম্ফে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড ।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে, কেহো স্থির নাহি বান্ধে,
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥
ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো নাচে কেহো অট্ট-হাসে ।
সুশীলা কুলের বহু, সে বোলে সকল যাউ,
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে ॥
নদীয়ানগর-বধূ, হেরি গোরা-মুখবিধু,
ঝরঝর নয়ন সদাই ।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মনমাঝে সদাই ধেয়ায় ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে জাগে রাত্রিদিবা,
গোরাগুণে লাগি গেল ধান্ধা ।
অখিল ভুবনপতি, ভূমিতে লোটাঞা কান্দে,
সদাই সোঙরে রাধা রাধা ॥
লঘিমা-বিলাস ছাড়ি, প্রেম অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটী আঁখি ।
রাধার ধেয়ানে তনু, বাহির না হয় গো,
গোরা-তনু ইবে তার সাখী ॥
দেখরে দেখরে লোক, অতিগোরা অপরূপ,
ত্রিজগত-নারী-নাথ হঞা ।

অকিঞ্চনের সঙ্গে, কি জানি কি ধন মাঙ্গে,
কিবা সুখে ঝুলয়ে নাচিয়া ॥
জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেমরসালয়,
ভাজি বিলাইল গোরারায়।
নির্জীব জীবন পাব, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইব,
আনন্দে লোচন গুণ-গায় ॥

বড়ারী রাগ। দিশা ॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল
হেম গোরা ॥ ধ্রু ॥

আর অদভুত কথা অতি অপরূপ।
নিতুই নৌতুন প্রকাশয়ে শচীসুত ॥
অতি অদভুত কথা লোকে অবিদিত।
অধমজনের মনে না লয় প্রতীত ॥
কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল।
নিজজনে কহে শুন মিথ্যা এ সংসার ॥
ইহা বলি আপন প্রসঙ্গে করে আন।
পাসরিল সর্ব্বজন লয় হরিনাম ॥
নিজ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে প্রেম পরবল ॥
আচম্বিতে কহে প্রভু দিয়া করতালি।
নিজজনে প্রকাশ করয়ে ঠাকুরালি ॥
হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি।
আমার অর্জ্জিত তরু হইল আপনি ॥
তখন কহিল সর্ব্বলোক আচম্বিত ॥
এখনি হইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত ॥
দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত ॥
হইল উত্তম শাখা অতি সুললিত ॥
দেখ-দেখ সর্ব্বলোক অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল দেখ তরুটি আমার ॥
তখনি হইল ফল পাকিল সকালে।
অঙ্গুলি দোলাঞা প্রভু দেখায় সভারে ॥
পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্ব্বলোকে।
নিবেদন কৈল আসি ঈশ্বর সম্মুখে ॥
তিলেকে তখনি লোক না দেখিয়ে কিছু।
ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা সব পাছু ॥
ঐছে মায়া ঈশ্বরের কহে সর্ব্বলোকে।
এত জানি না করিহ এ সংসার-শোকে ॥
মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি সকল লোক বোলে আপনার ॥
মোর মায়া দড়ি কে বা ছিঁড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে ॥
যত যত দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্বকর্ম্ম আরোপণ যদি করে মোকে ॥
যদি দেহ-সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয়ে।
কর্ম্মাকর্ম্ম-শুভাশুভ বিঘ্ন নাহি হয়ে ॥
এ ভক্তি পরম তত্ত্ব সমর্পণ গণি।
কৃষ্ণে সমর্পিলে ভেদ না রহে আপনি ॥
সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাই সর্ব্বথায়ে।
সকল পুরাণে গীতা-ভাগবতে গায়ে ॥
নহে বা সকল কর্ম্ম হয় অসার্থক।
কৃষ্ণে সমর্পিলে হয় সংসার সার্থক ॥
হেন অপরূপ গোরাচাঁদের প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥

আহীর রাগ ॥

অকি গোরে গোর জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া।
কহিল যে মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥

তুমি নাকি ব্রহ্ম বিদ্যা মান ইহা শুনি।
ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমাকে বাখানি॥
ইহা বলি এই শ্লোক পঢ়িল ঠাকুর।
শুনিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর॥

তথাহি—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

ইতি॥

তবে পুন ভগবান্ সেই গৌরহরি।
বৈদ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি॥
চতুর্ভুজ ধ্যান তুমি বড় করি মান।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তোর হৈল অল্প জ্ঞান॥
সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত।
দ্বিভুজ-শরীরে তবে মজাইহ চিত॥
কৃষ্ণের প্রকাশ নারায়ণ শাস্ত্রে কহে।
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ হেনবাক্য নহে॥
ঐছন করুণা-বাণী কহে বিশ্বম্ভর।
শুনিঞা সদয় বাণী প্রণতকন্ধর॥
সুরনদী জলে স্নান করিল যে নাম।
বৈষ্ণবের পদধূলি প্রসাদপ্রধান॥
তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র।
দাস্য অভিষেক কর এই চাহি মাত্র॥
আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল মন্দ।
নিরন্তর অন্তরে-বাহিরে মদ-গন্ধ॥
নিজগুণে করুণা করিবে প্রভু যারে।
নিজদাস্যে প্রসাদ করহ প্রভু মোরে॥
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ আনন্দ।
সেই নন্দসুত তুমি অবতার-কন্দ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভুর অন্তর সন্তোষে।
পদ-অরবিন্দ তার মস্তকে পরশে॥

সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেল সজল লোচন।
গদগদ-ভাষ বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ॥
গদগদস্বরে স্তব করিল বিস্তর।
জয় মহামহেশ্বর কারণের পর॥
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি॥
শুন শুন ওহে বৈদ্য আমার বচন।
এড় গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন॥
জীবার বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর॥
অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণসঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥
নটবরশেখর সুন্দর শ্যামতনু।
ইন্দ্রনীলমণিকান্তি করে বর-বেণু॥
পীতাম্বরধর বর বনমালা গলে।
সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগণ-মেলে॥
শুনিঞা মুরারিগুপ্ত প্রভু-আজ্ঞাবাণী।
কাতর হইয়া কহে পড়িয়া ধরণী॥
প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তর।
লঙ্ঘিবারে নারি প্রভু সংসার দুস্তর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত।
জিনিতে না পারে মায়া বড়ই দুরন্ত॥
আমি মহাধম কিবা শকতি আমার।
সংসার জিনিঞা পদে ভকতি তোমার॥
দুঃখিত দেখিয়া যদি কৃপা কর মোরে।
করুণাবিগ্রহ প্রভু ভজই তোমারে॥
এতকাল গুপতে আছিল প্রেমধন।
প্রকট করিলা প্রভু করুণা-কারণ॥
তোমার পদারবিন্দ-মকরন্দ-প্রেম।
পিবত আমার মন মধুকর যেন॥

এই বর দেহ মোরে করুণাসাগর।
ঘৃণা না করিহ মোরে মো অতি পামর॥
ঐছন কাতরবাণী শুনিয়া ঠাকুর।
করুণা বাঢ়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর॥
হাসিয়া কহয়ে প্রভু শুনহ মুরারি।
অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোমারি॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।
অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর॥
কৃষ্ণসেবা করে নিতি লঞা ভ্রাতৃগণ।
সর্ব্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরণ॥
নাম-গুণ-সংকীর্ত্তন করে নিতি-নিতি।
অনুজ রামের সনে করয়ে পিরিতি॥
জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরামপণ্ডিত।
দুইজন মিলি গায় কৃষ্ণগুণগীত॥
শ্রীবাস-শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুইজন।
তার সনে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥
তার ঘরে নাচে প্রভু তা সভার সনে।
কপিল ঠাকুর যেন বেঢ়ি ঋষিগণে॥
হেনমতে কৌতুকে আনন্দে দিন যায়।
শতশত শিষ্যগণ আনন্দে পঢ়ায়॥
শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা করে অনুমান
আছিল তাহাতে এক বড়ই অজ্ঞান॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেহ মারা এক।
অবোধ ব্রাহ্মণপুত্র ইহা বলিলেক॥
শুনিঞা ঠাকুর দুই-কর দিল কাণে।
তখনি চলিলা প্রভু সুরনদী স্নানে॥
স-বসনে শিষ্যবর্গসনে গঙ্গাস্নান।
সপুলক ঘনঘন লয় হরিনাম॥
পাপিষ্ঠ অধম দুষ্ট পাষণ্ড-চরিত্র।
দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র॥
ইহা বলি ঘনঘন লয় হরিনাম।
কহয়ে লোচন গোরা সর্ব্বগুণধাম॥

করুণা রাগ॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
সাবধানে শুন সভে হইয়া এক মন॥
গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গা।
অখণ্ড পীযুষ গোরা-গুণের পরভা॥
শ্রীনিবাস-আদি যত শিষ্যবর্গ সঙ্গে।
অদ্বৈত-আচার্য্য দেখিবারে হৈল রঙ্গে॥
কেহো গীত গায় কেহো লয় হরিনাম।
হরিহরি-বোল বোলে নাহিক উপাম॥
আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ গায়।
আপনা না জানে গোরা গুণের প্রভায়॥
আপাদ মস্তক পুলক দুই আঁখি।
টলমল করে তারা গোরা মুখ দেখি॥
মাল সাট মারে কেহ হুহুঙ্কার নাদে।
ভূমিতে লোটাঞা সব পারিষদ কান্দে॥
এই মনে আনন্দে সানন্দে যায় পথে।
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি দেখিবার চিতে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি উঠিল দেখিয়া।
দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥
সম্ভ্রমে আচার্য্যগোসাঞি পড়িলা চরণে।
বিশ্বম্ভর স্তুতি করে কাতর বচনে॥
আমা হেন কোটী অদ্বৈতের শিরোমণি।
প্রণতি করিয়া বোলে লোটাঞা ধরণী॥
অন্যোন্যে দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে।
দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কথা।
মনোহর পাপহর প্রেমভক্তি দাতা॥

শুনিয়া আচার্য্য গোসাঞি বলিল বচন।
পাষণ্ডীকে গালি দিতে রাঙা দু-লোচন॥
পাষণ্ড কহয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই।
সাক্ষাতে দেখুক ইবে চৈতন্য গোসাঞি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভুর প্রফুল্ল অধর।
কহিতে লাগিলা কিছু গম্ভীর উত্তর॥
ভক্তি নাহি কলিযুগে আর আছে কি ?
ভক্তিমাত্র আছে তেঞি সংসারেতে জী॥
কলিযুগে ভক্তি নাহি বলে যেই জন।
নিরর্থক তার জন্ম শুন সর্ব্বজন॥
কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন মায়া।
কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া॥
হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস॥
সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন॥
এই মহাপাষণ্ড সে বড় দুরাচার।
বিদ্যা-অভিমানে করে বড় অহঙ্কার॥
তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে।
এথা না আসিব এই দুষ্ট দুরাচারে॥
না আইল ব্রাহ্মণ সে মায়া-বিমোহিত।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু হরষিত চিত॥
শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া॥
নরহরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীরঘুনন্দনমুখ কান্দয়ে হেরিয়া॥
শ্রীরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পদাম্বুজ।
ক্রীডা করে মহাপ্রভু আচার্য্য সম্মুখ॥
চৌদিগে বৈষ্ণব করে গুণসংকীর্ত্তন।
মধ্যে মধ্যে নাচে প্রভু শচীর নন্দন॥
যেন রাসমহোৎসবে বেঢ়ি গোপীগণ।
কীর্ত্তনের মাঝে এইমত সুশোভন॥
এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য অবসানে।
হরষিত অদ্বৈত-আচার্য্য সীতা সনে॥
তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল।
সুগন্ধি চন্দন মালা অঙ্গে পরাইল॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল।
আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল॥
অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া।
বিশ্বম্ভর কোলে করে সভারে ধরিয়া॥
নিজনামগুণে প্রভু নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেরে আইলা প্রভু নিজজন লঞা॥
আর দিন মহাপ্রভু বসি নিজ ঘরে।
অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে সভারে॥
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপ স্থিতি।
আপনে সে এক আত্ম-রূপে আছে ক্ষিতি॥
ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করে মুষ্টি।
দেখায় সভারে এইমত মোর সৃষ্টি॥
পুন কহে তত্ত্ব সত্তামাত্র স্বরূপিণ।
ভাবের আবেশে তাথে শুন সর্ব্বজন॥
তথাপি সদ্রূপে সেই করিয়ে যতন।
এক জ্ঞান বিনে মুক্ত না হয় কখন॥
বিশেষ সংসার অন্ধ জানিতে না পারে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি এক জ্ঞান করে॥
মুক্তি বিনু কৃষ্ণ জ্ঞান নাহি হয় কভু।
এতেক বলিয়ে শুন জ্ঞানগম্য প্রভু॥
হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি।
মধুএ মিশ্রিত এক ঘৃণা করি চারি॥
দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না করে যতন।
একাঙ্গুলি মধু জিহ্বা লিহে যে রসন॥

এক অব্যয় সেই ভগবান মাত্র।
ইহা বহি মুক্ত হইবারে নাহি পাত্র॥
এইমনে জ্ঞান যোগ কহে নানা বিধি।
ক্ষণেকে রহিলা নিশবদে গুণনিধি॥
জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ প্রভু কহিলা সভারে।
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ ধ্যান কর সর্ব্বসারে॥
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ধ্যান করয়ে তখন।
হরিহরি বলি পাদাম্বুজ-স্মঙরণ॥
রাধা সঙ্গে চিদানন্দ শ্যাম তিরিভঙ্গী।
মদনমোহন নটবর বহুরঙ্গী॥
বৃন্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দিরে।
ব্রজবসুন্দরী সব বেঢ়ি মনোহরে॥
কোকিল ময়ূর শারী শুক অলিকুলে।
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানা ফুলে॥
চিন্তামণি-ভূমি কল্পতরুগণ যত।
কামধেনুগণ যে সুরভিগণ যুথ॥
যমুনা-বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা।
সে রসলাবণ্য দেখি লক্ষ্মী মনোলোভা॥
উঠিল প্রেমার ধারা বহে দু-নয়ানে।
পুলকিত কলেবর অরুণ বদনে॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে নাচে গায়।
কহিল বচন প্রভু গদ্‌গদভাষায়॥
ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ।
নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন॥
ইহাবলি হৃষ্ট হঞা নিজভক্তজনে।
নাচায়ে সবারে প্রভু নাচয়ে আপনে॥
এইমনে সুখে প্রভু বসে নবদ্বীপে।
নিজভক্তগণ সনে গঙ্গার সমীপে॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি তারপর দিনে।
নবদ্বীপে আইলা বিশ্বম্ভর দরশনে॥

গিয়াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস ঘরে।
আগমন চাহি আচার্য্য স্নান পূজা করে॥
শ্রীনিবাসঘরে প্রভু আনন্দিত মনে।
দণ্ড আগে পুষ্প দিয়া কহিল বচনে॥
গদাপূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে।
আমার ভকতহিংসা যেইজন করে॥
ইহাতে নাশিব আমি সেই সব জন।
সভা-বিদ্যমানে প্রভু কহিল বচন॥
মোর ভক্তদ্বেষী এক আছে দুষ্টজন।
কুষ্ঠব্যাধি হৈবে সেই অনেক জনম॥
পৈশাচ-নরকে বাস করাইব আমি।
বিড়ভুজ শূকর সেই হইবে আপনি॥
তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড।
আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড॥
বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন।
এথাই আমার সেই হৈল মহাবন॥
ব্যাঘ্র সদৃশ কেহো কেহো বা পাষাণ।
বৃক্ষের সদৃশ কেহো তৃণের সমান॥
পশুর সদৃশ করি মানি কোনজন।
এতেক বলিয়ে মোরে এই মহাবন॥
অদ্বৈত-আচার্য্য এথা না আইল শুনি।
এথা না আইলা তথা যাইব আপনি॥
হেনই সময়ে আচার্য্য আইলা আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে গিয়া হৈলা উপনীত॥
পাদাম্বুজ সন্নিকটে উপসন্ন হৈয়া।
দণ্ডপরণাম করে ভূমেতে পড়িয়া॥
তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন।
এথা আগমন মোর তোহার কারণ।
মোর পাদপদ্ম নিজমস্তকে ধরিয়া।
তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলি কান্দিয়া॥

ভাগবতচিত্ত তুমি হুকারে আনিলা।
তোমার পিরিতি লাগি মোরে সভে পাইলা॥
ইহা বলি মহাপ্রভু খট্টায় বসিলা।
নাচিবার তরে আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা॥
তবে সেই অদ্বৈত-আচার্য্য দ্বিজবর।
দশঅবতার গীতে নাচিলা বিস্তর॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
আনন্দে বিহ্বল করে গুণ-সংকীর্ত্তন॥
তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান।
হৃষ্ট হৈঞা বৈল তারে প্রসন্নবয়ান॥
এসব বালক তোর প্রেমমাগে মোরে।
দিল প্রেমভক্তিদান কহিল তোমারে॥
প্রভুর এবোল শুনি হৃষ্ট আচার্য্য।
অন্তরে জানিল সিদ্ধ হৈল সর্ব্ব কার্য্য॥
আচার্য্য কহয়ে প্রভু শুনহ বচন।
এই সব জন তোর পদপরায়ণ॥
ভকত বৎসল প্রভু করুণাসাগর।
প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত রক্ষা কর॥
তবে সেই সবজন প্রভুপাশে গিয়া।
বসিলা আসন করি প্রভুকে বেঢ়িয়া॥
সচন্দ্রিকা রজনী শোভিত দিগন্তর।
আচার্য্য দেখিয়া পুন কহিল উত্তর॥
কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভকত।
তোমার কারণে আমি হৈলাম বেকত॥
মোর নৃত্য-গীতে হইবে তুমি সুখী।
সবজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি॥
এ বোল শুনিঞা সেই শ্রীবাসপণ্ডিত।
কহয়ে-প্রভুর আগে সব সমুচিত॥
এক নিবেদন প্রভু শুন মোর বোল।
কহিতে ডরাঙ পুন চিত্ত উতরোল॥
একটী সন্দেহ পুছোঁ হৃদয়ের কার্য্য।
তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত-আচার্য্য॥
ইহা শুনি ক্রোধমুখ গৌর ভগবান্।
ভৎর্সিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণনয়ান॥
উদ্ধব অক্রুর মোর প্রিয় দুইজন।
আচার্য্য বাসহ তুমি তা সভাকে ন্যূন॥
ভারতবরষে নহে আচার্য্য সমান।
আমার ভকত আছে হেন কোন্‌জন॥
এতেক বলিয়ে তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ।
আচার্য্যসমান মোর ভক্ত নাহি আন॥
বৈষ্ণবের রাজা সেই মোর আত্মা বলি।
জগতের কর্ত্তা তারিবারে আইলা কলি॥
শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপণ।
সেজন অদ্বৈত ভক্ত-অবতার জান॥
এবোল শুনিঞা বিপ্র অন্তরে তরাস।
নিশবদে রহে বিপ্র মুখে নাহি ভাষ॥
তবে সেই গৌরহরি বোলে পুনর্ব্বার।
অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিস আর॥
যদি বা অধ্যাত্মবাদে দেখি শুনি তোমা।
তবে পুন তোসভারে নাহি দিব প্রেমা॥
জ্ঞানকর্ম্ম উপেখিলে কৃষ্ণপর হয়।
ইহা জানি জ্ঞানকর্ম্ম না কর আশ্রয়॥
এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাসপণ্ডিত।
এই বর দেহ তাহা পাসরুক চিত॥
মুরারি কহয়ে আমি অধ্যাত্ম না জানি।
প্রভু কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি॥
এ বোল শুনিঞা সভে আনন্দিত মন।
অন্তরে করিল আজ্ঞা করিব পালন॥
হরিহরি-পাদাম্বুজ মধুমত্ত তারা।
আনন্দে নাচয়ে তারা দেবতার পারা॥

হেন অদ্ভুত কথা নদীয়াবিহার।
কহিল লোচন গোরা-প্রেমের প্রচার ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

অরুণ কমল আঁখি, তারা যেন ভৃঙ্গপাখী,
ডুবুডুবু করুণা-মরন্দে।
বদন পূর্ণিমার চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে কত প্রেমার আরম্ভে ॥
আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর দুলালচান্দ নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে ॥ ধ্রু ॥
পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
লোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, জিনি প্রভাতের ভানু,
আধবাণী রাখে কম্বুকণ্ঠে ॥
শ্রীপাদপদ্ম গন্ধে, বেঢ়ি দশ নখচান্দে,
উপরে কনকবঙ্ক রাজে।
যখন আতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে
চমকিত অমর সমাজে ॥
সপ্তদ্বীপা মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, হরিগুণ কীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥
সিংহের শাবক হেন, গভীর গর্জ্জন ঘন,
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমাসিন্ধু।
হরিবোল হরিবোলে, জগত পড়িল ভোলে,
দুকুল খাইল কুলবধূ ॥
অঙ্গের ছটাক যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলারসের বিলাস।
কোটি কুসুমধনু, জিনিঞা বিনোদ তনু,
তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥
লাখলাখ পুর্ণিমার চান্দে, জিনিয়া বিনোদ ছান্দে,
তাহে চারু চন্দনচন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল জলে, ঝরঝর অমিয়া ঝরে,
জনম মুগধে পায় প্রেমা ॥
মাতিল কুঞ্জর গতি, ভাবে গরগর অতি,
ক্ষণে হাসে চমকিয়া চায়।
কামিনীমোহন বেশ, হেরিতে ভুলিল দেশ,
মদন বেদন হেরি পায় ॥
কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ সার,
হেন রূপে মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ালোকে,নাহি দিবানিশি তাকে,
আনন্দে লোচন গুণগায় ॥

যথারাগ ॥

মোর-প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয়॥ধ্রু॥
তবে মহাপ্রভু সেই বসি সিংহাসনে।
চৌদিকে বসিয়া আছে নিজভক্তগনে ॥
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহে এক উক্তি।
তোমার নামের তুমি কি জান বুৎপত্তি ॥
শ্রীবিষ্ণু ভকতির তুমি কেবল আবাস।
এতেকে বলিয়ে তোর নাম সে "শ্রীবাস"
তবেত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ।
আমার ভকত তুমি বুল মোর সাথ ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্ব্বার।
পড়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার ॥
এবোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর।
পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর ॥

তথাহি মুরারি গুপ্ত কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতে,
দ্বিতীয় প্রক্রমে সপ্তমসর্গে—

"রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাংশ-
মুদ্যদ্‌বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্‌।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥
উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্‌।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥"

এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি।
মুরারি-মস্তকে পদ দিলা দুই খানি॥
'রামদাস' বলি নাম লিখিলা কপালে।
মোর পরসাদে তুমি 'রামদাস' হৈলে॥
রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।
মুঞি তোর রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয়॥
ইহা বলি রাম রূপ দেখাইল তারে।
জানকী সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ সব মেলে॥
স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে।
জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে॥
বারবার উঠে পড়ে লোটাঞা ধরণী।
বহুবিধ স্তব করে অনুনয়বাণী॥
মুরারিকে কৃপা করি বলিলা বচন।
আমার ভকতি বিনু নাহি জান আন॥
যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ।
তথাপিহ রস আস্বাদিহ রাধানাথ॥
সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ গাও যাইয়া।
করিহ আমাতে ভক্তি শুন মন দিয়া॥
ইহা বলি শ্লোক এক পঢ়িলেক নিজ।
মোর শ্লোক শুন অহে শ্রীনিবাস দ্বিজ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

পঢ়িয়া কহিল শুন শুন সর্ব্বজন।
তোমরা করিহ এইমত আচরণ॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অনুসরি।
করিহ আমাতে ভক্তি সুখ পাবে বড়ি॥
শ্রীরামপণ্ডিত শুন আমার বচন।
তোমার জ্যেষ্ঠের মত কর আচরণ॥
এতেক জানিঞা কর শ্রীবাসের সেবা।
ইহা হৈতে পাবে তুমি মোর পদ-প্রভা॥
এতেক কহিল প্রভু ভকতবৎসল।
করুণায়ে অরুণ আঁখি করে ছলছল॥
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত চতুর।
নিবেদন কৈল দুগ্ধ ভুঞ্জয়ে ঠাকুর॥
গন্ধ চন্দন মাল্য সুবাসিত পুষ্প।
ধূপ দীপ নিবেদন করিল সম্মুখ॥
গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত মনে।
অবশেষে দিল যত যত ভক্তজনে॥
এইমতে কৌতুকে সকল নিশি গেল।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল॥
স্নানপূজা সভাই করিলা নিজঘরে।
পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে॥
হাসিয়া কহিল প্রভু শুন অদভুত।
আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত॥
তাঁহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
বড় পুণ্য ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে॥
হের রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ।
সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ॥
হেন রূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
সত্বরে চলিলা গ্রাম দক্ষিণে চাহিল॥
বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার।
পাদাম্বুজ সন্নিকটে আইলা পুনর্ব্বার॥

করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে।
বিচার করিয়া তার না পাইল লাগে ॥
পুনরপি কহে প্রভু শুন সর্ব্বজন।
বিচারী করহ সভে আপন আশ্রম ॥
প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিলা সত্বর।
একে একে গেলা সভে আপনার ঘর ॥
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া।
প্রভুবিশ্বমানে সভে মিলিলা আসিয়া ॥
পথে যাইতে 'মুরারি' বলিয়া ডাকে পহুঁ।
না দেখিলে অবধূত বলি হাসে লহু ॥
নন্দন আচার্য্য ঘরে আছে মহাশয়।
আমিহ যাইব তথা কহিল নিশ্চয় ॥
এ বোল শুনিয়া সভে হরষিত হঞা।
চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয়জয় দিয়া ॥
পথে যাইতে ঘনঘন হরিহরি বোলে।
গণ্ডপুলকিত কণ্ঠ গদগদরোলে ॥
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা।
চলিতে না পারে প্রেমে সোণার কিশোরা ॥
ক্ষণে সিংহপরাক্রমে পদ চারি যায়।
মত্ত করিবর যেন উলটিয়া চায় ॥
নব জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার আনন্দ উন্মাদ ॥
এই মনে আনন্দে সানন্দে চলি যায়।
দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দরায় ॥
আরক্ত গৌরাঙ্গ কান্তি পরম সুন্দর।
ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর ॥
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা।
শিরে লটপটি পাগ চম্পকের গাভা ॥
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি।
কুরঙ্গনয়নী চিত্ত তরল সন্ধানী ॥
হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে।
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে ॥
মেঘ জিনি গর্জ্জন গম্ভীরশব্দ শুনি।
কলি-মত্তহাথীর দমন সিংহমণি ॥
মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরন্তর ॥
পুলকে আকুল অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কম্পস্বেদ আদি ভাব রস অনুরাগী ॥
কলিদর্পদমন কনকদণ্ড করে।
রাতা-উপতল করতল মনোহরে ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ুর কিঙ্কিণী।
গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি ॥
পড়িয়া পড়িয়া উঠে বোলয়ে সাম্ভাল।
সভাকে পুছয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল ॥
অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষণে কান্দে হাসে।
মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে ॥
ক্ষণে যুগপদ করি লাফে লাফে যায়।
এক করে আর বোলে বুঝনে না যায় ॥
অঙ্গের সৌরভে যত কুলবধুগণ।
কুলবধুমদ তারা ছাড়িলা তখন ॥
ভূমিতে লোটাঞা প্রভু পরণাম করে।
করিল মধুর স্তুতি বিনয় অক্ষরে ॥
পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দ রায়।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায় ॥
দোঁহে আলিঙ্গন করে কান্দিয়া কান্দিয়া।
কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া ॥
সকল অবনী আমি ফিরিয়া আইলুঁ।
কোথাহ তোমার লাগ মুঞি না পাইলুঁ ॥
শুনিলাঙ গৌড়দেশে নবদ্বীপপুরে।
লুকাঞা রঞাছে তথা নন্দের কুমারে ॥

চোর ধরিবারে আমি আইলাঙ এথা।
ধরিয়াছি চোর আজি পলাইবা কোথা॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে কান্দে নিত্যানন্দ কাছে॥
কলিদর্প নাশিতে পাইল নিত্যানন্দ।
তারিমু পতিত পঙ্গু জড় আদি অন্ধ॥
নিত্যানন্দ প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন।
না জানে পাষণ্ডী মূর্খ দুরাচার জন॥
সভাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ-ফান্দে।
এই কথা বলিলেন প্রভু গোরাচান্দে॥
ভূমিতে লোটাঞা প্রভু পরণাম করে।
কহিল মঙ্গল কথা বিনয় অক্ষরে॥
হরিগুণসঙ্কীর্ত্তন করয়ে আনন্দে।
আপনে নাচয়ে নিত্যানন্দ করি সঙ্গে॥
নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা সেইখানে।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দেখয়ে নয়ানে॥
তবে নিত্যানন্দপদ-অরবিন্দ ধূলি।
আপনে আনিঞা দিল ভক্তশিরোপরি॥
নিত্যানন্দ পদধূলি পাই ভক্তগণ।
প্রেমে গরগরচিত্ত ঝরয়ে নয়ন॥
এইরূপে কৌতুকে আছিলা কথোক্ষণ।
ঘরেরে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন॥
পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে দিতে নাঞি তাহার উপমা॥
শুন শুন সর্ব্বজন-আমার বচন।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ॥
আগে জ্ঞান হয় তবে উপজয়ে ভক্তি।
তবে সে জনমে সর্ব্বভোগের বিরক্তি॥
এইমনে দিনে দিনে বাঢ়ে অনুদিন।
কৃষ্ণ-অনুরাগ বাঢ়ে হয় পরবীণ॥

আর দিন মহাপ্রভু আপনার ঘরে।
নিমন্ত্রণ কৈল নিত্যানন্দ স্বাসিবরে॥
ভিক্ষা-অনন্তরে অঙ্গে লেপিল চন্দনে।
দিব্যমালা নিবেদিল পূজার বিধানে॥
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াল্য নয়ান।
পিরিতিপাগল হঞা হেরয়ে বয়ান॥
প্রভু বোলে নিজপুত বলিয়া জানিবে।
আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে॥
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ মুখ চাহে।
মোর পুত্র তুমি হৈলে শচীদেবী কহে॥
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে॥
বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্র ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে॥
মাতৃভাবে নিত্যানন্দ শচীর চরণে।
দণ্ডবত করি বোলে মধুর বচনে॥
যে মাতা কহিলে তুমি সেই সত্য হয়ে।
তোর পুত্র বটোঁ মুঞি জানিহ নিশ্চয়ে॥
পুত্র অপরাধ কিছু না লইবে মাতা।
তোর পুত্র বটোঁ মুঞি জানিবে সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী॥
এইমনে স্নেহরসে সভে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায়ে অন্তর॥
আর দিন শ্রীবাসপণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল॥
অনেক সন্তোষ পাইল শ্রীবাসের ঠাঞি।
ভিক্ষা করি সেই দিন রহিলা তথাই॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্॥
শ্রীবাস আলয়ে গেলা প্রসন্ন বয়ান॥

দেবালয়ে প্রবেশিয়া বসি দিব্যাসনে।
কহিল প্রমাণ এই দেখ বিদ্যমানে॥
আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রম।
এখনে আমারে তুমি দেখহ নয়ন॥
এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ শ্রীসিবর।
সাদরে নিরিখে বিশ্বম্ভর কলেবর॥
তত্ত্ব না বুঝয়ে কিছু বিশেষ তাহার।
কি কার্য্যে করিল প্রভু ইঙ্গিত-আকার॥
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর॥
সবজন হও এই মন্দির বাহির।
কহিল সভারে এই বচন গম্ভীর॥
মন্দির বাহির হৈলা আজ্ঞা পালিবার।
সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার॥
ষড়্‌ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে।
চতুর্ভুজ হঞা দুই ভুজ হৈল পাছে॥
দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদভুত।
পূর্ব্ব স্মঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত॥
দেখিল আমার প্রভু প্রকাশ হইলা।
এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা॥
রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিল দিব্য তনু।
পশ্চাত দেখিল নবকিশোর রাধাকানু॥
হরিষে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার।
দিগবিদিগ্ নাহি জানে প্রেমার পাথার॥
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গোরা গুণগাথা সুখে কহয়ে লোচন॥

তুড়ী রাগ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
না দেখিলে না শুনিলে হেন আচরণ॥
চাতুরী না ঘুচে ছার পাষণ্ড-হিয়ার।
জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায়॥
নির্ম্মল হইবে যদি শুন গোরাগুণ।
ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ॥
একদিন রাত্রি যায় তৃতীয়প্রহর।
আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর॥
বিস্মিত হইয়া আই পুছেন পুত্রেরে।
কি লাগি কান্দহ বাপু কহনা আমারে॥
তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর।
ধরিতে না পারি অঙ্গ বুকে মেলে চির॥
শুনিঞা মায়ের বাণী নিশবদে রহে।
শয্যায় শুতিয়া যে দেখিল তাহা কহে॥
নবীন নীরদকান্তি দেখিলু পুরুষে।
ময়ূরপাখার চূড়া অদ্ভুত সুবেশে॥
কঙ্কণ কেয়ুর হার চরণে নূপুর।
ললাটে চন্দনচাঁদ কিরণ প্রচুর॥
পীতবস্ত্র পরিধান বংশী বামকরে।
দেখিলুঁ বালক এক সুন্দর শরীরে॥
রোদন করয়ে আঁখি গলে দুইধার।
না কহিও কেহো যেন নাহি শুনে আর॥
ঐছন বচন শুনি শচী আনন্দিতা।
বিশ্বম্ভর মুখোদিত অমৃতের কথা॥
বিশ্বম্ভর পুলকপূরিত সব দেহ।
ঝলমল করে অঙ্গছটা নিজ গেহ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূতরায়।
শ্রীনিবাস ঘর হৈতে আইলা তথায়॥
আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর শরীর।
তেজোময় মহাবাহু এ নাভি গম্ভীর॥
দক্ষিণ করেতে গদা বামকরে বেণু।
করতলে পদ্ম বাম করতলে ধনু॥

তপতকাঞ্চন কান্তি হৃদয়ে কৌস্তুভ।
মকরকুণ্ডল কর্ণে শোভে গণ্ডযুগ॥
মরকতযুত হার শোভয়ে গলায়।
অদভুত বেশ দেখি অবধূতরায়॥
চতুর্ভুজ দেহ ধর মুরলিকা নাই।
সেইমত রূপ সব দেখ মুখ চাই॥
ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ আকার।
লোক অনুগ্রহ রূপ চরিত্র তাহার॥
এ রূপ দেখিলা সেই অবধূতরায়।
নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায়॥
আবেশে নাচয়ে সেই বিবশ হইয়া।
প্রেম-মহাজলনিধি প্রকাশ করিয়া॥
শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীরাম মুরারি।
ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি॥
অদ্বৈত আচার্য্য বাড়ী যাব অবধূত।
তাহারে জানাইহ ইহোঁ বড় অদভুত॥
হেনমনে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনি সবজন হিয়া আনন্দ হইল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে চলিলা সত্বর।
আনন্দহৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর॥
প্রণাম করিয়া কথা কহিল সকল।
শুনিঞা আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বল॥
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে।
আচার্য্য নাচয়ে সুখে নাচে নিত্যানন্দে॥
আনন্দসমুদ্রে ডুবি রহিলা নির্ভরে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে হিল্লোলে॥
দোঁহে গুপ্তকথা কহে গভীর চরিত।
শুনিতে কহিতে দোঁহে উনমত চিত॥
এইমনে আনন্দে আছিলা দিনা দুই।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি গুণ গাই॥
অদ্বৈতচরণে পুন নিবেদন করি।
সত্বরে চলিলা দেখিবারে গৌরহরি॥
প্রভুর সম্মুখে আসি পরণাম করি।
করজোড় করি সব কহয়ে মুরারি॥
আচার্য্যের ঘরে যত ভোগের রহস্য।
শুনি আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য।
তার পরদিনে পুন আপনি আচার্য্য।
পদাম্বুজ দেখিবারে আইলা দ্বিজবর্য্য॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু।
দেবতার ঘরমধ্যে বসি হাসে লহু॥
দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে সুখে।
ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে॥
তপ্তকাঞ্চন জিনি শ্রীঅঙ্গের ছবি।
প্রেমায়ে অরুণ যেন প্রভাতের রবি॥
দিব্য অলঙ্কার মালা সুগন্ধি চন্দন।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি সুন্দর বদন॥
গদাধর নরহরি দুইদিগে রহে।
শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে॥
চৌদিগে বেঢ়িয়া ভক্তগণ তার পাশে।
নক্ষত্র বেঢ়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে॥
নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে।
বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে॥
হেনই সময় সে আচার্য্য দ্বিজচাঁদ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ॥
পুলকে ভরল অঙ্গ আপাদ মস্তক।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক॥
নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন।
পদাম্বুজে দিল দিব্য নবীন বসন॥
তুলসীমঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ।
সুগন্ধি মালতীমালা সুগন্ধি চন্দন

দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
আপনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া॥
পূজা পরিগ্রহ করি গৌর ভগবান।
অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান॥
সেই বস্ত্র অলঙ্কার শোভয়ে শ্রীঅঙ্গে।
হরিহরি বলি নাচে তা সভার সঙ্গে॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায়।
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায়॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে।
আপনা পাসরে তারা রসের আবেশে॥
সভে সভা প্রশংসিয়া বোলে ধন্যধন্য।
তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য নির্ব্বিণ্য॥
দিবানিশি নাহি জানে প্রেমানন্দ সুখে।
নিরন্তর ভোলা তারা অন্তরকৌতুকে॥
সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ হয়ে ত রজনী।
সন্ধ্যায়ে নাচয়ে সে অবধি দিনমণি॥
হেনমনে রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা।
নৃত্য অবসানে সভে আজ্ঞা দিল গোরা॥
স্নান দেবার্চ্চনা সভে কর নিজঘরে।
পুনরপি আইস সভে ভোজন উত্তরে॥
সেইমত সর্ব্বজন ক্রিয়া সমাধিয়া।
পাদাম্বুজ সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া॥
হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর উল্লাস॥
কৃষ্ণপাদাম্বুজ মধুময়মত্ত ভৃঙ্গ।
রসের আবেশে আইসে তরুণিম সিংহ॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস ডাকে প্রভু সন্তোষ করিয়া॥
নির্ভর প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসন॥

সুচতুর হরিদাস পরণাম করে।
আপনে ঠাকুর তার কর ধরি তুলে॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদ মালা দিল আপনার॥
ভোজন করিতে আজ্ঞা দিল ত ঠাকুর।
ভোজন করিল মহাপ্রাসাদ প্রচুর।
এইমনে হরিনামগুণসঙ্কীর্ত্তন।
বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মন॥
হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্তগণ সঙ্গ॥
প্রেমানন্দ কৌতুকে গোঙায় দিবানিশি।
আচার্য্যে বিদায় দিল ঘরেরে যাহ আজি॥
আজ্ঞা পাঞা অদ্বৈত আচার্য্য ঘর গেলা।
যে দেখিল যে শুনিল সেই সুখে ভোলা॥
তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূতরায়।
প্রভু বিষমানে তেঁহো করিলা বিদায়॥
তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর।
প্রেমে পালটিতে নারে গেলা অতিদূর॥
ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূতরায়।
অনেক যতনে তেঁহো করিলা বিদায়॥
বিদায়সময়ে প্রভু কহে এক বাণী।
ইহা সভায় দেহ ত কৌপীন একখানি॥
প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত।
সভাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত॥
আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া।
নিজভক্তগণে দিল সভাকে ডাকিঞা॥
কৌপীনপ্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে।
আনন্দ করিয়া তারা বান্ধিল মস্তকে॥
নিত্যানন্দ পাদাম্বুজে করিয়া বিদায়।
প্রভুর সংগতি সভে নিজঘরে যায়॥

ঘরেরে আইলা সভে দুঃখিত হিয়ায়।
বাষ্পঝলঝল আঁখি বাসগ আলয়॥
কথোক্ষণে সভে স্নান দেবার্চ্চন করি।
সন্ধ্যাকালে আইসা দেখিবারে গৌরহরি॥
নিত্যানন্দ আইলা আচার্য্যগোসাঞির স্থানে
হরিষে গৌরাঙ্গ কথা কহে রাত্রিদিনে॥
তার পরদিনে এক কথা শুন সভে।
শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি পায় যবে॥
লোকবেদ অবিদিত অপরূপ কথা।
অমৃতের সার বিশ্বম্ভর গুণগাথা॥
দেখি সবজন প্রভু আলিঙ্গন দিয়া।
আপনার গুণ শুনি বুলয়ে নাচিয়া॥
চৌদিগে সকল জন সুখে নাচে গায়।
আনন্দে বিহ্বল মাঝে নাচে গৌররায়॥
আচম্বিতে শ্রীনিবাস-কর ধরি করে।
কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
চৌদিকে সকল লোক নাচিতে গাহিতে।
মধ্যে মহাপ্রভু নাই না পাই দেখিতে॥
সবজন উপজিল অন্তরে তরাস।
কান্দয়ে সকল লোক শুণয়ে হুতাশ॥
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে স্থির নাহি বান্ধে।
নদীয়ার লোক সব গণিল প্রমাদে॥
ধাওয়াধাই সবলোক চাহে ঘরে ঘরে।
আঁখি মেলিবারে নারে নয়ানের জলে॥
বিষ খাঞা সব জন মরিব আমরা।
কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রভু গোরা॥
এতেক বিলাপ করে সব নিজজন।
শুনিঞা ধাইল শচী হঞা অচেতন॥
বসন সম্বরে নাহি না বান্ধয়ে চুলি।
বুকে কর হানি ধায় উন্মতি পাগলী॥
বাপ্ বাপ্ বলি শচী ডাকে বিশ্বম্ভরে।
ঘরেরে আইস বেলা দ্বিতীয় প্রহরে॥
কুলের প্রদীপ মোর নদীয়ার চান্দ।
নয়ানের তারা মোর কে করিল আন্ধ॥
সবজন আরতি দেখিয়া বিপরীত।
ভকতবৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত॥
ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয়।
প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয়॥
চরণে পড়িয়া কেহো কান্দে আর্ত্তনাদে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচে উনমাদে॥
কেহ বোলে মহাপ্রভু তোর পদ বিনে।
অন্ধকার দশদিগ না দেখি নয়নে॥
উন্মতি পাগলী শচী পুত্র কোলে করে।
লক্ষলক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে॥
আন্ধলের নড়ি মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥
শূন্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার।
গোরাচান্দ উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর হরিদাস।
বিনয় করিয়া কহে শুন শ্রীনিবাস॥
তোমা বিনা নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস।
তোমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ॥
আমি সব তোরে কিবা কহিবারে জানি।
আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি॥
ইহা বলি সভে মেলি হরিগুণ গায়।
পিরিতিপাগল হঞা নাচে গোরারায়॥
হেন অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন।
নবদ্বীপে পরচার পিরিতি-রতন॥
ত্রিজগতে সুদুর্ল্লভ এই প্রেমভক্তি।
হেন জন কেবা আছে লখিবারে শক্তি॥

লখিমী অনন্ত কিবা শুক সনাতন।
এ প্রেমভক্তির কেহো না জানে মরম॥
হেন প্রেমভক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

হেনমতে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর।
আপনা পাসরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর॥
স্বতন্ত্র হইয়া হয়ে ভকতঅধীন।
সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন অতিদীন॥
আচম্বিতে একদিন ধন্য রম্য বেলে।
নিজজন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে॥
সভাকার অঙ্গ বস্ত্র নিল ত কাড়িয়া।
আনন্দে হাসয়ে সভা বিনয় করিয়া॥
সবজন লজ্জায়ে অবশ ভেল তনু।
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটু করে পুনু॥
বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজগতরায়।
এমন করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায়॥
এ বোল শুনিঞা প্রভুর অধিক উল্লাস।
ক্ষণেক অন্তরে জনে জনে দিল বাস॥
এই মনে বিহরয়ে রসিকশিরোমণি।
সর্ব্ব রসদাতা প্রভু সবজন জানি॥
বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈলা সর্ব্ব নিজজনে।
আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে ভক্তগণে॥
লীলাগতি চলে প্রভু লোক-অলক্ষিত।
তার নিজজন জানে তাহার ইঙ্গিত॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া বাঢ়ে সভার আনন্দ॥
আনন্দ-বিহ্বল নিজগণে নাচে গায়।
হেনই সময়ে আইলা নিত্যানন্দ রায়॥
অবধূত আইলা বলি পড়িল জয়জয়।
আনন্দে সকল লোক সুমঙ্গল গায়॥
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
হরিহরিধ্বনি শুনি অবশ অন্তর॥
পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ দুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়া॥
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক॥
বক্র গ্রীবায় দিগ নেহালয়ে রাঙ্গা আঁখি।
ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি॥
এইমত শত শত লোক পাছে ধায়।
আনন্দে বিহ্বল গেলা যথা গোরারায়॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমে গদগদ॥
দোঁহার নয়নে গলে প্রেমানন্দ নীর।
আনন্দে বিহ্বল দোঁহে অতিরস ধীর॥
আনন্দে নাচয়ে দুঁহে সঙ্গে নিজজন।
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে যেন শিশুগণ॥
নৃত্য অবসানে প্রভু কহিল সভারে।
নিত্যানন্দ পাদ প্রক্ষালন করিবারে॥
নিত্যানন্দ পাদোদক লেহ শিরোপরি।
পাইবে পরমপ্রেমা আনন্দ লহরী॥
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনিঞা সভার মনে আনন্দ বাঢ়িল॥
এক চায় আর পায় প্রভু আজ্ঞাবাণী।
মস্তকে ধরিল পাদপ্রক্ষালন পানী॥
তবে অদভুত প্রভুর আজ্ঞাবাণী শুনি।
রক্তিম নয়ানে ছলছল করে পানী॥
উঠিয়া আনন্দে সবজন করে কোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ হিল্লোলে॥

প্রেমায় বিহ্বল সভে করয়ে ক্রন্দন॥
হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ॥
প্রেম-মহামহোৎসব বাঢ়ল অপার।
অন্তরে ঝলমল করে বাহ্যে ত বিকার॥
ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্।
অন্তর সন্তোষে চাহে প্রসন্নবয়ান॥
সবজন স্তব পঢ়ে বেঢ়ি চারিপাশে।
হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে॥
শুদ্ধ আমলকী মালা ধারণ গলায়।
হেমমণি মুখর মঞ্জীর দুই পায়॥
পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন।
প্রেমে টলমল তনু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
নির্ভর প্রেমায়ে নাচে প্রভুর সম্মুখে।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ সুখে॥
নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মুর্ত্তিমান হঞা।
দণ্ডবত করে প্রভুর চরণে পড়িয়া॥
চতুর্ম্মুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া।
সাম্য হও বলি প্রভু তোলে কোলে লঞা॥
সাম্য হঞা হরিদাস নাচে কাঁদে হাসে।
দিগবিদিগ নাহি প্রেমানন্দে ভাসে॥
হেনকালে অদ্বৈতআচার্য্য আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে আসি হৈলা উপনীত॥
ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার।
সবজন উঠিয়া করিল নমস্কার॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন গৃহব্যবহার।
আদেশিল আপনে ভোজন করিবার॥
সম্ভ্রম পাইল তবে আচার্য্যগোসাঞি।
আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই॥
হেনমতে সব নিজজন সঙ্গে পহুঁ।
নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহলহু॥
নিজজন সঙ্গে প্রভু নিজকথা কহে।
যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবীবিজয়ে॥
নিজভাব আস্বাদন অধর্ম্মবিনাশ।
ধর্ম্মসংস্থাপন নামকীর্ত্তন প্রকাশ॥
দেশেদেশে প্রকাশ করিব ঘরেঘরে।
ব্রজভাব দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে॥
ভুঞ্জামু অধিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন।
আপনি ভুঞ্জিমু সে ভুঞ্জামু ত্রিভুবন॥
সুরাসুরগণে দিব এই প্রেমধন।
চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী-বালক জন॥
বৃন্দাবনসুখ আমি নদীয়া আনিঞা।
দেশেদেশে ভুঞ্জাইমু তো-সভারে লঞা।
অতি অপরূপ এই নদীয়াবিহার।
একত্র সভার কথা কহিব তাহার॥
গদাধর নরহরি বৈসে দুইপাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদনিকটে বিলাসে॥
অদ্বৈতআচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়।
আপনে ঠাকুর নিজ গুণগাথা গায়॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস।
হরিদাস আদি যত প্রেমার আবাস॥
শুক্লাম্বর বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
শ্রীবাসপণ্ডিত আদি যত মহাশয়॥
একজন মহিমা কহিতে পারে কেবা।
আপনে অবতরে তায় গৌরবর দেবা॥
উপমা দিবারে নাহি নদীয়াপ্রকাশ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

গুর্জ্জরীরাগ। দিশা॥

না হারে হারে আরে হয়॥ মূর্চ্ছা॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন।
শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে।
শিষ্যগণ সঙ্গে আছে বিনোদবিলাসে॥
নিজ ভক্তগণ সব করি একমেলি।
নিজগুণ সঙ্কীর্ত্তন প্রেমানন্দে ভুলি॥
হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরেঘরে॥
নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গত আর সজ্জন দুর্জ্জন॥
সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি।
অনায়াসে সবলোক যাউ ভব তরি॥
শুনিঞা সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে।
না পারিব হরিনাম দিতে ঘরেঘরে॥
এই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।
অতি দুরাচার সেই পাপে নাহি অন্ত॥
মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥
ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণ হিংসয়ে নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনি বধে না যায় ঘর॥
গোবধ স্ত্রীবধ ব্রহ্মবধ শতশত।
লিখিতে না পারি নর বধ কৈল কত॥
গঙ্গাকুলে বাস গঙ্গাস্নান নাহি করে।
দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম ভিতরে॥
নিরন্তর স্বজন বান্ধবে করে দণ্ড।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে পরমপাষণ্ড॥
একদিন আছে প্রভু নিজজন মেলে।
কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে॥
কহিল সকল কথা প্রভুবিদ্যমানে।
শুনিঞা রুষিলা হিয়া গুণে মনেমনে॥
অরুণ বরণ ভেল রাঙ্গা দুটি আঁখি।
যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই সাক্ষী॥
অজামিল নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ।
মরিবার কালে নাম লৈল নারায়ণ॥
পুত্রস্নেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ পাঞা দিব্যদেহ॥
ততোধিক মহাপাপী জগাইমাধাই।
উহার নিস্তার হেতু না দেখি উপায়॥
তাহার লাগিয়া মোর কাতর অন্তর।
যে কিছু কহিয়ে সভে শুনহ উত্তর॥
হরিনামসংকীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম।
নামগুণ সংকীর্ত্তনে সাধি সব কর্ম্ম॥
আনহ যেখানে যেবা আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন॥
গায়ন বায়ন সে মৃদঙ্গ করতাল।
উচ্চস্বরে কর নাম কীর্ত্তন রসাল॥
নগরে নগরে আজি কীর্ত্তন করিয়া।
আইল সকল ভক্ত এ বোল শুনিঞা॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর তাঁর নিজজন।
অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন॥
হরিদাস শ্রীনিবাস লঞা চারি ভাই।
মুরারি মুকুন্দদত্ত পণ্ডিত গদাই॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর।
সর্ব্বজন মেলি আইলা ঠাকুরের ঘর॥

যেখানে যে ছিল ভক্তগণ যতযত।
প্রভুর বাড়ীতে আসি হইল একত্র ॥
একত্র হইয়া সভে সঙ্কীর্ত্তন করি।
বিজয় করিয়া বিশ্বম্ভর গৌরহরি ॥
নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ হিল্লোল।
আকাশ পরশি লাগে হরিহরিবোল ॥
করতার মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চৌদিগে শুনিয়ে মাত্র হরিহরি বোল ॥
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাইমাধাই।
নিজমদে মত্ত নিদ্রা যায় দুইভাই ॥
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥
জাগিল ত দুই ভাই কীর্ত্তনের রোলে।
মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধব্ধব্ বোলে ॥
রাঙ্গা দুনয়ন করি চাহে ক্রোধ দিঠে।
কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে যাইল যেন জাঠে ॥
হৃদয়ের শেল যেন একটি শবদ।
জীতে সাধ থাকে যদি হও নিশবদ ॥
তাহার কাছের লোক কহে তার আগে।
সম্বরণ কর গোসাঞি ক্রোধ কর কাথে ॥
আজ্ঞা কৈলে যাব এখন নিষেধ করিব।
কাহার শকতি আর এ পথে আসিব ॥
মিশ্র পুরন্দর পুত্র নিমাই পণ্ডিত।
কীর্ত্তন করেন সব ব্রাহ্মণ বেষ্টিত ॥
নিষেধ করহ তারা যাউ আনপথে।
নিশবদে রহ যদি সাধ থাকে জীতে ॥
মিছা গোল করি মরে নাহি জানে মূল।
মোর হাথে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল ॥
ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত।
কহয়ে ঠাকুর আগে শুনে শচীসুত ॥
অধিক করয়ে নামগুণ সঙ্কীর্ত্তন।
বাহু তুলি হরিহরি বোলয়ে সঘন ॥
দ্বিগুণ করিয়া প্রেমা বাঢ়ায় উল্লাস।
হরিহরি মহাশব্দ পরশে আকাশ ॥
পাপিষ্ঠ হৃদয় তাহা সহিবারে নারে।
চলিলা সে দুই ভাই বাহির দুয়ারে ॥
পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন।
টলবল করি যায় ক্রোধে অচেতন ॥
রাঙ্গা দুনয়ন করি বলে ক্রোধভরে।
নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে ॥
সম্মুখে দাণ্ডাইয়া চারিপানে চায়।
আপনা চিনিঞা যাহ বড় ডাকে কয় ॥
আরে রে বামনা তোর জীউ লাগে শনি।
ইহা বলি দুর্ব্বাক্যবচনে পাড়ে গালি ॥
ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত।
চারিপানে চাহি সব হৈলা ভীতাভীত ॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে।
বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে ॥
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি আর নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ ॥
আপনে ঠাকুর প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিজজন সঙ্গে করি হরিগুণ গায় ॥
দ্বিগুণ করিয়ে আরো বাঢ়য়ে উল্লাসে।
হরি হরি বোল ধ্বনি গগন পরশে ॥
হরিগুণ গায় মুখে নাহি অবসাদ।
জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ ॥
হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধাওয়ে তারা ভক্ত মারিবারে ॥
দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায় ॥

সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল॥
জগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল।
স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল॥
ক্রোধেতে মাধাই ধায় হাতে লঞা দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভগ্ন কুম্ভ একখণ্ড॥
কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে রোখে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥
নির্ভরে বাজিল কাণা রক্ত পড়ে ধারে॥
দেখি সর্ব্ব নিজগন হাহাকার করে॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
"গৌর" বলি নিতাই আনন্দে নিত্য করে॥
মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥
দেখিয়া ঠাকুর বড় চিত্তে পাইল দুখ।
ডাকিয়া কহয়ে সেই পাপিষ্ঠ সম্মুখ॥
তোমরা দোঁহাকেধিক দুরাচার নাহি।
পাপ বলি যার নাম সঞ্চারয়ে মহী॥
সকল করিলি তোরা না করিস এক।
এখনে কারিলি তাহা এই পরতেখ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল।
সুদর্শন চক্র বলি স্মরণ করিল॥
সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বার বার।
শুনিয়া মুরারিগুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাও এ দুই পাঠাও যমঘর॥
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাতে।
হেনকালে সুদর্শন আইলা সাক্ষাতে॥
ক্রোধ করি সুদর্শনে ডাকে গৌরহরি।
দাণ্ডাইল সুদর্শন করজোড় করি॥
কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর।
জয়জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর॥
প্রভু বোলে জগাই মাধাইরে সংহার।
নিত্যানন্দে মারিয়া রঞাছে দেখ হেব॥
শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাইমাধাই প্রতি চলিলা ধাইয়া॥
জগাইমাধাই দেখিলেন সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসিত মন॥
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দরায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনকে রক্ষায়॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রভুর চরণে।
এ দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে॥
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার।
সশরীরে এই দুইয়ের করহ নিস্তার॥
করজোড়ি প্রভুরে বোলয়ে নিত্যানন্দ।
না হল্য নিস্তার কলি পাষণ্ড দুরন্ত॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভেতে তোমার অবতার।
কৃপায়ে সকল জীবের করিবে উদ্ধার॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবের নিস্তার॥
শুনি নিত্যানন্দবাণী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ॥
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
তোরে ভজিলে সে জীব পায় প্রেমধন॥

তুমি সে করিবে কলি জীবের নিস্তার।
তোমা বহি কৃপার সমুদ্র নাহি আর॥
তোর বশ মুঞি হও সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে॥
একবার নিত্যানন্দ বোলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র হৈল সে লোক আমারি॥
ইহা বলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে।
আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে॥
নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানয়ে মহত্ব।
ভূমিতে পড়য়ে যদি তাঁহার রকত॥
পৃথিবীর অমঙ্গল পাছে জানি হয়।
মস্তকে বান্ধিলা বস্ত্র প্রভু এই ভয়॥
ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজজন লঞা।
জগাইমাধাই রহে বিস্মিত হইঞা॥
মহাপ্রভুর দরশন সংকীর্ত্তন শব্দে।
নির্ম্মল হইয়া তারা রহে এক স্তব্ধে॥
মনেমনে অনুমান করয়ে অন্তর।
বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর॥
হেন পাপ নাহি যাহা মোরা নাহি করোঁ।
যাহা নাহি করোঁ তাহা সন্ন্যাসিরে মারোঁ॥
গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নির্ম্মল।
দেখদেখ মহাপ্রভুর করুণার বল॥
কাতর হইয়া তারা ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে॥
মহাপ্রভুর দ্বারে যাই হৈল উপনীত।
ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত॥
নিজজন মেলি প্রভু বসিয়াছে ঘরে।
কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির দুয়ারে॥
এখনি আমার ঠাঞি আনহ মুরারি।
আজ্ঞা পাঞা দোঁহারে আনিলা কোলে করি॥
প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে।
চরণে পড়িয়া তুমি দুইভাই কান্দে॥
পতিতপাবন প্রভু করুণার সিন্ধু।
সর্ব্বলোকনাথ সে অবনী দিনবন্ধু॥
করুণাসাগর প্রভু সদয় হৃদয়।
আর্ত্তজন দেখি প্রভু তখনি দ্রবয়॥
তুলিয়া পুছিল শুন জগাই মাধাই।
কি কারণে কান্দ কেনে আইলা মোর ঠাঞি॥
নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুইজন।
চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন॥
এবোল শুনিয়া বোলে জগাই মাধাই।
তোমার কৃপায় মোরা আইলুঁ তোমা ঠাঞি॥
গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি যত।
লেখা জোখা নাহি নরবধ কৈলু কত॥
ধিক্ যাউক মোর নদীয়ার ঠাকুরাল।
ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যায় এ দেহ আমার॥
ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী আদি করি কাহকে না ছাড়ি॥
হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে।
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম না বাসয়ে মোকে॥
তোর ঠাঞি মুঞি ছার কিবা এত বলি।
যত পাপ কৈলুঁ তত শিরে নাহি চুলি॥
অজামিল মহাপাপী জানে সর্ব্বজন।
আমারে অধিক নহে শুনহ বচন॥
পুত্র স্নেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ পাঞা দিব্য দেহ॥
নিস্তার করিল তারে নাম নারায়ণে।
আমা নিস্তারিতে নার আসিয়া আপনে॥
আমার নিস্তার নাহি মো জান আপনা।
আমাকে কি গুণে তুমি করিবে করুণা॥

সহস্র কায়স্থ যদি দুইমাস গণে।
তবু আমা দোঁহা পাপ গণিতে না জানে॥
এতেক কাতর বাণী শুনিঞা ঠাকুর।
অকৈতব দেখি দয়া বাঢ়িল প্রচুর॥
আর্ত্তজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি।
করুণা সাগর প্রভু দয়াময় মূর্ত্তি॥
করুণাসাগর করে করুণাপ্রকাশ॥
করে ধরি লঞা গেলা জাহ্নবীর পাশ॥
ধাইল সকল লোক দেখিতে কৌতুক।
করুণা প্রকাশে প্রভু অতি অপরূপ॥
ব্রাহ্মণসজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে।
সভা বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে॥
তোর পাপ পরিগ্রহ করিব রে আমি।
আপন সকল পাপ উৎসর্গহ তুমি॥
ইহা বলি কর পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে॥
দয়া করি কহে প্রভু গৌর ভগবান্।
জগাইমাধাই তোরা পাপ দেহ দান॥
জগাইমাধাই কহে শুন প্রভু তুমি।
আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি॥
আমি মহাধমাধম পাপাশয় পাপ।
তোরে দান দিতে মোর উঠে হিয়া কাঁপ॥
এ বোল শুনিঞা আঁখি করে ছলছল।
মেঘের গভীর নাদে বোলে হরি বোল॥
পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে।
জগাইমাধাই সে তুলসী দিল হাথে॥
চৌদিগে ভেল ধ্বনি হরিহরি বোল।
জগাইমাধাই বলি প্রভু দিল কোল॥
নিস্তারিলা দুইভাই জগাইমাধাই।
এহেন পাতকী আমি পরশিতে পাই॥
প্রেম গদগদস্বরে আধ আধ বোলে।
বসন ভিজিয়া গেল নয়ানের জলে॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ কম্পকলেবরে।
চরণে পড়িয়া ভূমি কহয়ে কাতরে॥
এহেন ঠাকুর আর আছে কোন্ জন।
দয়ার সাগর মহা পতিতপাবন॥
জগাইমাধাই হেন পাতকী উদ্ধারে।
শ্রীঅঙ্গ পরশে তারা নাচে প্রেমভরে॥
জগাই মাধাই পাপ পরিগ্রহ করি।
আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর হরি॥
এহেন দয়ার নিধি কে আছে ঠাকুর।
দোষ না দেখয়ে দয়া করে এতদূর॥
জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে উল্লাসে।
এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচন দাসে॥

আর দিনে আর অপরূপ কথা শুন।
নবদ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন॥
নিজগৃহে বান্ধব সহিতে আছে পহুঁ।
প্রকাশয়ে বদন কমলে কথা লহু॥
অমিয়ানদীর ধারা বহে অনিবার।
সিনাইল ভকত বেকত মাতোয়ার॥
এই মনে আছে পহুঁ আনন্দকৌতুকে।
হেনকালে আইল তথা এক যে ভিক্ষুকে
বনমালী নাম তার পুত্র এক সঙ্গে।
বিপ্রকুলে জন্ম বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে॥
দারিদ্র্য জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে।
গৌরচন্দ্র দেখি বিপ্র পাইল সন্তোষে॥
দেখিল ত গৌরচন্দ্র ভকতবেষ্টিত।
পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত॥
পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে।

স্বজন-বান্ধব সঙ্গে আছে মহাসুখে।
সভারে সন্তোষে যত আছে নবদ্বীপে॥
সকল বৈষ্ণব সনে কীর্ত্তন বিলাস।
পুরনারীগণ দেখি ফেলায় হাব্যাস॥
ত্রৈলোক্যমোহন রূপ তাহে নাগরিমা।
বিনোদবিলাস লীলা লাবণ্যের সীমা॥
আর তাহে ঝলমল অলঙ্কার শোভা।
সুন্দর লম্বিত কেশে মালতীর গাভা॥
চন্দনতিলক পরিপাটী মনোহর।
রক্তপ্রান্ত বাস বেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর॥
নিজ পরিজন আর পুরজন সব।
সভে সেই দেখে যার যেই অনুভব॥
হেনমতে নিজজন সঙ্গে আছে পহুঁ।
স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি লহুলহু॥
শুন সর্ব্বজন স্বপ্ন দেখিল রজনী।
আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইলা দ্বিজমণি॥
মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাস মন্ত্র এক।
এখনেহ মোর কর্ণে আছে পৎতেখ॥
যাবত আমার কর্ণে প্রবেশিল মন্ত্র।
সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥
কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয়প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥
ইন্দ্রনীলমণি জিনি পরমসুন্দর।
মোর বক্ষস্থলে বসি হাসে নিরন্তর॥
শুনিঞা মুরারিগুপ্ত কহিল উত্তর।
সে মন্ত্রের ষষ্ঠীসমাস তুমি কর॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিল বচন।
তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন॥
যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন।
না বলিহ কিছু মোরে শুনহ বচন॥
শব্দশক্তি করে হেন কি করিব আমি
লঙ্ঘিতে না পারি পুন যত কহ তুমি
এ বোল শুনিঞা সভে চিন্তিত হৃদয়।
কাতর অন্তর ব্যথায় এ লোচন গায়

ধানশী রাগ।

কি দোষে ছাড়িয়া যাইছ মায়েরে।
আরে দুখিনীর বাছা নিমাঞি রে॥ ধ্রু
আর কথোদিনে শ্রীকেশবভারতী।
আইলা সন্ন্যাসিবর অতি শুদ্ধমতি॥
মহাতেজ ন্যাসিবর মহাভাগবত।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্ব্বত॥
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখি তুষ্ট হৈলা ন্যাসিবর॥
উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন॥
প্রভু অঙ্গ নিরখিয়ে সেই ন্যাসিরাজ।
মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ॥
কেশবভারতী গোসাঞি কহিছে বচন
তুমি শুক প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন॥
এ বোল শুনিঞা সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।
কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল॥
তবে পুন কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া।
অনুমান করি কিছু নিশ্চয় করিয়া॥
তুমি দেব ভগবান্ জানিল নিশ্চয়।
সর্ব্বলোকে প্রাণ ইথে নাহিক সংশয়॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন।
কত দিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরণ॥
তোঃ কৃষ্ণ অনুরাগ অতিবড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥

কত দিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে পাব।
তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুঞি পাব
সন্ন্যাসীর বেশ্য কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
দণ্ডবত হঞা প্রভু যান নিজঘর॥
শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর।
সন্ন্যাসী লইয়া তুমি যাহ নিজঘর॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর।
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর॥
ভিক্ষা করি সেদিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর।
যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর॥
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে।
সন্ন্যাসিবিজয় কথা কহে করপুটে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কাতর অন্তর।
সন্ন্যাসীরে মনে করি গেলা নিজঘর॥
ঘরে যাঞা মনে মনে অনুমান করি।
দঢ়াইলা সন্ন্যাস করিব গৌরহরি॥
ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ॥
আইলেন যথা আছে সব ভক্তগণ।
কান্দিয়া কহিল সব ভক্তের চরণ॥
শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
যাবত থাকেন দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস।
জননী ছাড়িব আর নিজ সব দাস॥
এ বোল শুনিয়া সভে ব্যথিত হিয়ায়।
যুক্তি করে মনে মনে চিন্তয়ে উপায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর না রহিব কারু বশে।
ইহা বলি ভক্তগণ পড়িলা তরাসে॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধূলায়ে ধূসর।
প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া।
মো সভারে কলিসর্পে খাইবে বেড়িয়া॥
কলি ভয়ে তোর প্রভু লইল শরণ।
তোর ভয়ে কলি সর্পে না দংশে এখন॥
হেনই সময়ে সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাসপণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর॥
শুনশুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস।
এক কথা কহি যদি না পাও তরাস॥
প্রেম উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর।
তো সভারে আনি দিব শুন দ্বিজবর॥
সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ।
ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥
আনিঞা বান্ধব জনে করয়ে পোষণ।
আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥
এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাসপণ্ডিত।
তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত॥
জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ।
দেহান্তরে করি তার শ্রাদ্ধ তর্পণ॥
যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হৈবে সভার মরণ॥
মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির॥
মোরা সব অধম দুরন্ত দুরাচার।
তুমি খল শঠ মতি বুঝিব কেতার॥
অচতুর গণ মোরা না বুঝিনু তোরে।
শরণ লইনু তোর ছাড়িয়া সংসারে॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে।
পতিত করিয়া কেন ছাড় মো সভারে॥
পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিঞা।
শরণ লইনু সর্ব্ব ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া॥
এখনে ছাড়িয়া যাহ মো সভারে তুমি।
এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিলুঁ আমি॥
খলমতি না বুঝিয়া লইলুঁ শরণ।
বজ্রর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥
বাহিরে কমল-রস সুগন্ধি পাইয়া।
অন্তরেহ এইমত ছিল মোর হিয়া॥
এখন জানিল তোর কঠিন অন্তর।
বিষকুম্ভ পয় যেন তাহার উপর॥
কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া।
গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥
কুলবতী যেন কামে হৈঞা অচেতনে।
পিরিতি করয়ে যেন পরপুরুষের সনে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক ছাড়ি করয়ে বেভারে।
কলঙ্কী করিয়া যেন ছাড়য়ে তাহারে॥
সে নারী অনাথ শেষে হয় দুই কুলে।
সেইমত মো সভারে করিবে আকুলে॥
তুমি দেশান্তরে যাবে কি কাজ জীবনে।
সভারে নিষ্ঠুর প্রভু হৈলা কি কারণে॥
তিল আধ তোর মুখ না দেখিলে মরি।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি॥
শুন শুন ওহে প্রভু গৌর-ভগবান্।
অধম মুরারি বলে কর অবধান॥
রুইলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া।
বাড়াইলে দিবানিশি সিঞ্চিয়া খুঁড়িয়া॥
তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে।
বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানা রত্নে॥
ফল ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া।
মরিব আমরা সব হৃদয় ফাটিয়া॥
নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি।
স্বপনেহ দেখোঁ তোর চাঁদমুখখানি॥
সংসার বাসনা মোর নিয়ড়ে না হয়ে।
জগত-দুর্ল্লভ তব চরণের বায়ে॥
দয়া করি নিদারুণ হৈলে কি কারণে।
ইহা বলি সভে মেলি পড়িলা চরণে॥
তুমি দেশান্তরে যাবে সভারে এড়িয়া।
খাইব সংসার-ব্যাঘ্রে সভারে বেড়িয়া॥
অহে দীনবন্ধু প্রভু অনাথের নাথ।
পতিত-পাবন হেতু তুমি জগন্নাথ॥
কেহো দন্তে তৃণ ধরি কাতর বচনে।
কেহো উর্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনে ঘনে।
প্রভু বোলে তোমরা আমার নিজ দাস।
তো সভারে কহি শুন আপন বিশ্বাস॥
কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর।
অরুণ কমল আঁখি করে ছলছল॥
সকরুণ কণ্ঠে আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিশবদে রহে॥
আমার বিচ্ছেদ ভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল কলেবর॥
আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।
কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্বর॥
অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী।
বিষ মিশাইল যেন তো সভার বাণী॥
কৃষ্ণ বিনু জীবন জীবনে নাহি লেখি।
কি কাজ এ ছার জীবে যেন পশু পাখী॥

মড়ার যে হেন সর্ব্ব অবয়ব আছে।
জীবারে জীয়য়ে যেন লতা পাতা গাছে॥
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্মকর্ম্ম, দ্বিজ বেদহীন।
পতি বিনু যুবতী যেন, জল বিনু মীন॥
ধনহীন গৃহারম্ভ কিছু নাহি কাজ।
বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্বান্ সমাজ॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্‌ধক্ প্রাণ।
আর যত বোল কিছু না সান্ধারে কাণ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা লাগি পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিণ্ডিয়া॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥

বিভাস রাগ। তর্জ্জাবন্ধ॥

কমলা-সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়ে।
বল দেখি কৃষ্ণপদ পাব কি উপায়ে॥ ধ্রু॥

শুন সর্ব্বজন, সংসার দারুণ,
সংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয়, যেন বিষময়,
শুপতে অন্তরে পোড়ে॥
যতেন্দ্রিয়গণ, বলিয়ে আপন,
বাসনা না ছাড়ে কেহো।
নিতুই নৌতুন, করাএ ভোজন,
তভু না লেউটে সেহো॥
লোভ মোহ কাম, কেহো নহে ন্যূন,
মদ অভিমান ক্রোধে।
চিত চুরি করি, আছয়ে সম্বরি,
তিলেক নাহি প্রবোধে॥
বাহিরে বান্ধয়ে, ভ্রমাই মায়ায়ে
আশ্রম এ জাতি কুলে।
কৃষ্ণ পাসরিয়া, বুলয়ে ভ্রমিয়া,
পাপ দুর্ব্বাসনা মূলে॥
জগতে যতেক, দেখ অপরূপ,
কৃষ্ণ আবরক সভে।
তবহুঁ যতন, মানুষ জনম,
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে॥
মানুষ জনম, দুর্ল্লভ জানিয়ে,
কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া,
মরিয়ে মিছা সংসারে॥
শুন সবজন, কহিলুঁ মরম,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুখ পালাউ,
এ বর মাগোঁ সভাকারে॥
কৃষ্ণের চরিত, গাঙ অবিরত,
বদনে লাগয়ে সাধে।
শ্রীমুখকমলে, নয়ান যুগলে,
হিয়া বান্ধ ছিরিপদে॥
কি কহিব ইহা, কৃষ্ণ না দেখিয়া,
মরমে বিরহজ্বালা।
সংসার সাগরে, অকুল পাথারে,
চিত্ত বিয়াকুল ভেলা॥
সেই পিতা মাতা, সেই সে দেবতা,
সেই গুরু বন্ধু জনে।
সেই বন্ধু হয়ে, কৃষ্ণকথা কহে,
ভজায়ে কৃষ্ণচরণে॥
তোমরা বান্ধব, পরম বৈষ্ণব,
দয়া না ছাড়িহ চিতে।

সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব,
সব তো'সভার হিতে ॥
এতেক উত্তর, কহি বিশ্বম্ভর,
ভূমে গড়াগড়ি বুলি।
এ ধূলিধূসর, গৌর কলেবর,
লোটায়ে মুকুল চুলি ॥
হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল,
সঘন নিশ্বাস নাসা।
অঙ্গের পুলক, আপাদমস্তক,
গদগদ আধ ভাষা ॥
খণএ রোদন, খণএ বেদন,
খণে চমকিত চাহে।
ক্ষণে হাপ ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ,
উঠয়ে কৃষ্ণবিরহে ॥
ক্ষণে উতরলী, বৃন্দাবন বলি,
ক্ষণে রাধা রাধা ডাকে।
মালসাট মারি, বোলে হরি হরি,
ক্ষণে হাথ মারে বুকে ॥
দেখি সব জন, গুণে' মনে মন,
অন্তরে বেথিত হঞা।
কি কহিব আরে, শোকের পাথারে,
পড়িল যে হেন গিয়া ॥
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা।
লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে,
ভাবহ বিরহ ব্যথা ॥
তুমি যে করিবে, নিজ মন সুখে,
তাহে কি বলিব আনে।
তুমি সর্ব্ব জান, যে কর বিধান,
কি হয়ে জীবের প্রাণে ॥
আমি সব জীব, না জানি কি হব,
কীট পিপীলিকা হেন।
তুমি দয়াসিন্ধু, সর্ব্ব জন বন্ধু
বুঝিয়া কহিবে যেন ॥
এ বোল শুনিয়া, পঁহু সে হাসিয়া,
সভারে করিলা কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সন্তোষিয়া,
প্রবোধ উত্তর বোলে ॥
শুন সব জন, আমার বচন,
সন্দেহ না কর কেহো।
যথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাঁই,
আছিয়ে জানিহ এহো ॥
তবে বিশ্বম্ভর, গেলা নিজ ঘর,
সভারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস আশয়ে যতেক করয়ে,
জননী না জানে ইহা ॥
শচীর অন্তরে ধক্ ধক্ করে,
সোয়াথ না পায় চিতে।
লোচন বোলে হেন, প্রেমার সাগর,
কি লাগি চাহে ছাড়িতে ॥

আহিরী রাগ। দিশা ॥

আরে না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে ॥
এইমনে অনুমানে জানা জানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপরে।
অচেতন হৈলা শচী মুর্চ্ছিত অন্তরে ॥
উন্মতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিগে।
যারে দেখে তারে পুছে সর্ব্ব নবদ্বীপে ॥

নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ন্যাস।
বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি।
তুমি না থাকিলে অন্ধকারময় দেখি॥
লোকমুখে শুনি বাছা করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥
সাত কন্যা মরি তোরে পাঞাছিনু কোলে।
না জানি বিধাতা কিবা লেখিল কপালে॥
একাকিনী অনাথিনী আর কেহো নাহি।
সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি॥
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বোলে নবদ্বীপ॥
না ঘুচাইহ আরে পুত্র মোর অহঙ্কার।
তুমি না থাকিলে হব সব ছারখার॥
ভাগ্য করি মানে লোক দেখে মোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য॥
দুখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥
এহেন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে।
ক্ষুধায় তৃষায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনী মায়॥
হাপুত্তির পুত মোর সোণার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই॥
বিষ খাঞা মরিব রে তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কাণে॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশ।
আগুনি জালিয়া তাথে করিব প্রবেশ॥
সর্ব্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণা।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগত ধন্য।
কামিনীমোহন বেশ কেশের লাবণ্য॥
স্কন্ধবিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া।
জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥
বয়স্যবেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুথি বাম হাথে॥
কেমনে ছাড়িবা বাপু নিজ সঙ্গিগণ।
না করিবে তা সভা সহিত সঙ্কীর্ত্তন॥
সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার॥
কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয়জন।
সভারে মারিয়া তোর সন্ন্যাসকরণ॥
আগেত মরিব আমি, পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি আর হরিদাস॥
মরিব সকল লোক না দেখিয়া তোমা।
এ সব দেখিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিভা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ' সব কর্ম্ম॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥
মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্য সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয়॥
গৃহিজন মনঃপাপে নাহি হয় বন্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যায় মনোজয়শুদ্ধ॥

এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
শুনিঞা প্রবোধবাণী কহিতে লাগিল॥
চৈতন্যচরিত্র শুন করিয়া উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন।
মিথ্যা চিত্তে দুঃখ কেন কর অকারণ॥
বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে।
মিছা মাত্র লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে॥
কে তুমি তোমার পুত্র কে বা কার বাপ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণচরণে বহি অন্য নাহি গতি॥
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন।
সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন॥
তা বিনু সকল মিছা কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিথ্যা সকল জগত॥
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুযন্ত্রিত।
নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত॥
নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া॥
চতুর্দ্দশ লোকমাঝে মানুষের জন্ম।
দুর্ল্লভ করিয়া মানি কহিল এ মর্ম্ম॥
বিষয়বিপাক ইথি আছয়ে অপার।
ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার॥
তবহু দুর্ল্লভ জানি মনুষ্যশরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মারায় হৈয়ে স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণভজন সবে মাত্র এই দেহে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহে॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হৈত লাভ॥
সংসারে আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করি ভব তরিবারে॥
সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
চরণে পড়িয়া বোলঁ বচন কাতর॥
বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি॥
আমার নিস্তার আর তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ ছাড পুত্রজ্ঞান॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম্ম॥
ধন উপার্জ্জন করে আনে বড় দুঃখ।
ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদ সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ বেদনা মা চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
সকল জনমে সভে পিতা মাতা পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায়॥
মনুষ্যজনমে কৃষ্ণগুরু সভে জানি।
যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষী মানি॥
এত শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর মুখপদ্ম একদিঠে চায়॥

চতুর্দ্দশ লোকনাথ মায়া করে দূর।
সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল॥
নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বরপীতাম্বর॥
গোপ গোপী গো গোপাল সনে বৃন্দাবনে॥
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে॥
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে॥
স্নেহ নাহি ছাড়ে পুন আপন সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ॥
জগত দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয়॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখনে আপনসুখে করগা সন্ন্যাস॥
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়।
এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায়॥
ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর।
সাত পাঁচ ধারা বহে নয়নের জল॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী সুচরিতা।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেঠ কৈল মাথা॥
পুনরপি মুখ তুলি বোলে বিশ্বম্ভর।
শুনহ জননী তুমি আমার উত্তর॥
যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে॥
এ বোল শুনিঞা শচী সম্বরে ক্রন্দনে।
ব্যথিতহৃদয়ে কহে এ দাস লোচনে॥

বরাড়ী রাগ। ধূলাখেলাজাত॥

গৌরাঙ্গ কেন বা নদীয়ায় আইলা।
(করুণা ছন্দ)

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মন কাহিনী,
হিয়া দুখে বিরস বদন।
মুখে না নিঃসরে বাণী, দু নয়ানে ঝরে পানী,
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন॥
সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম বেথা,
লোকমুখে শুনি ঘানাঘুনা।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, পড়িল আকাশ বাজ,
চেতনা হরিল সেই দীনা॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণে, প্রভু দিন অবসানে,
ঘরেরে আইলা হরষিতে।
করিয়া ভোজন পান, সুখে শয্যায় শয়ান,
বিষ্ণুপ্রিয়া নড়িলা তুরিতে॥
চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,
নেহারয়ে কাতর বয়ানে।
হৃদয় উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥
দু নয়ানে ঝরে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে,
পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া,
কহিলে না কহে কিছু বাণী।

অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান,
নয়ানে গলয়ে মাত্র পানী ॥
পুনঃপুনঃ পুছে পহুঁ, সুমতি না দেই তভু,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া।
প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, পুছে নানা বিধানে,
অঙ্গবাসে বয়ান মুছাঞা ॥
নানা রঙ্গ পরথাব, করিয়া বাঢ়ায় ভাব,
যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,
কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাথ,
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥
তো লাগি জীবন ধন, রূপ নবযৌবন,
বেশবিলাস ভাব কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে,
হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা॥
আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রতিআশা ছিল, দেহপ্রাণ সমর্পিল,
এ নব যৌবনে দিল হাথ ॥
ধিক্ রহু মোর দেহে, এক নিবেদেঙ তোহে,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ,
পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥
ভূমিতে দাঁড়াহ যবে, ডরে প্রাণ হাণে তবে,
সিঞ্চিয়া পড়য়ে সর্ব্বগায়।
অরণ্যকণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন্‌স্থানে,
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায় ॥

সুধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দুবিন্দু,
অলপ আয়াসে মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিষম খরা,
সন্ন্যাস করয়ে মহাদুখী ॥
তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম্ম ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরা,
কেমনে ছাড়বে হেন মায় ॥
মুরারি মুকুন্দদত্ত, হেন সব ভকত,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি
কার্য্য সাধি,
কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস॥
তুমি প্রভু গুণরাশি, জগজনে হেন বাসি,
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে, শুনিলে মরিব সভে,
আরজিবে অপযশময় ॥
কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি তোমার সংসার,
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লঞা, মরি যাই বিষ খাঞা,
সুখে নিবসহ নিজঘরে॥
প্রভু না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি
এ সংসারে,
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরমব্যথা,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী, প্রভু গৌর গুণমণি,
হাসিয়া তুলিয়া কৈল কোলে।
বসনে মুছায় মুখ, করে নানা কৌতুক,
মিছা শোক না করিহ বোলে॥

আমি তোরে ছাড়িঞা, সন্ন্যাস করিব গিঞা,
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে, তোমাকে কহিব তবে
এখনে না মর মিছা শোকে॥
ইহা বলি গৌরহরি, অশ্লেষ চুম্বন করি,
নানারস কৌতুক বিথারে।
অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া, লীলা লাবণ্যের সীমা,
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে॥
বিনোদ বিলাস রসে, ভৈগেল রজনীশেষে,
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে, তে কারণে পুন পুছে,
প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাঞা॥
প্রভু কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না বলিহ মোর ডরে।
হেন অনুমান করি, যত কহ সে চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে॥
তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,
যে করিবে আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে॥
এ বোল শুনিয়া পঁহু, মুচকি হাসিয়া লহু,
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে,
সাবধানে শুন মন দিয়া॥
জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব,
মিছা করি করহ গেয়ান॥
মিছা পতি সুত নারী, পিতা মাতা যত বলি,
পরিণামে কে হয়ে কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ সব মায়া তার॥
কি নারী পুরুখ দেখ, সভারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়াবন্ধে হয়ে ছুই।
সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই॥
রক্ত রেতঃ সম্মিলনে, জন্ম মূত্র বিষ্ঠা স্থানে,
ভুমে পড়ে হঞা আগেয়ান।
বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানা দুঃখ কষ্ট পাঞা,
দেহে গেহে করে অভিমান॥
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি,
অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে।
শ্রবণ নয়ান আন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে,
তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে,
মায়াবন্ধে পাসরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাসরিয়া,
শেষে মরে নরকযন্ত্রণা॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করিহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুখ শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।
পড়িয়া চরণতলে, কাকুতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু॥

মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়া ছিলুঁ তোর
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোলি হঞা,
অধিক বাঢ়ল পরমাদ।
প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছলছল করে আঁখি
কোলে করি করিলা প্রসাদ ॥
শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা,
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাঁই,
এই সত্য কহিলাম দৃঢ় ॥
প্রভু আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজসুখে করে কাজ, কে দিবে তাহারে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেন তভু ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হেঠমুখী, ছলছল করে আঁখি,
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু আচরণ কথা, শুনিতে মরমে ব্যথা,
গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥

গৌরাঙ্গ মোর চান্দবদন হরি।
কবে চান্দ মুখ আর দেখিব নয়ান ভরি ॥ধ্রু॥
এই মনে অনুমানি দিন রাত্রি যায়।
আগুনি জ্বালিল যেন সভার হিয়ায় ॥
সকল ভকতগণ একত্র হইয়া।
গোরা গুণগাথা কহি মরয়ে কান্দিয়া ॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবানিশি।
দশদিক শূন্য অন্ধকারময় বাসি ॥
পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায়।
ছটফটু করিয়া সব নগরে বেড়ায় ॥

হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায়।
কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায় ॥
এক নিবেদন আমি বলিতে ডরাঙ।
আজ্ঞা যদি পাই প্রভু সঙ্গে চলি যাঙ ॥
আর যে বা পাবে সেই সঙ্গে চলি যাউ।
তোমা না দেখিলে কেহো না রাখিবে জীউ
আগেতে মরিব আমি শুন বিশ্বম্ভর।
আপন হৃদয় তোরে কহিল উত্তর ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট অট্ট হাস।
আমার বচন তুমি শুন শ্রীনিবাস ॥
আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাও তরাস।
কভু না ছাড়ি আমি তো সভার পাশ ॥
বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে।
নিরন্তর আছি আমি মন কর স্থিরে ॥
প্রবোধ বচন বলি তুষিল তাহারে।
মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে ॥
হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি মন্দিরে।
নিভৃতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে ॥
শুনহ মুরারিগুপ্ত আমার বচন।
মোর প্রিয় প্রাণ তুমি কহি তে কারণ ॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সাবধানে।
উপদেশ কহি তোর হিতের কারণে ॥
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
তারেধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য ॥
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।
যে চাহে আপনা হিত তার পূজা করু ॥
জগতের হিত সেই বৈষ্ণবের রাজা।
পরম ভকতি করি কর তার পূজা ॥
তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।
নিভৃতে কহিল তোরে রাখিবে হিয়ায় ॥

আমি আর গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস রামাই॥
জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে।
অন্তর কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে॥
এ বোল শুনিঞা সে মুরারি বৈদ্যরাজ।
অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ॥
কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পড়িল চরণে।
নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাসকরণে॥
হরিদাস চরণে করয়ে নমস্কার।
আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার॥
মুরারি-কান্দনা প্রভু শুনিতে কাতর।
অস্তব্যস্ত হইয়া চলিলা নিজঘর॥
মুরারিকে প্রবোধ করিলা এই বাণী।
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি॥
সন্ন্যাস করিব তার, আছয়ে বিলম্ব।
পরিণামে যে কহিলু ওই অবলম্ব॥
এ বোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায়।
কাতর অন্তর ব্যথায় এ লোচন গায়॥

ছাড়্যে গেলে মরি যাব গৌরাঙ্গ রে।
কার মুখ চাঞা রব গৌরাঙ্গ রে॥ ধ্রু॥
রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ হিয়ায়।
আছিল অধিক করি পিরিতি বাঢ়ায়॥
মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায়ে থাকয়ে অন্তর সুস্থ হঞা॥
পুরজনে পরিতোষ যার যে উচিত।
এইমনে সভাকারে করয়ে পিরিত॥
বৈরাগ্য আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরে ঘরে নিজপ্রেম পরকাশ করি॥
কারু ঘরে হাস্য পরিহাস কথা কহে।
যার যেন হিয়া তেন মতে সব মোহে॥
আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে।
মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে॥
নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
হাস বিলাস রসময় অনুক্ষণ॥
সব লোক জানিলেক নহিব সন্ন্যাস।
স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজ দাস॥
শয়ন মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা।
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বোলে।
পরম পিরিতি করি বসাইলা কোলে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগোর কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥
দীর্ঘ কেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥
অগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পারতেখে॥

নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত তাহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনীরূপ নিরীখে বদন।
অধরমাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ী আলিঙ্গন করে।
নব-কমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ-নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছুয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে একমজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥
রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর॥
বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উভারে অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমত্ত চিত॥
এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গ রস ভাব।
ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ॥
যে জন যেরূপে ভজে তারে তেন প্রভু।
ভজন অধিক ন্যূন না করয়ে কভু॥
তাহাতে অধিক আছে অধিকারি-ভেদ।
অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্ব্বেদ॥
ভক্তিবিনু কৃষ্ণ ভজিবারে নারে কেহো।
অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় সেহো॥
বিনি অনুরাগে প্রেমভক্তি হয় যবে।
কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে॥
ঐছন ঠাকুর গৌর করুণার সিন্ধু।
অনুরাগে প্রেমার ভিখারী দীনবন্ধু॥
করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ।
বিচ্ছেদ হৃদয়ে যেন বাঢ়ে তার ভাব॥
ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ।
তার সহ মোর ভাব কভু নহে ভঙ্গ॥
এহেন করুণানিধি আর আছে কে।
আপনা না ধরে নিজ প্রেম অনুরাগে॥
এই সে কারণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
এত জানি মনে কেহো না কয় প্রমাদ॥
এ প্রেম ভকতি প্রভু করিব প্রকাশ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

এমন কেন হল্যো গৌরাঙ্গ এমন কেন হল্যো।
নটবর বেশ গৌরাঙ্গ কি লাগি ছাড়িলে॥
সুরধুনী তীরে নিমাই তিলেখ দাঁড়াইহ।
চাঁদ মুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাইহ॥
এক বোল বোল নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসের কাজ নাই ঘরে বসে থাক॥
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও॥
মায়ে ডাকে রহ গৌরাঙ্গ রে।
মায়ে ছাড়িয়া যাইহ না রে গৌরাঙ্গ রে॥ধ্রু॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।
দঢ়াইল সন্ন্যাস করিব গৌরহরি॥
কণ্টকনগরে আছে ভারতীগোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাঞি॥
একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর।
যাত্রাকালে লইল দক্ষিণনাসার স্বর॥
চলিলা সে মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গাসন্তরণে গেলা ছাড়ি নবদ্বীপে॥

গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
বজর পড়িল যেন সভার মাথায়॥
কিবা দিন মাঝে রবি যেন লুকাইল।
সরোবর ছাড়ি যেন হংসগণ গেল॥
দেহ ছাড়ি প্রাণ যেন গেল আচম্বিত।
ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পিরিত॥
বিচ্ছেদ বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে।
শোকের পর্ব্বত যেন সভাকারে চাপে॥
পরিজন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা পড়িয়া॥
অবয়ব আছে প্রাণ গেল ত ছাড়িয়া।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমিতে লোটায়্যা॥
শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া।
আগুনি পুড়িল যেন ধক্‌ধক্ হিয়া॥
শূন্য হৈল দশদিগ অন্ধকারময়।
কেমনে বঞ্চিব মুঞি ঘর ঘোরময়॥
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘরকরণ।
বিষ যেন লাগে ইষ্টকুটুম্ববচন॥
মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহো।
আমারে নাহিক যম পাসরিল সেহো॥
কিবা দুখ পাই পুত্র ছাড়িল আমারে।
হাপুতি করিয়া পুত্র গেলা কোথাকারে॥
হায় হায় নিদারুণ নিমাই হইয়া।
কোন্ দেশে গেলা পুত্র কে দিবে আনিঞা॥
বুক ফাটে তোর বাপ সোঙরি মাধুরী।
মা বলিয়া আর না ডাকিব গৌরহরি॥
অনাথিনী করিয়া কোথায় গেলে বাপ।
মনে ছিল জননীরে দিব আমি তাপ॥
পঢ়িয়া শুনিঞা পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা॥
কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়ে গেলা।
ভকতজনার প্রেম কিছু না গণিলা॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত॥
বসনে সম্বরে নাহি না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ কান্দনা কান্দে উন্মতি পাগলী॥
প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া।
জালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িয়া॥
গুণ বিনাইতে নারে মরয়ে ঝরয়ে।
সবে এক বোলে দেবী এই ছিল মরমে॥
অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
এখনে সকল সেই ভৈগেল আগুন॥
রহস্য বিনোদ কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নি পোড়ে অতি আর্ত্তস্বরে॥
চৌদিগে ভকত মরে অন্তর যন্ত্রণা।
কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপনা॥
অনেক শকতি তারা বোলে ধীরে ধীরে।
কি দিব প্রবোধ তোরে মন কর স্থিরে॥
যে দেখিলে যে শুনিলে এতকাল ধরি।
মন স্থির কর সব সেই মনে করি॥
কি জানহ ভগবান্ কার আপনার।
শুনিঞাছ যতযত পূর্ব্ব অবতার॥
লোক বেদ অগোচর চরিত্র তাহার।
বড়ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার॥
যারে যেই আজ্ঞা কৈলা থাক সেই মতে।
সেই আজ্ঞা রূপধ্যান কর দৃঢ় চিতে॥
এতেক বচন যবে বৈল ভক্তগণ।
শুনিঞা কাতর হঞা সম্বরে ক্রন্দন॥

তবে নিত্যানন্দ লৈঞা যত ভক্তগণ।
যুক্তি করে কোথা গেলে পাব দরশন॥
কেহো বোলে যত তীর্থ করিব গমন।
যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন॥
কেহো বোলে বৃন্দাবন যাব বারাণসী।
নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী॥
কণ্টকনগরে আছে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥
এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি।
সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি॥
মিথ্যা বাক্যে সব লোক যাব তথাকারে।
আগে আমি তত্ত্ব জানি কহিব সভারে॥
ধীর ভক্ত জনকথো দেহ মোর সঙ্গে।
ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে॥
তবে সব ভক্তগণ মনে অনুমানে।
মুখ্যমুখ্য জন কথো দিল তার সনে॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিলা সত্বর॥
এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়ায়॥
এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর।
কোটি কুঞ্জর মত্ত গমন সুন্দর॥
ঝরঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা।
পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা॥
ঊর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন।
মথুরার মল্ল যেন করিছে গমন॥
রাধার বিরহভাবে হঞাছে ব্যাকুল।
কতি কতি রাধা মোর কোথায় গোকুল॥
সে গমন ক্ষণে ক্ষণে মন্থর হইয়া।
মালসাট মারে ক্ষণে চৌদিগে চাহিয়া॥
একমতে প্রেমবেশে চলি যায় পথে।
অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে॥
কাঞ্চননগরে আইল প্রভু বিশ্বম্ভর।
যথা আছে কেশবভারতী ন্যাসিবর॥
পরম ভকতি করি পরণাম করে।
সম্মুখে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
বড় ভাগ্য মানি দোঁহে সরস সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর বোলে মোরে করাহ সন্ন্যাস॥
এইমনে দুইজনে আছে যেই কালে।
আসি নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাদি মেলে॥
সন্ন্যাসীকে নমস্করি প্রভু নমস্করে।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু ভাল হৈল আইলে॥
তোমার গমনে মোর সকলি মঙ্গল।
সন্ন্যাস করিব আমি জনম সফল॥
এ বোল বলিয়া প্রভু ভারতী সন্তোষে।
প্রণতি বিনতি করে সন্ন্যাসের আশে॥
ভারতী কহয়ে আরে শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর॥
এহেন সুন্দর তনু তরুণ বয়সে।
জনম অবধি না জানহ দুখ ক্লেশে॥
অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার॥
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে সে সন্ন্যাস দিতে ভাল হয় যুক্তি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লঘুবাণী।
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥
মানা না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমণি।
ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি॥
সংসারে দুর্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম॥

বড়ই দুর্লভ তাহে ভক্তজনসঙ্গ।
মানুষের দেহ সে তিলেকে হয় ভঙ্গ॥
বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে॥
মায়া না করিহ মোরে করাহ সন্ন্যাস।
তোর পরসাদে মুঞি হঙ কৃষ্ণদাস॥
ইহা বলি করুণ অরুণ দু নয়ান।
ছল ছল করে আঁখি কাতর বয়ান॥
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহ জিনি পরাক্রম।
ভাবময় সব দেহ অতি সুলক্ষণ॥
হরিহরি বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে।
অবিরাম প্রেমবারি ঝরে দু নয়ানে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী বংশী বলি ডাকে।
ক্ষণে রাসমণ্ডলী বলিয়া অঙ্গ ঝাঁকে॥
গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বলি ডাকে হাসে।
চমৎকার হৈল ন্যাসী অন্তর তরাসে॥
অন্তরে জানিয়া কিছু কহে ন্যাসিরাজ।
মরম জানিল মোর্ত্রি ভাল নহে কাজ॥
জগতের গুরু এই জগতের নাথ।
গুরু করি আমারে করিবে জোড় হাথ॥
এত অনুমানে ন্যাসী করিল উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাঞি লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তার ঠাঁয়॥
সাক্ষাতে সভার ঠাঞি বিদায় হইয়া।
আইসহ আমার ঠাঁই সভা বুঝাইঞা॥
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠাঁয়॥
অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিঞা।
পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল হাসিয়া॥
চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পুরে।
দেখিয়া ভারতী ন্যাসী ভাবয়ে অন্তরে॥
যার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈসে।
তারে পলাইয়া আমি যাব কোন্ দেশে॥
ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি।
সভার জীবন এই সর্ব্বজন সাখী॥
ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি।
কহিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি॥
আর এক বোল বোলোঁ শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর॥
তুমি জগতের গুরু কে গুরু তোমার।
মিছা বিড়ম্বনা কেন করহ আমার॥
এ বোল শুনিঞা কান্দে বিশ্বম্ভররায়।
আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায়॥
প্রণত জনেরে কেনে বোল দুর্ব্বচন।
মল্যে কি ছাড়িব আমি তোমার চরণ॥
মোরে যত বোল মোর বুঝিবারে মন।
এক নিবেদন আছে শুনহ বচন॥
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলুঁ স্বপনে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণে॥
এত বলি ভারতীর কর্ণে কহে মন্ত্র।
প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র॥
মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময়।
কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকৃষ্ণ কয়॥
বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘনেঘন।
বুঝিল এ জন কৃষ্ণ শচীর নন্দন॥
ইহার পিরীতি সেই ভাগ্য সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণ প্রীত হীন ধর্ম্ম নহে সুলক্ষণ॥
বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাঞি॥

এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে।
হরি হরি বোলয়ে গম্ভীর মেঘনাদে॥
গৌর শরীরে সে পুলক সারি সারি।
অমিয়া পসার গোরার অঙ্গের মাধুরী॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার॥
নবদ্বীপ হৈতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তারা বলি হরি হরি॥
দণ্ডবত প্রণতি করিল বহুতর।
হাসিয়া করিলা কোলে শচীর কোঙর॥
প্রভু কহে ভাল হৈল তোমরা আইলা।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ হেতু তোমরা মিলিলা॥
আদ্যোপান্ত তোরা দুই সঙ্গী মোর সঙ্গে।
তো সভা দেখিয়া চিত্ত অতি বড় রঙ্গে॥
গৌর মুখ দেখি কান্দে দুই মহাশয়।
ডাহিন বামেতে দোঁহে রহিল নিশ্চয়॥
কণ্টকনগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন জুড়ায়॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুখ।
কিবা সে পণ্ডিত জন এ গণ্ড মুরুখ॥
শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী॥
কাঁখে কুম্ভ করি কেহো দাঁড়াইয়া চাহে।
লড়িতে না পারে সেহ লড়ি ধরি ধায়ে॥
পঙ্গু আতুর আর গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসয়ে পাড়ে গালি॥
এমন বালকে কেহো করায় সন্ন্যাস।
সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নহে লোকে উপহাস॥
কঠিন অন্তর ইহার দয়াহীন জন।
নগরে না রাখি ইহার কহিল কথন॥
সন্ন্যাসীকে সভে নিন্দা করে বার বার।
গোরামুখ দেখি সভার আনন্দ অপার॥
ধন্য ধন্য করি লোক বাখানয়ে রূপ।
এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ॥
ধন্য জননী সে ধরিল পুত্র গর্ভে।
দেবকী সমান সেই শুনিঞাছি পূর্ব্বে॥
কোন্ ভাগ্যবতী হেন পাঞাছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী॥
রূপ দেখি নিজ আঁখি নাড়িতে না পারি।
ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি॥
কেমনে বাঁচিবে সেই ইহার জননী।
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে অমনি॥
হেন বুঝি মাতা পিতা নাহিক ইহার।
এ অচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ বেদসার॥
বৃন্দাবন মাঝে কিবা রাধা হারাইয়া।
তার অন্বেষণে বুলে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
সে বিরহে ভেল ইহার সন্ন্যাস করণ।
নিশ্চয় জানিল এই নন্দের নন্দন॥
এত অনুমান করি কান্দে সব লোক।
ডাকিয়া কহয়ে প্রভু না করিহ শোক॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেও মাথা॥
যার যেই নিজ পতি সেই তাহা চাহে।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে॥
রূপ যৌবন যত এ রস লাবণ্য।
নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য॥
মনে মনে কর এ সভার অনুভব।
পতি বিনু যুবতীর মিছা হয় সব॥
কৃষ্ণপদ বিনু মোর অন্য নাহি গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি॥

ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন।
ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥
পুনরপি ন্যাসিবরে করয়ে প্রণাম।
আপন অন্তর-কথা করয়ে বিধান॥
তার পর দিনে প্রভু গুরু আজ্ঞা লঞা।
সন্ন্যাস বিধান কার্য্য করেন হাসিয়া॥
করিল সকল কর্ম্ম যে বিধি উচিত।
সন্ন্যাসী নিকটে গেলা হঞা অতি ভীত॥
আপনে আচার্য্যরত্ন কৃষ্ণপূজা করে।
চৌদিগে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥
গুরুর সমীপে রহি পুটাঞ্জলি করি।
মাগয়ে সন্ন্যাসমন্ত্র পরণাম করি॥
মুণ্ডন করিল প্রভু শুন তার কথা।
যাহা শুনি সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা॥
সকল বৈষ্ণবগণের হিয়া ভেল কাঁপ।
মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেই ঝাঁপ॥
কমলা লালিত কেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর।
মালার সহিতে নাম্বে এ গজকন্ধর॥
পুরুবে চূড়ার বেশে মোহিল জগত।
যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত॥
গোপবধূ যার লাগি ছাড়িলেক লাজ।
জাতি কুল শীল ভয়ে পাড়িলেক বাজ॥
যার গুণ গায় শিব বিরিঞ্চি নারদ।
আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ॥
হেন কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পহুঁ।
কান্দয়ে সকল লোক নাহি তুলে মুহু।
নাপিত আনিঞা কৈল বচন বিনয়।
কৃষ্ণ ভজি তুমি মোরে হওত সহায়॥
আমি ত সন্ন্যাসী হঞা কৃষ্ণের হইব।
মস্তক মুণ্ডন কর তোর ভাগ্য হব॥
নাপিত না দেই হাথ শিরের উপর।
তরাসে তাহার অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউ সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাথ দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হউ গলু সব অঙ্গ।
বংশ ঘোর নরক যাউ শুনহ গৌরাঙ্গ॥
তথাপি তোমার শিরে হাথ দিতে নারি।
বিনয় করিয়া বোলোঁ শুন গৌরহরি॥
কণ্টকনগরের লোক এ নারী পুরুষে।
ফুকরি ফুকরি কান্দে গদগদ ভাষে॥
নাপিত কহয়ে প্রভু নিবেদি চরণে।
তোর শিরে হাথ দিব কাহার পরাণে॥
আমার শকতি নারি করিতে মুণ্ডন।
সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্যমোহন॥
দেখিতে শীতল করে হৃদয় নয়ন।
যে কর সে কর প্রভু না কর মুণ্ডন॥
এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতর।
তুমি সর্ব্বলোকনাথ জানিল অন্তর॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ পায়।
বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায়॥
পুন নিবেদন করে অন্তরে কাতর।
কেমনে বা হাথ দিব শিরের উপর॥
অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা।
তোর শিরে হাথ দিয়া ছোব কার পা॥
কার্ পায় ধরিয়া করিব নিজ বৃত্তি।
অধম নাপিত মুঞি হও ছার জাতি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু সদয় হৃদয়।
না করিহ নিজবৃত্তি ঠাকুর কহয়॥
প্রভু বোলে শুন রে নাপিত হরিদাস।
মুণ্ডন করাহ আমি করিব সন্ন্যাস॥

কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম যাবে তোর সুখে।
অন্তকালে বাস তোর হৈবে স্বর্গলোকে ॥
আমার মুণ্ডন করি যত অস্ত্রগণ।
গঙ্গাজল মাঝে লঞা কর সমর্পণ ॥
শুনি হরিদাস মনে ভাবিতে লাগিলা।
আমার মঙ্গল কর্ম্ম কভু না হইলা ॥
মুণ্ডন করিয়ে যদি তবুহ বিনাশ।
মুণ্ডন না কৈলে মোর হয় সর্ব্বনাশ ॥
ইহার পীরিতি করি যে হউ সে হউক।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরমাত্মা এই পরতেক ॥
মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়।
কাতর অন্তর বেথায় এ লোচন গায় ॥

মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভক্ষণে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে ॥
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ত্তনে।
মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবণে ॥
মন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর পুলকিত অঙ্গ।
শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
ক্ষণে মালসাট মারে ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥
সন্ন্যাস করিল ইহা বলিয়া উল্লাস।
পুনঃপুন প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস ॥
কাঞ্চননগরের লোক সে রূপ দেখিয়া।
নিশ্চয় জানিল এই রাসবিনোদিয়া ॥
ভক্তগণ মুখ হেরি নাচয়ে আনন্দে।
আপনে ঠাকুর নাচে নাচে নিত্যানন্দে ॥

গদাধর নরহরি নাচে কাছে কাছে।
সকল বৈষ্ণব নাচে গৌরহরি মাঝে ॥
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চৌদিগে সকল লোক বোলে হরিবোল ॥
নটবরশেখর সুগড় সহচর।
রাধাকৃষ্ণ গুণগানে প্রেমায় বিহ্বল ॥
হেনই সময়ে কহে ভারতীগোসাঞি।
কি নাম তোমার হয় শুনহ নিমাঞি ॥
যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে।
সভে মিলি ন্যাসিবর করে অনুমানে ॥
বুদ্ধি অনুরূপ কহে যার যেই মনে।
হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥
ধ্বনি শুনি সর্ব্বলোক হৈল চমৎকার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করহ ইহার ॥
নিদ্রারূপা মহামায়া দেবী ভগবতী।
আচ্ছাদিল সর্ব্বলোক ভেল ছন্ন মতি ॥
যতেক করয়ে সব নিঁদেয়ি স্বপনে।
আপনে ঠাকুর সভার করায় চেতনে ॥
আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তেঞি বলিয়ে ইহারে ॥
এতেক বচন সভে দৈবমুখে শুনি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি ॥
আনন্দ হৃদয় প্রভু বোলে হরিবোল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম আজি হৈতে মোর ॥
গুরুর চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর ॥
গমন উত্তম দেখি সেই ন্যাসিরাজ।
ডাকে হের দণ্ড ধর না করহ ব্যাজ ॥
গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি।
স-বসন দণ্ড পাইয়া লহু লহু হাসি ॥

গ্রহণ করিল গুরুর স-বসন দণ্ড।
প্রণতি করয়ে বহু ভকতি প্রচণ্ড॥
আমি সে সকল ছাড়ি করিনু সন্ন্যাস।
তুমি না ছাড়িলে মোরে জন্মে জন্মে বাঁশ॥
রাম অবতারে তুমি ধনুক হইয়া।
রহিলে আমার হাথে দুষ্টের লাগিয়া॥
কৃষ্ণ অবতারে বংশী হঞা মোর করে।
মোহিত করিলে সব অখিল সংসারে॥
ইবে দণ্ড হঞা মোর আইলা করেতে।
কলিযুগে পাষণ্ডদলন হেতু রূপে॥
ইহা বলি মহাপ্রভু বোলে হরিবোল।
আকাশ পরশে মহা প্রেমার হিল্লোল॥
গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সে দিন তথাই।
গুরুভক্তি করি সুখে বঞ্চিলা গোসাঞি॥
সকল বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুর সংগতি নৃত্য করয়ে মোহন॥
কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে।
ঠাকুর নাচয়ে হরি বোলে সর্ব্বলোকে॥
প্রেমানন্দে পূর্ণ দোঁহে পাসরে আপনা।
ব্রহ্ম সুখ অল্প করি মানয়ে দু জনা॥
এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য অবসানে।
বসিয়া কহয়ে ন্যাসী বিশ্বম্ভর শুনে॥
মোর হাথ হইতে দণ্ড কে নিলে আমার।
দণ্ডাগ্র পরশি পুন বোলে নাচিবার॥
ইহা বলি বিহ্বল হইয়া নাচে পুন।
ঠাকুর নাচয়ে আর অপরূপ শুন॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব নাচয়ে কৌতুকে।
হরি হরি বোলে প্রেমানন্দে চতুর্দ্দিগে॥
এইমনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায়।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায়॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করয়ে প্রণাম॥
নীলাচল যাই যদি পাই সন্নিধান॥
গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর।
কেশব ভারতীর হিয়া করে দুর্ দুর্॥
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
বিদায় সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে।
করুণা কারণে পদব্রজে বুল লোকে॥
গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধি কর্ম্ম।
সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ।
আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্ন্যাস॥
আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর।
এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর॥
আজ্ঞা দিল চল নীলাচল গিবিবাজে।
কিছু না বলিল গৌরচন্দ্র আর লাজে॥
চরণ পরশ করি চলিলা ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে প্রেমার উল্লাস।
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস॥
বুক বাঞা পড়ে ধারা নয়নের জলে।
সুরনদী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক।
কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক॥
মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায়।
নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ গুণ গায়॥
ক্ষণেকে পড়য়ে ভুমি রহে স্তব্ধ হঞা।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া॥
ক্ষণে গোপীকার ভাব ক্ষণে দাস্যভাব।
ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র ধাব॥

এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে।
রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণ নাম গন্ধে॥
কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে।
নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে॥
দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবে রে বাপ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে॥
সেইখানে শিশুগণ গোধন চরায়।
নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায়॥
যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপ।
হরি বলি ডাকে সব শিশু আচম্বিত॥
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি॥
তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান।
কৃতার্থ করিলি রে শুনাইয়া হরিনাম॥
প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
ভিক্ষা করিলা আর কথোদূর গিয়া॥
হেন মতে দিবানিশি নাহি জানে সুখে।
তিন দিন বহি অন্নজল দিলা মুখে॥
হেন মনে প্রেমানন্দে দিন রাতি যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায়॥
নবদ্বীপবাসী যত আমার লাগিয়া।
কান্দএ ব্যাকুল হয়্যা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
নিশ্চয় না জানে মোর সন্ন্যাসকরণ।
সভারে জানাহ মোর এই বিবরণ॥
কহিল ঠাকুর পুন হৈব দরশন।
অচিরে হইবে দেখা না হব বিমন॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর॥
মরিব তোমারে প্রভু আমি না দেখিয়া।
মরিব যে নবদ্বীপের শোকাগ্নে পুড়িয়া॥
নবদ্বীপবাসী সব এক মুখে রহে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আসি দেখি কিবা কহে॥
কহয়ে লোচন দাস কহনে না যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ যায়॥

নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্যশেখর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক্‌ধক্ হিয়া॥
সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে।
সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে॥
পুছিতে না পারে কেহ মুখে নাহি রায়ে।
শুনি শচীদেবী আউদড় চুলে ধায়ে॥
আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্মতি পাগলী।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলি॥
আমার নিমাই কোথা থুয়া আইলে তুমি।
কেমনে মুণ্ডিল কেশ কোন্ দেশ ভূমি॥
কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণা।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হৈল করুণা॥
সে হেন সুন্দর কেশলাবণ্য দেখিয়া।
কোন্ ছার নাপিতের নিদারুণ হিয়া॥
কেমনে পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর।
কেমনে বা জীল সেই দারুণ নিঠুর॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুড়াঞা পুত্র কেমন বা হৈল॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার॥

রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে হেন সোণার গায়ে নাহি দিব হাথ॥
সুন্দর বদনে চুম্ব নাহি দিব আর।
ক্ষুধার সময় কে বা বুঝিবে তোমার॥
এতেক বিলাপ যবে শচীদেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জনকথো গেল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে॥
হাহা প্রাণনাথ ছাড়ি গেলে হে নদীয়া।
অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া॥
শ্রীবাসাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনে বিহার।
নয়ন ভরিয়া নৃত্য না দেখিব আর॥
প্রেমাবেশে গদগদ বোল শ্রীবদনে।
না শুনিয়া অভাগিনী বাঁচিব কেমনে॥
কোন দেশে কি রূপে আছয়ে প্রাণেশ্বর।
স্মরিয়া স্মরিয়া প্রাণ হৈল জর জর॥
হায় রে কঠিন প্রাণ না বেরেহ কেনে।
জালহ আগুনি আমি মরিব এখনে॥
উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটিযুগ।
না দেখিয়া প্রাণনাথ তোর বিধুমুখ॥
জীব মাত্রে উদ্বেগ না দেয় সাধুজন।
তোর শোকে শচীমাতা ছাড়য়ে জীবন॥
মুঞি অভাগিনী তোমার ভকতি না জানি।
সেই অপরাধে বুঝি হৈলু অনাথিনী॥
চরণ নিকটে প্রভু বসিয়া তোমার।
রূপ হেরি হেরি আমি না জুড়াব আর॥
বদনে তুলিয়া দিতে কর্পূর তাম্বুলে।
দশন মুকুতা পাঁতি পরশি অঙ্গুলে॥
অরুণ নয়ান কোণে করুণায় চাঞা।
মধুর মধুর কথা বলিতে হাসিঞা॥
অধর অরুণ আর তাম্বুলের রাগে।
দশন কিরণ মোর হিয়া মাঝে জাগে॥
তাহাতে অমিয়া মাখা শ্রীমুখের হাস।
শ্রবণ নয়ান মোর জীত সেই আশ॥
অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
সোঙরিতে এবে সেই ভৈগেল আগুন॥
বিনোদ বিলাস রস সুখময় শেজে।
সে সব সোঙরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ তেজে॥
হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিধু আমার সকল আন্ধিয়ারে॥
সে হাস্য লাবণ্য দেহ না দেখিব আর।
না শুনিব বচনচাতুরী সুধাসার॥
অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলা তুমি।
সোঙরি তোমার গুণ নিবেদিয়ে আমি॥
কোন্ ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোন অভাগিনী-কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেন না মরিলা॥
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নয়নে।
কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে॥
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বরনারী।
আমি অভাগিনী প্রাণ এতকাল ধরি॥
মরি মরি গৌরাঙ্গসুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অভাগিনী সহজে অবলা॥
কোন্ দেশে যাব লাগি পাব কোন্ ঠাঞি।
যাইতে না দিব কেহো মরিব এথাই॥
মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে পড়িয়া দেবী করে হায় হায়॥

বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুখায় কম্প হয় কলেবর॥
কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা চরণ ধেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে॥
প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে সর্ব্বজন কান্দে॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে তার কাণে।
কথোক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইল চেতনে॥
সব জন বোলে হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া॥
তোর প্রভু তোর আগে কহিয়াছে কথা।
যথা তথা যাই তোর নিকটে সর্ব্বদা॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া মাঝ॥
প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া।
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া॥
সন্ন্যাস করিল মো সভারে দুখ দিয়া।
এখনে ছাড়িয়া গেল নিদারুণ হৈয়া॥
রহিব কেমনে তাহা ছাড়িয়া আমরা।
নিদারুণ মো সভারে ছাড়িলেন গোরা॥
তারেধিক দয়াল তাহার বড় নাম।
নাম হৈতে তারে পাই এই মুখ্য কাম॥
তার বাক্য আছে পূর্ব্বে মো সভার তরে।
নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে॥
এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সভাই।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই॥
কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি॥
নামপাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
দাণ্ডাইল মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাঞা রহিলা।
অঝর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজ তুমি।
শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি॥
শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল।
দেখা দিব সভাকারে এই সত্য কৈল॥
কহয়ে লোচন দাস কাতর হৃদয়।
এথা প্রভু গৌরচন্দ্র করিল বিজয়॥

নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু পথ চলি যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায়॥
নবদ্বীপ যাহ তুমি শুনহ বচন।
নদীয়ানগরে মোর যত বন্ধুজন॥
সভারে কহিও নমো নারায়ণ বাণী।
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে উত্তরিব আমি॥
সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্র হইব সভে আচার্য্যের ঘরে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
নিত্যানন্দ রায় যান নদীয়ানগর॥
নদীয়ানগরের লোক জীয়ন্তেই মরা।
কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস নাহি তারা॥
উদরে নাহিক অন্ন টলমল তনু।
সর্ব্ব অন্ধকার তার গোরাচাঁদ বিনু॥
আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া নগরে।
প্রাণে বল হৈল সভে ধাইলা সত্বরে॥

চলিতে না পারে পথে টলমল করে।
দেখিতে না পায় পথ নয়ানের জলে॥
সকল বৈষ্ণব আসি পড়িল চরণে।
পুছিতে না পারে কিছু নিরীখে বদনে॥
শচী অতি উনমতি ধায় উর্দ্ধমুখে।
এ ভূমি আকাশ যার ডুবিয়াছে শোকে॥
আর্ত্তনাদে ডাকে শচী আরে অবধূত।
কোথা থুঞা আলি মোর নিমাই সোণার সুত।
ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে।
টলমল করে, নাহি চাহে পথ পানে॥
শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর।
শচী বোলে মোর পুত্র আইসে কতদুর॥
নিত্যানন্দ বোলে খেদ না করিহ চিত্তে।
আমাকে পাঠায়া দিল তোমা সভা নিতে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে রহিবে ঠাকুর।
খেদ না করিহ দেখা পাবে শান্তিপুর॥
চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে।
সেইমনে সেইক্ষণে সর্ব্বলোক চলে॥
বালবৃদ্ধ যুবকযুবতী ধীর জন।
মূর্খ কিবা তপস্বী চলিলা সর্ব্ব জন॥
শচী আগে আগে ধায় গায়ে হৈল বল।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ চলিলা সকল॥
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে উত্তরিল গিয়া।
ভাঙ্গিল কাঁকালি তাঁহা প্রভু না দেখিয়া॥
অদ্বৈত আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ।
তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধ॥
আমারে পাঠাঞা দিল এ সভা আনিতে।
আর কিছু নাহি জানি কি আছে তার চিতে॥
ইহা বলি দোঁহে মেলি করে কোলাকুলি।
গৌরাঙ্গসন্ন্যাস শুনি অদ্বৈত বিকলী॥
মুঞি অভাগিয়া সঙ্গ না পাইল আর।
কবে চাঁদমুখ মো দেখিব আর বার॥
শচী উনমতী পুছে তখনে তখন।
সর্ব্ব জন বোলে প্রভু আসিব এখন॥
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল সর্ব্ব জনের হৃদয়ে।
আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়ে॥
আছিল অধিক কোটি গুণ দেহ ছটা।
আর তাহে উজ্জল চন্দন দীর্ঘ ফোটা॥
গোরা গায়ে অরুণ বসন উজিয়ার।
প্রাতঃকালের সূর্য্য যিনি বরণ তাহার॥
দণ্ড করে আইসে মত্তসিংহের গমনে।
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরণে॥
হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাক।
পাসরিল সর্ব্ব জন দুখ লাখেলাখ॥
আনন্দে ভরল হিয়া নাহি শোক দুখ।
এক দৃষ্টে চাহে সভে বিশ্বম্ভর মুখ॥
প্রাণ হারাইলে যেন প্রাণ পায় জনে।
ধন হারাইলে যেন ধনী পায় ধনে॥
পতি হারাইলে যেন পতিব্রতাগণ।
সুখী যেন পুনর্ব্বার পাঞা দরশন॥
জল ছাড়ি মৎস্য যেন ছটফট করে।
আচম্বিতে জল পাইলে যেন কুতুহলে॥
এই মতে সব জন গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
পুলকে আকুল অঙ্গ হরষিত হৈয়া॥
প্রেমায় ভরল লোক নাহি দুঃখ শোক।
এক দিঠে চাহে শচী গোরাচান্দ মুখ॥
আইস আইস বাপ মোর হাপুতির পুত।
অনাথিনী করি কোথা গিয়াছিলা সুত॥
ঘরে লঞা যাব তোরে রাখিব সম্বরি।
সন্ন্যাসের বেশ তোর সব পরিহরি॥

মায়ের কান্দনা দেখি জগত ঈশ্বর।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল বিশ্বম্ভর॥
মায়েরে কহিল আর না কান্দহ তুমি।
তোমার কান্দনায় চিত্তে দুঃখ পাই আমি॥
ইহা বলি শোক দূর কৈল ভগবান।
শচীর আপন শোক কৈল নিবারণ॥
যতেক আছিল শোক কিছু নাহি চিতে।
অমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি আনন্দ হিয়ায়।
দিব্যাসনে বসাইলা প্রভু গোরারায়॥
পাদ প্রক্ষালন করে মুছায় চরণে।
পাদোদক পান কৈল সব নিজ জনে॥
জয় জয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল।
সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ হিল্লোল॥
তেজ দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস॥
দণ্ড পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
ছলছল করে আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া॥
প্রেমে গদগদ স্বর অঙ্গ পুলকিত।
মইল শরীরে জীউ আইল আচম্বিত॥
হেন মনে নিজ জনে দেখি গোরারায়।
কৃপাদিঠে চাহে দয়া বাঢ়িল হিয়ায়॥
কারো নিজ করে প্রভু পরশন করে।
হাসিয়া সম্ভাষে কাহো কোলে চাপি ধরে॥
যার যেন অভিমত করয়ে ঠাকুর।
সভার হৃদয়ে উপজিল প্রেমাঙ্কুর॥
হৃষ্ট হৈলা সব জন দূরে গেল শোক।
আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করি বোলে লোক॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত সুচতুর।
তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর॥

পাক কৈল শচীমাতা জগতজননী।
আনন্দে ভাসিলা সীতাদেবী নারায়ণী॥
ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটী।
সকল ব্যঞ্জন পত্রে দিল মিঠিমিঠি॥
ভোজন করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দ হিয়ায়॥
তবে সব জন যার যেই অনুরূপ।
ভোজন করিলা সভে আনন্দ কৌতুক॥
সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে।
আনন্দে গোঙায় দিনরাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে॥
সঙ্কীর্ত্তনে ভোরা প্রভু নিজ গুণ গায়।
আনন্দ হৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচায়॥
নাচে নিত্যানন্দ আর নাচে হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ নাচে আর শ্রীনিবাস॥
গদাধর নরহরি নাচে তারা পাশে।
বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাসে॥
সব ভক্ত নাচে মোর গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া।
গণিতে না পারি তা সভার নাম লঞা॥
অনন্ত গৌরাঙ্গ সঙ্গী কে বর্ণিতে পারে।
সভাই বেঢ়িয়া নাচে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
দেখি শচীমাতা সীতা নারায়ণী সঙ্গে।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে নিজ পুত্র সঙ্গে॥
সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ উল্লাস।
ঐছন শুনিঞা সুখী এ লোচনদাস॥

এইমনে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু আসনে বসিল॥
দণ্ড করে যেন সর্ব্বরাজের ঈশ্বর।
অরুণ বসন অঙ্গে করে ঝলমল॥

যত নিজজন কাছে আছয়ে বসিয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু সভা সম্বোধিয়া॥
শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ।
আপন আশ্রমে সভে করহ গমন॥
নীলাচল যাব জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রসন্ন বদনে যদি প্রভু দয়া করে॥
তোমরা থাকিবে আজ্ঞা করিবে পালন
নিরন্তর দিবানিশি করিবে কীর্ত্তন॥
হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন।
এই ধর্ম্ম করি যেন তরে সর্ব্বজন॥
নির্ম্মৎসর-অন্তর হইবে সর্ব্বজন।
সভে সভাকার মন কর্য আরাধন॥
এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
বাহু মেলি সভাকারে আলিঙ্গন করে॥
প্রেম-জলে দু-নয়ান করে ছলছল।
সকরুণ কণ্ঠ ভেল গদগদ স্বর॥
হেনই সময়ে সে চতুর্থ হরিদাস।
দন্তে তৃণ ধরি পড়ে পদাম্বুজ পাশ॥
অতি আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুণ স্বরে।
শুনিতে সকল লোক হৃদয় বিদরে॥
ব্যথিত হইল প্রভু সজলনয়ন।
কাতর অন্তরে কিছু কহয়ে বচন॥
এই মত ভাগ্য মোর হবে কত দিনে।
পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে॥
কহিব কাতর বাণী পাদাম্বুজ পাঞা।
সফল করিব আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া॥
এ বোল বলিতে চারিপাশে ভক্তগণ।
ভূমেতে পড়িয়া সভে করয়ে রোদন॥
চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়।
ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায়॥

কেহো পায়ে ধরি কান্দে আউদড় চুলি।
অনেক যতনে প্রভু আপনা সম্বরি॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিল কিছু করি অনুবন্ধ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো ছার অধীন।
দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তিহীন।
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস॥
একেশ্বর কেমনে চলিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে॥
শচীর দুলাল তুমি দুল্লল-চরিত।
দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥
ভক্তজন নয়ন অমিয়া দিঠিপাতে।
এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাথে হাথে॥
অনেক আছিল প্রেমফল প্রতিআশে।
সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইলে আশে॥
পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যাব তোরে বিদায় করিয়া॥
এখনে চলিব আমি মো ছার অধম।
তোর ধর্ম্ম নহে তুমি পতিতপাবন॥
করুণা কর্দ্দমে তনু গঢ়াইল বিধি।
বিনোদবিলাস লীলা দিয়া নানা নিধি॥
কেবল পরম প্রেমা তাহে জীবন্যাস।
ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ করিল প্রকাশ॥
উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য ভিতরে।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী জগত কাতরে॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রুইয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে॥
যে যার তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিবে সভে আগুনে পুড়িয়া॥

হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
কান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
যে দেখিলে যে শুনিলে নদীয়া নগরে॥
শূন্য যেন লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সভারে সভার ঘর যোজন অন্তর॥
যেখানে বসিয়া সে কহিল নিজ কথা।
দেখিলে মরিব আর নাহি যাব তথা॥
নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে।
না দেখিব অরুণ নয়নে প্রেমজলে॥
রহস্য বিনোদ কথা না শুনিব আর।
না দেখিব নৃত্যাবেশ প্রেমার প্রচার॥
হুহুঙ্কার শব্দামৃত না শুনিব আর।
কে মোর রোধিল কর্ণ-নয়ান-দুয়ার॥
কেমনে না দেখি জীব' তোর মুখচান্দ।
নয়ান থাকিতে কে বা করিলেক আন্ধ॥
না দিত বিদায় মোরে যাব তোর সঙ্গে।
তোমার নিঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে॥
আহিড়ী ঘণ্টার রব যেমন করিয়া।
কাছে মৃগী আইসে তারে মারয়ে ধরিয়া॥
তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন।
লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারণ॥
তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সভাই মরিবে।
ভকতবৎসল নাম কেমনে ধরিবে॥
শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি।
তাহার সমীপে ইহা কহে কোন্ ব্যক্তি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদ মাত্র শুনি।
এ কথার সম্বিধান করহ আপনি॥
এতেক বচন যবে বৈল ভক্তগণ।
অন্তর কাতর কিছু কহয়ে বচন॥

শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর।
কোন কালে তো সভারে নহিব নিঠুর॥
নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা।
সর্ব্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা॥
আছিল অধিক সুখ বাঢ়িবে অপার।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে ভাসিব সংসার॥
কাহার হৃদয়ে না রাখিব দুখ শোক।
সংকীর্ত্তন সমুদ্রে ডুবাব সর্ব্ব লোক॥
কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥
এ বোল শুনিয়া সভে পড়িলা চরণে।
সত্য কর প্রভু যেই কহিলা বচনে॥
সত্য সত্য বলি প্রভু বোলে বার বার।
নীলাচল বাস সত্য হইব আমার॥
শচীদেবী সম্মুখে দাঁড়াতে নারে থিয়া।
দাঁড়াইল দু জনার দুবাহু ধরিয়া॥
নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি।
তোমারে না দেখি এথা মরি যাব আমি॥
সভে তোর বদন দেখিব কতবার।
আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর॥
সভার প্রবোধ বাছা করিলি আপনে।
আমার প্রবোধ তুমি দিবেরে কেমনে॥
আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি এ সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র রহিল অন্তরে॥
হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুণ হিয়া।
মিছা শোকে মর পূর্ব্ব জ্ঞান পাসরিয়া॥
চলি যাহ শোক কিছু না করিহ চিতে।
নির্ম্মৎসর হই রহ এ সব সহিতে॥
দণ্ডবত করি প্রভু মায়ের চরণে।
প্রবোধ করিল প্রভু কথায় বিধানে॥

মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
সত্বরে চলিলা, উঠে কান্দনের রোল॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু পাছে যান তত্ু।
দণ্ড দুই গিয়া পাছে চাহে মহাপ্রভু॥
দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য বিলম্বে।
উত্তরিল আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে॥
বয়ান বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়।
কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায়॥
তুমি পরদেশে যাবে এই বড় দুখ।
তাহাতে অধিক এক পোড়ে মোর বুক॥
আপন হৃদয় তোরে করি সুগোচর।
নিশ্চয় করিবে প্রভু ইহার উত্তর॥
তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে॥
আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ না দরবে কেনে।
এ কাঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে॥
আমার সমান আর দুরাচার নাহি।
তোমার বিচ্ছেদে মোর প্রেমা উঠে নাহি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসি কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব শুন মোর বোলে॥
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পারি।
তে কারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি॥
ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য্য মনে চিন্তি॥
নয়নসাগরে বহে সাত পাঁচ ধারা।
নির্ভর প্রেমায় সম্বেদন নাহি তারা॥
পড়িল অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্য বলি।
চৈতন্য বিয়োগে গড়াগড়ি যায় ধূলী॥
দেখিলেন মহাপ্রভু অদ্বৈত বিলম্ব।
পুন গাঁঠি বান্ধে প্রভু অদ্বৈত সম্বন্ধ॥
আস্তে ব্যস্তে সম্বরণ করয়ে ঠাকুর।
সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর॥
এই ত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই।
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই॥
তোর প্রেমার বশ আমি শুনহ আচার্য্য।
পূর্ব্ব সোঙরিয়া বিথারহ নিজ কার্য্য॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বর।
সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর॥
কহয়ে লোচন শুন গৌর ঠাকুরাল।
সন্ন্যাস নহিল বুকে রহি গেল শাল॥

সভারে বিদায় দিয়া চলিল ঠাকুর।
শূন্যাকার হৈল সব নবদ্বীপপুর॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূতরায়।
নরহরি আদি করি সঙ্গে চলি যায়॥
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
এই নিজজন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর॥
জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি।
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে।
টলমল করে তনু না পারে হাঁটিতে॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি ধায় সিংহ পরাক্রমে।
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই ডাকে ঘনে ঘনে॥
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণ কান্দে।
ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে॥
অরুণ নয়ানে জলধারা অবিরল।
প্রেমার আবেশে প্রভু চলিলা সত্বর॥
ক্ষণেকে মন্থর গতি অলৌকিক কহে।
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে দাঁড়াইয়া রহে॥

যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়।
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না লয়॥
অনেক যতনে দুই তিনে করে ভিক্ষা।
লোক অনুগ্রহ সে প্রকাশে লোক শিক্ষা॥
সব নিশি জাগরণ লয় হরিনাম।
ডাকিয়া কহয়ে এই শ্লোক গুণধাম॥

তথাহি—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥"

এই শ্লোক সুমধুর স্বরে পঢ়ে পঁহু।
প্রেমার আনন্দে গদগদ হাসে লহু॥
দোলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগণ।
প্রভু সঙ্গে যায় তারা উলসিত মন॥
এককালে একঠাঞি যাত্রিকসমূহ।
পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুরূহ॥
অতেক যন্ত্রণা দুখ দিছে তা সভারে।
আগে গিয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে॥
অবধূত গদাধরপণ্ডিত বিস্ময়।
কি কারণে প্রভু কেন লেউটিয়া যায়॥
শুণিতে শুণিতে তারা আইসে পাছে পাছে।
কথোদূরে দেখে দানী যাত্রী রাখিয়াছে॥
কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত।
পুলকিত সব অঙ্গ অতি আনন্দিত॥
যাত্রিক দেখিয়া প্রভু করুণ বদন।
সত্বরে চলিলা মত্তসিংহের গমন॥
প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোল পায়॥
দীন বনজন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে॥

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাত্রিগণ।
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী গুণে মনেমন॥
এরূপ মানুষ নাহি জগত ভিতর।
এই নীলাচলচান্দ জানিল অন্তর॥
ইহা সভাকারে আমি দিলুঁ এত দুখ।
কি করয়ে নাহি জানি ভয়ে কাঁপে বুক॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী॥
ছাড়ি দিল যাত্রী আর না সাধিল দান।
নিশ্চয় জানিল প্রভু তুমি ভগবান্॥
ইহা বলি চরণে পড়িয়া সেই কান্দে।
তাহার মাথায় দিল চরণারবিন্দে॥
কম্প গদগদস্বরে নানা স্তব করে।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসিয়া।
সুখে চলি যান যাত্রিগণ ছাড়াইয়া॥
হেনই সময়ে কথোদূরে এক দানী।
ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ করি পাণি॥
দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই।
হাথসারে সেই দানী রহে সেই ঠাঞি॥
ঝরঝর নয়ন পুলক কলেবর।
হরে কৃষ্ণ নাম সেই বোলে নিরন্তর॥
দেখি নিত্যানন্দ গদাধরের উল্লাস।
গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচন দাস॥

এইমতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে॥
রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে।
নর্ত্তন করিয়া সব দেবতার স্থানে॥

এক অদভূত কথা শুন তার মাঝে।
যে করিলা নিত্যানন্দ অবধূত রাজে॥
নিত্যানন্দ হাথে দণ্ড দিয়া গৌরহরি।
কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছু করি॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় বেগে।
আপনা পাসরে কৃষ্ণ-প্রেম অনুরাগে॥
গদাধর আদি করি সঙ্গে চলি যায়।
দেখি নিত্যানন্দ অতি দূরে পাছু আয়॥
গুণিতে গুণিতে নিতাই যান ধীরে ধীরে।
মোর বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড করে ধরে॥
সে হেন সুন্দর বেশ ত্রৈলোক্যমোহন।
ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড সহিব কেমন॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা।
জন্মাবধি হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥
চিন্তিতে চিন্তিতে দুখ বাঢ়িল বিস্তর।
ভাঙ্গিলেন দণ্ড থুঞা উরুর উপর॥
খণ্ড দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লঞা জলে।
প্রভুর সঙ্কোচ লাজে ধীরে ধীরে চলে॥
কথোক্ষণে একত্র হইলা দুই জনে।
সুধাইল প্রভু দণ্ড না দেখিয়ে কেনে॥
প্রভুর সঙ্কোচে লাজে না দেয় উত্তর।
বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তএ অন্তর॥
পুনরপি পুছে প্রভু দণ্ড থুইলে কোথা।
দণ্ড না দেখিয়া হিয়ায় লাগে বড় ব্যথা॥
এ বোল শুনিঞা কহে নিত্যানন্দ রায়।
তোর করে দণ্ড দেখি পোড়েঁ। মো হিয়ায়॥
সন্ন্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড।
তাহাতে অধিক দুখ আর হাথে দণ্ড॥
সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে।
যে কয় সে কর গদগদ ভাবে বোলে॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু ভৈগেল দুঃখিত।
রুষিয়া কহিল সব কর বিপরীত॥
মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ।
হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন॥
দেবতার পীড়াতে না জান কত দোষ।
কিছু যদি বলি ত করিবে মহারোষ॥
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পঁহু হাসে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু গদগদ ভাষে॥
দেবতা আশ্রম পীড়া নাহি করি আমি।
ভাল কৈল মন্দ কৈল সব জান তুমি॥
তোর দণ্ডে বৈসে যদি তোর দেবগণে।
কান্ধে করি লঞা যাহ সহিব কেমনে॥
তুমি তার ভাল কর, আমি করি মন্দ।
কি কারণে তোর সনে করি আর দ্বন্দ্ব॥
অপরাধ কৈলুঁ দোষ ক্ষম একবার।
তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার॥
তোরেধিক পতিতপাবন নাম তোর।
এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন মোর॥
নাম মাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক।
সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে দিতে শোক॥
সে হেন সুন্দর বেশে মুণ্ডাইল মাথা।
ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥
মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি।
হয় নয় পুছ ভক্তগণ ইথে সাখী॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ দুখে।
দণ্ড নহে শেল সে আছিল মোর বুকে॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু না দিল উত্তর।
বিরস বদন কিছু হরিষ অন্তর॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সর্ব্ব রস জানে।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে॥

এইমতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
তমোলোকে উত্তরিল মহা পুণ্যক্ষেত্রে॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় বিবশ প্রভু আনন্দিত মন॥
এই মনে কথোদিন পথে চলি যায়।
উত্তরিল মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায়॥
মহাপুরী রেমুণাতে আছয়ে গোপাল।
দেখিবারে যায় প্রভু আনন্দ অপার॥
পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিত।
ব্রাহ্মণেরে কৃপা হেতু এথা উপনীত॥
ইহা বলি পুনঃপুনঃ নমস্কার করে।
উদ্ধবের প্রভু বলি হুহুঙ্কার করে॥
নয়ন সফল আজি দেখিল ঠাকুর।
উদ্ধব সম্বন্ধে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥
উদ্ধবের প্রভু বলি ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বল ক্ষণে ভূমে পড়ি কান্দে॥
অরুণ নয়ানে নীর ঝরে অনিবার।
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু আনন্দ অপার॥
উদ্ধবের প্রভু বলি আলিঙ্গন করে।
নিজ জন চাহি প্রভু হরি হরি বোলে॥
উথলিল প্রেমসিন্ধু বাঢ়িল উল্লাস।
প্রেমায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ॥
আনন্দে দেবতা সব চাহে অন্তরীক্ষে।
অনিমিখ আঁখি তারা প্রভুকে নিরীখে॥
সহস্র নয়ানে ইন্দ্র চাহে এক দিঠে।
অমৃত অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে॥
গৌর-গোপাল দেবগণ থুইল নাম।
অভিষেক করি কৈল পূজা অনুপাম॥
হেনই সময়ে সেই শ্রীমূর্ত্তি গোপাল।
মস্তক উপরে পুষ্প মুকুট তাহার॥
আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে।
ভূমি না পড়িল প্রভু ধরিলেন হাথে॥
চতুর্দ্দিগে সব লোক হরি হরি বোলে।
আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে॥
দেখিলেন দেবরাজ প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্ভুত দেখিয়া তারা প্রণতকন্ধর॥
দিনান্ত নাচয়ে প্রভু নাহিক বিরাম।
সন্ধ্যার সময়ে হৈল নৃত্য অবসান॥
নানা উপহার দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত।
প্রভুর সাক্ষাতে বিপ্র কৈল উপনীত॥
আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজ গণ।
সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন॥
রজনী বঞ্চিল কৃষ্ণ কথার আনন্দে।
প্রভাতে চলিলা নিজ জন করি সঙ্গে॥
এই মতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
নদী বৈতরণী তীরে গেলা আচম্বিতে॥
স্নানদানে সেই নদী পরম পাবনী।
আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি॥
তবে চলি যায় প্রভু পরম চতুর।
দেখিবারে বাঢ়ে সাধ বরাহ-ঠাকুর॥
যাহা দেখি সর্ব্বলোক উদ্ধারে দু-কুল।
তারে নমস্করি গেলা গ্রাম যাজপুর॥
যাহে যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞা মুনিগণ।
ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥
মহাপাপী নর যদি মরে সে নগরে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে॥
শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ।
তারে নমস্করি যায় গৌরগোবিন্দ॥
আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে।
বিরজার মহিমা কে পারয়ে কহিতে॥

কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে।
বিরজা দেখিল প্রভু আনন্দিত মনে॥
নমস্কার করি প্রভু বোলয়ে বচনে।
দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু পথে চলি যায়।
পিতৃপুণ্যে দেখিলেন এ নাভিগয়ায়॥
ব্রহ্মকুণ্ড জলে স্নান কৈল হরষিতে।
কৌতুকে ভ্রমরে প্রভু নগর দেখিতে॥
মহাপুণ্য স্থান সেই শিবের নগর।
দেখিতে দেখিতে যায় লিঙ্গ মহেশ্বর॥
কহিতে না পারি সে নগর পরিপাটী।
ত্রিলোচন আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি॥
হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
প্রভুর সাক্ষাতে কহে যে জানয়ে তত্ত্ব॥
এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয়।
আমি সর্ব্ব জানি দুষ্ট যেথানে যে রয়॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসয়ে।
কি বোল বলিব তোরে তুমি মহাশয়ে॥
আমিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম কর্য়াছি আশ্রয়।
দানী কি করিব মোর কহ ত নিশ্চয়॥
শুনিয়া মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল।
তভু দুখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল॥
শুনিঞা ঠাকুর বৈল শুনহ মুকুন্দ।
রাখিবে আমার দেহ যতেক কুটুম্ব॥

তথাহি (শান্তিশতকে)—

"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সুহৃদয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং,
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥" ইতি।

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিত্তে।
কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে॥
এতদূর প্রতিপালি আনিলে আমারে।
ইহা বলি চলি গেলা ভিক্ষা করিবারে॥
গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগণ।
ঠাঞি ঠাঞি গেলা করিবারে ভিক্ষাটন॥
হেনকালে এক দানী রাখে তা সভারে।
মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে॥
সব দিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পড়ে।
অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে॥
তা সভার আছিল কম্বল একখণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড॥
সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে।
সঙ্কেত মণ্ডপে সভে আইলা জনে জনে॥
সেইত মণ্ডপে আপে আছেন ঠাকুর।
দেখি সর্ব্বজন হিয়া আনন্দ প্রচুর॥
চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দদত্ত।
আজিহো না জানি প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥
তোমার সাক্ষাতে বৈল নাহি দানি-ভয়।
তাহার কারণে মোর এত দুঃখ হয়॥
আজিহ না জানোঁ প্রভু তুমি ভগবান্।
তোমার উপরে আর কে সাধিব দান॥
তোমার নাহিক ভয় এ তিন ভুবনে।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কেবা তোমা জানে॥
তোমারে নির্ভয় করিবারে কহোঁ কথা।
ভাল কৈল দানী মোর করিল অবস্থা॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু গদাধরে পুছে।
প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে॥
শুনিঞা ঠাকুর বৈল নহ উতরোল।
ভাল হৈব বলি মাত্র বৈল এক বোল॥

সেই রাত্রে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর।
স্বপ্নে দেখাইল প্রভু শচীর কোঙর ॥
ক্ষীরোদ সমুদ্রে দেখে অনন্ত শয়নে।
লক্ষ্মী সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥
তাহার অন্তরে দেখে সনকাদিগণ।
ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন ॥
দেখিয়া দানীর রাজা কাঁপিল অন্তরে।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিঁহো হইলা ফাঁপরে ॥
বিরজা নিকটে আছি সন্ন্যাসীর বেশে।
মোর ভক্তে দুখ দিল তোর সব দাসে ॥
কাঁপিল অন্তরে ত্রাস পাইল অপার।
সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল ॥
কথোক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর।
প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর ॥
তুমি ভগবান্ ক্ষীর নিধির নিবাস।
লক্ষ্মী সরস্বতী তব পদ করে আশ ॥
তুমি ভব ঘোর অন্ধকারের চন্দ্রিমা।
তুমি দেব বেদের পরমতত্ত্ব সীমা ॥
শুনি গোরাচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে।
অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে ॥
ইহা বলি চরণ ধরিলা তার মাথে।
প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে উর্দ্ধহাথে ॥
তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিয়া।
অধিকার কৃষ্ণপ্রেম তারে শিখাইয়া ॥
হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব সকল।
অনেক যন্ত্রণা দিল তোমার নফর ॥
কাড়িয়া লইল আমা সভার কম্বল।
এ বোল শুনিয়া দানী সংকোচ অন্তর ॥
নৌতুন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর।
সন্তোষ হইল তবে সভার অন্তর ॥
তবে সেই দানীশ্বর প্রভু নমস্করি।
বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ী।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয়।
সংকীর্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয় ॥
এইমতে সকল রজনী গেল সুখে।
প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিলা কৌতুকে ॥
বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আর বার।
যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার ॥
বিরজাকে নমস্করি চলি যায় রঙ্গে।
উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা পুলকিত অঙ্গে ॥
চলিলা সে মহাপ্রভু সিংহপরাক্রমে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল একাম্রক গ্রামে ॥
সেই গ্রামে আছে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত্ত চিতে ॥
কথোদূরে গিয়া প্রভু দেখিলা দেউল।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল চিত্তে প্রেমায় বাউল ॥
দেউল উপরে শোভে পতাকা সুন্দর।
শিবলিঙ্গময় সেই একাম্র নগর ॥
পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিল শিবপুরী ॥
এক কোটি লিঙ্গ আছে একাম্র নগরে।
হাঁটিয়া চলিতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে ॥
বিশ্বেশ্বর আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি।
দেখিতে সন্দেশ সেই নগরের মাটি ॥
মহা-বিন্দুসরোবর সর্ব্বতীর্থ জলে।
আর নানা পুণ্যতীর্থ আছয়ে নগরে ॥
পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
নমস্কার করি প্রভু প্রেমায় বিহ্বল ॥
সর্ব্বজন দেখিল সে পার্ব্বতী-মহেশ।
লিঙ্গ দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ ॥

মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর।
টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকিত অঙ্গ স্তব পঢ়ে বার বার॥

তথাহি স্তবঃ—

"নমোনমস্তে ত্রিদিবেশ্বরায়, ভূতাধিনাথায় মৃড়ায় নিত্যম্,
গঙ্গাতরঙ্গাঙ্কিত-বালচন্দ্র,-চূড়ায় গৌরী-নয়নোৎসবায়।
সন্তপ্তচামীকর-চন্দ্র-নীল,-পদ্ম-প্রবলাম্বুদ-কান্তিবস্ত্রৈঃ,
সুনৃত্যরঙ্গেষ্টবরপ্রদায়, কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায়॥"

এইমতে মহাপ্রভু পঢ়ে শিব স্তব।
চৌদিগে স্তব পঢ়ে সকল বৈষ্ণব॥
হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে।
গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে॥
শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া॥
কৃষ্ণ নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা॥
শয়ন সময়ে কৃষ্ণপাদাম্বুজ ধ্যান।
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান॥
শিবমহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে।
ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতিআশে॥
এইমনে মহাপ্রভুর অনুমানকালে।
পানা পরসাদ লহ একজন বোলে॥
উঠিয়া প্রসাদ পানা লইলা ঠাকুর।
পানা পান করি সুখ বাঢ়িল প্রচুর॥
নিজ জনে দিল যে আছিল অবশেষ।
ভক্ষণ করিল শিব ভকতি বিশেষ॥
এইমনে আনন্দে বঞ্চিলা দিবা রাতি।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ত্রিজগত পতি॥
প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান বিন্দু সরোবরে।
চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে॥
প্রভুর সংহতি চলি যায় ভক্তগণ।
এই পরসঙ্গে কথা কহিব এখন॥
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন।
শুন সাবধানে সভে কহিএ এখন॥
মুরারিরে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
শিবের নির্ম্মাল্য কেনে লইল ঈশ্বর॥
অগ্রাহ্য শিবের নির্ম্মাল্য ভৃগু-শাপে।
তবে কেন পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে॥
আপনে ব্রহ্মণ্যদেব এই মহাপ্রভু।
জানিঞা শুনিঞা কেনে লঙ্ঘিলেক তভু॥
মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর।
আমি কি জানিয়ে মহাপ্রভুর উত্তর॥
বুদ্ধি অনুমানে কহি যে জানি উত্তর।
তোর মনে লয় তবে রাখিহ অন্তর॥
শিবের সেবক সে শিবের সেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয়, হরি হরে ভেদ করে॥
তাহার ব্রাহ্মণ শাপ কহিল এ তত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি না জানে মহত্ত্ব॥
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে ভোজন।
শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ॥
শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদচরিত।
সে জনে অধিক হরি হরের পিরিত॥
লোকশিক্ষা হেতু প্রভু কৈল অবতার।
দামোদর বোলে ইবে ঘুচিল জঞ্জাল॥
শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত মন।
চৈতন্যচরিত কিছু কহয়ে লোচন॥

তবে পুন শুন গোরাচান্দের চরিত।
বরিখয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত॥
পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে।
দেখিল ত কপোত ঈশ্বর মহালিঙ্গে॥
তারে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে।
পুণ্যক্ষেত্রে মহাতীর্থ দেখিতে দেখিতে॥
তবে সে ভার্গবী নামে নদী ভাগ্যবতী।
তাথে স্নান কৈল নিজজনের সংহতি॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগন্নাথ মন্দির দেখিল আচম্বিতে॥
চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবনচালিত তাথে পতাকা রাতুল॥
নীলগিরি মাঝে হরিমন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল॥
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
ল-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু করে পরণাম॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥
দেখিয়া সকল লোক মূর্চ্ছিত অন্তর।
চিন্তিত হইয়া সভে হইলা কাফর॥
কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গুণে তারা।
কিছু না নিঃস্বরে যেন জীয়ন্তেই মরা॥
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর।
পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল॥
দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্ব্বার।
মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার॥
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে।
দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে॥
নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার।
ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল।
পুন মোহ পায় পাছে আশঙ্কা হইল॥
পুন তা সভারে প্রভু করিছে উত্তর।
দেউলধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর॥
প্রসন্নবদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ।
আলোল অঙ্গুলি করতলে অপরূপ॥
আমারে ডাকয়ে কর কমল লাবণ্য।
বামকরে বেণু শোভে ত্রিজগত ধন্য॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আনন্দে চলিল তবে বৈষ্ণব সকল॥
কোটি কাম যিনি মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ছটা।
ঝলমল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোটা॥
জগন্নাথমন্দির দেখিয়া গোরারায়।
পুনঃপুনঃ পরণাম করি চলি যায়॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরলধারে।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর।
উত্তরিল মহাতীর্থ মার্কণ্ডের সর॥
স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার।
চলিলা সত্বরে তারে করি নমস্কার॥
যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি হৃষ্টমনে।
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে॥
পুনরপি জগন্নাথমন্দির দেখিয়া।
পুন পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥
অঝর ঝরয়ে দুই নয়ানের নীর।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতি গভীর॥
এইমতে গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া।
দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া॥

আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত রায়
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমিতে লোটায় ॥
আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন।
কৃপা কর জগন্নাথ দেখিয়ে চরণ ॥
পুন না দেখিয়া পুন করয়ে রোদন।
পুনরপি দেখি অতি উলসিত মন ॥
কেবল উদ্ভট্ট প্রেমা পুলকিত অঙ্গ।
হুহুঙ্কার নাদে প্রেমা অমিয়া তরঙ্গ ॥
প্রেমায়ে বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর।
উত্তরিল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঘর ॥
সার্ব্বভৌম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে।
সন্তুষ্ট হইয়া দিল আসন বসিতে ॥
নমো নারায়ণ বলি কৈল নমস্কার।
রাধাকৃষ্ণে শীঘ্র মতি হউক তোমাব ॥
প্রভু আশীর্ব্বাদ বাণী শুনি ভট্টাচার্য্য।
বুঝিলেন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মহাচার্য্য ॥
সার্ব্বভৌম দেখি প্রভু কহিল বচন।
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥
কেমনে দেখিব আমি দেব দেব রায়।
সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায় ॥
এ বোল শুনিঞা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
প্রভু অঙ্গ নিরীখয়ে বিস্মিত হিয়ায় ॥
এ তপ্তকাঞ্চন গৌর সুমেরু সুন্দর।
নয়নচন্দ্রমা মুখ করে ঝলমল ॥
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ সব সুলক্ষণ ॥
উজ্জ্বল কৃষ্ণের প্রেমায় আরতি বিহ্বল।
পুলকে আকুল অঙ্গ করে টলমল ॥
দেখিয়া বিহ্বল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
গুণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥
এরূপ মানুষ নাহি সকল জগতে।
দেবতা ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে।
এই সেই ভগবান্ বুঝি অনুমানে ॥
এতেক চিন্তিয়া সার্ব্বভৌম মহাজন।
আপন তনুজ দেখি কহিল বচন ॥
সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্যসংহতি।
সাবধানে শুনিবে যে কহে মহামতি ॥
শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু যথা আছে।
সঙ্গীর সহিত ইহায় থোবে তাব কাছে ॥
এ বোল শুনিয়া হৃষ্ট হৈলা গোরারায়।
চলিলা ত সার্ব্বভৌম-তনুজ সহায় ॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু তনু টলমল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥
থির চলিবারে নাবে আউলাইল অঙ্গ।
সাবধানে কাছে কাছে যায় সব সঙ্গ ॥
অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিলা।
সেখানে তুরিতে নাটমন্দিরে উঠিলা ॥
গরুড়ের পাছে রহি থির দিঠে চায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত যায় ॥
অতি উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলককদম্ব ॥
নয়নে বহয়ে প্রেমধারা অবিরল।
আপনা পাসরে প্রেমানন্দ পরবল ॥
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অবশ শ্রীঅঙ্গ।
বাতাসে খসিল যেন সুমেরুর শৃঙ্গ ॥
প্রেমার আমোদে মূর্চ্ছা গেলা ভগবান্।
দুই হস্ত দৃঢ় মুষ্টি মুদ্রিত নয়ান ॥
ব্যত্যস্ত বসন ভেল অবশ শরীরে।
দেখি দ্বিজজন গেলা মন্দির বাহিরে ॥

আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু তুলি।
দোঁহার পরশে দোঁহে ভেল কুতূহলী॥
বাহু বাহু দিয়া সে তখনি কৈল কোলে।
জগন্নাথ সম্মুখে নাচয়ে হরিবোলে॥
গৌরাঙ্গ পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা।
আসন উপরে তবে বসাইল গোরা॥
নাচে হরিবলি প্রভু শচীর নন্দন।
প্রবিষ্ট হইলা সভে মন্দিরে তখন॥
গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ॥
আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে।
রাধা কানু গুণগান কীর্ত্তন প্রকাশে॥
তবে সভে অনুমানি সঙ্গী যত জন।
প্রভু লঞা গেলা সার্ব্বভৌমের আশ্রম॥
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভুর সম্বেদন হৈল।
গুণসঙ্কীর্ত্তনে প্রভু নাচিতে লাগিল॥
ঐছন দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে আহ্লাদ মনে গুণয়ে আশ্চর্য্য॥
তবে পুন মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে।
ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল সার্ব্বভৌমে॥
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ।
প্রভু সঙ্গে সার্ব্বভৌম করয়ে মিলন॥
ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবার তরে।
তত্ত্ব সুধাইতে কিছু লাগিল প্রভুরে॥
তোর জন্ম কোথা তত্ত্ব কহিবে আমায়।
প্রভু কহে যে কহিলে সেই সত্য হয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি কি কহ কথন।
এক কহি আর কহ কিসের কারণ॥
প্রভু মৌনী হই রহে সমুদ্রগম্ভীর।
পুনর্ব্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর॥
তোর মাতা পিতা কেবা কহ না আমারে।
প্রভু কহে সত্য এই তুমি যে কহিলে॥
ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তথাপি জিজ্ঞাসে।
কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাসে॥
প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয়।
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময়॥
বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয়।
কোটী সরস্বতীকান্ত অখিলের জয়॥
কিবা বা ঈশ্বর কিবা বাতুলস্বভাব।
মনে কুণ্ঠ ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ॥
আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ।
উঠিলা প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ॥
জগন্নাথ-অন্নমহাপ্রসাদ পাইয়া।
মস্তকে বন্দিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর শবদে।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু সিংহনাদে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর শৃগাল কুক্কুর।
আইলা গৌরাঙ্গ কাছে যত নাগকুল॥
সভার মুখেতে দেয় প্রসাদ আনন্দে।
দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে॥
কেহো না কহিল কিছু তত্ত্ব সব জানে।
প্রসাদ পাইল সব লঞা ভক্তগণে॥
নিজজন সনে অন্ন করিল ভোজন।
হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন॥
এক নিবেদন প্রভু কহিতে ডরাই।
নির্ভয়ে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাই॥
প্রসাদ পাইয়া প্রভু হাসিলা যেকালে।
মোর মনে হৈল কিছু আছুয়ে অন্তরে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অধিক উল্লাস।
কহয়ে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ॥

কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন।
শৃগাল কুকুরে খায় শুনহ ব্রাহ্মণ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কিবা ব্রহ্মা আদি দেবগণে।
সভার দুর্ল্লভ বস্তু না পাই যতনে॥
নারদ প্রহ্লাদ শুক আদি ভক্তগণ।
তাহার দুর্ল্লভ বস্তু কহিল মরম॥
হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সব জনে।
কহিল মরম কথা এই মোর মনে॥
হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যে বা জন।
অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম।
সেহো নষ্ট হয় সে শূকরে হয় জন্ম॥
কুকুরের মুখ হইতে পড়ে যদি তভু।
পাইলে খাইবে ইথে দোষ নাহি কভু॥
তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিয়া সাদরে।
সন্ধ্যাকালে গেল জগন্নাথ দেখিবারে॥
একদৃষ্টে হঞা প্রভু দেখয়ে শ্রীমুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক॥
ধূপ দীপ সুকুসুম মনোহর গন্ধ।
নিবেদন কৈল বিপ্র দেখিয়া আনন্দ॥
ঝলমল তেজ দেখি অঙ্গের ছটাক।
একত্র হইল যেন চাঁদ লাখেলাখ॥
নবীন মেঘের যেন অঙ্গের কিরণ।
তাহাতে শোভয়ে দুই কমললোচন॥
দেখিয়া আনন্দসিন্ধু ডুবিল ঠাকুর।
ভূমিতে লুটায় প্রেমা বাঢ়ল প্রচুর॥
সুমেরু পর্ব্বত জিনি সুন্দর শরীর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় আনন্দ অথির॥
গৌরাঙ্গ কিরণে জগন্নাথ হৈলা গোরা।
ভাবময় হৈল দেহ পরম বিভোরা॥
গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ।
ভাবময় দেহ সভার হইল তখন॥
গৌরাঙ্গ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি॥
অচল ব্রহ্মের কাছে সচল মূরতি॥
জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরূপে।
হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে॥
তবে চিত্তে স্থির প্রভু হৈল কথোক্ষণে।
আপন আশ্রমে গেলা লঞা নিজগণে॥
এই মনে জগন্নাথ দেখি দিনবার।
দিবারাত্রি নাহি জানে আনন্দ অপার॥
এই মতে নীলাচলে বৈসে কথোদিন।
কৌতুকে গোঙায়ে প্রভু প্রেমায় প্রবীণ॥
হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে।
পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেন মনে॥
লোকশিক্ষা করে প্রভু হঞা অকিঞ্চন।
না বুঝি মানুষ জ্ঞান করে মূঢ়জন॥
সমুদ্র ভিতরে টোটা করি গৌররায়॥
নিজজন সঙ্গে তাঁহা হরিগুণ গায়॥
বিদ্যাবিমোহিত চিত্ত শ্রীসার্ব্বভৌম।
প্রভুর পরোক্ষে কিছু করয়ে বিভ্রম॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়।
তার মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল হিয়ায়॥
মহাবংশে জন্ম ন্যাসী সুপণ্ডিত নন।
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসকরণ॥
এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
না বুঝিয়া কৈল বিপ্র এত বড় কর্ম্ম॥
পুনরপি সংস্কার করু আপনার।
বেদান্ত পঢ়িয়া করু আশ্রম-আচার॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবণ॥

জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন।
ততবার সন্ন্যাসী সে করয়ে ভক্ষণ॥
যুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন করয়।
তার কাম নিবৃত্তি বা কোন উপায়ে হয়॥
ঘর মনে পড়ে তেঞি রাধা বলি কান্দে।
বিপাকে পড়িলা স্থাসী সন্ন্যাসের ফান্দে॥
এথা গৌরচন্দ্র আছে নিজজন সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আলাপনে প্রেম পরসঙ্গে॥
আচম্বিতে বদনে হাসিয়া লহলহু।
অবিরল ধারে যেন বরিখয়ে মহু॥
জানিঞা সকল পঁহু চলিলা তথায়।
বসি যেথা সার্ব্বভৌম বেদান্ত পঢ়ায়॥
নিজজন সনে সেইখানে উপনীত।
দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত চিত॥
বসিতে আসন দিল সগৌরবে আনি।
ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি করিব আমি॥
তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান।
অন্তর পুছিয়ে তোরে কহ ত বিধান॥
সন্ন্যাস-আশ্রমে ধর্ম্ম না বুঝিয়ে আমি।
সন্ন্যাস করিল বিধি বিচারহ তুমি॥
তুমি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা বেদান্ত বাখান।
কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন॥
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
কি বিধান আছে পুন উপবীত কর্ম্ম॥
জগন্নাথপ্রসাদে মত্ত করাইলে মোরে।
কামশান্তি করিবারে নারি যুবাকালে॥
ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঞি করিয়ে বিকলি॥
এ বোল শুনিয়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে সঙ্কোচ মহা গুণয়ে আশ্চর্য্য॥

এখনি কহিল কথা নিজ শিষ্যসনে।
এ কথা সকল স্থাসী জানিল কেমনে॥
মনে অপমান করে লজ্জায় পীড়িত।
কিছু না কহিল হিয়ায় রহিল বিস্মিত॥
তার পরদিনে প্রভু সার্ব্বভৌম ঘরে।
নিজজন সঙ্গে গেলা তারে দেখিবারে॥
বেদান্ত পঢ়ায় সার্ব্বভৌম ঘরে বসি।
বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি॥
বেদান্ত নিগূঢ় কথা পুছিল ঠাকুর।
কৃষ্ণ-পাদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্কুর॥
বেদে নরাকৃতি ব্রহ্ম শাস্ত্রে জানাইলে।
তুমি তাহা নাহি মান আত্মবুদ্ধি বলে॥
ব্রহ্মার বচন ব্রহ্মসংহিতাতে কহে।
সচ্চিদানন্দময় সেই মহৈশ্বর্য্যময়ে॥
রসময় দেহ তার শ্যাম কলেবর।
আর অবতার অংশ কৃষ্ণ পূর্ণবর॥
ভাগবতে এই কথা ব্যাস জানাইল।
তুমি তাহা নষ্ট করি আর মত বল॥
রাধা পূর্ণতত্ত্ববস্তু বরাহসংহিতাতে কহে।
আর সব প্রকৃতি তার নখজ্যোতি হএ॥
গৌতমীতন্ত্র সনৎকুমার-সংহিতা।
রাধাতত্ত্ব তাহাতেই আছে বিরচিতা॥
বেদঅর্থ শাস্ত্রে লেখে ব্যাস মুনিবর।
ব্যাসনিন্দা করি তুমি কিবা পাও ফল॥
বৃন্দাবনস্থান কৃষ্ণস্থান চিন্তামণি।
বিহার করেন কৃষ্ণ সঙ্গে ত রমণী॥
রমণীর শিরোমণি রাধা মহাদেবী।
মহাতত্ত্ব দেব কৃষ্ণ বেদ অনুভবি॥
তাহার কীর্ত্তন গায় যত গোপীগণ।
সে কীর্ত্তন নিন্দা কর তুমি সে অধম॥

কীর্ত্তনমহিমা কথা ভাগবতে কয়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব নষ্ট হয়॥
হেনমতে নামে বিনাশয়ে পাপগিরি।
পাছে কৃষ্ণপায় চিন্তামণি নাম ধরি॥
প্রসাদ পাইলে কোটি কোটি পাপ নাশে।
তুমি কহ লোভ মোহ কামের প্রকাশে॥
বৈষ্ণবমহিমা সব শাস্ত্রের প্রমাণে।
তুমি শাস্ত্র নাহি মান কোন শাস্ত্রজ্ঞানে॥
শুনি সার্ব্বভৌম ভেল হৃদয়ে তরাস।
এতকাল নাহি শুনি এমত বিশ্বাস॥
পঢ়িল শুনিল যত এতকাল ধরি।
পঢ়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি॥
এখনে শুনিল এ বেদান্ত সিদ্ধান্ত।
এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতীকান্ত॥
এত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ।
করজোড়ে স্তুতি করে বুঝিয়া ত কাজ॥
হেনই সময়ে প্রভু বড় ভুজ শরীর।
দেখিয়া ত সার্ব্বভৌম আনন্দে অস্থির॥
ঊর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হাথে ধরে মুরলী অধর॥
অধ দুই করে ধরে দণ্ড কমণ্ডল।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা প্রেমায় বিহ্বল॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদাম্বুজ পাশে।
কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌমের প্রকাশে॥
চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম গদগদ স্বর॥
সগদগদ স্বরে পড়ে সহস্রেক স্তব।
চৈতন্য সহস্র নাম জানে লোক সব॥
জয় রঘুবীর যদুবীর মহাশয়।
জয় দ্বিজবীর গৌরসিংহ সর্ব্বাশ্রয়॥
বিদ্যামদে মত্ত হঞা তোমা নিন্দা কৈনু।
তোমার অভয় পদে মুঞি বিকাইনু॥
অপরাধ ক্ষমা কর জয় গৌরহরি।
পরম দয়াল তুমি সভার উপরি॥
সার্ব্বভৌমে কৃপা কৈল গৌর মহাসিংহ।
আনন্দ বাঢ়িল সব ভক্ত মহাভৃঙ্গ॥
এইমনে আছে প্রভু আনন্দ কৌতুকে।
আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে॥
অধিক হইল জগন্নাথের প্রকাশ।
সভার হৃদয়ে সুখ পরশে আকাশ॥
চৈতন্যচরিত্র কথা কে কহিতে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত বেজা ধন্য তিনলোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে॥
কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥
শুনিঞা মাধুরী লোভে চিত্ত উতরোল।
নিজদোষ না দেখিল মন ভেল ভোর॥
যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহেঁ। মো ছার মূরুখ॥
সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সার।
শেষখণ্ড আছে তাহা কহিব কথায়॥
চৈতন্যচরিত্র কথা চৈতন্য প্রকাশ।
মধ্যখণ্ড সার কহে এ লোচনদাস॥

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ড সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শেষখণ্ড।

শেষখণ্ড কহি কথা অমৃতের সার।
শুনিতে বাঢ়য়ে সুখসাগর পাথার॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য করিল যে স্তুতি।
কথোদিন বঞ্চিলা কীর্ত্তনে দিবারাতি॥
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কূর্ম্মনামে বিপ্র দেখে কূর্ম্মনামে পুর॥
বাসুদেব নামে বিপ্র দেখিল সে গ্রামে।
দুই জনা সঙ্গে দেখা হৈল এক ঠামে॥
প্রভু দরশনে তারা হইল নির্ম্মল।
নিরীখয়ে গৌরদেহ প্রেমায় বিহ্বল॥
সুমেরুসুন্দর তনু বাহু জানু সম।
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন॥
দেখিতে দেখিতে হিয়া আনন্দ বাঢ়িল।
এই গৌরচন্দ্র, কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিল॥
হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে।
সর্ব্বলোক কান্দে তার প্রেমার ক্রন্দনে॥
তুলিয়া দোঁহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
আদেশ করিল কিছু মধুর বচন॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ বচন আমার।
কি কাজে আইলা মহী কর কি আচার॥
কলিযুগ ধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রকাশ করিল কৃষ্ণ নাম মহাধন॥
হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তনে করহ আনন্দ।
নাচহ নাচাহ লোক হউ মুক্তবন্ধ॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর॥
চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরঙ্গ।
কথোদূর গিয়া দেখে জীয়ড় নৃসিংহ॥
স্মরণ হইল পূর্ব্ব রহস্য কাহিনী।
প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি॥
শুন শুন সর্ব্বলোক রহস্য আনন্দ।
যেন মতে অবতার জীয়ড় নৃসিংহ॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
একচিত্তে শুন লোক হয়্যা সাবধানী॥
এখানে আছিল এক পুঁড়ুয়া গোয়াল।
কৃষি কর্ম্ম করে সেই বিহান বিকাল॥
সসা নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জ্জন।
হইল মায়ায়ু খন্দ বড়ই সম্পন্ন॥
দিবা রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর।
না জানি কখন সেই যায় নিজঘর॥

একদিন মনে মনে করিল বিচার।
খন্দ রাখিবারে মুঞি কারে দিব ভার॥
ভাবিয়া করিল দৃঢ় কৃষ্ণে নিয়োজিব।
তারে নিয়োজিলে আমি অন্ন কাজ পাব॥
কৃষ্ণ-নাম ডাকি খন্দ নিয়োজিল তারে।
তোমার নামেতে কিছু দিব বৈষ্ণবেরে॥
এই মতে আছে পুঁড়া মনের হরিষে।
আচম্বিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে॥
দেখিয়ে গোয়ালা দুঃখ অনেক ভাবিলা।
কৃষ্ণ তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈলা॥
কান্দিয়ে গোয়ালা বৈল শুন নারায়ণ।
কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন॥
ইহা বলি কুঁড়্যায় আশ্রয় করি রহে।
জাগিয়া রহিল সেই খন্দ মহামোহে॥
আর দিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর।
আচম্বিত আইল এক বরাহ ডাগর॥
দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া হৈল সাবধান।
খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কাণ॥
খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপনার সুখে।
দেখিয়ে গোয়ালা গুণ দিলেক ধনুকে॥
খন্দ খাও লতা ছিঁড় সার দুই কাণ।
আজি মোর হাথে তুমি হারাবে পরাণ॥
এত বলি সন্ধান পুরিয়া এড়ে বাণ।
নির্ভরে বাজিল বরা স্মরে রাম রাম॥
ধাঞা সান্তাইল পর্ব্বত-গভর ভিতরে।
দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া হইল ফাঁপরে॥
শূকর হইয়া কেনে স্মরে রামনাম।
বরাহ না হয়ে এই সেই ভগবান্॥
এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর অন্তর।
গভর নিকটে যাঞা কহিছে উত্তর॥

কে তুমি কে তুমি বোলে উত্তর না পায়।
তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ায়॥
দয়া উপজিল প্রভু করুণা নিধান।
আকাশে কহেন কথা আমি ভগবান্॥
আমারে মারিলি তোর কৈন্নু অপচয়।
চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয়॥
এ বোল শুনিয়া পুঁড়া অধিক কাতর।
উপবাসে উপবাসে দিমু্ কলেবর॥
এইমনে উপবাস করিল অনেক।
আচম্বিতে গগনে শুনিল ধ্বনি এক॥
কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণ।
অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবন॥
পুনরপি বোলে পুঁড়া কাতর বচনে।
তোমারে মারিলুঁ বাণ কি কাজ জীবনে॥
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার।
এ দোষে উচিত হয় যমের প্রহার॥
শুদ্ধ হৈব আর আমি কোন্ প্রতিকারে।
সবে এক মাত্র বাণ মারিল তোমারে॥
এ কোমল গায়ে তোর বেথা এত দিল।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর তোমারে কহিল॥
মোর পিতৃলোক প্রভু গেল নরকেরে।
আর লোক নরক যাবে দেখিবে যে মোরে॥
এ বোল শুনিয়া বাণী হৈল আব বার।
নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপার॥
পূর্ব্ব জন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি।
এহোকালে তোর পাপ সব লৈলাঙ আমি॥
তোর দেহে মোর দেহ জানিহ সর্ব্বথা।
নিশ্চয় আমারে তুমি নাহি দেহ ব্যথা॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া কহে কর যুড়ি।
তোমার আজ্ঞায় মুঞি বোলোঁ ভয় ছাড়ি॥

কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দোষ।
পরসাদ সাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ॥
এ কথা কহিয়ে আমি রাজার গোচরে।
এইমত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে॥
পরসন্ন হও চিত্তে পাণ্ড হিয়া সাক্ষী।
সব জন জানে তুমি হৈলে মোরে সুখী॥
তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর।
যে বলিলা সেই হবে পাইলে তুমি বর॥
এ বোল শুনিঞা পুঁড়া হরষিত হঞা।
আজ্ঞা পাঞা রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া॥
দ্বারিকে কহিল আরে শুন দ্বারিবর।
যে কিছু কহিয়ে রাজার করহ গোচর॥
কহিব অপূর্ব্ব কথা লোকে অবিদিত।
শুনিঞা আমারে রাজা করিব পিরিত॥
এ বোল শুনিঞা দ্বারী রাজারে কহিল।
রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল॥
দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন॥
শুনিঞা ত মহারাজে বিস্ময় লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া কহ, পুঁড়ারে কহিল॥
পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়।
সেখানে চলহ গোসাঞি ঘুচাহ বিস্ময়॥
আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
সেইমত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর॥
রাজা বলে আজ্ঞা যদি করিলা ঈশ্বর।
আজন্ম হইব আমি তোমার নফর॥
এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
পদব্রজে গেলা যথা পর্ব্বত-গহ্বর॥
পর্ব্বত-গহ্বর দ্বারে এক মন চিত্তে।
বিস্তর মিনতি করে লোটায়া ভূমিতে॥
দ্রবিলা ঠাকুর আজ্ঞা উঠিলা গগনে।
মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁড়ার বচনে॥
তুমি সাক্ষী হইলে পুঁড়া হইল আমার।
ইহাসনে নাহি আর যম অধিকার॥
এ বোল শুনিঞা রাজা নাচয়ে আনন্দে।
গোয়ালার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে॥
তুমি মোর গুরু হঞা কৃষ্ণ মিলাইলা।
কৃষ্ণের শ্রীমুখকথা তুমি শুনাইলা॥
গোয়ালার পায়ে পড়ে রাণীগণ সঙ্গে।
দেখিয়া কৃষ্ণের দয়া উপজিল অঙ্গে॥
মোর ভক্তে জাতিবুদ্ধি না করিলে তুমি।
তোরে দেখা দিব রাজা কহিলা ত আমি॥
দুগ্ধসেচন তুমি কর এই স্থানে।
দুগ্ধের সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে॥
এ বোল শুনিঞা রাজা হরষিত চিতে।
ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুগ্ধ যে আনিতে॥
প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালে সেইখানে।
আচম্বিতে মাথার চুড়া দেখে বিদ্যমানে॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
আনন্দে ভাসয়ে সুখ-সাগর পাথার॥
হরি হরি বোল শুনি চৌদিগ ভরিয়া।
নাচয়ে সকল লোক দুবাহু তুলিয়া॥
যত দুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর॥
উঠিল শরীর দেখে এ নাভিগভীর॥
অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ অন্তর হরিষে।
প্রভু সব অবয়ব দেখিবার আশে॥
উঠিল শরীর জানু দেখে বিদ্যমান।
না ঢালিহ দুগ্ধ আজ্ঞা ভেল পরিমাণ॥
তবহু ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
পদতল দুই খানি না উঠিল শেষে॥

হেনকালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগনে।
না উঠিব পদ আর না করো যতনে॥
এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ বিষাদ।
মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ॥
দেউল মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ।
ছনয়ান ভরি দেখে হিয়া অনুরাগ॥
পুঁড়ারে কহিল রাজা বিনয় করিয়া।
তুমি রাজ্যের রাজা হও মোরে কৃষ্ণ দিয়া॥
গোপ বলে অজ্ঞান হইয়া কহ কথা।
রাজ্য নাহি লব মোরে কেনে দেহ ব্যথা॥
তোথে মোথে কৃষ্ণসেবা করিব আনন্দে।
কোন সুখ রাজ্যে রাজা ছাড়িয়া গোবিন্দে॥
শুনি রাজা বিনয় বলিল কর জুড়ি।
তুমি আমি সেবার হইনু অধিকারী॥
এইমনে আছে রাজা মনের হরিষে।
ভিক্ষা লঞা সাধু এক আইলা সন্তোষে॥
তার সঙ্গে দুই স্ত্রী পরমা সুন্দরী।
সাধু সঙ্গে যায় তারা দেখিতে শ্রীহরি॥
সাধু নাহি লয় সঙ্গে লজ্জার কারণে।
দুই স্ত্রী কান্দে ধরি সাধুর চরণে॥
তুমি গুরু সঙ্গে করি কৃষ্ণেরে দেখাও।
মো সভার ভাগ্য তত্ত্ব তুমি না ঘুচাও॥
সাধু বোলে সঙ্গে না লইব তো সভারে।
প্রসাদ আনিব আমি তোরা থাক ঘরে॥
তারা বোলে তুমি যে কহিলে সেই হয়।
কৃষ্ণ দেখিবারে সাধ হঞাছে নিশ্চয়॥
তবে সাধু ক্রোধ করি তা সভারে বোলে।
তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া আমি থাকি ঘরে॥
শুনি দুই স্ত্রী যুক্তি করিল অন্তরে।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ ভজি এই সে বিচারে॥
চলিলা সুন্দরী তারা পতিরে ছাড়িয়া।
দয়া হৈল গোবিন্দের একান্তি দেখিয়া॥
সাধুর হৃদয়ে প্রভু দয়া সঞ্চারিঞা।
স্ত্রীএরে একান্ত সাধু দেখে দাণ্ডাইয়া॥
ধিক্ ধিক্ আমি ছার পাপিষ্ঠ হৃদয়।
হেন স্ত্রীএ অসম্মান যুক্তি ভাল নয়॥
সাধু বোলে চল সঙ্গে লব তো সভারে।
পরম পবিত্র তোরা পুণ্য কলেবরে॥
স্বামীর সুভগা সেই যার কৃষ্ণ-ব্রত।
অখিল পূজিত সেই পরম মহত্ত্ব॥
ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর।
দুই নারী লঞা গেলা মন্দির ভিতর॥
প্রভু নমস্করি সাধু হৈগেল বাহিরে।
সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে
লেউটিয়া দেখে দুই নারী নাই পাশে।
মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥
বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে উচ্চনাদে।
দ্রবিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে॥
ঘুচিল মন্দির দ্বার দেখে দুইজন।
পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ॥
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ পতি দেখিবারে গেল।
তে কারণে কৃষ্ণ-পতি সুদৃঢ় পাইল॥
নিজ ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সওদাগর।
পরসাদ করে প্রভু বোলে মাগ বর॥
চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম।
বর মাগোঁ মোর নামে হউ তোর নাম॥
মা বাপে থুইল মোর এ নাম জীয়ড়।
আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর॥
জীয়ড়-নৃসিংহ নাম তেঁই পরকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচন দাস॥

তবে গোরা পহুঁ জীয়ড়-নৃসিংহ দেখিয়া।
চলিলা ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া ॥
চলি যায় পথে প্রেমা পরবশ চিত।
কাঞ্চী নগরে প্রভু ভেল উপনিত ॥
রত্নময় পুরী সেই কাঞ্চীনগর।
নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল ন্যাসিবর ॥
বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু।
আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা প্রভু ॥
রাজা গোদাবরী স্নান করি বিপ্র সঙ্গে।
আসি অন্তঃপুরে কৃষ্ণ সেবা করে রঙ্গে ॥
প্রভু আসি হেনকালে দ্বারে আগমন।
পরম সুন্দর কান্তি মদনমোহন ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া দ্বার'কে কহিল।
রাজপুত্র কোথা আছে নিভৃতে পুছিল ॥
প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে।
এই ভগবান্ হেন মনে মনে বোলে ॥
প্রভু কহে রাজপুত্রে জানাহ বচন।
তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥
চলিল ত দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে।
নিজ অন্তঃপুরে যথা দেবতা পূজিছে ॥
পরণাম করি দ্বারী জানায় বচন।
এক মহা গোসাঞির দ্বারে আগমন ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু।
তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥
দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন।
জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥
দেবতার পূজা করে নিজ অভ্যন্তরে।
কাহার শকতি তথা কে যাইতে পারে ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসে মনে মনে।
যথা পূজা করে তথা চলিলা আপনে ॥
এক অংশে দ্বারে রহে আর অংশে যায়।
যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥
ধেয়ান করএ কৃষ্ণ দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধেয়ান করয়ে জপি মন্ত্র ॥
পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে।
কি হৈল কি হৈল বলি গুণে মনে মনে ॥
পুনরায় ধ্যান করে সুদৃঢ় হিয়ার।
পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায় ॥
কি কি বলি আঁখি মিলি চাহে চারিভিতে।
গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর দেখিল সাক্ষাতে ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে।
চরণ বন্দনা করি নেহারই ক্রমে ॥
আপাদমস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥
বিস্ময় লাগিল ন্যাসী আইলা কেমতে।
প্রভুরে পুছিলা কিছু হাসিতে হাসিতে ॥
মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥
প্রভু কহে তুমি কেনে না চিন আপনা।
আমারে না চিন তুমি নিতে আইনু তোমা॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস।
আপন চিনাঞা প্রভু করে পরকাশ ॥
যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত দ্যুতি।
সবহুঁ দেখায় রাজা এ পীতমূরতি ॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা।
গৌর অঙ্গ ছটায় ঝলমল করে তথা ॥
দেখিয়া জানিল কাজ রামানন্দ রায়।
প্রেমায় বিহ্বল ধরে নিজ প্রভু পায় ॥
পুনর্ব্বার হইলা প্রভু শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীমুখ বর পীতাম্বর ॥

রাধা বামে পরমসুন্দরী মহামতি।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গোপী বরাঙ্গ যুবতী ॥
বৃন্দাবনে রতনমন্দির সিংহাসনে।
দেখে রাজা পরম আনন্দ রাধা সনে ॥
পুনর্ব্বার হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গ মুরুতি।
অরুণ অম্বর অঙ্গে যেন মহাযতি ॥
রাণীগণ দেখি কান্দে আনন্দিত মনে।
সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে রাধার রমণে ॥
বিহ্বল হইলা রাজা অবশ শরীর।
করে ধরি লঞা প্রভু ভৈগেল বাহির ॥
দশদিন ছিল প্রভু রাজার সহিতে।
এ প্রকাশ তবে রাজা দেখে আচম্বিতে ॥
একদিন যে হইল করিল প্রকাশ।
তার এক কথা কহি কেবল আভাস ॥
অনেক হইল কৃষ্ণকথা তার সনে।
বিস্তারি কহিতে তাহা অনন্ত না জানে ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা বেদে অগোচর।
কোন লীলা কোন ভক্তে করেন বিস্তার ॥
আদ্যোপান্ত কহিতে শকতি আছে কার।
লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ হয় ত বিস্তার ॥
রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন।
গোরাগুণ গাথা গায় এ দাস লোচন ॥

তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ কৌতুকে।
চলিতে আনন্দে দেহ ভরিল পুলকে ॥
এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়।
গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সান্ধায় ॥
এই পুণ্য মহাতীর্থ পঞ্চবটী নাম।
যাহাতে আছিলা সেই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥

পঞ্চবটী দেখি প্রভু প্রেমে অচেতন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
এইখানে কুঁড়েঘর বান্ধিলা লক্ষ্মণ।
মৃগী মারিবারে রাম করিলা গমন ॥
শ্রীরাম উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতা হরি লইল রাবণ ॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
মার্‌মার্‌ বোলে প্রভু বোলে ধর্‌ধর্‌ ॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উভরায়।
সীতা সঙরিয়া কান্দে অবশ হিয়ায় ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ পাতাইতে নারে।
আপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে ॥
তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা কাবেরীর কূল ॥
কাবেরীর পারে দেখে শ্রীরঙ্গনাথ।
দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজ জন সাথ ॥
তথায় ত্রিমল্ল ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া।
নিরীখয়ে গৌরদেহ বিস্মিত হইয়া ॥
দেহের কিরণ আরে প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব কেশর জিনি পুলককদম্ব ॥
সর্ব্বলোক জিনি তনু যেনক সুমেরু।
প্রেম-ফল ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু ॥
হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে।
দেখিয়া চৌদিগ ভরি সব লোক কাঁদে ॥
ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্ল ভট্টাচার্য্য।
কৌতুকে সকল কথা জানিল আচার্য্য ॥
এই সেই ভগবান্ কভু নহে আন।
নিশ্চয় জানিল এই। সর্ব্বজন প্রাণ ॥
এতেক জানিঞা সে ত্রিমল্ল ভট্টরায়।
আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায় ॥

তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা।
চাতুর্ম্মাস্য রহিল পরম সুখ দিয়া॥
চাতুর্ম্মাস্য রহি সুখে চলিলা তুরিতে।
পথে দেখা পরমানন্দপুরীর সহিতে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি স্নিগ্ধ হৈলা দুই জন।
নিরখিতে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥
দেখিতে পরমানন্দপুরীর স্মরণে।
গুরু মাধবেন্দ্রপুরী যে কৈল বচনে॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম রাখিবারে।
জনমিব কৃষ্ণ প্রথমসন্ধ্যার ভিতরে॥
গৌর দীর্ঘকলেবর বাহু জানুসম।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমললোচন॥
করুণাসাগর প্রভু প্রেমার আবাস।
নিজ করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ॥
মোর ভাগ্য নাহি মুঞি দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হৈলে মোরে করিহ স্মরণে॥
সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল।
এই সেই ভগবান্ নিশ্চয় জানিল॥
মাধবেন্দ্র বলি বলি করিল স্মরণ।
শুনিয়া আনন্দ মনে করএ ক্রন্দন॥
মাধবেন্দ্র কীর্ত্তন করিয়া প্রভু নাচে।
হরি হার বলি ভক্ত নাচে কাছে কাছে॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই পরম আনন্দে।
মাধবেন্দ্র বলি প্রভু প্রেমানন্দে কান্দে॥
এত দিনে সন্ন্যাস মোর সফল হইল।
মাধবেন্দ্রধ্বনি মোর কর্ণে প্রবেশিল॥
দেখি পরণাম করে পরমানন্দপুরী।
কি কর বলিয়া প্রভু তোলে হাথে ধরি॥
গাঢ় আলিঙ্গন কৈল পরম সন্তোষে।
চলিলা ঠাকুর কহে এ লোচন দাসে॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
পথে চলি যাইতে সপ্ততাল বিমোচনে॥
সপ্ত তাল তরু সেই আছে সেই পথে।
দেখি আচম্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
ধাঞা গিয়া সপ্ততরু করিলা পরশে।
জয় জয় ধ্বনি তবে উঠিল আকাশে॥
মুনিশাপে ছিল সে গন্ধর্ব্ব সাত জন।
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন॥
তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
আনন্দে বিভোল হঞা হরিগুণ গায়॥
প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে।
সেতুবন্ধ উত্তরিল পথে ক্রমে ক্রমে॥
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ।
আনন্দে নাচয়ে যেন মত্তমত্ত সিংহ॥
লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার।
সেতুবন্ধ দেখি হরি বোলে বারেবার॥
অনুরাগে কান্দে ডাকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কখন আবেশে ডাকে অঙ্গদ হনুমান্॥
ক্ষণেকে আবেশে ডাকে সুগ্রীব মোর মিত।
ক্ষণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপরীত॥
ধনুতীর্থে স্নান কৈল আনন্দিত মনে।
সেতুবন্ধ দেখি নাচে সব ভক্ত সনে॥
এই মনে দিবানিশি না জানে আপনা।
লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাড়িল করুণা॥
পথে ক্রমে ক্রমে প্রভু লেউটিয়া আসি।
পুন চারি মাস গোদাবরী-তীর্থবাসী॥
পুনরপি উড্রদেশে আইলা ঠাকুর।
জগন্নাথ ভাবে প্রেমা বাড়িল প্রচুর॥
তবে ত দেখিল প্রভু শ্রীআলালনাথ।
বিষ্ণুদাস উড়িয়াকে কৈল আত্মসাথ॥

জগন্নাথ দেখি প্রভু হৈলা কুতুহলী।
সঘনে তুলিয়া বাহু হরি হরি বলি ॥
পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহাসুখে।
কহয়ে লোচন এ আনন্দ বড় লোকে ॥

বরাড়ী রাগ। ধূলাখেলা জাত ॥

এখানে কহিব কথা, শুন গোর গুণগাথা,
ত্রিজগতে অতি অনুপাম।
মনঃকথায় বান্ধি আলি, মুকুতা প্রবাল ঢালি,
সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥
সুবর্ণ মণি মাণিক্যে, দিব্যরত্ন চারিদিগে,
মনে মনে বান্ধিল জাঙ্গাল।
মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা,
হেনকালে প্রত্যাসন্ন কাল ॥
না হৈল জাঙ্গাল সায়, দুখ রহিল হিয়ায়,
মনে মনে করে অনুতাপ।
কানাইর—
নাট্ শালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত,
সন্ন্যাসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥
এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে,
না জানি কোথারে চলি যায়।
ক্রমে ক্রমে—
গেল পথে, কানাইর নাট্ শালা হৈতে,
পুন লেউটিলা গোরারায় ॥
এ কথা বেকত নহে, পরমানন্দপুরী কহে,
কহ প্রভু ইহার কারণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল তথা,
মনঃকথা সিদ্ধির কারণ ॥

পুরুষোত্তম আদি অন্ত, মথুরাপুরী পর্য্যন্ত,
স্বর্ণ মণি মাণিক্যে দিব আলি।
সন্ন্যাসীর এই হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া,
চলি যাবে গোরা বনমালী ॥
শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন,
শ্রীগোরাচাঁদের পরকাশ।
মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র,
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥

তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
কীর্ত্তনবিলাস করে আছে নানা রঙ্গে ॥
অনেক ভকতগণ মিলিলা তথায়।
প্রেম বিলসয়ে আপে নাচয়ে নাচায় ॥
নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগণে।
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে ॥
আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল বাসে।
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥
মথুরা চলিব মনঃকথা আচম্বিত।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল হিয়া উনমত চিত ॥
চলিলা মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িল প্রচুর ॥
অনুরাগে ধায় প্রভু রাঙ্গা দুই আঁখি।
সিংহের গমনে ধায় দেখিতে না দেখি ॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাটিতে।
কথোদূরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে ॥
ঝারিখণ্ড পথে প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দাইলা পশু পক্ষী বৃক্ষাদি প্রস্তর ॥
গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া মৃগ-ব্যাঘ্রগণ নাচে।
হিংসা নাহি সর্ব্বসুখে নাচে প্রভু কাছে ॥

বনজন্তুগণ সব কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী।
অনেক বৈসয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী॥
বিশ্বেশ্বর দেখি প্রভু চলি যায় পথে।
প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিত চিতে॥
রূপ সনাতন গোসাঞি প্রভুরে মিলিয়া।
অনুগ্রহ করি তারে ভক্তি শিখাইলা॥
তথা বেণী-স্নান করি দেখি অক্ষয়বট।
যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট॥
দেখিলা অদ্ভুত সে রেণুকা নামে গ্রাম।
অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম॥
তথা বৃন্দাবন মুখে যমুনা বিমুখী।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমসুখে সুখী॥
রাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে গোকুল।
সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল॥
হিয়া স্থির করে প্রভু অনেক যতনে।
আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে॥
চলিতে চলিতে আর গিয়া কথোদূর।
সুনিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর॥
মধুপুরী দেখি প্রভু উনমতচিত।
প্রেমায় বিহ্বল যেন নাহিক সম্বিত॥
অক্রূর অক্রূর বলি ভুমিতে পড়িলা।
মাথুর বিরহভাবে মূর্চ্ছিত হইলা॥
দিবানিশি নাহি জানে আছে সেইখানে।
সম্বেদন নাহি প্রভুর ভেল তিন দিনে॥
গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য॥
প্রভুরে দেখিয়া সেই গুণে মনে মনে।
কোথা হৈতে আইলা এক পুরুষরতনে॥

বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইহার চরণ।
এই শুক প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন॥
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল বচন।
কি নাম তোমার হয় কহত ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন ন্যাসিবর।
কৃষ্ণদাস নাম মোর কহিল উত্তর॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট অট্ট হাস।
কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস॥
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
তুমি দেখাইবে যেবা যে আছে বিশেষে॥
মথুরামণ্ডল এ কৃষ্ণের অন্তরীণ।
সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ॥
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ সব তুমি জান।
মথুরামণ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান॥
দ্বিজ কহে সব স্থান না জানিয়ে আমি।
দ্বাদশ বনের কথা সবে আমি জানি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু প্রেমানন্দে হাসে।
তাহার হৃদয়ে শক্তি করিলা প্রকাশে॥
মহানন্দে বলে আমি সব দেখাইব।
কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংশবধ শুনাইব॥
দ্বিজ কহে শুন শুন শুন মহাশয়।
নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয়॥
তোমার দর্শনে মোর ব্রজ দরশন।
আচম্বিতে সব মোর হৈল স্মঙরণ॥
দেখাব যেখানে যেবা স্থানের মরম।
যেখানে বা ভগবান্ জনম করম॥
এ বোল শুনিঞা গৌর হরিষ হিয়ায়।
কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণগুণ গায়॥
সেদিন বঞ্চিলা কৃষ্ণদাসের আলয়।
মথুরা মণ্ডল কথা সর্ব্বরাত্র কয়॥

মথুরামণ্ডল মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী।
যাহার দুকূলে কৃষ্ণ বিহরে পিরিতি॥
যমুনার পূর্ব্বকূলে আছে পাচ বন।
পশ্চিমেতে সাত বন কহিল কথন॥
কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে।
ভক্ত বিনে কেহ ইহার মরম না জানে॥
কংসের সদন এই যমুনা পশ্চিমে।
ইহার উত্তরে বন বৃন্দাবন নামে॥
মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথে।
অনেক রহস্য খেলা দেখিবে তাহাতে॥
কুমুদ নামে বন আছে তাহার নৈর্ঋতে।
সওয়া যোজন পথ মথুরা হইতে॥
খদির নামে বন আছে কুমুদ দক্ষিণে।
দেড় যোজন পথ সেই মথুরার সনে॥
তালবন আছে সেই পশ্চিমে যমুনার।
অর্দ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাহার॥
এক নদীধারা আছে মানসগঙ্গা নামে।
বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে॥
কাম্যকবন হৈতে মোহনবনের দেশ।
কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ॥
সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাথে।
মথুরা উত্তর প্রবেশয় যমুনাতে॥
মথুরার পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধনগিরি।
আউট যোজন সে মথুরা হৈতে ধরি॥
কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন পশ্চিমে।
মথুরা হইতে আউট যোজন লোক গণে॥
বহুলা নামে বন গোবর্দ্ধনের ঈশানে।
মানস গঙ্গার পার সে দুই যোজনে॥
এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার।
কহিব ত পূর্ব্বকূলে পাঁচ বন আর॥

মহাবন নামে বন যমুনা নিকটে।
মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে॥
বিল্ব নামে বন আছে উত্তরে তাহার।
অর্দ্ধ যোজন সে মথুরা হৈতে পার॥
তাহার দক্ষিণে আছে লোহ নামে বন।
ভাণ্ডীর নামে বন আছে তাহার ঈশান॥
একত্রই দুই বন যমুনার কুলে।
মহাবন হৈতে লোকে আউট যোজন বোলে॥
এই দ্বাদশ বন মথুরামণ্ডল।
কৃষ্ণের বিহারস্থান দেখাব সকল॥
এইমনে কথালাপে প্রভাত হইল।
যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল॥
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে কৃষ্ণদাসে দিল ডাক।
দেহকে জিনিয়া সে অধিক অনুরাগ॥
দেখিতে চলিলা গৌর মথুরামণ্ডল।
আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করে ছল॥
কৃষ্ণদাস কহে গোসাঞি ইথে কর মন।
পুরীর তিনদিগে দেখ গড়ের পত্তন॥
পুরুবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণমুখে।
উত্তর দক্ষিণ দ্বার গড়ের দুই দিগে॥
কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈর্ঋতে।
পুরুবে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে॥
বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর।
পুরীর বায়ুকোণে দেখ হের কারাগার॥
সূত্রস্থান দেখ প্রভু ইহার দক্ষিণে।
বিবরি কহিয়ে কিছু শুন সাবধানে॥
কংসভয়ে বসুদেব লঞা যান পুত্র।
আচম্বিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূত্র॥
এইখানে বসুদেব বসিলা সত্বর।
প্রসাব করিলা কৃষ্ণ দ্রবিলা পাথর॥

মূত্রচিহ্ন রহিল এ পাষাণ উপরে।
মূত্রস্থান বলি লোকে পুজয়ে ইহারে॥
ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর।
এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার॥
কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তক।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক॥
এই উদ্ধবের ঘর মুঞি আইলুঁ এবে।
এথা যে করিল কৃষ্ণ কহোঁ অনুভবে॥
এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবেতে কথা।
দেখিয়াছি হেন বাসোঁ মনে লাগে ব্যথা॥
এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিগে।
তবে কহ কৃষ্ণদাস কহে অনুরাগে॥
উদ্ধবের পূর্ব্বে দেখ রজকের ঘর।
মালাকর বাস দেখ পূরুবে ইহার॥
ইহার দক্ষিণে দেখ কুব্জীর ঘর।
তাহার নৈঋতে রঙ্গস্থল মনোহর॥
বসুদেব আবাস দেখ তার অগ্নিকোণে।
এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনে মনে॥
গদগদ স্বর কিছু অরুণ বদন।
উগ্রসেন বাড়ী দেখ তাহার ঈশান॥
দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার।
গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার॥
কংস মারি টানিঞা ফেলিতে গৈল খাল।
তেঞি কংসখালিঘাট দক্ষিণে ইহার॥
দেখহ প্রয়াগঘাট তাহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে॥
সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে॥
ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর।
তাহার দক্ষিণে কোটিতীর্থের প্রচার॥

তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে।
দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥
এইত দ্বাদশ ঘাট সর্ব্বতীর্থসার।
পুরীর দক্ষিণে রঙ্গভূমি দেখ আর॥
তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ।
দুরাশয় কংস রাজা খনিলেক কূপ॥
কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব এই কাম।
কংসেতে খনিল কূপ কংসকূপ নাম॥
দেখহ অগস্ত্যকুণ্ড নৈঋতে তাহার।
সেতুবন্ধ সরোবর উত্তরে ইহার॥
এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে॥
সেতুবন্ধ সরোবরের শুন বিবরণ।
সাবধানে শুন প্রভু হঞা এক মন॥
এককালে আছে কৃষ্ণ গোপীগণ মেলে।
রাসক্রীড়া করে এই সরোবরকূলে॥
রাধাকে কহিল আমি সেই রঘুনাথ।
রাবণ মারিল আসি বানরের সাথ॥
এ বোল শুনিঞা রাধা মুচকি হাসয়ে।
মিছা কথা কহে কৃষ্ণ এইত আশয়ে॥
দেখিয়া তরস্ত হঞা পুছয়ে রাধারে।
কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে॥
রাধা বোলে মিছা কথা না বলিহ আর।
তুমি সে কেমনে হৈলে রাম অবতার॥
মহাজিতেন্দ্রিয় তিহোঁ পরম ঈশ্বর।
তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার॥
সমুদ্র বান্ধিলা তেহোঁ এ গাছ পাথরে।
তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে॥
এ বোল শুনিঞা কৃষ্ণ লহু লহু হাসে।
আমি জলে থুইলে সে ইটা পাথর ভাসে॥

এ বোল শুনিয়া গোপী বলিছে বচন।
আনিয়ে পাথর দোখ বান্ধহ এখন ॥
মিছা গর্ব্ব না করিহ শুন হে কানাই।
পাথর ভাসয়ে জলে কভু শুনি নাই ॥
ঠাকুর কহয়ে তোরা আনহ পাথর।
পাথরে বান্ধিব আমি এই সরোবর ॥
এ বোল শুনিয়া গোপী বহি আনে ইটা।
কাঠ খান খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥
এক কূলে রহি কৃষ্ণ বান্ধে সরোবর।
একূলে ওকূলে যবে লাগিল পাথর ॥
এ গাছ পাথরে সরোবর গেল বান্ধা।
ভাল ভাল বোলে গোপী মুচকি হাসে রাধা॥
রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু।
সেতুবন্ধ সরোবর কহি এই হেতু ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর উল্লাস।
গোরাগুণ গাথা গায় এ লোচন দাস ॥

সপ্তসমুদ্রকুণ্ড ইহার উত্তরে।
দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥
ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর।
দেখ সরস্বতীকুণ্ড পুরীর উত্তর ॥
এইখানে দেখ দশ-অশ্বমেধ-ঘাট।
ইহার দক্ষিণে সোম-তীর্থের এ বাট ॥
কণ্ঠাভরণমজ্জন ইহার দক্ষিণে।
নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল-গমনে ॥
সংযমন অসিকুণ্ড-ঘাটে গেলা তবে।
পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অনুভবে ॥
এইমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল।
বিশ্রাম করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥

উৎকণ্ঠায় আকুল দীঘল ভেল রাতি।
পোহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি ॥
রজনী প্রভাত হৈল হিয়ার উল্লাস।
প্রাতঃক্রিয়া করি বোলে আইস কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণদাস বোলে গোসাঞি শুনহ বচন।
মথুরামণ্ডল-ভূমি একুইশ যোজন ॥
দ্বাদশ বন ছয় যোজন ভিতর।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল ॥
নারদবচন কংস শুনে এইখানে।
বসুদেব দেবকী বান্ধিল এই স্থানে ॥
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি।
এথা পরিহার মাগে বসুদেব দেবকী ॥
এইখানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে।
নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেল ভোলে ॥
ফণা-ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে ধায়।
যমুনাতে পার সে শৃগাল আগে যায় ॥
এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি।
নিঁদে প্রসবিলা কন্যা যশোদা ভাগ্যবতী ॥
নন্দ ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল।
দেবকীর কন্যা বলি কংসেরে ভাণ্ডিল ॥
পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে।
বিদ্যুৎ হইয়া তেঁহ গেল আকাশেরে ॥
অপরাধী কংস স্তুতি করয়ে তাঁহারে।
গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥
শুনিঞা সে বাণী ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া কংস মরণ গণিল ॥
মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি।
বসুদেব কৈল রাখ শিশুরে আবরি ॥
সাত দিবসের কৃষ্ণ পুতনা বধিল।
মাসেকের কালে কৃষ্ণ শকট ভাঙ্গিল ॥

তৃণাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হঞা বিশম্ভর।
জৃম্ভায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদর॥
ছয় মাসের কালে নামকরণ হইল।
মৃত্তিকা ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইলা॥
মন্থনের দণ্ড ধরি নাচিল এইখানে।
দুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদা গমনে॥
উদূখলে চড়ি শিকার ভাণ্ড ছেদ করি।
ঊর্দ্ধমুখে নবনী ভক্ষণ কৈল হরি॥
এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র চুরি কৈল ননী।
উদূখলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী॥
যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ কৈল এইখানে।
ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে॥
মহাবন দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর।
শিশু সঙ্গে বৎস এথা রাখে দামোদর॥
হের দেখ গোপেশ্বর মূর্ত্তি মনোহর।
সপ্তসমুদ্রক কুণ্ড দেখহ সুন্দর॥
আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে।
সুনন্দগোপের ঘর তাহার দক্ষিণে॥
উপনন্দ ঘর দেখ গ্রাম মধ্যখানে।
পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবনে॥
দেখহ দুর্ব্বাসাশ্রম ইহার উত্তর।
নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর॥
অপরূপ কহিব এই হের বিল্ববনে।
কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিলা এখানে॥
রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর।
কোলে করি লেহ কৃষ্ণ থোও লঞা ঘর॥
নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ লঞা কোলে।
চুম্বন করয়ে বাল্য আচরণ ছলে॥
কাজ নাহি বুঝে রাধা লঞা যায় পথে।
গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে॥
দেখিয়া চরিত্র রাধার বিস্ময় লাগিল।
হিয়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল॥
হের আর দেখ পুন কৃষ্ণের চরিত।
মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত॥
পাচনি খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান।
শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্যজ্ঞান॥
কথোক্ষণে গৌরচন্দ্র পাইল ত বাহ্য।
প্রভু কহে কৃষ্ণদাস কি হইল কার্য্য॥
এইখানে দেখ উপনন্দ আদি যত।
যুকতি করিল সব গোয়ালা সম্মত॥
বড়ই সে রাজপীড়া নিত্যই সঙ্কটে।
রজনী প্রবেশে সঙ্গে চালায় শকটে॥
শকটে চড়িয়া যান কৃষ্ণ বলরাম।
তার মুখ দেখি গোপ সুখে চলি যান॥
ভদ্র ভাণ্ডীর বনে ছিল দুই মাস।
আনন্দে কহএ শুন এ লোচনদাস॥

তবে পার হৈলা সে নিকট বৃন্দাবনে।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শকট রাখিল এইখানে॥
কপিত্থ গাছের মূলে বৎসক বধিল।
পুচ্ছপদ ধরি তারে ভূমে আছাড়িল॥
গিলি উগারিল কৃষ্ণ এথা বকাসুর।
দুই ঠোঁট চিরি তার প্রাণ কৈল দূর॥
এই গোঠে বিহরে বালক সব সঙ্গে।
শিঙ্গা বেণু বেত্র হাথে নানাবিধ রঙ্গে॥
কেহো কোন জন্তু ছলে সেই শব্দ করে।
উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে॥
এ বোল শুনিঞা গৌর বিহ্বল হিয়ায়।
বালকের মত প্রভু ইতিউতি ধায়॥

ময়ূরের শব্দ করি ধরয়ে কেকন।
পুলকে পূরল অঙ্গ আনন্দ বদন॥
ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বোলে।
শ্রীদাম সুদাম বলি পাছ কৈল কোলে॥
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কতি গেল ধেনুকাসুর মারিব এখন॥
ইহা বলি কান্দে বাহ্য নাহিক শরীরে।
কৃষ্ণদাস বোলে এই সেই যদুবীরে॥
সঙ্গের সঙ্গতিগণ তারাও তেমন।
গৌর-মুখ নেহারয়ে নাহি সম্বেদন॥
কথোক্ষণে গৌরচন্দ্র পাইলা ত বাহ্য।
পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে কহ কার্য্য॥
বৎসক-কনিষ্ঠ সর্প নাম অঘাসুর।
এইখানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর॥
এই খানে যমুনা ছিল নাহিক এখন।
এইখানে হরিলা ব্রহ্মা বৎস-শিশুগণ॥
বৎসরেক রাখে গোবর্দ্ধনের ভিতরে।
সেই বৎস-শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে॥
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরামে।
যমুনাতে দেখ কলিদহ এই ঠানে॥
কদম্বতরু আরোহণ কৈল এইখানে।
ঝাঁপ দিয়া কৈল কালিনাগের দমনে॥
শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিলা।
দ্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিলা॥
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেঞি বোলে লোকে
কালীয়দমন মূর্ত্তি দেখ পরতেখে॥
এইখানে বালক-বৎস পোড়ে দাবানলে।
দাবানল পান করি রাখিল সভারে॥
শ্রীদামেরে কান্ধে কৃষ্ণ করিল এখানে।
প্রলম্ব হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥
অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে।
মস্তকে মারিল মুষ্টি ছাড়িল পরাণে॥
ভাণ্ডীর বনেতে অঘাসুরের মরণ।
নিকটেতে দেখ গোসাঞি তের বৃন্দাবন॥
ঈষীকা-মুঞ্জাটবী দেখ পরম মোহন।
এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন॥
ধেনু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুক।
উভপুচ্ছ করি ধেনু আইসে ঊর্দ্ধমুখ॥
তৃণ মুখে ধেনু ধায় বৎস স্তনমুখী।
মুরলীর গানেতে মোহিত মৃগ পাখী॥
পুন দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ।
দাবানল পানে শিশুর মুদিত নয়ন॥
এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে।
আনন্দে দেখয়ে গৌর কহয়ে লোচনে॥

গোপকুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে।
কাম্য কৈল দাসী হব কৃষ্ণের চরণে॥
বস্ত্র অভরণ তারা থুঞা এই ঘাটে।
জলে নামি স্নান তারা করয়ে লাজটে॥
আচম্বিতে বস্ত্র অভরণ লইয়া হরি।
নীপতরু পরে উঠি হাসে ধীরিধীরি॥
গোপকুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে।
তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র অভরণে॥
বৃন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া।
যজ্ঞপত্নী স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া॥
কংসের প্রতাপ ভয়ে উৎপাত দেখিয়া।
নন্দীশ্বরগিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া॥
বসতি করিল মানসগঙ্গার দু কূলে।
বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে॥

ইন্দ্র সনে বাদ করি এ পর্ব্বত ধরে।
তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে॥
মানসগঙ্গার ধারা পর্ব্বত ঈশানে।
স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে॥
নৌকা পারাবার করি বাঢ়ায় কৌতুক।
জলে ভাসি দেহ গোপী দিলেক যৌতুক॥
পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথ।
গোকুল মথুরার লোক করে গতাগত॥
পর্ব্বত উপরে এক আছে রম্য স্থান।
এইখানে গোপিকার সাধে মহাদান॥
বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষাণে।
এই দান চৌতারা প্রভু দেখ বিগুমানে॥
পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদগদ স্বর।
অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর॥
নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ।
এক দৃষ্টে চাহে নিজ বসিবার স্থান॥
ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার।
ক্ষণে বোলে রাধা দান দেহ না আমার॥
অবশ শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে।
ক্ষণয়ে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে॥
কৃষ্ণদাস বলে গোসাঞি শুন মোর বোল।
দেখিবে ত সব স্থান নহ উতরোল॥
পর্ব্বতের পূর্ব্ব দেখ এ কুসুমবন।
তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান॥
এ বোল বলিতে গোরা বোলে রহ রহ।
শ্রীরাসমণ্ডল কথা ভাল মতে কহ॥
রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল সেই এই স্থান।
এ বোল বলিতে গোরার ঝরে দু নয়ান॥
হা হা রাধা হা হা কৃষ্ণ বোলে বার বার।
অরুণ নয়ানে ঝরে সাত পাঁচ ধার॥
শ্রীরাসমণ্ডল বলি পড়ে গড়াগড়ি।
ক্ষণে উভবাহু করে হুহুঙ্কার ছাড়ি॥
জানুর উপরে জানু ত্রিভঙ্গিম রহে।
শুন শুন বলি রাধাকৃষ্ণ কথা কহে॥
পুন কি কহিব বলি অট্ট অট্ট হাস।
এইখানে হয়ে রাধাকৃষ্ণ কৈল রাস॥
বিহ্বল দেখিয়া গৌর বোলে কৃষ্ণদাস।
পর্ব্বত উপরে রাধা কদম্ব বিলাস॥
দেখ ইন্দ্র আরাধন অন্নকূট স্থান।
ইন্দ্রপূজা বাধ কৃষ্ণ কৈল এই স্থান॥
অভিমানে আপনা পাসরে ইন্দ্ররাজ।
ঝড় বরিষণ কৈল গোয়ালা সমাজ॥
সেইরূপ মূর্ত্তি দেখ পর্ব্বতশিখরে।
হরিরায় নাম মূর্ত্তি পর্ব্বত উপরে॥
গোবর্দ্ধন উপরে দক্ষিণভাগে বাস।
গোপালরায় নাম হেথা কৃষ্ণের বিলাস॥
ইন্দ্রদর্প হরি চঢ়ে পর্ব্বত উপরে।
এথা অভিষেক করে রাজরাজেশ্বরে॥
সর্ব্ব পাপহর কুণ্ড পর্ব্বত দক্ষিণে।
তাহার দক্ষিণে দেখ শিলা উবটনে॥
আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সর্ব্বতীর্থসার॥
ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে।
পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে॥
এইখানে দ্বাদশী পারণা স্নান কালে।
বরুণে হরিল নন্দ কৃষ্ণ দেখিবারে॥
ব্রহ্মকুণ্ডমজ্জন হের দেখ বৃন্দাবন।
কৃষ্ণের বিভব শিশু দেখহ নয়ন॥
অশোকবন দেখ এই কুণ্ডের উত্তরে।
এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহারে॥

কার্ত্তিক-পূর্ণিমা তিথি দিবসের মাঝে।
কুসুমিত হয় তরু দেখে সর্ব্বরাজ্যে॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু নেহারয়ে বন।
অকালে পুষ্পিত তরু হইল তখন॥
মুঞ্জরিত তরু লতা ফল ফুল অকালে।
অদ্ভুত দেখিয়া কিছু কৃষ্ণদাস বোলে॥
অদভুত গন্ধ গোরা অঙ্গের বাতাস।
কৃষ্ণদাস বোলে গোসাঞির কপট সন্ন্যাস॥
দণ্ডবত করে ভূমে স্তব্ধ হঞা রহে।
কহ কহ কহ গৌর কৃষ্ণদাসে কহে॥
কৃষ্ণদাস বোলে গোসাঞি শুনহ বচনে।
রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥
এই কল্পতরু মূলে পূরে বংশীনাদ।
ষোলক্রোশ পথে গোপীর ভেল উনমাদ॥
বিগত-চেতন গোপী কৃষ্ণ আকর্ষণে।
উপেখিল কুল শীল লাজ ভয় মানে॥
ত্যক্ত বস্ত্র অভরণ হৈল সভাকার।
কামগত চিত্তবৃত্তি মদন ঝঙ্কার॥
অপ্রাকৃত কামেতে মুগধ ব্রজবালা।
কৃষ্ণের নিকটে সত্তে আসিয়া মিলিলা॥
এইখানে দেখ নাম এ গোবিন্দরায়।
শুনিমাত্র গৌরচন্দ্র বিভোর হিয়ায়॥
হইল আবেশ প্রভু পুলকিত অঙ্গ।
এ ভূমি আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
হুহুঙ্কার নাদে প্রেম অমিয়া বরিষে।
পশু পক্ষী উনমাদ মদন হরিষে॥
অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর।
কোকিল ময়ূর নাদ মাতল ভ্রমর॥
বংশী বলি ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিয়া।
ভালি রে ভালি রে বোলে মুচকি হাসিয়া॥
কোন গোপী বোলে তোরা রহ এইখানে।
কেহো কথা কহে যেন নিদের স্বপনে॥
চমকি চমকি নিজ অঙ্গ করে কোলে।
দ্রবময় ভেল দেহ সব অঙ্গ ঝরে॥
ক্ষণে বাল্যাবেশে নাচে অট্ট অট্ট হাস।
বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে কৃষ্ণদাস॥
মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন।
বড় ভাগ্যে পাইলুঁ মুঞি হারাইল ধন॥
এ বোল বলিতে প্রভুর বাহ্য হইল যবে।
কহ কৃষ্ণদাসে পুছে কি হইল তবে॥
এইখানে গোপীকে বুঝায় কুলাচার।
গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব বুঝিবার॥
কিম্বা অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার তরে।
রস পরিপাটী ভাব বাঢ়ায় অন্তরে॥
সুমধ্যমাগণ কেনে রাত্রে কুঞ্জ মাঝে।
ভয় না করিলে এথা আইলে কোন কাজে॥
পরপতি পরশ লালস হেতু তোরা।
পরনারী দরশ পরশ নহে মোরা॥
আপনার ঘরে গিয়া পতি সেবা কর।
নারী নিজ পতি ভজে এই ধর্ম্ম সার॥
কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ দরিদ্র কুরূপ।
নিজ পতি সেবা পরধর্ম্মের স্বরূপ॥
চল চল নিজগৃহে যাহ ব্রজবালা।
সতী নাহি করে নিজ ধর্ম্মে অবহেলা॥
আমি মহাধর্ম্মী কভু না করি অধর্ম্ম।
না বুঝি আমার মন কৈলে কোন কর্ম্ম॥
শুনিঞা রমণীগণ হৈলা মুরুছিতে।
স্তব্ধ হইয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিতে॥
অল্প অল্প শ্বাস হৈল বাক্য নাহি কার।
মদনজ্বরেতে জারিলেক কলেবর॥

কভু ঘন শ্বাস বহে বিরহের তাপে।
কভু নেত্র ঝরে কভু সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে॥
কভু কভু কৃষ্ণপানে থির দিঠে চাহে।
কভু কভু মদনভরেতে থির নহে॥
ভাবভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে।
সভারে মনের কথা বেকত কহয়ে॥
জগত মোহিত যার করে রূপে গুণে।
অবলা ধৈরজ মোরা ধরিব কেমনে॥
মোরা কুলবতী কুলব্রত মাত্র জানি।
কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি॥
তুমি কিছু নাহি জান মোরা নাহি জানি।
জগত মোহন গুণে আনিলে রমণী॥
পতির পরমপতি তুমি আত্মারাম।
তুমি না থাকিলে পতি অগতি প্রমাণ॥
মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে।
তবে কোথা পরপতি দেখিলে ভজিতে॥
অহে পতিগতি পতি সবার আশ্রয়।
আনন্দ পরমানন্দ সর্ব্বসুখময়॥
ভাবভরে ভাবিনীর গণ সত্য কহে।
ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়ে॥
চাহিলা সরস হাস্তে সব গোপী পানে।
যত সুখ গোপী পাইল কেহো নাহি জানে॥
বেড়িলেক সব গোপী প্রভু যদুমণি।
মেঘেতে ঝলকে যেন থির সৌদামিনী॥
এইখানে অপরূপ এ রাসবিহার।
এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার॥
কনক-চম্পক আর মরকত-মণি।
গাঁথিল যেমন মালা মণ্ডলী তেমনি॥
আর অপরূপ হের দেখ এইখানে।
রাই রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥
দিব্য চন্দন মালা দিয়া রাই অঙ্গে।
আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণ সঙ্গে॥
অভিষেক করি কহে শুন গোপীগণে।
আজি হৈতে রাধা রাজা হৈল বৃন্দাবনে॥
রাসহাট উপরে পতাকা শশধরে।
কোকিল কোটাল হঞা জাগায় কামেরে॥
ভ্রমরা হাটের বান্ধ পসার যৌবন।
গরাক রসিকবর মদনমোহন॥
যূথে যূথে পাটয়ারী পাটিনী গোপিনী।
নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভু যদুমণি॥
বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর রোল।
মুরলী মধুর ধ্বনি তাহাতে উতোল॥
হেনমতে রাসে বিহরয়ে যদুরায়।
আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায়॥
এক গোপী লঞা গেলা সভারে এড়িয়া।
কান্দয়ে সকল গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া॥
তুলসী মালতী যূথী তোমাকে সুধাই।
এ পথে দেখেছ যাইতে হলধরের ভাই॥
কৃষ্ণের চরণ প্রিয়া তুলসি কল্যাণি।
তুমি দেখিয়াছ কৃষ্ণ প্রাণ যদুমণি॥
কে মোর হরিয়া নিল নীলমণি কালা।
গহন কাননে ফিরে আহীরীর বালা॥
রামানুজ আমা সভার দর্প হরিয়া।
মন হর্য়া লয়্যা গেল সভারে এড়িয়া॥
শুন শুন আরে তুমি যূথিকা মল্লিকা।
কদম্ব দেখেছ কৃষ্ণ পুছেন গোপিকা॥
না পাইয়া লাগি তার যত গোপীগণ।
কৃষ্ণের যতেক লীলা করয়ে রচন॥
কেহত পুতনা হৈলা কেহ হৈলা কাণ।
স্তনপান করি কেহ বধিল পরাণ॥

কোন সখী আইলা শকট রূপ ধরি।
কৃষ্ণরূপ ধরি কেহো তাহারে সংহারী॥
অথা বকা হঞা তবে কোন সখী আইলা।
কৃষ্ণরূপ হৈয়া কেহ তাহারে মারিলা॥
এইখানে গোপী কৃষ্ণচরিতে তন্ময়।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেনমত হয়॥
সেই অভিনয় করে সেই সব রীত।
উনমত গোপী সব কৃষ্ণময় চিত॥
সঙ্গের গোপিকা সেই আদরে ইতর।
হাসিয়া কহয়ে মুঞি চলিতে কাতর॥
যেন মতে পার তেন মতে লহ তুমি।
কাণু কহে আইস কান্ধে করি নিব আমি॥
মাতিল পাথর বুকী শীতল বচনে।
টানিয়া কাঁকালি বান্ধে নেতের বসনে॥
কোলে করি লঞা গেলা আর কথো দূর।
আচম্বিতে তাহাকেহ ভৈগেলা নিঠুর॥
যে কালে চাপিবে কৃষ্ণের চূড়ায় দিয়া হাথ।
সেই কালে অন্তর্দ্ধান কৈল গোপীনাথ॥
এইখানে অন্তর্দ্ধান হইলা তাহারে।
ব্যাকুলিত সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে॥
কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত।
[illegible]নে বুলে তারা চরিত উন্মত॥
বিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উভরায়।
এ কথা শুনিতে দুখ বাঢ়য়ে হিয়ায়॥
হেন মতে মূর্চ্ছা যবে পাইল গোপীগণ।
এইখানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন॥
পুনরপি কৈল তবে এ রাস বিলাস।
পুন রাসোৎসবে গোপী আনন্দ উল্লাস॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাসমণ্ডলে।
পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন স্থলে॥

কল্পবৃক্ষ মূলে রাধাকৃষ্ণ দুই জন।
গোপীর অংশিনী রাধা রসের কারণ॥
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার।
যত রাধা তত কৃষ্ণ হৈল এ বিচার॥
এইমনে আনন্দ কৌতুকে রাত্রি শেষে।
অলসে অবশ অঙ্গ শ্লথ ভেল বেশে॥
যমুনা পুলিন গেলা সব গোপী লঞা।
গোপা কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হঞা॥
এখানে যমুনাজল সুশীতল বায়।
কৃষ্ণ কোলে করি গোপী সুখে নিদ্রা যায়॥
রাই রাই জাগ জাগ শারী শুক বোলে।
কত নিদ্রা যাও কাল-মাণিকের কোলে॥
শারী বলে শুক যে গগনে উড়ি ডাক।
নবজলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শারী বলে শুক মোরা পোষাণিয়া পাখী।
জাগিয়া না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
এই মতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রণতি করিয়া গোপী নিজঘর গেল॥
এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গৌররায়।
আনন্দে লোচনদাস গৌরগুণ গায়॥

ইহার ভিতরে দেখ এই খাদির বন।
দধি দুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন॥
এইখানে শিশু লঞা কৃষ্ণের মন্ত্রণা।
ডর দরশাহ রাধা পাউক যন্ত্রণা॥
বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে।
ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে॥
রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বোলে হায় হায়।
চুম্বন করয়ে প্রিয়বাণীতে বুঝায়॥

কৃষ্ণের পিরিতি পাঞা রাধিকা বিভোর।
মদন বিলাস রসে পাসরিল ঘর ॥
এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ বিলাস।
প্রেমায় বিহ্বল দোঁহে ভেল মহারাস ॥
এইখানে নাম হৈল মদনগোপাল।
শুনিঞা আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল।
দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত।
এইখানে খেলা খেলে বালক সহিত ॥
শ্রীদাম সুবল গোঠে মুখ্য দুইজন।
বালকে বালকে খেলা কোন্দলী তখন ॥
কোন্দলিয়া স্থান নাম তেঞি ত ইহার।
কহিল কুমুদবনে কৃষ্ণের বিহার ॥
অম্বিকার বন দেখ সরস্বতী তীরে।
এথা গোপ-গোপী হরগৌরী পূজা করে ॥
অঙ্গিরাপুত্রেরে উপহাসের কারণ।
সর্পদেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন ॥
শাপান্ত কারণে সেই নন্দকে গিলিল।
উগারিল নন্দে কৃষ্ণচরণে ছুইল ॥
কুবেরের চর শঙ্খচূড়ের মরণ।
মস্তকে মুষ্টিকাঘাত মণির গ্রহণ ॥
অরিষ্ট বৃষভ-শৃঙ্গ চরণে ধরিয়া।
মুখে রক্ত তুলি মারে ভূমি আছাড়িয়া ॥
নারদ বচনে কংস চিন্তায়ে বিমন।
বসুদেব দেবকীর নিগড়-বন্ধন ॥
অশ্বরূপ ধরে কেশী কংস অনুচর।
মহাতেজ কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর ॥
বাম বন্ধ করি তার মুখে ভরি হাথ।
এইখানে কেশিবধ কৈল গোপীনাথ ॥
মেষরূপে শিশু চুরি করয়ে অসুর।
পাথর আছাড়ি রাখে পর্ব্বতগহ্বর ॥
আনিলেন শিশু ব্যোম আছাড়ি মারিয়া।
আনন্দে খেলায় খেলা দুষ্ট নিবারিয়া ॥
তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর।
ইহার পশ্চিমে কাম্যবন মনোহর ॥
পিছলি পাথর দেখ এ গোপ ছাওয়ালে।
পিছলি খেলায় এথা বিহান বিকালে ॥
পাবন-সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে।
চৌদিগে দেখহ খুটা বান্ধিতে বাছুরে ॥
মথুরাতে অক্রূরকে কংসের আদেশে।
এই পথে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশে ॥
পথেতে আসিতে যত মনঃকথা ছিল।
পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল ॥
এই গোঠে রামকৃষ্ণ দুঁহাকে দেখিয়া।
দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥
ঘর লঞা গেলা তারে করিয়া আদর।
রজনীতে কংসমর্ম্ম কহিল সকল ॥
প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সভারে।
ঘোষণা পড়িল যাব কংসে ভেটিবারে ॥
এইখানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত রথে।
রাজ দরশনে চলে অক্রূর সহিতে ॥
এইখানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আউলাইল কেশ।
বসন ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥
তাহার কান্দনা মুখে কহনে না যায়।
প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাথ পায় ॥
এখানে গোয়ালা সব শকটে চড়িল।
মানসগঙ্গার ঘাটে সভে পার হৈল ॥
যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই প্রহর।
স্নান জলাহার কৈল গোয়ালা সকল ॥

অক্রূরের স্নান কালে বিভূতি দেখায়ে।
বিকালে নন্দাদি গোপ পাছে কৃষ্ণ যায়ে॥
অক্রূর যতন কৈল নিজ ঘরে নিতে।
কহিল তাহারে যাব লেউটী আসিতে॥
কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে।
সরস্বতী তীরে এথা রাখিল শকটে॥
নন্দ আদি যত গোপ রাখি এইখানে।
আগে জানায়েন অক্রূর কংসেরে আপনে॥
বুঝিল এখানে স্থিতি হবে কথোক্ষণ।
মথুরা দেখিতে দুই ভাইর গমন॥
দেখিল রজক সে দুর্মুখ তার নাম।
দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম॥
দুর্মুখ পাপীষ্ঠ সেই বলে দুরক্ষর।
করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্ধর॥
সেই দিব্য বস্ত্রপরি অতি হরষিতে।
সুদামা মালীর ঘরে ভেল উপনীতে॥
সুদামা উঠিয়া কৈল চরণ বন্দন।
দিব্য মালা নিবেদিয়া করিল স্তবন॥
তার পূজা লইঞা চলিলা দুই ভাই।
ত্রিবক্রা কুব্জী এক দেখিলা তথাই॥
ত্রিবক্রা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল।
উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল॥
আদরে দোঁহারে কুব্জী নিজ ঘরে নিল।
অগোর চন্দন গন্ধ শ্রীঅঙ্গে লেপিল॥
বড় তুষ্ট হয়্যা কুব্জীরে সোসর করিল।
শ্রীঅঙ্গ পরশে কুব্জী দিব্য দেহ পাইল॥
কামে অচেতন কুব্জী চাহে কানু পানে।
লজ্জা পরিহরি কহে বেকত বদনে॥
আশ্বাস বচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি।
চলিলা সে দুই ভাই নটবেশ ধরি॥

তবে ধনুর্যজ্ঞস্থানে ধনুক ভাঙ্গিল।
কংস অনুচর সব মারিতে ধাইল॥
ভগ্ন ধেনু হাথে করি কংসচর মারি।
সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি॥
সেই রজনীতে কংস কুস্বপ্ন দেখিল।
অতি উচ্চতর করি মঞ্চ বান্ধাইল॥
ইহার দক্ষিণে এই দুই মঞ্চ আর।
বসুদেব দেবকীর তরে বসিবার॥
কালি হেথা রামকৃষ্ণ মরিবে আসিয়া।
পুত্র মৃত্যু দেখে যেন ইহাতে বসিয়া॥
চৌদিগে পাত্র মিত্র সভে কৈল মঞ্চ।
অবিকল্পে মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ॥
পশ্চিমে খুদিল কূপ সেইত পামরে।
দুই ভাই মারি তাথে ফেলিবার তরে॥
প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বসে কংসরাজ।
আনহ গোয়ালা সব দেউ রাজকাজ॥
তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম।
ভাল শুনিয়াছি তার দেখিব সংগ্রাম॥
ধাইল ধাবক সেই রাজার আজ্ঞায়।
সংগ্রামের শব্দ শুনি রামকৃষ্ণ ধায়॥
সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ার।
গড়দ্বারে আছে গজ পর্ব্বত আকার॥
রামকৃষ্ণ দেখি রুষি আইসে মারিবার।
রুষিয়া রহিল কৃষ্ণ সমুখে তাহার॥
শুণ্ডে ধরি টানাটানি চড়ে তার কান্ধে।
মাহুত মারিয়া টান দিল তার দাঁতে॥
দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়।
আকাশে তুলিয়া চারি যোজনে ফেলায়॥
পড়িল ত মহাগজ শুনে কংসরাজ।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসে হিয়ায়॥

তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজার সম্মুখে।
তরাসে গোয়ালা সব হালে কাঁপে বুকে ॥
চাণুর মুষ্টিকে রাজা বলিল বচন।
মল্ল যুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন ॥
এইখানে মল্লযুদ্ধ কৈল মহারণে।
চাণুর সহিত কৃষ্ণ মুষ্টি বলরামে ॥
এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক।
এ মল্লের যোগ্য নহে এ অতি বালক ॥
অযোগ্য কয়য়ে কংস করয়ে বিরূপ।
যার যেন হিয়া কৃষ্ণ দেখে তেন রূপ ॥
চাণুর মারিলা কৃষ্ণ ঘুচিল উৎপাত।
মুষ্টিক মারিলা রাম শবদ নির্ঘাত ॥
পুন আর মুর্টিকতে কোটিমল্ল মারে।
শাল্ব নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে॥
ভাঙ্গিল কতেক মঞ্চ চরণের ঘায়ে।
কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিগে পলায়ে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া।
রামকৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিঞা ॥
নন্দ আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর।
উগ্রসেন বসুদেব দেবকীরে মার ॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া।
মহাদর্পে উঠিলা মাঞ্চেতে লাফ দিয়া ॥
আস্তে ব্যস্তে কংস খড়্গ ধরিবার কালে।
হুহুকার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে ॥
চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভূমে।
বিশ্বরূপ বুকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে ॥
ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে।
ধন্য কংসরাজ কৃষ্ণ বুকের উপরে ॥
কংসবধ হৈল লোকে দেই জয় জয়।
আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয় ॥
হেঁচুড়ি আনিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া।
কথোদূরে ফেলাইলা তুলি আছাড়িয়া ॥
কঙ্ক আদি করি কংসের অষ্ট সহোদর।
ভ্রাতৃ শোকে উনমত সভে ধরে বল ॥
রামকৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাত জনে।
ভ্রূক্ষেপে মারিলা তারে রোহিণী নন্দনে ॥
কংসেরে হেঁচুড়ি নিল গ্রাম মধ্য দিয়া।
তেঞি কংসখালি নাম শুন মন দিয়া ॥
শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তিঘাট নাম।
কংসনারী বিলাপে প্রবোধে বলরাম ॥
তবে নিজ মাতা পিতা করিল মোক্ষণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুম্বন ॥
উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়।
এ কথা আমার শক্ত্যে কহনে না যায় ॥
কৃষ্ণের নিঠুরপনা শুনিতে তরাস।
কহিতে মরয়ে কহে এ লোচনদাস ॥

তবে বসুদেব পিতা দেবকী জননী।
এ দোঁহার প্রেমসুখে ভরিল ধরণী ॥
পুত্রে উপবীত দিয়া গায়ত্রী শিখায়।
কথোদিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায় ॥
কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার।
সম্বরণ নহে পুথি হয় ত বিস্তার ॥
সেই বৃন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে।
তখনে যে কৈল গাথা কহি শুন এবে ॥
রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী করি নিজ সাথে।
দোঁহাকার প্রয়োজন দোঁহার সহিতে॥
সেই মহাপ্রভু আইলা চৈতন্যঠাকুর।
কহয়ে লোচন দাস আনন্দ প্রচুর ॥

প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল।
মহাজন কৃষ্ণদাস দেখান সকল॥
প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া।
মো অতি কাতর মোরে না যাহ ছাড়িয়া॥
তুমি সেই কৃষ্ণ এই জানিল নিশ্চয়।
পরসাদ কর মোরে শুন গোরারায়॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু বোলয়ে বচন।
তোমার প্রসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন॥
মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ।
দেখিল রহস্যস্থান তোমার প্রসাদ॥
আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস।
কৃষ্ণ পরসন্ন তোব হউ কৃষ্ণদাস॥
মথুরামণ্ডলবাসী যত সর্ব্বলোক।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ॥
বারেক দেখয়ে যেই নারে পাসরিতে।
প্রেমায় কান্দয়ে সেই শ্রীমুখ দেখিতে॥
বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুখ।
কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এই বোলয়ে সম্মুখ॥
সেই কৃষ্ণ পুন আইল মথুরা নগরে।
পুরুব রহস্যস্থান দেখিবার তরে॥
রাত্রিদিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছ।
একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ॥
একে একে সব স্থান নিরিখে ঠাকুর।
এইখানে বনে বনে প্রেমে ভরপুর॥
মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ।
কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক বিলাস॥
কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ।
কারু স্বামি কোলে কৃষ্ণরসের উন্মাদ॥
কারু পরবুদ্ধি নাহি সভে বোলে নিজ।
সভার হৃদয়ে উপজিল প্রেমবীজ॥
বন বেড়াইতে মোর প্রভু যায় যবে।
সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেমা-দ্রবে॥
কোকিল ভ্রমর ময়ূর বুলে মাঠে গোঠে।
ধাওয়া ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে॥
ঊর্দ্ধমুখে সর্ব্বজন প্রভুমুখ দেখি।
সভারে সমান নেহরসে প্রেম আঁখি॥
সব জন জানিল এ কপটসন্ন্যাস।
চলিলা ত মহাপ্রভু নীলাচলবাস॥
মথুরামণ্ডল কথা কহিল ত সার।
আনন্দে লোচন দাস গৌরগুণ গায়॥

সুহই রাগ॥

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ হিয়ায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥
প্রেমারম্ভে চলে প্রভু সিংহের গমনে।
সংহতি চলিতে নারে যত সঙ্গিজনে॥
সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পিছাইল।
অরণ্য ভিতরে প্রভু একলা চলিল॥
অরণ্য ভিতরে এক আছয়ে নগর।
ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা কোঙর॥
ঠাকুর দেখিল তারে আওয়াসে তিরাশ।
ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস॥
এ বোল শুনিঞা গোপ পড়িল চরণে।
লেহ ঘোল খাও গোসাঞি যত লয় মনে॥
ঘোল পান কৈল হৈল শূন্য কলসী।
ঘোল খাঞা চলি যায় কপটসন্ন্যাসী॥
গোয়ালাকে বৈল তুমি থাক এইখানে।
পাছু যে আইসে কড়ি নিহ তার স্থানে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সেইখানে রহি গোপ চিন্তয়ে অন্তর॥

গোপ বলে মিথ্যা কথা কহিল সন্ন্যাসী।
এই মনে করি গোপ কত মনে বাসি॥
ঘর গিয়া কি বলিব নিজ পরিজনে।
মিথ্যা কথা কহি ন্যাসী করিল গমনে॥
কথোক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যতজন।
সেই পথে আইসে তারা প্রভুগত মন॥
পুছিল গোয়ালা পথে দেখিলে সন্ন্যাসী।
গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলসী॥
কড়ি নিতে কৈল মোরে তোমা সভার ঠাঞি।
জুয়ায় ত কড়ি দেহ আমি ঘরে যাই॥
এ বোল শুনিঞা সভে সভা পানে চাই।
সভে কহে কড়ি কোথা আমাসভার ঠাঞি॥
গোয়ালা কহিল চল তবে নাহি দায়।
মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসীর পায়॥
এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাথে।
ভারি বড় কলসী তুলিতে নারে মাথে॥
ঢাকন ঘুচাই রত্ন এক যে কলসী।
ধাইয়া চলিল হা হা করিয়া সন্ন্যাসী॥
কথো দূরে সঙ্গীর বিলম্বে আছে পহুঁ।
গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি হাসে লহুঁ॥
সঙ্গের যতেক জন আইল তখন।
দেখিলা গোয়ালা প্রভুর ধর্য্যাছে চরণ॥
প্রভু বোলে গোপ তুমি যাহ নিজ ঘর।
তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল পাইলে বর॥
ইহ কালে ধন লঞা করগা বিলাস।
অন্তকালে যাবে তুমি জগন্নাথের পাশ॥
লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ।
নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমায় উন্মাদ॥
গোয়ালা দেখিয়া সভার বাঢ়িল উল্লাস।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে।
সঙ্গতি সহিত উত্তরিলা গৌড়দেশে॥
গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
জন্মস্থান দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ নিকটে গেলা এই তার মর্ম্ম॥
প্রভু আগমন শুনি নদীয়ার লোক।
পুন লেউটিল সভে পাসরিল শোক॥
হা হা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায় তারা পাছে নাহি চায়॥
বিহ্বল চেতন শচী ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
এ ভূমি আকাশ যার ডুবিয়াছে শোকে॥
কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখ মো নয়ানে।
পুন চুম্ব দেও মুঞি সে চান্দ বয়ানে॥
পুন নবদ্বীপে আইল আমার নিমাই।
ধরিয়া রাখহ লোক কিছু দোষ নাই॥
সভাকার প্রাণ সেই সভাকার জীউ।
প্রাণ বিনা ধর্ম্ম রক্ষা সে কেমনে হউ॥
এই মনে কহিতে কহিতে গেলা তথা।
দেখিলত গৌরচন্দ্র বসি আছে যথা॥
শচী বোলে মোর বোল শুন রে নিমাই।
ঘর আইস আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই॥
সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু।
মোর বধ আগে লাগে আর সব আছু॥
বিহ্বলচেতন শচী কান্দে উভরায়।
সকল শরীরখানি একদৃষ্টে চায়॥
বাপু বাপু বলি অঙ্গ পরশিতে চায়।
আর সব থাকু বাপ হাথ দেও গায়॥
শ্রীঅঙ্গে লাগ্যাছে ধূলা কেলাও ঝাড়িয়া।
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া॥

পুন উঠি বোলে বাপু শুন মোর বোল।
পালাউ হিয়ার সাধ ধরি দেও কোল॥
শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদরে।
আছুক মানুষের কাজ এ পাষাণ ঝুরে॥
চতুর্দ্দিগে সব লোক কান্দিয়া বিকল।
কাছ না ছাড়য়ে কেহো পাসরিল ঘর॥
লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা।
মনে অনুমানে প্রভু কি কহিব কথা॥
মায়েরে প্রবোধ দিতে প্রভু ভাবে মনে।
না কান্দ না কান্দ বোলে মধুর বচনে॥
সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে।
এখন বিকল হঞা কান্দ কি কারণে॥
পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন দুরন্ত মায়া এ সংসারে ঘোর॥
ঘুচিলে না ঘুচে মায়া বড়ই দারুণ।
শচী বোলে মোর বোল শুন নিকরুণ॥
মোর পুত্র বলি জন্ম লৈলে পৃথিবীতে।
জগতের লোক মোরে করিত পূজিতে॥
তুমি সবলোকবন্ধু ত্রিজগতে পূজি।
তোমার সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥
যে হউ সে হউ মোর তুমি হয়্য পুত্র।
জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্ম্মসূত্র॥
মায়ের বচনে প্রভু অস্তব্যস্ত হঞা।
মায়ায় জিনিতে নারে উভারয়ে দয়া॥
যে তোর আছয়ে ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
একমাত্র শেষ আমি নিবেদিব তোকে॥
শচী বোলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।
নবদ্বীপে দুই বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি॥
মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজবাড়ীর সমীপ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল॥
মায়েরে কহিল মুঞি বন্দী তোর গুণে।
পূরব রহস্য কথা পাসরিলে কেনে॥
কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি।
যে ভজিবে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি॥
মায়ে নমস্করি প্রভু বোলে বার বার।
না ছাড়িহ কৃষ্ণ না ভজিহ এ সংসার॥
শচীর অন্তর হিয়া করে দপদপ।
চলিলা ঠাকুর পাছে ধায় ভক্ত সব॥
শান্তিনগরে গেলা আচার্য্যের ঘর।
কীর্ত্তনবিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর॥
পুন পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্নাথ দেখিবারে॥
সভারে কহিলা প্রভু সভে যাহ ঘর।
নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর॥
যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে।
তথাই আমার দেখা হইব সভারে॥
এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনের রোল॥
ক্রমে ক্রমে তমোলিপ্তে উত্তরিলা গিয়া।
যে পথে আসিয়াছেন পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া॥
পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে।
প্রেমবরিষণে ভাসে সে পথের লোকে॥
হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পথশ্রমে।
পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে॥
দেখিব ত জগন্নাথ নীলাচলরায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার॥

জগন্নাথ দেখি তুষ্ট হৈলা গোরারায়।
তাহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায়॥
হরি হরি বোলে লোক উচ্চ উচ্চ রায়।
আনন্দিত দিবানিশি হরিগুণ গায়॥
রাত্রিদিন করে প্রভু কীর্ত্তনবিলাস।
সুখে আনন্দিত কহে এ লোচনদাস॥

আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে।
হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন করে ভক্তমেলে॥
অনেক ভকতগণ মিলিলা তথায়।
নিতুই নূতন প্রকাশয়ে গোরারায়॥
হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে।
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল যেন মনে॥
লোকমুখে শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুণ।
আশ্চর্য্য মানয়ে সে না কহে কিছু পুন॥
একদিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে।
জগন্নাথ না দেখয়ে দেখে ন্যাসিবরে॥
কি কি বলি মনে গুণে বিস্মিত হিয়ায়।
পড়িছাকে পুছে রাজা কি দেখহ রায়॥
পড়িছা কহয়ে দেব জগন্নাথ দেখি।
রাজা কহে তো সভাকে ব্যর্থ আমি রাখি॥
জগন্নাথ কোলে ন্যাসী বসিয়াছে হের।
মোর দণ্ডভয়ে কিছু না দেখিয়ে বোল॥
আঁখি তাড়িমু যেন হেন নহে কভু।
নহে বা কি দেখ সত্য করি কহ তভু॥
এ বোল শুনিঞা পড়িছা বলে পুনর্ব্বার।
জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি আর॥
তবে ত প্রতাপরুদ্র গুণে মনে মনে।
সন্ন্যাসীকে কেন দেখি আমার নয়নে॥
শুনিঞাছি সন্ন্যাসীর মহিমা অপার।
ইহার কারণ কভু করিব বিচার॥
এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
পদব্রজে গেলা যথা আছে ন্যাসিবর॥
দেখিল টোটায়ে ন্যাসী আছে নিজ মেলে।
বৃন্দাবন কথা কহে হরি হরি বোলে॥
পুনরপি জগন্নাথ দেখি আর বার।
দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু আকার॥
দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া চমৎকার।
এই জগন্নাথ সেই ন্যাসি-অবতার॥
প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ।
সত্বরে ধাইলা যথা আছেন মহাভাগ॥
টোটায় নাহিক কেহো ভাজিল দেওয়ান।
বিহ্বল হইল রাজা হরিল গেয়ান॥
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বচন।
কোন্ মতে দেখোঁ মুঞি গোসাঞির চরণ॥
ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন।
এই মত বার বার কহয়ে বচন॥
গোবিন্দ কহয়ে রাজা না হও কাতর।
এখনে না পাবে দেখা হৈল অনবসর॥
কখন আসিব মুঞি কহ মহাভাগ।
কাতর বয়ান রাজা বাঢ়ে অনুরাগ॥
সেদিন রহিল রাজা সেই ত নগরে।
সঙ্গিগণ দেখি কাকু করয়ে সভারে॥
পুরীগোসাঞি আদি করি যত ভক্তগণ।
গোসাঞির গোচর করিবারে হৈল মন॥
এইমনে দিন দুই চারি গেল যবে।
কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সভে॥
সকল ভকত মেলি যুগতি করিল।
সভে মেলি গোচরিব এই যুক্তি কৈল॥

আর দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
আচম্বিতে বসি আছে নিজ ভক্ত মেলে॥
রাজার ব্যগ্রতায় সভার কাতর অন্তর।
পুরীগোসাঞি কহিল সে প্রভুর গোচর॥
এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাঙ।
নির্ভয়ে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাঙ॥
ঠাকুর কহয়ে শুন পুরী যে গোসাঞি।
মোর ঠাঞি তোর ডর কোন কালে নাঞি॥
কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার।
পুরীগোসাঞি বোলে বোল রাখিবে আমার॥
কাশীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগণ।
সভার বচনে মুঞি বলিএ বচন॥
শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস।
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তাঁর নিজ দাস॥
তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভারে।
আজ্ঞা পাইলে হয় রাজা চরণগোচরে॥
প্রভু বোলে সব জন শুনহ বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজ-দরশন॥
আমি ত সন্ন্যাসী সেহ হয় মহারাজ।
দোঁহার দর্শনে দোঁহার ভাল নহে কাজ॥
পুরীগোসাঞি বোলে প্রভু কর অবধান।
এ বোল শুনিলে রাজা তেজিবে জীবন॥
যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ।
এ কথা শুনিলে প্রাণ ছাড়িবে মহাভাগ॥
আজি ত হইল রাজার দশ উপবাস।
সব ছাড়ি পড়ি আছে চরণপ্রত্যাশ॥
কাতর হইয়া পুন বোলে সব জন।
রাজার ব্যগ্রতায় সভে করয়ে যতন॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিছে বচন।
আনহ রাজারে মুঞি হইনু পরসন্ন॥

এ বোল শুনিঞা সভার ভৈগেল উল্লাস।
আনিল রাজারে প্রভু করে পরকাশ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে।
টলমল করে দেহ অনুরাগ ভরে॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ ছলছল আঁখি।
প্রেমে গরগর ভেল গৌরমুখ দেখি॥
রাজারে দেখিয়া প্রভু লহু লহু হাস।
ষড়্‌ভুজ শরীর প্রভু করে পরকাশ॥
ষড়্‌ভুজ শরীর দেখি দণ্ডবৎ করে।
প্রেমায় বিহ্বল রাজা আপনা পাসরে॥
অবশ শরীর নীর ঝরে দুনয়ানে।
চৌদিগে হরিধ্বনি পরশে গগনে॥
ষড়্‌ভুজ শরীর দেখি শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্র॥
কণ্টাকত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তকে।
গদগদ ভাষে প্রভু প্রভু বলি ডাকে॥
উভবাহু করি নাচে হরি হরি বোলে।
জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোরে॥
আনন্দে ভাসয়ে চতুর্দ্দিগে ভক্তজন।
প্রভু বোলে রাজা শুন আমার বচন॥
প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম্ম।
প্রজা পুত্র রাজা পিতা কহিল এ মর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্ব জীবে।
দেহের স্বভাব নিজ আনি অনুভবে॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা সম সুখ দুখ।
কর্ম্ম অনুসারে জীব হয় গৌণ-মুখ্য॥
নিজ অনুমান করি যে জানে সভারে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস কহিল তোমারে॥
এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ।
পরণাম করে রাজা আনন্দ আবেশ॥

শুন সর্ব্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ।
গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥

বরাড়ী রাগ॥

কহিব নিগূঢ় কথা শুন একচিত্তে।
অধম-জনের মনে না হয় প্রতীতে॥
বৈষ্ণব জনের ইথে পরম উল্লাস।
পরম নিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে 'রাম' নাম।
পরমদুঃখিত অঙ্গ অস্থি আর চাম॥
অন্নকষ্টে দগ্ধ সেই জঠর-অনলে।
রক্ত মাংস নাহি তার শুষ্ক কলেবরে॥
দুরন্ত দারিদ্র্যদুঃখ কত সহা যায়।
মনে মনে চিন্তে বিপ্র করিল উপায়॥
পূর্ব্বজন্মে কৈলু মুঞি অনেক অধর্ম্ম।
দরিদ্র হইলুঁ মুঞি সেই সব কর্ম্ম॥
না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট লিখন।
দুরন্ত যন্ত্রণা দুখ ঘুচয়ে কেমন॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার।
প্রভু বিনা নারে কেহো দুঃখ ঘুচাবার॥
জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে।
তার ঠাঞি আও মুঞি যাচিঞা করিতে॥
অন্নকষ্টে মরোঁ মুঞি ব্রাহ্মণ শরীর।
'বিপ্রপ্রিয়' বলি তারে বোলে সব বীর॥
মোর দোষে মোরে যদি না করে অবধান।
তাহার উপরে বধ ত্যজিব পরাণ॥
এই মনে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ।
ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোচন॥
জগন্নাথ দেখি করে আত্ম-নিবেদন।
অন্নকষ্টে মরোঁ মুঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
তো বিনু নাহিক কেহ রাখিতে জীবন।
ঘুচাহ দারিদ্র্য-জ্বালা দেহ মোরে ধন॥
ইহা বলি সেদিন রহিলা সেইখানে।
ভিক্ষায় পাইল যাহা করিল ভোজনে॥
তার পর দিন পুন করে নিবেদন।
ঘুচাহ দারিদ্র্য প্রভু মরয়ে ব্রাহ্মণ॥
ভূরি করিয়া ধন দেহত আমারে।
এ দুঃখ না পাও যেন আজন্ম ভিতরে॥
ধন-বর মাগোঁ প্রভু না হও বিমুখ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ॥
ইহা বলি উপবাস কৈল অনুবন্ধ।
এথা নিজ জন মেলে আছে গৌরচন্দ্র॥
নিজজন সঙ্গে বৃন্দাবন গুণ গায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥
বিস্মিত হইয়া রহে হিয়া ভেল আন।
যে রসে আছিলা তাহা কৈল সমাধান॥
সভার হৃদয়ে তবে বিস্ময় লাগিল।
আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল॥
এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ স্থানে কিছু না পায় বচন॥
তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস।
জগন্নাথদেব কিছু না করে আশ্বাস॥
দুর্ব্বল হইল বিপ্র ক্ষীণ উপবাসে।
সমুদ্রে মরিব বলি দড়াইল শেষে॥
সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেলা ধীরি ধীরি।
'স্থান দেহ' সমুদ্রেরে বোলে নমস্করি॥
হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্ব্বত-আকার॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল।
সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কে বা আইল॥

সমুদ্রের মাঝে এক হাঁটু তার পানী।
এই সব দেখি বিপ্র মনে মনে গুণি॥
দেখিতে দেখিতে কূলে আইল সেইজন।
সামান্য মানুষ যেন হইল তখন॥
বিপ্র বোলে এই জগন্নাথ বিদ্যমান।
সমুদ্রের মাঝে আইসে কাহার পরাণ॥
ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়া যায়।
কথোদূর গিয়া পাছু চাহে মহাশয়॥
দেখিল ব্রাহ্মণ সেই আইসে পাছে পাছে।
কোথা যাবে বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন মহাশয়।
কে তুমি কোথারে যাবে কহনা নিশ্চয়॥
সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল।
তোমারে দেখিনু আজি জনম সফল॥
নিশ্চয় করিয়া কহ না ভাণ্ডিহ মোরে।
নহে বা ব্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে॥
এ বোল শুনিঞা তবে বোলে মহাজন।
আমা জানিবারে তোর কোন প্রয়োজন॥
যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায়।
কেনে উপবাসী মর দুরন্ত হিয়ায়॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে দুখদারিদ্র্যের ডরে।
জর্জ্জর হইল মোর সব কলেবরে॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নাহি হয় আমা ছারে।
এ দিবা রজনী যায় অন্ন হাহাকারে॥
নিজকুলে আদর নাহিক কোন থানে।
না জানিএ কোন্ ঠাঞি নাহি অপমানে॥
জীবন অধিক সে মরণ ভালবাসি।
কহিল তোমারে ভেঞি মরোঁ উপবাসী॥
এ বোল শুনিঞা চিত্ত দ্রবে মহাজন।
বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ॥
দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ।
কর্ম্মদোষে দুখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী লোক সুখ দুখ পাও।
ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম্ম পুণ্য পাপ॥
জগন্নাথমুখ দেখ করিয়া পিরিতি।
জন্মান্তরে নহে যেন দুখ উতপতি॥
ইহা বলি চলি যায় রাজা বিভীষণ।
পাছেপাছে যায় তভু দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বসি আছে গোরাচাঁদ নিজজন মেলে।
দুয়ারে কে আছে দেখ গোবিন্দেরে বোলে॥
দুয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায়।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুলি দিল নাসিকায়॥
হেন কালে গেলা গোবিন্দ টোটার দুয়ার।
দেখিল দুয়ারে দুই ব্রাহ্মণ কুমার॥
দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু বিদ্যমান।
কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ দুই জন॥
আইস আইস বলি হাসি সম্ভাষে ঠাকুর।
একে বসাইল কাছে আর রহে দূর॥
সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে।
কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগিল সভারে॥
ঠাকুর কহয়ে চিরদিনে দরশন।
অনুরাগে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥
শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার।
কুশলে কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার॥
সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো।
গৌরচন্দ্র বোলে বিপ্র দুঃখিত বড় এহো॥
দারিদ্র্য জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার।
জগন্নাথ উপরে এ করয়ে প্রহার॥
আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু॥

আপনি করয়ে নিজ ভাল মন্দ বলি।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি॥
সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার।
প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুখ ভুঞ্জিবার॥
সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার।
বিপ্র-প্রিয় জগন্নাথ কি করিব আর॥
তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দারিদ্র।
ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র॥
ভাল ভাল বলি তিঁহো উঠিলা সত্বর।
যে ছিল সেখানে সভে পড়িলা ফাঁপর॥
দণ্ডবত করি তারা চলে দুই জন।
পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ॥
তুমি বোল আমি সেই রাজা বিভীষণ।
সন্ন্যাসীরে নমস্করি চলিলা এখন॥
জগন্নাথদেব তুমি না দেখিলে কেনে।
স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে॥
সন্ন্যাসীর আজ্ঞা তুমি কৈলে শির'পরি।
সন্ন্যাসী বা কেবা কহ না কর চাতুরী॥
রাজা কহে শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাত নয়ন॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ ধন পাইলে তুমি।
দ্রাবিড়ে তোমারে ধন লঞা দিব আমি॥
এ বোল শুনিঞা বিপ্র শিরে হানে ঘা।
আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা॥
পুন চল যাই সেই প্রভু বরাবরে।
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞি কহ মোর তরে॥
অনেক যতন কৈল এড়াইতে নারি।
পুন লেউটিয়া যায় প্রভু বরাবরি॥
প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তরে তরাস।
পুন দোঁহা দেখি প্রভুর উপজল হাস॥
প্রভু বোলে লেউটিয়া আইলা কি কারণে।
রাজা কহে যে কারণ পুছহ ব্রাহ্মণে॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে গোসাঞি আমি ত অবুধ।
কত কত জীব আছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ॥
সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহো তুমি জগন্নাথ॥
আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী।
নিজকর্ম্ম দোষে মো দারিদ্র্য রোগ ব্যাধি॥
ব্যাধির পীড়ায়ে মো কুপথ্য করোঁ আশা।
ঔষধ না রুচে মুখে কুপথ্যে প্রত্যাশা॥
বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোষে ভবব্যাধে আমি ছার মরি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসিতে লাগিলা।
জগন্নাথদেব তোমার সব ভার কৈলা॥
আগাও ইঙ্গিত তুমি বুঝিবে এখন।
শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ॥
এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবত করে।
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে॥
শুন সর্ব্বজন হের অপূর্ব্ব কথন।
বর পাঞা চলি গেলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
হরিষে হইলা দোঁহে বাড়ীর বাহিরে।
ভক্তজন প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীরে॥
পুরীগোসাঞি বোলে প্রভু দয়া কর যদি।
ইহার কারণ কহ সভে কর শুদ্ধি॥
সুধাইতে নারে কেহো মনে বড় ইচ্ছা।
সাহস করিয়া মুঞি সুধাইল পিছা॥
ঠাকুর কহয়ে শুন শুনহ গোসাঞি।
এ কথা তোমরা সভে কিছু বুঝ নাঞি॥
দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অনেক যন্ত্রণা দুখ পাঞাছে তখন॥

দারিদ্র্য জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে।
জগন্নাথ উপরে প্রহার করে শেষে॥
দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা জগন্নাথ।
আচম্বিতে বিভীষণ সনে হৈল সাথ॥
বিভীষণ এই যে বসিল মোর পাশে।
ধন দান কৈল তেহোঁ ব্রাহ্মণ সন্তোষে॥
এ বোল শুনিঞা সর্ব্বজনের উল্লাস।
প্রেমায় ভাসিল সব এ ভূমি আকাশ॥
সর্ব্বজন নাচে সভে বোলে হরিবোল।
আনন্দে সভাই সভে ধরি দেই কোল॥
শুন সর্ব্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ।
গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচনদাস॥

ধানশী রাগ।

প্রভু আরে জয় জয় গোরাচান্দ।
বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেমফান্দ॥ ধ্রু।
অবনি মণ্ডলে গোরা রূপের অবধি।
বিলাইলা প্রেমধন আচণ্ডাল আদি॥
বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূক জন।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণ॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠয়ে তাহা বলি না উঠয়ে ডর॥
সর্ব্ব অবতার সার চৈতন্যগোসাঞি।
এ হেন করুণানিধি আর হৈতে নাঞি॥
বিষ্ণু কৃষ্ণ আর কেহো নাহিক ঈশ্বর।
সত্য কিবা আর ত্রেতা এ কলি দ্বাপর॥
একমাত্র প্রভু সেই নাম করে ভেদ।
লোক বুঝাবারে করে নানা মতভেদ॥
যত যত অবতার সেই সব যুগ।
করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোকে॥
চৈতন্যগোসাঞি এই করুণাতে বড়।
তেঞি অবতার-শিরোমণি বলি দঢ়॥
হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে।
অমৃত ঢাকিয়া যেন রাখে ক্ষুদ্র পোকে॥
হেন অবতার কথা কহিল আলোক।
হেন গোরাচান্দ পহু ভজ ছাড়ি শোক॥
করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত।
ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা অবিরত॥
এই মতে মহাপ্রভুর উৎকলবিহার।
উৎকলবিহার কথা অনেক বিস্তার॥
বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক॥
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥

কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥
এ বোল শুনিঞা ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখ-চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥
শ্রীবাসপণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ।
গৌরীদাস বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ॥
কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তনুজ সহায়।
প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায়॥
অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ।
ইহা বা লিখিব কত মো অধমজন॥
সম্যক্ প্রভুর গুণ করিল বিস্তার।
এবে না দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার॥
মিনতি করিয়া বলি শুন সব জন।
দিবানিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গ চরণ॥
নির্ম্মল হইয়া সভে শুন গোরাগুণ।
ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ॥
এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন।
শেষখণ্ড সায় হৈল প্রভুর কীর্ত্তন॥

গৃহ ব্যবহার কথা শুন সর্ব্বজন।
হেনই সময়ে করোঁ শ্রীহরি স্মরণ॥
সভে সভাকার চিত্ত কর আরাধন।
সত্য করি জানিহ শ্রীবৈষ্ণবচরণ॥
গৌরপদ-কমলে মো করিয়ে প্রণতি।
তিলেক করুণা দিঠে কর অবগতি॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বিশেষে কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥
তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্ত্যে যেরূপ অনুমানি॥
অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে।
প্রণতি করিয়া নিজগুরুর চরণে॥
যার পদ পরসাদে আমি হেন ছারে।
তো সব ঠাকুর গুণ কহোঁ তো-সভারে॥
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাঁহার॥
অনুকূলে কৃষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝায় প্রেমা বিনু॥
অসংখ্য জীবেরে দয়া কাতর হৃদয়।
কৃষ্ণ অনুরাগে সদা অথির আশয়॥
রাধাকৃষ্ণ রসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয়ে বলি বুঝন যে হেন॥
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রীরাধার আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ-রস মূরতি পরকাশে॥

চৈতন্যসম্মত পথে সে তত্ত্ববিচার।
অতুল সরস ভাবে সব অবতার॥
সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পিরিতি।
সকল সংসারে যাঁর নির্ম্মল কিরিতি॥
তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগমন মোহে।
নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সমান সিনেহে॥
সর্ব্বদা মধুর বাণী বলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না দেখিল উৎকট কথনে॥
চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রসময় দেহ সেই সংসারের ধন্য॥
পিতা যাঁর মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্যসম্মত পথে মধুর বিশ্বাস॥
কি কহিব আর অন্য পারিষদ যত।
পৃথিবীতে আইলা সভে নাম লব কত॥
সমুদ্রের জল যবে কলসী করি মানি।
পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি॥
আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি।
তভু গোরা অবতার লিখিবারে নারি॥
মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর।
মুরুখ হইয়া করি বেদের বিচার॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যরত্ন চাহি।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহি॥
পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাহে গিরি বাহিবার॥
ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল।
গোরা অবতার কথা কহিতে বিস্তার॥
করজোড় করি বলোঁ শুন সর্ব্বজন।
[illegible] গোরাগুণে সুখ মন॥
নির্ভিন্ন কহয়ে সে প্রকট পদবাণী।
না পড়ি মুরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী॥
পৃথিবী জনম মহা মহাভাগবত।
কৃষ্ণের গোপত কথা করয়ে বেকত॥
অকারণে করণা করয়ে সর্ব্ব জীবে।
মাতা যেন দুরন্ত তনয় পরিষেবে॥
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ।
অধম হইয়া অমৃতের করোঁ সাধ॥
শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে।
কি দেখিয়া করে মোরে অবাধ সিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে॥
তাঁর দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই ভরসায়ে পুঁথী হইল অবাধে॥
বৈষ্ণব প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ।
প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস॥
তাঁর পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।
গৌরগুণ কহিবারে করোঁ অভিলাষ॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত যেঁহো প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ॥
লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্যচরিত্র।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র॥
শ্লোকবন্ধে কৈল গৌরগুণের কবিত্ব।
তাহাই হইল এবে সকলের সূত্র॥
শুনিয়া মাধুরীলোভে চিত্ত উতরোল।
নিজ দোষ না দেখিনু মন হৈল ভোল॥
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিল এখন।
দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম॥
অধিকারী নহোঁ তভু করিনু সাহস।
বৈষ্ণব-করুণা দেখি মনের ভরসা॥

চারিখণ্ড পুথি হৈল বৈষ্ণব কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥
সূত্রখণ্ডে আত্ত কথা অমৃতের খণ্ড।
জন্মাদি রহস্ত কথা কহিল আত্তখণ্ড॥
মধ্যখণ্ড কথা তাই করুণার ঘর।
শেষখণ্ড কথা ছিল তিন খণ্ড পর॥
চারি খণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥
গৌরগুণ কথা এই অমিয়া সমুদ্র।
কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র॥
আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক।
বৈষ্ণব কৃপার বলে বলিল যতেক॥
করজোড় করি বলোঁ কাতর বয়ানে।
আত্ম নিবেদও মুঞি বৈষ্ণব-চরণে॥
মো-অধিক অধম নাহিক মহী মাঝ।
বৈষ্ণব-কৃপার বলে সিদ্ধ হৈল কাজ॥
চৈতন্তচরিত কথা কহিতে কে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিল বদনে॥
চারি খণ্ড পুথি যেই করিল প্রকাশ।
বৈগুকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্ত মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানাতীর্থ পূত তেঁহ তপস্তায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র॥
যথা তথা যাই সে দুলিল করে মোরে।
দুলিল লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্ত পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র তাহার॥
চারি খণ্ড পুথি যেই করিল প্রকাশ।
প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস॥
তার দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই ভরসায় পুথি করিল অবাধে॥
চিন্তিয়া চৈতন্তচান্দের চরণকমল।
কহয়ে লোচনদাস চৈতন্তমঙ্গল।

ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
শেষখণ্ড সমাপ্ত।

——::•::——

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রার্পণমস্তু ॥ * ॥

পরিশিষ্ট। (ক)

[শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ।]

সূত্রখণ্ড পৃষ্ঠা ১ "ভক্তিপ্রেমমহার্ঘ্যরত্ননিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্" ইত্যাদি

যিনি ভক্তি ও প্রেমরূপ মহামূল্য রত্নসমূহ প্রদান করিয়া ভক্তজনগণের শেষ অজ্ঞানতমটুকু বিনাশের নিমিত্ত এবং যিনি হুঙ্কাররূপ বজ্রাঙ্কুশ দ্বারা পাষণ্ডগণের পাষণ্ডভাব চূর্ণ করার জন্য পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ন্যাসিশিরোমণি চৈতন্যরূপ প্রভুর জয় হউক। *

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" ইত্যাদি

বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল স্বরূপ শ্রীভাগবতরসরসিকাভাবুকগণ মুক্ত প্রাপ্তির পরেও মুহুর্মুহু পান করুন। এই শ্রীভাগবতরস শুকদেব নিজে পান করিয়া ইহাতে তাঁহার শ্রীমুখের অমৃত সংমিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন।

১৪ "ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারভূষিতাঃ।" ইত্যাদি

ভগবন্! আমরা আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, আপনার উপভুক্ত মালা গন্ধ বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনার মায়াকে জয় করিব।

---

* মুদ্রিত অনেক পুথিতে এই শ্লোকটীর দ্বিতীয় চরণে "ভক্তজনার্তিনিষ্কৃতিবিধৌ" এই সমাসবদ্ধ পদে যে "বিধৌ" পদটী আছে তাহা 'বিধি' শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে সাধিত হইয়াছে। সেরূপ প্রয়োগে কষ্টকল্পনা করিয়া "বিধানার্থ" অর্থ ধরিয়া লইতে হয়। কোন কোন অনুবাদক তাহাই করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় "ভক্তজনার্তি-নিষ্কৃতিবিধেঃ" এইরূপ পাঠ হইলে অর্থবোধে কোনও কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। এই পাঠে হেত্বর্থে পঞ্চমী প্রয়োগে অর্থবোধের সুস্পষ্টতা ঘটে। "সন্তোষয়ন্" ও "পরিচূর্ণয়ন্" এই দুই পদের অর্থ কেহ বা "সন্তোষ করিয়া" ও "পরিচূর্ণ করিয়া"—এই-রূপ করিয়াছেন, আবার কেহ বা "সন্তোষ বিধান করিতেছেন" ও "সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই দুইটী পদই নিমিত্তার্থে শতৃপ্রত্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাদের প্রকৃত অর্থ এই যে, যিনি সন্তুষ্ট করিবার জন্য, পরিচূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপিচ "বজ্রাঙ্কুরৈঃ" এ পাঠও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অঙ্কুর শব্দে এখানে কোন সুসঙ্গত অর্থবোধ হয় না। অঙ্কুর শব্দটী চূর্ণ করার অনুকূলার্থবোধক নহে। আমাদের মনে হয় 'অঙ্কুশ'ই এখানে সুসঙ্গত পাঠ।

সূত্র পৃঃ ২০ "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।" ইত্যাদি

ভগবান্ প্রতিযুগে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য যুগে ইঁহার শুক্ল রক্ত পীত এই তিন বর্ণ হইয়া থাকে, ইদানীং এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন।

"কস্মিন্‌কালে চ ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশৈর্নৃভিঃ।" ইত্যাদি

রাজা পরিক্ষিৎ বলিলেন, কোন্ কালে ভগবান্ কি বর্ণ হইয়াছিলেন এবং কি প্রকার জনগণ কি নামে বা কোন বিধিতে ভগবান্‌কে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এখন সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করুন।

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। ইত্যাদি

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) নানাবিধ তন্ত্রবিধানে ও নানাপ্রকার বিধি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটিল, বল্কলধারী, কৃষ্ণসারের উপবীত ও অক্ষধারী দণ্ডকমণ্ডলুপাণি হইয়াছিলেন। তৎকালে মনুষ্যগণ শান্ত, বৈরশূন্য, সুহৃদ্ ও সকলের প্রতি সমভাব ছিলেন, শম (অন্তরিন্দ্রিয় জয়) এবং দম (বাহেন্দ্রিয় জয়) সম্পন্ন হইয়া তপস্যা দ্বারা ভগবানের সন্তোষবিধান করিতেন।

"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।" ইত্যাদি

ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিমেখলা-পরিবেষ্টিত, হিরণ্যকেশ, বেদাত্মা এবং স্রুক্ ও স্রুব্ নামক যজ্ঞপাত্রযুক্ত ছিলেন। তখন মনুষ্যগণ বেদপরায়ণ ও বেদবাদী হইয়া সর্ব্বদেবময় দেবহরিকে ত্রয়ী-বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যায় অর্চ্চনা করিতেন।

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।" ইত্যাদি

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, স্বীয় অস্ত্রধারী, শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন। তৎকালে মনুষ্যগণ পরমতত্ত্বের জ্ঞানার্থী হইয়া সেই মহারাজ-লক্ষণান্বিত ভগবান্‌কে বেদ ও তন্ত্র মতে অর্চ্চনা করিতেন। হে রাজন্! দ্বাপরযুগে এই প্রকারে জগদীশ্বরকে উপাসকগণ নানাতন্ত্র বিধানে স্তব করিয়া থাকেন এবং কলিযুগেও নানাতন্ত্র বিধানে উপাসনা করিতে হইবে, সে বিধান বলিতেছি শ্রবণ করুন।

২১ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।" ইত্যাদি

ইঁহার নামে 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছে, অথবা ইনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকারী এবং কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত। ইনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পারিষদ সহিত নিত্যযুক্ত। সুমেধোগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞসমূহে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সূঃ পৃঃ ২২ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

অপিচ, এই সমস্ত (পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দেবগণ) আদিপুরুষ ভগবানের কেহ অংশ কেহ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্। ভগবানের অংশকলা স্বরূপ দেবগণ প্রতিযুগে দৈত্যদানবাদি দ্বারা উৎপীড়িত জীবগণকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

২৩ "ত্বমারাধ্য তথা শম্ভুং গ্রহীষ্যামি বরং সদা।" ইত্যাদি

আমি নিয়তকাল শম্ভুকে আরাধনা করিয়া সেইরূপ বর লইব যে, "দ্বাপরাদি যুগে কলারূপে মনুষ্যকুলে জন্মিয়া আপনি কল্পিত আগম দ্বারা জনগণকে হরিবিমুখ করুন ও আমাকেও গুপ্ত করিয়া রাখুন। যাহাতে উত্তরোত্তর সৃষ্টি হইতে থাকে।" তাহা না হইলে হরিপরায়ণ হইয়া সকলেই মুক্ত হইবে, সংসারের সৃষ্টি লোপ পাইবে।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" ইত্যাদি

সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপিদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।" ইত্যাদি

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হইবে এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে, তখনি তখনি আমি অবতীর্ণ হইব।

২৪ "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" ইত্যাদি

যাঁহার নামে কৃষ্ণ এই দুইটী সুবর্ণ আছে, যাঁহার অঙ্গের বর্ণও স্বর্ণ সদৃশ ও সুন্দর। অথবা যিনি বেদবর্ণিত হিরণ্ময় বপু ও চন্দনের অঙ্গদ পরিহিত; যিনি সন্ন্যাসকারী, সম ও শান্ত গুণাবলম্বী এবং নিষ্ঠা ও শান্তিপরায়ণ।

"অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।" ইত্যাদি

এই দুই পংক্তি ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই পংক্তি এক শ্লোকের উপাদান নহে। প্রথম পংক্তির অর্থ—"আপনারা হইয়াছিলেন, হইয়াছিলেন, হইয়াছিলেন, ইহাতে আর সংশয় নাই।" দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ—"কলিতে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে আমি শচীসুত হইব অথবা শচীসুতরূপে জন্মগ্রহণ করিব।" এই দুই পদের অন্বয় ও অর্থ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ অন্বয়ের অসঙ্গতি-দোষদুষ্ট শ্লোক থাকা সম্ভবপর নহে। মুদ্রিত পুস্তকের অনুবাদকগণের কেহ কেহ অনুবাদ করিয়াছেন—"কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শচীসুতরূপে আমি জন্মগ্রহণ করিব, জন্মগ্রহণ করিব, জন্মগ্রহণ করিব; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" এই অনুবাদকের

দেখা উচিত ছিল যে প্রাদুর্ভাবার্থক দিবাদিগণীয় 'জনী' ধাতুর উত্তরে মধ্যমপুরুষের বহুবচনে লঙ্ (হ্যস্তনী, ধ্বী) কালে ধ্বম্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। তাহাতে "অজায়ধ্বম্" পদ সিদ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে "অজায়ধ্বম্" পদ হয় না। উহার অর্থ—পুরাকালে আপনারা জন্মিয়াছিলেন, জন্মিয়াছিলেন, জন্মিয়াছিলেন।

যদি "সুদূর ভবিষ্যতে (লৃট্, ভবিষ্যন্তী, ত্তী) আমি জন্মগ্রহণ করিব" এই অর্থে এই জনী ধাতুর প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় তবে উহার পদ হইবে—"জনিষ্যে"।

মূল গ্রন্থে এই পংক্তিটি যে কিরূপে স্থান পাইল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। শ্রীপাদ লোচনদাস সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। নচেৎ তিনি সংস্কৃত মুরারি-কড়চা বা জগন্নাথ-বল্লভ নাটকাদির পদ্যানুবাদ করিতে পারিতেন কি? তাঁহার গ্রন্থে এই অনর্থক অসঙ্গত পংক্তিযুগল একটি শ্লোকের আকারে কি প্রকারে স্থান পাইল তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা কোন অজ্ঞ লেখকের পণ্ডিতম্মন্যতার উৎকট প্রয়াসমূলক প্রক্ষিপ্ততা অথবা অনভিজ্ঞ লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত গুরুতর ভ্রম। এই ভ্রম সংঘটনের আরও একটি হেতু আছে বলিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে। শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির অবতরণ সম্বন্ধে কোন কোন ভক্তপণ্ডিত কোন কোন গ্রন্থের টীকায় পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের আনন্দী টীকার আরম্ভে একটী পৌরাণিক শ্লোক দেখিতে পাই, উহা নারদীয়পুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া লিখিত আছে। সে শ্লোকটী এই :—

"দিবিজা ভুবিজায়ধ্বম্ জায়ধ্বম্ ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

অর্থাৎ হে দেবগণ তোমরা মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ কর, ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিতে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শচীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। শ্রীভাগবতের আখ্যান অনুসারে জানা যায়, ব্রহ্মাদি দেবগণ পৃথিবীদেবীর দুঃখপ্রশমনের প্রার্থনায় সদয় হইয়া ক্ষীরোদসাগরতটে গমন করিয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট পৃথিবীর প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তখন নারায়ণ বলেন—দেবগণ তোমরা মর্ত্ত্যে যাইয়া সাত্বতবংশে জন্মগ্রহণ কর, পরে আমিও মথুরায় আবির্ভূত হইব। এই শ্লোকটীরও উক্ত ঘটনার সঙ্গে এবং শ্রীভগবৎ-বাক্যের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে। সম্ভবতঃ এই শ্লোকের "জায়ধ্বম্" "জায়ধ্বম্" পদ দুইটাই অনভিজ্ঞের অকারণ এবং অজ্ঞানজনিত কল্পনায় বর্ত্তমান উপহাসাস্পদ আকার ধারণ করিয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

মধ্যখণ্ড পৃঃ ৪ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি

যে পরমাত্মা হরি হস্তপদশূন্য হইয়াও ধারন ও গ্রহণ করিতে সক্ষম, লোচনবিহীন

হইয়াও দর্শন করিতে পারেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করিতে তৎপর, তিনিই সকল বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, তাঁহার আর কেহ বেত্তা নাই অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। সেই পরমাত্মাকেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন।

মধ্য পৃঃ ৫ "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।" ইত্যাদি

কলিযুগে একমাত্র হরিনামেই জীব মুক্ত হয়, কলিতে জীবের অন্য গতি বা উপায় নাই, ইহা দৃঢ়নিশ্চয়। এই কথা সুদৃঢ় করিবার জন্যই "হরের্নাম" এবং "নাস্ত্যেব" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই নাই" এই কথা তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা সত্যে সমাধি, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা, এই তিনটীই, কলিতে উপকরণ-অভাবে অসম্ভব, সুতরাং ঐ তিনের কার্য্য এই একমাত্র হরিনামেই হইবে। তিনের কার্য্য জীবের মোক্ষসাধন করিতে হরিনামই সক্ষম, এই জন্য দুইটী কথাই তিনবার করিয়া উচ্চারণ করা হইয়াছে।

৬ "মীনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ্ মেষোঽপি পর্ণাশনঃ" ইত্যাদি

মৎস্য চিরদিন জলে থাকে সুতরাং নিত্যস্নায়ী, সর্প পবন-ভক্ষক, মেষ পত্র-ভক্ষক, কলুর বলদ নিত্য ভ্রমণশীল, মৎস্য-গ্রহণার্থ বক সততই ধ্যান-মগ্ন (সুস্থির), মূষিক নিত্যই গর্ত্তস্থায়ী এবং সিংহ বনবাসী; ইহাদের এই সকল আচরণকে কি তপস্যা বলিতে হইবে? অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে কিছুতেই ফললাভ হইতে পারে না।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং" ইত্যাদি

যিনি হরি-আরাধনা করিয়াছেন তাহার তপস্যার প্রয়োজন নাই, যিনি হরির আরাধনা করেন নাই তাহারও তপস্যার প্রয়োজন নাই। যাহার কি অন্তর কি বাহ্য সর্ব্বত্রই হরি বর্ত্তমান তাহার তপস্যার প্রয়োজন নাই, যাহার অন্তর বাহ্য কোথাও হরি বর্ত্তমান নহেন তাহারও তপস্যার প্রয়োজন নাই।

১১ "রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।" ইত্যাদি

সত্যানন্দ ও চিদাত্ম-স্বরূপ পরমাত্মায় যোগিগণ রমণ বা বিহার করেন, এই জন্যই "রাম" এই পদে পরমব্রহ্মকে অভিহিত করিয়া থাকে।

১৭ "রাজৎ কিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশং" ইত্যাদি

যাঁহার দীপ্তিশীল কিরীটস্থিত মণির কিরণে দিক্ সকল আলোকিত এবং যাঁহার দুই কর্ণে দুইটী উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল দোদুল্যমান এজন্য বোধ হইতেছে যেন ঐ কুণ্ডল দুইটী উদয়শীল বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ, সেই কুণ্ডলধারী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবদন ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি।

মধ্য পৃঃ ১৭ "উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ" ইত্যাদি

যাঁহার লোচনযুগল উদীয়মান মরীচিমালীর মরীচিমালায় সুন্দর প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়, ওষ্ঠদেশ সুপক্ক বিম্ব (তেলাকুঁচো) ফলের মত, নাসিকা মনোহর এবং হাস্যও যেন চন্দ্রকিরণের বিজেতা, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি।

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।" ইত্যাদি

হে উদ্ধব ! আমার প্রতি বর্দ্ধিত ভক্তিযোগ যেমন আমাকে সাধন করিতে পারে, কি যোগ, কি সাঙ্খ্য-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম, কি স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), কি তপস্যা এবং কি দান, এই সকলের মধ্যে একটীও আমাকে তেমন রূপে সাধন করিতে পারে না।

৩৪ "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।" ইত্যাদি

আহা ! কোথায় আমি দুর্ভাগ্য নীচ ও অত্যন্ত পাপাত্মা দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ ! উভয়ের এই বান্ধব সম্বন্ধ অতীব দুর্ঘট। আমি অযোগ্য ব্রাহ্মণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুই হস্তে বেষ্টনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন।

৭৮ "ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহেনী"

সখে ! বল দেখি যোগীর আবার ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ? কারণ তাঁহার অনেকগুলি কুটুম্ব সহায় আছে এবং সম্পত্তিও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথমত দেখ, ধৈর্য্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা যাঁহার জননী, শান্তি যাঁহার চির-গৃহিণী, সত্য যাঁহার পুত্র, দয়া যাঁহার ভগিনী এবং মনঃসংযম যাঁহার ভ্রাতা। এই ত গেল কুটুম্বের কথা, আবার সম্পত্তিও তাঁহার যথেষ্ট আছে। কারণ ভূমিতল যাঁহার শয্যা, দশদিক যাঁহার বসন এবং জ্ঞানরূপ অমৃত (সুধা) যাঁহার ভোজ্যবস্তু, তাহার আবার ভয় কোথায় ?



পরিশিষ্ট। (খ)

[ঠাকুর লোচনদাসের পদাবলী]

শ্রীগৌরাঙ্গাবতার।

শ্রীরাগ।

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস, গেল না তিয়াস, আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃতফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাঁহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ॥
সংসার ভজিলি, গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা।
ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা॥ ১॥

শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধু পার। ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়। জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয়॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী। সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দুবাহু পসারি॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে। পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে॥ ২॥

বাল্যলীলা।

বিভাস বা তুড়ী।

হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে
নদীয়া-নগরে, শচীর মন্দিরে, চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে ভাগ্যবাণ, কষিল-কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর, জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরী পারা॥

কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে, ধায় মকরন্দ লোভে॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি, উরু হেমগিরি, এ লোচন মনোহর॥ ৩॥

বিভাস-দশকুসি।

দেখ দেখ আসি, যত নৈদাবাসী, আমার গৌরাঙ্গচাঁদে।
বিহানে উঠিয়া, অঞ্চলে ধরিয়া, ননী দে বলিয়া কাঁদে॥
নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী, একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে, সেই যে আমার ঘরে॥
একি অদভুত, অতি বিপরীত, আমার গৌরাঙ্গরায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয়া, মধুর মুরলী বায়॥
আর একদিনে, খেলে শিশুসনে, নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, বাসনা পূরল মোর॥ ৫॥

রূপ।

রামকেলি।

আমার গৌরাঙ্গসুন্দর। (কিবা)॥ ধ্রু॥

ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে, চরণ উপর ছুলি যাইছে কোচা।
বাঁকমল সোণার নূপুর, বাজাইছে মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় দিয়াছে চাঁপাফুল, কুন্দ-মালতীর মালা বেড়া ঝুটা।
চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দোলাঞা চলে যায়, ললাট উপর ভুবনমোহন-ফোঁটা॥
মধুর মধুর কয় কথা, শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা, চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হেলন দোলন দেখি, করীর শুণ্ড কিসে লেখি, নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা॥
এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে, নয়ান ভৈরে দেখি রূপখানি।
লোচন দাসে বলে কেনে, নয়ান দিলি উহার পানে, কুল মজালি আপনা আপনি॥ ৫॥

তুড়ী বা মায়ুর।

বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা, বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী, গাথিল মালা, বিনোদ বিনোদ ফুলে॥ ধ্রু॥

বিনোদ কেশ, বিনোদ বেশ, বিনোদ বরণখানি।
বিনোদ মালা, গলায় আলা, বিনোদ দোলনি॥
বিনোদ বন্ধন, বিনোদ চিকুর, বিনোদ মালায় বেড়া।
বিনোদ নয়ানে, বিনোদ চাহনি, বিনোদ আঁখির তারা॥
বিনোদ বুক, বিনোদ মুখ, বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে, বিনোদ নাগর, বিনোদ বিহরে॥
বিনোদ বলন, বিনোদ চলন, বিনোদ সুজিয়া সঙ্গে।
লোচন বলে, বিনোদিনীর, বিনোদ গৌরাঙ্গে॥ ৬॥

যথারাগ।

সই গো, গোরারূপ অমৃত-পাথার। ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
সখি রে, কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া। অগাধ অথল তার হিয়া॥
সেই রূপ হেরি হেরি কাঁদে। কোন্ বিধি গড়্ল গো হেন গোরাচাঁদে॥
গোরারূপ পাসরা না যায়। গোরা বিনু আন নাহি ভায়॥
দিবা নিশি আর নাহি স্ফুরে। লোচনদাসের মন দিবানিশি ঝুরে॥ ৭॥

বিহাগড়া।

আলো সই নাগরে দেখিয়া বাসরঘরে।
মন উচাটন, প্রাণ ছন্ছন, চিত যে কেমন করে॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের, অঙ্গেতে হলুদ, দিতে সই গিয়াছিনু।
সে রূপের আগে, হলুদ মলিন, রূপরে ঝুরিয়া মনু॥
মনু মনু, মনু গো সখি, হেরিয়া গৌরাঙ্গ-রূপে।
সাধ হয় হেন, কনে হই পুনঃ, এ বরে দি সব সুঁপে॥
অঙ্গের সৌরভে, আকুল করিল, কি তার পুণ্যের জোর।
জনম সফল, হইবে যখন, নাগর করিবে কোর॥
আঁখির ভঙ্গিমা, দিতে নারি সীমা, কেমন কেমন বাঁকা।
পীরিতি ছানিয়া, কে থুইল তাতে, চাহনি পীরিতি-মাখা॥
ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি শুন, হিয়াটী কর লো দড়।
পরের নাগরে, পরাণ সুঁপিলে, কলঙ্ক হইবে বড়॥ ৮॥

কামোদ।

মনমথ কোটি কোটি, জিনিয়া গৌরাঙ্গ-তনু, সর্ব্ব অঙ্গে লাবণ্য অপার।
অবিরত বদনে কি, জপতহু নিরবধি, নিরুপম নটন সঞ্চার॥
মধুর গৌরাঙ্গ-রূপ ঝুরিয়া প্রাণ কাঁদে।
নব গোরোচনা কান্তি, ধূলায় লোটায় গো, কি ক্ষিতিতলে পূর্ণিমার চাঁদে॥ ধ্রু॥
আজানুলম্বিত গোরার, সুবাহু যুগল গো, উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে।
ডগমগ অরুণ, কমল জিনি আঁখি গো, কেন সদা রাধা রাধা ভণে॥
সোণার বরণ খানি, শোণকুসুম জিনি, কেন বা কাজর সম ভেল।
কহয়ে লোচনদাস, না বুঝি গৌরাঙ্গ-রতি, রহি গেল হৃদিমাঝে শেল॥ ৯॥

যথারাগ।

কিবা সে লাবণ্য রূপ বয়সে উথান। চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান॥
প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলনা। হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে যোটনা॥
কেশের লাবণ্য দেখে না রহে পরাণ। ভুরু-ধনু কামের উন্নত নাসা বান্॥
লোল দীঘল আঁখি যার পানে চায়। না দিয়ে নিছনি কুল কেবা ঘরে যায়॥
জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোরা। ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হৈল পারা॥
চিতের আকুতে যদি মুদি দুটি আঁখি। হিয়ার মাঝারে তবু গৌররূপ দেখি॥
করিশুণ্ড জিনি কিয়ে বাহুর হেলা দোলা। হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মালা॥
মনে করি নৈদে যুড়ি এ বুক বিছাই। তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই॥
মনে করি নৈদে যুড়ি হোক মোর হিয়া। বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া॥
বলুক্ বলুক্ সকল লোকে গৌর-কলঙ্কিনী। ধিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী॥
নদীয়ানগরে গোরাচাঁদ চলে যায়। চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায়॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি। গৌরমুখ-পদ্মমধু পিউ মাতি মাতি।
পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস। গৌরগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস॥ ১০॥

যথারাগ।

এ হেন সুন্দর গোরা, কোথা বা আছিল গো, কে আনিল নদীয়ানগরে।
নিরখিতে গোরারূপ, হৃদয়ে পশিল গো, তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে ওলা, এলায়ে পড়েছে গো, প্রেমে ছলছল দুটী আঁখি।
দেখিতে দেখিতে আমার, হেন মনে হয় গো, পরাণ-পুতলি করি রাখি॥

ঝিধি কি আনন্দ নিধি, মথি নিরমিল গো, কিবা সে গড়িল কারিকরে।
পীরিতি কুঁদের কুঁদে, উহারে কুঁদিল গো, (উহার) নয়ান কুঁদিল কামশরে॥
গোকুল-নেটোর কাণ, বঙ্কিম আছিল গো, কালিয়ে কুটিল যার হিয়া।
রাধার পীরিতি উহার, সমান করেছে গো, সেই এই বিহরে নদীয়া॥
মনের মরম কথা, কাহারে কহিব গো, চিত যেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে, ও রূপ দেখিয়া গো, বিধাতা বঞ্চিত ভেল মোরে॥ ১১॥

যথারাগ।

শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক চম্পকের বর্ণ, শোণ-কুসুম গোরোচনা।
হরিতাল্ সে কোন্ ছার, বিকার সে মৃত্তিকার, সে কি গোরারূপের তুলনা॥
ধিক্ চন্দ্রকান্তমণি, তার বর্ণ কিসে গণি, ফণি-মণি সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চরূপ, অপ্রপঞ্চ-রসভূপ, তুলনা কি দিব আমি তার॥
যত দেখ বর্ণন, অনুসারে উদ্দিপন, গৌররূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা, ধরারূপে অজভরা, দরশে দৈরজ দূর করে॥
শুন ওগো প্রাণ সই, জগতে তুলনা কই, তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই, যাঁর তুলনা তাঁর ঠাই, অমিয়া মিশাব কেন বিষে॥
কেবা তার গুণ গায়, গুণের কে ওর পায়, কেবা করে রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে, গুণ কে কহিতে পারে, ভাবিয়া বাউল হৈল মন॥
পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের, যতদূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের, রূপের না পায় টের, অনুসারে এ লোচন গায়॥ ১২॥

নদীয়া-নাগরীর পদ।

নাটিকা।

নদীয়া-নাগরী, সারি সারি সারি, চলিলা গঙ্গার ঘাটে।
হেন রূপছটা, যেন বিধুঘটা, গগন ছাড়িয়া বাটে॥
শচীর নন্দন, করয়ে নর্ত্তন, সঙ্গে পারিষদ লঞা।
দেখিবার তরে, সুরধুনী-তীরে, আইলা আকুল হৈয়া॥
কারু, গলিত অম্বর, তাহা না সম্বর, কাহার গলিত বেণী।
যেন, চিত্রের পুতলি, রহে সবে মেলি, দেখে গোরা-গুণমণি॥

ও রূপ-মাধুরী, হেরিয়া নাগরী, সবাই বিভোর হৈয়া।
অঙ্গ-পরিমলে, হইয়া চঞ্চলে, পড়িতে চাহে উড়িয়া॥
কেহো ভাবভরে, পড়ে সখীর কোরে, নয়ানে বহয়ে ধারা॥
কাহার পুলক, অঙ্গে পরতেক, কেহ মুরছিতপারা॥
লোচন কহয়ে, গেল কুল ভয়ে, লাজের মাথায় বাজ।
ধৈর্য্যধর্ম্ম আদি, সকল বিনাশি, নাচে গোরা-নটরাজ॥ ১৩॥

পাহিড়া।

গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে, নয়ন মজিল, কিবা সে করিব সার।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় ধরিয়া, ঘরে না রহিব আর॥
সই একে সে করিব কি।
গৌরাঙ্গচাঁদের, নিছনি লইয়া, গৃহে সমাধান দি॥
গৃহধর্ম্ম যত, হইল বেকত, গোরা বিনু নাহি জানি।
আনেরে দেখিয়া, ভরমে ভুলিয়া, গৌরাঙ্গ বলি যে আমি॥
পতির সহিতে, শুতিয়া থাকিতে, গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে।
আমি ভয়াতুরি, প্রাণ গৌরহরি, পতিরে ফেলাঞা ভূমে॥
আমারে লইয়ে, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া।
আবেশে গৌরাঙ্গ, সুধা উগারয়ে, প্রতি অঙ্গে পড়ে বাইঞা॥
গৌরাঙ্গ-রতন, করিয়ে যতন, মোড়াঞা লইব কোলে।
তিলাঞ্জলি দিয়া, সকলি আসায়, এ দাস লোচন বলে॥ ১৪॥

কামোদ।

শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে, উপমা কিসে বা হয়॥
ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি, গৌরাঙ্গ-বদনচাঁদ।
সে রূপসায়রে, নয়ান ডুবিল, লাগিল পীরিতি-ফাঁদ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, কনক-কেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া॥
থাকি গুরু মাঝে, হেরি গো নয়নে, নয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে॥

গৌরাঙ্গ-চাঁদের, নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাতি দিনে, হিয়ার মাঝারে থোব॥ ১৫॥

কামোদ।

হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধে, ও মুখচাঁদে, নয়নে নয়নে থোব॥
শুনেছি পূরবে, গোকুলনগরে, নন্দের মন্দিরে যে।
নবদ্বীপ আসি, হৈলা পরকাশি, শচীর মন্দিরে সে॥
লোচনের বাণী, শুন গো সজনি, কি আর বলিব তোরে।
হেরিয়া বদন, ভুলে গেল মন, পাসরিতে নারি তাঁরে॥ ১৬॥

কামোদ।

গৌরাঙ্গবদনে, হরিল চেতনে, বড় পরমাদ দেখি।
পাসরিতে চাই, পাসরা না যায়, উপায় বলগো সখি॥
গোরা পশিল হিয়ার মাঝে।
নদীয়া-নাগরী, হইল পাগলী, বুঝিনু আপন কাজে॥ ধ্রু॥
যখন দেখিনু, গৌরাঙ্গচরণ, তখনি হরিল মন।
কুলবতী সতী, যুবতী যে জন, ত্যজে নিজ পতিধন॥
না জানি ধরমে, কি জানি করমে, কহিতে বাসি যে লাজ।
লোচনদাসের, মন বেয়াকুল, এবে সে বুঝিল কাজ॥ ১৭॥

শ্রীরাগ।

আর শুনেছ আলো সই গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদ-বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে দৈল ধনী রূপে মন-প্রাণ টানে।
ছল্ছলানি মনে লো সই ছট্ফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ-বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥

উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটল গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥ ১৮॥

যথারাগ।

(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ-পুতলী মোর হিয়া নাহি বাঁধে॥
আমি কেন সুরধনী গেলাম। (গেলাম। গেলাম !!)
কেন গোরারূপে নয়ন দিলাম॥
আমি কেনই চাহিলাম গৌরপানে।
(গৌর) আমায় হান্‌লে দুটী নয়ন-বাণে॥
আমার নয়ন বোলে ও-রূপ দেখে আসি।
আমার মন বলে তার হৈগা দাসী॥
করে নয়ন-পথে আনাগোনা।
আমার পাঁজর কেটে কর্‌ল থানা॥
গৌররূপ-সাগরের পিছল ঘাটে।
আমার মন গিয়া তায় পড়্‌ল ছুটে॥
একে গৌররূপ তায় পীরিত মাখা।
(তাতে আবার) ঈষৎ হাসি নয়ন বাঁকা॥
(গৌরের) যত রূপ তত বেশ।
ও! সে! ভাজিতে পাঁজর শেষ॥
(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে।
গুণে মনোভোর করে॥
(গৌররূপ) তিল আধ পাসরিতে নারি।
কি ধনে (গৌরাঙ্গ-রূপ) হিয়ার মাঝে ধরি॥
এ বুক চিরিয়া রাখি পরাণেরই সঙ্গ।
মনে হোলে বাহির কোরে দেখি মুখচন্দ॥

গৌররূপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ১৯ ॥

যথারাগ।

উষঃকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যায়।
সঙ্গে সখা, পথে দেখা, হলো গোরারায় ॥
মরমে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাঁখে।
থাকিত পারা, চৌউর হারা, বঁধু দাঁড়ায়ে দেখে ॥
ওবা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই।
কোন্ বিধি, রসের নিধি, কৈল এক ঠাঁই ॥
যুগ্মভুরু, কামের গুরু, ছাড়্ছে ফুলের বাণ।
কেমন কালি, ধরে তুলি, করেছে নির্ম্মাণ ॥
আঁখির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল।
অরুণতা, দুটী পাতা, কর্‌ছে ছল্‌ছল্ ॥
তিল ফুল, কিসে তুল, এমনি নাসার শোভা।
কুঁদে কাটি, পরিপাটী, কিবা দন্তের আভা ॥
হিঙ্গুল ভালে, হরিতালে, নবনী দিল ভেঁজে।
কাঁচা সোণা, চাঁদখানা, রসান্ দিল মেজে ॥
আল্‌তা তুলি, দুধে গুলি, কর দিয়েছে ছেনে।
চাঁদকে আনি, ছানি ছানি, তায় বসালে জেনে ॥
গলে হার, শোভে তার, কিবা বাহুর ভাতি।
গগন হ'তে, জল তুলিতে, নাম্‌লো সোণার হাতী ॥
কটি আঁটি, পরিপাটী, ধবল-বসন সাজে।
সুললিত, ভুবনজিত, পায়ে নূপুর বাজে ॥
রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হলো এসে।
নাগরী-লোচনের মন, তাইতে গেলো ভেসে ॥ ২০ ॥

যথারাগ।

শচীর গোরা, কামের কোড়া, দেখ্‌লাম ঘাটের কূলে।
চাচর চুলে, বেড়িয়া ভালে, নব-মালতীর মালে ॥

কাঁচা সোণা, লাগে ঘৃণা, রূপের তুলনা দিতে।
(এমন) চিতচোরা, মনোহরা, নাইকো অবনীতে ॥
কি আর বলিছ গো সই (তোমায়) বুঝাব কি।
(ছাদে) স্নানে যেতে, সখীর সাথে, গৌর দেখেছি ॥
(সে) রূপ দেখি, দুটী আঁখি, ফিরাইতে নারি।
পুনঃ তারে, দেখ্‌বার তরে, কতো সাধ করি ॥
কি আর কহিব গো সই, তুমি ত আছ ভাল।
আমার মরমের কথা মরমেই রহিল ॥
জাগিতে ঘুমা'তে সদা গৌর জাগে মনে।
লোচন বলে যে দেখেছে, সেই সে উহা জানে ॥ ২১ ॥

যথারাগ।

এক নাগরী, বলে দিদি, নাইতে যখন যাই।
ঘোমটা খুলে, বদন তুলে, দেখে ছিলাম তাই ॥
রূপ দেখে, চমকে উঠে, ঘরকে এলাম ধেয়ে।
দুটী নয়ন, বাঁধা রইল, গৌরপানে চেয়ে ॥
গা থরথর, করে আমার, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক, ঝলক দিয়ে, মনের ভিতর ঝাঁপে ॥
জলের ঘাট, আলো করেছে, গৌর-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা ॥
সাধ কৈরে, দেখ্‌তে গেলাম, এমন কেবা জানে।
অনুরাগের, ডুরি দিয়ে, প্রাণকে ধৈরে টানে ॥
উড়ু উড়ু, করে প্রাণ, রইতে নারি ঘরে।
গৌরচাঁদকে, না দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে ॥
চাইলে নয়ন, বাঁধা রবে, মনচোরা তার রূপ।
হাস্য বয়ান, বাঁকা নয়ান, এই না রসের কূপ ॥
চাইলে মেনে, মরবি ক্ষেপি, কুল সে রবে নাই।
কুলশীল, রাখ্‌বি যদি, থাক্‌গা বিরল ঠাই ॥
কুল খোওয়াবি, বাউরি হবি, লাগ্‌বে রসের ঢেউ।
লোচন বলে, রসিক হলে, বুঝতে পারে কেউ ॥ ২২ ॥

যথারাগ।

গোরারূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
করে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে, বিনোদ ছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখতে নারে কুল॥
যারে দেখে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ॥
গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়ে চলে যায়।
কামের রতি, ছাড়ি পতি, ভজে গোরার পায়॥
বুক ভরা, গোরা মোরা, দেখলে ভরে বুক।
কোলে হেন, করি যেন, সুখের উপর সুখ॥
হাসির ধারা, সুধাপারা, শীতল করা প্রাণ।
রসবশ, (সর্ব্বস্ব) সরবস, সাধের স্বরূপখান॥
শুন প্রাণ-প্রিয় সখি, কি কহিবো আর।
লোচন বলে, এবার আমি, গোরা করেছি সার॥ ২৩॥

যথারাগ।

গৌর-রতন, ক'রে যতন, রাখ্‌ব হিয়ার মাঝে।
গৌর-বরণ, ভূষণ পরবো, যেখানে যেমন সাজে॥
গৌর-বরণ, ফুলের ঝাঁপায়, জোটন বাঁধবো চুলে।
গৌর বৈলে, গৌরব কৈরে, পথে যাব চলে॥
গৌর-বরণ, গোরোচনায়, গৌর লিখবো গায়।
গৌর বৈলে, রূপ-যৌবন, সমর্পিবো পায়॥
কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে।
লাজের মুখে, আগুন দিয়ে, বেড়াবো গৌর বলে॥
গৌরচাঁদ, রসের ফাঁদ, পেতেছে ঘরে ঘরে।
সতী পতি ছাড়ি দেহ দিচ্ছে সাধ করে॥
(তোমরা) কিছুই বলো, রূপ-সাগরে, সকলি গেল ভেসে।
লোচন বলে, কুতূহলে, দেখবে বৈসে বৈসে॥ ২৪॥

যথারাগ।

নয়নে নয়ন দিয়ে, কি গুণ করিল প্রিয়ে ॥
(ওঝা-রাজ গুণীর শিরোমণি ॥ ধ্রু ॥)
দুটী আঁখি, ছল্‌ছলায়ে, এক নাগরী বলে।
গৌর দেহের, কিবা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে ॥
অনেক দিনের, সাধ ছিল মোর, অধর-রস পীতে।
মনের দুঃখে, ভাবনা ক'রে, শুয়েছিলাম রেতে ॥
যখন আমি, মাঝ নিশিতে, ঘুমে হয়েছি ভোরা।
তখন আমি, দেখ্‌ছি যেন, বুকের উপর গোরা ॥
নবকিশোর, গা-খানি তার, কাঁচা-ননী হেন।
ভুজলতায়, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন ॥
হেন মতে, মন ডুবিয়ে, ঠেক্‌লাম সুখের দুখে।
বদন ঢলে, অধর-রস, পড়্‌লো আমার মুখে ॥
অধর-রস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো।
বিলাসান্তে, সময় মতে, নিশি পোহাইলো ॥
হায় হায় হায় বলি, উঠ্‌লাম চমকিয়ে।
হায় রে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে ॥
প্রাণ ছন্‌ছন্‌, করে আমার, মন ছন্‌ছন্‌ করে।
আধ-কপালে, মাথার বিষে, রৈতে নারি ঘরে ॥
লোচন বলে, কাঁদছিস্‌ কেনে, ঢোক্‌ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরাচাঁদে, মন ডুবায়ে ধর ॥ ২৫ ॥

যথারাগ।

হেঁই গো, হেঁই গো, গোরা কেনে, না যায় পাসরা।
গোরা-রূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পারা ॥
নয়নে লাগিল গোরা, কি করিব সই।
গুপ্ত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন দুই চার বৈ ॥
শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে।
নিজ পতি, কোরে থাকি, কি আর বলো মোরে ॥

তৈল খুরি, লৈয়া যদি, সিনান্ ঘাটে যাই।
গোরারূপ, মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাঁই॥
গা থরথর, অঙ্গ কাঁপে, কিছু বল্‌তে নারি॥
নিশি দিশি, হিয়ায় জাগে, কি বল্‌বো তা ব'লে।
লোচন বলে, বল্ গো কেনে, পা গ্যালো পিছলে॥ ২৬॥

যথারাগ।

এক নাগরী, হেসে বলে, শুন্‌গো মরম সই।
মরম্ জানিস্, রসিক বটিস্, তেঁই-সে তোরে কই॥
তো বিনে গো, রসের কথা, কইবো কার ঠাঁই।
এমন রসের, মানুষ মোরা, কভু দেখি নাই॥
কিবা অলদ্, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে।
স্থির হৈতে, নারি গোরার, হাসির হিল্লোলে॥
হঠাৎকারে, দেখ্‌তে গেলাম, এমন কে তা জানে।
অনুরাগের, ডুরি দিয়ে, মন্‌কে ধরে টানে॥
অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়।
গৌররূপের, ঠমক দেখে, চমক্ লাগে গায়॥
গা থরথর, করে মোর, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক, রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝাঁপে॥
আড়-নয়নে, ঘোমটা দিয়ে, দেখেছিলাম চেয়ে।
রসের নেটো. নেচে যায়, নদের বাজার দিয়ে॥
তোরা খুব্‌খুব্, রসে ডুব্‌ডুব্, রস-কাঙ্গালি মোরা।
রসের ডালি, রসে পেলি, নবকিশোর গোরা॥
আর এক, নাগরী বলে, এদেশে না রবো।
রসের মালা, গলায় দিয়ে, দেশান্তরি হবো॥
এদেশেতে কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই।
বাহির গায়ে কাম নাই, (চল) ভিতর গায়ে যাই॥
সাপের মণি, বার্ করিলে, হারাই যদি মণি।
মণি হারাইলে তবে, না বাঁচিবে ফণী॥

যতন করে, রতন রাখা, বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে, বার্ করিলে, চৌকি দিতে হয়॥
লোচন বলে, ভাবিস্ কেন, চোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরাচাঁদে, মনডুবায়ে ধর॥ ২৭॥

যথারাগ।

আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেমকিরণিয়া।
হেমের গাছে, প্রেমের রস, পড়্ছে চুয়াইয়া॥
ঠার ঠম্‌কা, কাঁকাল বাঁকা, মধুর মাখা হাসি।
রূপ দেখিতে, জাতিকুল, হারাই হারাই বাসি॥
অদ্ভুত, নাটের ঠাম. গোরা অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা॥
মন মজিল, কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান্।
লোচন বলে, মদন ভোলে, আর কি আছে আন্॥ ২৮॥

যথারাগ।

হেঁই গো হেঁই গো সই, (তোরে) বিরল পেয়ে কই।
স্বপনে শচীর গোরা দেখিলাম শুই॥
গলা আলা, মালতী মালা, সরু পৈতা কাঁধে।
অমিয়া পারা, কত ধারা, বইছে মুখচাঁদে॥
হাসি হাসি, কাছে আসি, গলায় দেয় মালা।
তার কাজ, কৈতে লাজ, কত জানে ছ-া॥
আপন বাসে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন।
হাতে ধ'রে, আদর কৈরে, মনের মত যেন॥
গোরা-প্রেম, যেন হেম, পাসরিতে নারি।
লোচন বলে, বস্ বিরলে, আর দুখে মরি॥ ২৯॥

যথারাগ।

হের আয় গো, মনের কথা, বিরল পেয়ে কই।
শচীর রায়, বিকাল বেলায়, দেখে এলাম সই॥

চন্দন মাখা, চাঁদে ও সই, চন্দন মাখা চাঁদে।
কপালে চন্দন ফোঁটা, মন বান্ধিবার ফাঁদে ॥
ভরম সরম করি, (অমুনি) আপনা সম্বরি।
দীঘল আঁখি, দেখে সখি, আর কি আসতে পারি ॥
গৌররূপ, দেখে হৃদে, হইয়া উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৩০ ॥

যথারাগ।

মুখ ঝলমল, বদন কমল, দীঘল আঁখি দুটি।
দেখে লাজে, মনঃখেদে, খঞ্জন কোটি কোটি ॥
চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়।
চ'লে চ'লে, ঢ'লে ঢ'লে, পড়ছে সখার গায় ॥
আমা পানে, নয়ন কোণে, চাইল একবার।
মন-হরিণী, বাঁধা গেল, ভুরু পাশে তার ॥
গৌররূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
করলে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত ॥
যদি বাঁধে, বিনোদ ছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখতে নারে কুল ॥
যারে ডাকে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ ॥
যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিবি আয় ফিরে ॥
গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়া চ'লে যায়।
কামের রতি, ছেড়ে পতি, ভজে গোরার পায় ॥
কঠোর তপ, করে জপ, কত জন্ম ফিরে।
হিয়ায় থুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভরে ॥
লোচন বলে, ভাবিস্ কেন, থাক্ আপ্নার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরা নাগর, আটক ক'রে ধর ॥ ৩১ ॥

যথারাগ।

নিরবধি গোরারূপ, (মোর) মনে জাগিয়াছে গো,
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ, বিদরিয়া যায় বুক,
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
সখি হে! কি বুদ্ধি করিব।
গৃহ-পতি-গুরুজনে, ভয় নাই মোর মনে,
গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব॥ ধ্রু॥
সব সুখ তেয়াগিব, কুলে তিলাঞ্জলি দিব,
গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
নিঝোরে ঝরয়ে আঁখি, শুন-হে মরম সখি,
লোচনদাস কি বলিবে তায়॥ ৩২॥

যথারাগ।

নবদ্বীপ-নাগরী আগরি গোরারসে। কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেমজলে ভাসে॥
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা। শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥
গোরা-রূপগুণ-অবতংস পরে কাণে। দিবানিশি গোরা বিনা আর নাহি জানে॥
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়। যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায়॥
গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া। পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া॥
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝরে দুনয়নে। তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু-চরণে॥
পীরিতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বূল॥ পরিচর্য্যা কারে ভাব সময় অনুকূল॥
অঙ্গকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরাত্রিকে। কঙ্কণ শবদে ঘণ্টা আনন্দ অধিকে।
অঙ্গগন্ধ ধূপধূনা বহে অনুরাগে। পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে॥
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। লোচন বলে এত দিনে জ্ঞান-শেল গেল॥৩৩॥

সুহই।

গোরাপদে, সুধাহ্রদে, মন ডুবায়ে থাকি। কপাট খুলে, নয়ান মেলে, গোরাচাঁদে দেখি॥
আই গো মাই। এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই॥ ধ্রু॥
নৈদে মাঝে, ভক্ত সাজে, আইল রসের বেশে।
রাধারূপে, মাখা গোরা, ভাল ভুলাচ্ছে রসে॥

রূপের ছটা, বিজুরী বাটা, রূপে ভুবন ভোলে।
গোরারূপ, ভুবন-ভূপ, পাশরা যে নারে ॥
ধীর শান্ত, রসে দান্ত, হেরলে নয়ন-কোণে।
লোচন বলে, কুতূহলে, গোরা ভাব মনে ॥ ৩৪ ॥

কল্যাণী।

অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী, ডুবুডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন-পূর্ণিমাচাঁদে, ছটায় পরাণ কাঁদে, তাহে নব প্রেমার আরম্ভে ॥
আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে, মদন-মোহন নটরাজে ॥
পুলক পূরল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়, রোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু, আধবাণী কহে কম্বুকণ্ঠ ॥
শ্রীপাদ-পদুম-গন্ধে, বেঢ়ি দশ নখ চাঁদে, উপরে কনক-বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, চমকয়ে অমর-সমাজ ॥
সপ্তদ্বীপ-মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব-গৌরহরি, গুণ সংকীর্ত্তন করি, আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন, হুঙ্কার-হিলোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে, জগত পড়িল ভোলে, দুকুল খাইল কুলবধূ ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন, তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস।
কোটি কোটি কুসুমধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমাচাঁদে, জিনিয়া বদনছাঁদে, তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে, জনম মুগধ পাইল প্রেমা ॥
কি কব উপমা সার, করুণা বিগ্রহসার, হেন রূপ মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে, আনন্দে লোচনদাস গায় ॥ ৩৫ ॥

সুহিনী বা ভুড়ি।

গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া।
হেমকিরণিয়া, বরণখানি গোরা, প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া ॥ ধ্রু ॥
গুণ শুনিয়া, মন মানিয়া, দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিবারে, হুড় পড়িয়াছে, নদীয়া-নাগরীর ঘটা ॥

গৌর-বরণ, সুরুয়া বসন, সরুয়া কাঁকালি বেড়া।
লোচন কহিছে, দুদিকে দুলিছে, রঙ্গিয়া পাটের ডোরা ॥ ৩৬ ॥ *

ভাবাবেশ।

কামোদ।

নাচে শচীনন্দন, ভকত-জীবনধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদাস, বাসুঘোষ, রায় রামানন্দ ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পহুঁ হরি হরি, প্রেমায় ধরণী পড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি, প্রভুর বামপাশে বসি, ঘন নরহরি মুখ চায় ॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাঁহা সখী, কাঁহা পাব রায় দরশন।
কহ কহ নরহরি, আর সম্বরিতে নারি, ইহা বলি ভেল অচেতন ॥
এখনি আছিনু সেথা, কে মোরে আনিল এথা, রসে রসে নিকুঞ্জ-ভবন।
গেল সুখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ, বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥ ৩৭ ॥

তুড়ী।

কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে, সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন, করে গোরা সোঙরণ, ললিতা বিশাখা বলি ধায় ॥
রাধা-ভাব অঙ্গে করি, রাধার বরণ ধরি, রাধা বিনা আর নাহি তায়।
সুরধুনী-তীরে বন, দেখি মনে বৃন্দাবন, যমুনা-পুলিন বলি ধায় ॥
রাধিকা রাধিকা বলি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, রাধা-নাম জপয়ে সদায়।
প্রেমরসে হৈয়া ভোরা, সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা, রাধা-নাম জীবেরে বুঝায় ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা, দুনয়নে প্রেমধারা, পীতবসন বংশী চায়।
প্রেমধন অনুক্ষণ, দান করে জনে জন, এ লোচনদাস গুণ গায় ॥ ৩৮ ॥

রজনী জাগিয়া গোরা থাকে। হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়। চঞ্চল নয়ানে সদা চায় ॥
নমিত বদনে মহী লেখে। আঁখিজলে কিছুই না দেখে ॥
লোচন কহে এই রস গূঢ়। বুঝয়ে রসিক জন না বুঝয়ে মূঢ় ॥ ৩৯ ॥

---

* গৌরাঙ্গ নাচিছে, দেখিয়া হইছে, নয়নানন্দ ভোরা ॥ পাঠান্তর।

বিয়ে দেখ্‌তে আয় সত্বর।
একলা যেতে মন সরে না, গা কাঁপে থরথর ॥
লেগেছে গৌর-আগুণ কুলের ঘরে, কি কর্‌বি তাই কর।
বাজলো সই বিয়ের বাজনা, ঘরে আগুণ, উঠলো বিষম ঝড় ॥
দিয়েছে আমার বিয়ে পোড়া বিধি, থাকৃতে বিশ্বম্ভর।
রইলো দুঃখ মনে মনে, মনাগুণে জলতেছে অন্তর ॥
লোচন কয় দুঃখ ঘুচাইতাম, আগুণ দিতাম, চিন্‌লে বিধির ঘর ॥৪০॥

আমা পানে ফিরে চাও হে, (ওহে) গৌরকিশোর। ধ্রু।
আমা পানে চেয়ে কও কথা। আমার ঘুচাও হে মনের ব্যথা ॥
আমার অনেক দিনের সাধ আছে। আমি বসবো তোমার কাছে ॥
(ওহে) বিবাহের বর যে জন হয়। দুটো রসের কথা (তার) কৈতে হয় ॥ ৪১ ॥

বেরোলো পাড়ার লোক চোর ঢুকেছে ঘরে।
চোরের গলায় ফুলের মালা ঘর মৌ মৌ করে ॥
না লয় মোর ঘটি বাটী, না লয় মোর খুরী।
যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ, সেই ঘরেতে চুরি ॥
দুয়ার চেপে বস্‌লো বুড়ি চোর ধরিবার আশে।
ঠমক দিয়ে চোর পালালো, লোচন দেখে হাসে ॥ ৪২ ॥

শুনলো সজনি, আমি সে অবলা, সুরধুনী তীরে গিয়ে।
লাজের মাথাটী, খাইয়ে আইলাম, কাঁপিছে আমার হিয়ে ॥
গৌর-বরণ, রসের মুরতি, দেখিলাম ঘাটের কুলে।
আধ-নয়ানে, বয়ান হেরিতে, বাতাসে ঘোমটা খুলে ॥
বুকের বসন, খসিয়া পড়িল, ডরেতে পরাণ ঘোরে।
পবন ঝটকে, নটন নটকে, কটুকি আইলাম দূরে ॥
তা দেখি হাসিয়া, ঢলিয়া পড়িল, রসিক গৌরাঙ্গরায়।
সে রঙ্গ দেখিয়া, মরমে মরিনু, সে কথা কহিব কায় ॥
দরদি হইলে, দরদ বুঝায়ে, তাহায়ে নাহিক ডর।
জনম ভরিয়ে, মরিব ডরায়ে, বিষম আমার ঘর ॥

লোচন কহয়ে, দরদি পাইলে, পরাণ বাটিয়া দি।
যাহার যাহাতে, মরম পশিল, তরেতে করিবে কি ॥ ৪৩ ॥

এক নাগরী হেসে বলে শোন গো মরম সই।
তুই সে আমার মরম জানিস্ তেঁই সে তোরে কই ॥
যখন আমি জলকে গেলাম হেরে হইলাম ভোরা।
মনের ভিতর রসে পাইলাম নবকিশোর গোরা ॥
আর এক নাগরী বলে এ দেশে না রবো।
(আমরা) রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরি হবো ॥
(তার) বালাই লয়ে মরে যাই সহজ মানুষ গোরা।
বাহিরে আছ ঘরে ঢুকনা রস-কাঙ্গালী তোরা ॥
লোচন বলে হাদে ওলো নদের নাগরী যত।
গৌর-প্রেমে বাঁধা গেলে এ জনমের মত ॥ ৪৪ ॥

এক নাগরী বলে কেইগো শোনগো মরম সই।
মরম জানিস্ রসিক বটিস্ তেই সে তোরে কই ॥
গুপ্ত কথা কৈতে ব্যথা না কহিলে নয়।
আহা মরি নদের চাঁদ নিগূঢ় রসিক হয় ॥
হটাৎ কেনে দেখ্‌তে গেলি লাজের মাথা খেয়ে।
কেমন দেখ্‌লে নদের চাঁদ আধ-নয়ানে চেয়ে ॥
অনুমানে বুঝলাম রসের রসিক বটিস্ তোরা।
রসের ডালি রসে পেলি নবকিশোর গোরা ॥]
আর এক নাগরী বলে এ দেশেতে না রবো।
গৌর-রসের মালা পরে দেশান্তরি হবো ॥
এই দেশে কপাট দিয়ে সে দেশকে যাই।
বাহির গাঁয়ে কাজ নাইকো ভিতর গাঁয়ে যাই ॥
গাল মুটুকী হেসে বলে এইটী রসিক-নারী।
এসে যাবার পথ বটে কেই এসে যেতে পারি ॥]
সাপের মণি সাপের ভিতর বাইরে এসে যায়।
ঘর বাহিরে নদের চাঁদ দেখ্‌লো কেন তায় ॥

বালাই লয়ে মরে যাই নবকিশোর গোরা ।
বাহিরে আছ ঘর ঢুকনা রস-কাঙ্গালী তোরা ॥
লোচন বলে শুন শুন নব-নাগরী যত ।
রসের জালে বাঁধা গেলে এ জনমের মত ॥ * ॥ ২৫

শুনগো মরম সই, মরম তোমারে কই, না কহিলে না পারি রহিতে ।
এক নবযৌবন, জাতি কুল প্রাণধন, সাধ হয় গোরাচাঁদে দিতে ॥
স্নিগ্ধকান্তি সুমাধুর্য্য, দেখিয়া কে ধরে ধৈর্য্য, পরবিনীর গরব লুকায় ।
হেদে শুন রঙ্গ আর, কোন কোন অবলার, অনুরাগ অন্তরে বাড়ায় ॥
মন তার করে চুরি, দিয়ে অনুরাগের ডুরি, আনন্দরসের নিধি গোরা ।
এমন করিছে হিয়ে, এ দেহ গৌরাঙ্গে দিয়ে, রসের ভিকারী হই মোরা ॥
রসানন্দ রসে ভোরা, ভালে ভুলাইলে গোরা, বাউলি হইল সব নারী ।
এ দাস লোচনে বলে, নরহরির পদতলে, শ্রীগৌরাঙ্গের যাও বলিহারি ॥৩৬

দুটী আঁখি ছল্‌ছলায়ে এক নাগরী বলে ।
গৌর-দেহের কিবা জানি রসে অঙ্গ ঢলে ॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর অধর-রস পিতে ।
মনের দুঃখে ভাবনা করে শুয়েছিলাম রেতে ॥
যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে হয়েছি ভোরা ।
তখন আমি দেখ্‌ছি যেন বুকের উপর গোরা ॥
নবকিশোর গা-খানি তার কাঁচা-ননী হেন ।
ভুজলতায় বেঁধে কথা কয় ছেড়ে দিব কেন ॥
হেন মতে মন ডুবাতে ঠেকলাম্ সুখের দুঃখে ।
বদন ঢলে অধর-রস পড়লো আমার মুখে ॥
অধর-রস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো ।
বিলাসান্তে সময় মতে নিশি পোহাইল ॥
হায় হায় বলি আমি উঠ্‌লাম চমকিয়ে ।
হায়রে বিধি রসের নিধি নিলি কেন দিয়ে ॥

---

* ২৭নং পদ দ্রষ্টব্য ।

লোচন বলে কাঁদছিস্ কেন ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন্ ডুবায়ে ধর॥ ৪৭॥

গৌরাঙ্গ-নাগর, রসের সাগর, কৌতুক করিয়ে মনে।
ধরি নারী বেশ, নগরে প্রবেশ, অশেষ চাতুরী জানে॥
নীলসাড়ী প'রে, যায় ধীরে ধীরে, অঙ্গভঙ্গি করি পথে।
সোণার বরণ, চাঁদ সে বদন, ঘোমটা ঝাঁপল তাতে॥
নদীয়া-নাগরী, কাঁখে কুম্ভ করি, জল ভরিবারে যায়।
হেনকালে পথে, দেখে আচম্বিতে, হাসিয়ে নাগরী প্রায়॥
আমাদের বাড়ি, এস হে সুন্দরী, যতনে লইয়া গেল।
আদর করিয়া, তাহারে লইয়া, বসিতে আসন দিল॥
কর্পূর তাম্বুল, যতনে আনিয়া, খেরিয়া বলিল সখি।
কি নাম তোমার, কোথা তোমার ঘব, কভু না তোমারে দেখি॥
কিসের লাগিয়া, এসেছ নদীয়া, স্বরূপ কহনা মোরে।
না কহিবে যদি, আমার সপথি, বিরোধ করেছ ঘরে॥
সখি কহনা মনের কথা।
পতির সহিতে, বিরোধ করিয়া, অনুরাগে যাবে কোথা॥
শুনি সখী বাণী, গৌর-গুণমণি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি।
হাসির সহিতে, বেশর দুলিছে, বিজুরী সহিতে আসি॥
রসময় তথা, হাসি কয় কথা, নাগরী বুঝিল কাজ।
লোচন কহয়ে, নাগরী নহে যে, গৌরাঙ্গ রসিকরাজ॥ ৪৮॥

হেদে হে নাগরী, দেখে দেখে মরি, তোদেব ঠমক ঠাট।
তোরা যেন রাজা, মোরা যেন প্রজা, এবার তোদেব নাট॥
বিধি দিয়েছেন তোদের তরে।
তোদের সুসার, সারগা এবার, বঞ্চিত মোদের ঘরে॥
গরবে পৃথিবী, দেখ সরা খানি, ডাকিলে না শুন কাণে।
ও নবযৌবন, দেখিতে চিকণ, যোয়ে যাবে দিনে দিনে।
এবার তোদের, বড় অহঙ্কার, এ সুখ সম্পদ পেয়ে॥
তোদের ঘরেতে, পুরুষ করিব, আমরা হইব মেয়ে॥

দেখায়ে ভুলাব, নিকটে না যাব, ডাকিলে না কব কথা।
তখন ঝুরিবি, পিরীতি বুঝিবি, মরমে পাইবি ব্যথা ॥
এ দাস লোচন, কহিছে বচন, শুনলো নাগরী যত।
গৌরাঙ্গ-নাগরে, বেঁধেছো অন্তরে, সেধে নেগা মনের মত ॥ ৪৯ ॥

ধুয়া। ওগো ওগো অমনি ডুব্‌লো।
গৌর-প্রেম-পাথারের মাঝে, এখনি যে এলো সেও তো ডুব্‌লো ॥
সুধাকরময় রে গোরা প্রেমের পাথার।
তাহে ডুব্‌লো তরণী-মন না জানে সাঁতার ॥৫০॥

রসিকা-রমণী যে গো ধনি, রসিকা-রমণী যে।
মদনমোহন গৌরাঙ্গ-বদন, দেখিয়া জীবে কি সে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয় গো সজনি, যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ভুরু ভাঙ্‌ ধনু সন্ধান বাণে, তার কি পরাণ রয় ॥
রসের পরাণ যার গো সজনি, রসের পরাণ যার।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভঙ্গিমা হেরিয়া, কুলে কি করিবে তার ॥
যে জানে পিরীতি-ব্যথা গো সজনি, যে জানে পিরীতি-ব্যথা।
সেও কি শুনিয়া ধৈরয ধরয়ে, সে চাঁদ-মুখের কথা ॥
বিলাসিনীর মনে সুখ গো সজনি, বিলাসিনীর মনে সুখ।
আজানু-বাহু হেরিয়া ঝুরয়ে, পরিসর গোরার বুক ॥
কামিনী কামনা করে গো সজনি, কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব বিলাস রসের, পরশ পাবার তরে ॥
লোচনদাসের চিতে গো নাগরী, লোচনদাসের চিতে।
সদা আলিঙ্গিয়া গৌরাঙ্গ নাগরের, অধরের সুধা পিতে ॥ ৫১ ॥

আর শুনেছ কালিকার কথা সই কহি তোরে।
শচীর গোরা বিকাল বেলা দেখিনু বাজারে ॥
হে হে হেইলো যেন চন্দন-মাখা চাঁদ।
কপালে চন্দন ফোঁটা মন বাঁধিবার ফাঁদ ॥

কাঁখে হইতে খসে কলসী আউলাউলা গা।
বাউলির পারা হইলাম, না চলয়ে পা॥
ভরমে সরমে যদি আপনা পাসরি।
দীঘল আঁখি দেখে বুক ধরাইতে নারি॥
যে এক ননদী সঙ্গে সেহ মোর মত।
তবে ভয় কি কহে লোচন কহ না বেকত॥ ৫২ ॥

ঠার ঠমকা কাঁকাল বাঁকা মধুর মন্দ হাসি।
রূপ দেখিয়া জাতি-কুল হারাই হারাই বাসি॥
কি করিলি তৈল ফেলালি বলে বুড়া নারী।
বুড়ীর ডরে গা থরথর কিছু বল্‌তে নারি॥
গলায় আলা মালতীমালা সরু পৈতা কাঁধে।
কথার ধারা অমিয়া পারা বৈছে বদনচাঁদে॥
লোচন বলে কি কৈলি চাইলি উহার পানে।
দুকুল খালি কুল মজালি নয়ন দিলি কেনে॥ ৫৩ ॥

আয়লো সই ভাল হলো গিয়াছিলি কোথা।
বড় ভারি কৈতে নারি আনমনের কথা॥
সাঁজের বেলা করে ছলা জল ভরিতে গেলাম।
শচীর গোরা দেখে মোরা লাজের মাথা খেলাম॥
দরদরিয়ে বুক বহিয়ে পড়ছে চোখের জল।
পুলক ঘটা শিমুল কাঁটা ঢাকতে করি ছল॥
থর থর থর চরণ অধর ধর ধরিতে নারি।
নয়নকোণে বিঁধলে প্রাণে আর কি আস্‌তে পারি॥
অবশ হলো অঙ্গ আমার কিবা হয় শেষে।
লোচন বলে ওলো দিদি কলসী গেল ভেসে॥ ৫৪ ॥

শুন শুন প্রাণ সই মরম কহিয়ে গো, কিনা হলো কি করি উপায়।
নদীয়া-নগরে বড় প্রমাদ পড়িল গো, বসতি করিতে হলো দায়॥
শচীর দুলালচাঁদ ফাঁদ পাতিয়াছে গো, রমণী চলিতে নারে পথে।
বঙ্কিম নয়নের কোণে যার পানে চায় গো, হরে মন প্রাণের সহিতে॥

মদন-ধনুয়া জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো, বদন শরদশশী জিনি।
সুরঙ্গ-প্রবাল জিনি অধরের শোভা গো, মুকুতা-দশন দুই পাঁতি॥
করিবর-শুণ্ড জিনি বাহুর বলনী গো, করতল হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
কাঁচা-কাঞ্চন তনু গোরচনা দিয়ে গো, মাজিয়াছে মিশায়ে তড়িৎ॥
কিবা সে চাঁচর কেশ পীঠেতে দুলিছে গো, কেশরী জিনিয়া কটীদেশ।
সরুয়া বসন তায় কিমতি সেজেছে গো, মদনমোহন গোরাবেশ॥
সুগন্ধি চন্দন গায় কপালে তিলক গো, কে দিল মালতী মালা গলে।
বাহু দুটী দোলাইয়া পথে চলে যায় গো, দেখিয়া সতীর মন টলে॥
শুনিয়া লোকের মুখে অপরূপ রূপ গো, আমার দইব ঘটে গেল।
ঈষৎ নয়নের কোণে চকিৎ চাহিলাম গো, তনু মন প্রাণ হরে নিল॥
জাতিকুলশীল ব্রত নিছনি করিয়ে গো, কি আর যৌবন-ধন লিখি।
কি খেনে গৌরাঙ্গচাঁদ অন্তরে লাগিল গো, ভিতরে বাহিরে সদা দেখি॥
কহয়ে লোচন দাস হিয়া অনুরাগ গো, কেন হেন না হৈল আমার।
গৌরাঙ্গ-সাধের হার কলঙ্ক গাঁথিয়ে গো, গলায় পরিয়ে নিতাম হার॥৫৫॥

চলগো সজনি পিরীতি নগরে, বসতি করিগে মোরা।
মরম না জানে ধরম বাখানে, চৌরাশি ভ্রমিবে তারা॥
সদর দুয়ারে কপাট হানিয়ে, খিড়কী দরজা খোলা।
চলগো সজনী নিশ্চিন্ত হইয়ে, আঁধারে দেখিবি আলা॥
আলার ভিতরে গোরারে দেখিবি, চৌকি রাখিবি তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে, মরমে পাইবে ব্যথা॥
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে, এ কথা না কহ কাকে।
সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর, জানয়ে সকল লোকে॥
পিরীতি-নগরে মানুষ রতন, বিরাজে সহজ-ঘরে।
ধরম করম কুলের আচার, সেখানে যাইতে না পারে॥
সেখানে কিসের ধরম করম, যেখানে বিরাজে গোরা।
এ দাস লোচন কহয়ে বচন, দশদিক তার আলা॥৫৬॥

দিদি কৈলে ঘটে রূপের ঘাটে, বুকের পাটা তোর।
রূপ-সাধনা মোর হলো না, মদন-রসে ভোর॥

আর নাগরী বলে গো দিদি, কইলে এমন কেনে।
ফণির মাথায় ফণি দিয়ে, ভেটগা রূপের সনে॥
রূপকে হেরে রইবি সুখে, মদন যাবি ভুলে।
মনের মতন নাগর পাবি, কইবি কপাট খুলে॥
খুল্‌বি যখন দেখ্‌বি তখন, রূপ স্বরূপে মাখা।
বাঁকায় বাঁকায় দেখা হলে, ঘুচবে মনের ধোকা॥
ধোকার কাটি পরিপাটি, জগত গেছে মেতে।
আঁধার ঘরে ঘুরে মরে, যমের ঘরে যেতে॥
শমন রাজা বাজার খুলে, বসে আছে যে।
ঘরের মাণিক পরকে দিয়ে, বন হাতাড়ে মজে॥
মনে মনে আলো জেলে, থাকগা অনুরাগে।
লোচন বলে এই তত্ত্ব, বাগ তত্ত্ব গাগে॥ ৫৭॥

শুনলো সুন্দরী, না করি চাতুরী, মরম কহিয়ে তোরে।
শচীর দুলাল, বিনোদ নাগর, স্বপনে দেখেছি তারে॥
হাসি হাসি আসি, মোর কাছে বসি, যে সব করিল কাজ।
অতি বিপরীত, তাহার চরিত, কহিতে বাসিয়ে লাজ॥
আপন গলার, গজমতি হার, যতন করিয়ে মোরে।
বিচিত্র বসন, রতন ভূষণ, পরাইল থরে থরে॥
কাজরে সাজল, নয়ন যুগল, মাজয়ে বয়ান চাঁদ।
করিতে চুম্বন, পাইনু চেতন, হৃদয়ে লাগল ধাঁদ॥
স্বপন-তরাসে, ঠেসিয়া বালিসে, মুখে নাহি সরে ভাষ।
বসন সম্বরি, কাঁপি থরহরি, কহয়ে লোচন দাস॥ ৫৮॥

বেকত হবে মনের কথা, দিন দুই তিন বই।
হিয়ায় বসিল গোরা, কিবা হবে সই॥
গৃহকাজ করিতে চাহি, হাত নাহিকো আসে।
গৌররূপে মন মজিল, সকলই গেল ভেসে॥
গোরা-প্রেমে গা আউলাইয়ে, পড়ে থাকি ভুমে।
স্বপনে দেখিয়ে গোরা, রাত্তি আর দিনে॥

গৃহ মাঝে শুয়ে থাকি, ঘর মৌ মৌ করে।
যে দিকে সে দিকে গোরা, দেখি নিরন্তরে॥
রসহীন বিহি ভালে, না জানে সৃজনে।
কুলবতী করে কেন, এ রসিক জনে॥
লোচন বলে ঠেকে গেলা, গোরাচাঁদের ফাঁদে।
বোল বলিতে নারে সবে, কোণে বসি কাঁদে॥ ৫৯॥

মরি কি গৌররূপ রসস্তূপ অপরূপ রূপলাবণী।
বাঁচি না ও বাঁচি না (গৌরবলে) আর কত বা কাঁদ্‌বো ধনি॥
প্রতি অঙ্গ অনঙ্গে গঢ়া নবীন-কামের কোঁড়া হে।
কত সতী কুলবতী ছাড়িয়ে নিজপতি, গৌররসে পাগলিনী পাগলিনী গো।
মজিল আমার মন ইহ নবযৌবন হে।
সই সই তোরে বলি, দিব ডালি, গৌরপদে নিছনী, নিছনী গো।
হব গৌর-কলঙ্কিনী, কলঙ্কের হার পরবো আমি হে।
যে যা বলে সে তা বলুক, নিজ লোকে ছাড়ে ছাড়ুক,
করবো হিয়াতে দোলনী দোলনী গো।
গৌর-গরবিনী হব, গরব করে বেড়াইব,
আগে পাছে নাহি চাব, মনের সাধ মিটায়ে লব,
সে আমার তার আমি, তার আমি গো।
শোন্‌লো শোন্ বিনোদিনী, লোচন কয় তোর সঙ্গিনী,
তোর সঙ্গে রসরঙ্গে গোঙাইব দিবস রজনী, রজনী গো॥ ৬০॥

মকর-কুণ্ডল কাণে বনমালা গলে। কামিনী-মোহন-ফুল শোভা করে ভালে॥
নদীয়ার বাজারে গৌরচাঁদ চলে যায়। চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায়॥
তা দেখিয়া কুলবধূ কোণে বসে কাঁদে। বিপাকে হরিণী যেন পড়ে গেল ফাঁদে।
কাঁকালে আপন কর দিয়ে গোরারায়। নব-গজরাজ জিনি চরণ বাড়ায়॥
শুধু সুধাময় গোরার বাহুর দোলনী। দীঘল নয়ান তাহে ভাতিয়া চাহনী॥
কি হইল গোরার রূপ শয়নে স্বপনে। লোচন বলে ঐনা দুঃখে মুই মৈনু জেনে॥৬১॥

আহা মরি মরি সই কিবা রসের ছাঁদ। কেবা দিল গোরা-অঙ্গে কুঁদে এনে চাঁদ॥
চাঁদ নয় ফাঁদ নয় হৃদয়-কাটা ছুরী। আকাশের চাঁদ কেনগো হেন করিবে চুরী॥
ডর আর নাই সই, ডর আর নাই। বুক স্থির ক'রি সবে রহ এক ঠাঁই॥
বলে বলুক লোকে বলুক গৌর-কলঙ্কিনী। ধিক্ যারা কুল রাখে সেই কুলের কামিনী॥
নদীয়া-নগরে গোরাচাঁদ চলে যায়। চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায়॥
তা দেখিয়া কুলবধূ কোণে বসি কাঁদে। বিপাকে হরিণী যেন পড়ে গেল ফাঁদে॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি। গৌর-মুখ পদ্ম-মধু পিউ মাতি মাতি॥
পদ্মমধু পানে তাদের দোঁহয়া উল্লাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥৬২॥

গৌরাঙ্গরূপের তরঙ্গ লহরী, মরমে বিন্ধিল লেহ।
কাঁদে ফুলি ফুলি নদীয়া বাউলী, ঢলিয়া পড়েছে দেহ॥
অতি সুকোমল বচন শীতল, সবারি নবীন রাগ।
নবীন বয়সে নবীন মরমে, লাগিল গৌরাঙ্গ-দাগ॥
কখন কখন, মনের বিয়োগে, বিরলে বসিয়ে রই।
গৌরাঙ্গ বলিতে ঠোঁর নাহি থাকে, অবশ হইয়া যাই॥
সে যে কুলবতী রসিকা যুবতী, নবীন ভাবের ভার।
গৌরাঙ্গ-রূপের লাবণ্যমাধুরী, অন্তরে ভিজিল যার॥
নিগূঢ় নদীয়া নিগূঢ় নাগরী, নিগূঢ় গৌরাঙ্গরায়।
লোচন কহয়ে, সহজে সহজে, পরাণ মিশিয়া যায়॥ ৬৩॥

পুরট সুন্দর দ্যুতি, তরুণ কুঞ্জর গতি, অরুণ আঁখি করুণ আলয়।
ও চাঁদ বদনে তার, একবার যারে চায়, কুল লৈয়া সে কি ঘরে যায়॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া তার, সমবায় সবাকার, হাসিয়া কহয়ে ঠারেঠোরে।
চাইয়া নয়ান কোণে, হরিয়া লইল প্রাণে, শপত করিয়া সখি তোরে॥
কনকের দণ্ড যেন, ভুজের বলন হেন, আরোপিয়া বয়স্তের কাঁধে।
গলে মালতীর মালে, বেড়িয়া বকুল ফুলে, মদন ফাঁপরে পড়ি কাঁদে॥
যতন করিয়া বিধি, নিরমিল রসনিধি, সুখের পাথার নদীয়ায়।
লোচন বোলয়ে শুন, এহ নবযৌবন, নিছিয়া নিছিয়া ফেলি পায়॥ ৬৪॥

ভাবিয়া গোরার রূপ এ দিন যামিনী। হৃদয়ে বসিল কাঁচা সোণার বরণ খানি ॥
দশদিক্ ভরি হৈল প্রেমের কান্দনা। গোরা গোরা বলিয়া কি হইল ঘোষণা ॥
গোরা পরিবাদ এত নহে পরমাদে। গোরা লাগি হেরব সব নট চাঁদে ॥
কলঙ্কী হইব সখি কলঙ্কী হইব। না সহে লোকের কথা বল কি করিব ॥
যে দিকে চাহিয়ে সখি সেই দিকে গোরা। লোচন কহয়ে গোরা বড় মনচোরা ॥৬৫॥

কিয়ে কাঁচা কাঞ্চন চম্পক-দল, কিয়ে নব গোরোচনা ভান।
কিয়ে কুসুম শোন মনোহর মাধুরী প্রাতর স্বরজ স্থঠান ॥
পেখনু অপরূপ গোরা।
শরদক চাঁদ ছাঁদ হেরি রোয়ত হরিগুণ গাওত মনভোরা ॥
সংকীর্ত্তন রসে হরষ কলেবর কণ্ঠ শবদ নব মেহ।
নয়ন-যুগলবর ফুল্ল-কমলদল ভাও মনমথ গেহ ॥
রসের পাথারে সাঁতারে কুলকামিনী, ওর না পাওই কোই।
লোচনদাস কহে, চরণনখ-মাধুরী, উপমা নাহিক হোই ॥ ৬৬ ॥

রসের গৌরাঙ্গ বড় রসিয়া।
রসের গোরা রসে ভরা, তরুণ কামের কোঁড়া, রসময় গৌরাঙ্গ-মনরঙ্গিয়া।
অরুণ কমল আঁখি, গুঞ্জরে ভ্রমরা পাখী, আকুল করিল মন্দ হাসিয়া ॥
চূড়াটী বেঁধেছে টেড়া, নবগুঞ্জা দিয়া বেড়া, নানাফুলে সাজনি করিয়া।
চূড়াটী বেড়িয়া গুঞ্জে, কত অলি পুঞ্জে পুঞ্জে, মকরন্দ লোভে মত্ত হৈয়া ॥
নিরখিয়া চাঁদমুখ, মনে যত হয় সুখ, ইথে কি রহিতে পারি ভুলিয়া।
অবলা কুলবালা, গৌরাঙ্গ কলঙ্কের মালা, সাধে সাধে গলে দিব দোলাইয়া ॥
আমি গৌর-কলঙ্কিনী, ঐ গরবে গরবিনী, জীবন পরাণ বেচন বধুয়া।
চাঁচর কেশের ছাঁদে, যুবতী পড়িল ফাঁদে, লোচনের মন এলোথেলো
বারেক হেরিয়া ॥ ৬৭ ॥

দুই চারি নাগরী তারা বিরল ঘরে বসি।
গৌরাঙ্গ-রসের কথা কইছে হাসি হাসি ॥

ঠারে ঠোরে কইছে কথা বুঝ্‌তে নারে কেউ।
গৌরাঙ্গ-রসের নদী বয়ে যায় ঢেউ॥
নদীয়া-নাগরী যত গৌর-প্রেমে রত।
গৌর-রসে সদা ভাসে রস-কাঙ্গালী যত॥
লোচন বলে ও নাগরী কি ভাবছিস্ তোরা।
আমি জানি রসিক বটে শচীর দুলাল গোরা॥ ৬৮॥

কাম-জলধির মাঝে বিধি বদন-কমল রচে।
নয়ন-যুগল খঞ্জন-পাগল তার উপরে নাচে॥
সরুয়া মাজা কামের ধজা সরুয়া বসন সাজে।
পঞ্চম সাজে কিঙ্কিনী বাজে মীনকেতনের তেজে॥
ভাবভূষণে নাগরপণা সকল গেল জানা।
উপরে জানান্ ভাবকালীখান ভিতরে নাগরপণা॥
বলে এ লোচন, যদি গৌরধন, শুধুই নাগর হতো।
মতন তোদের, কত সে নারীর, কুলের ভরম যেতো॥ ৬৯॥

গৌরাঙ্গ রূপলাবণ্য তরঙ্গ সম্পুটে। সে উৎসবে মাতিএ পড়িল সঙ্কটে॥
কুলাঙ্গনাগণ মৃগী-নেত্রোৎসবে বাঁধে। মুখাজ চন্দ্রিমা বিন্দু আনন্দের ফাঁদে॥
বরবভুজঙ্গভাঙ বরণ চিকণ। মাধুর্য্যবৃন্দের কত হরে নিল মন॥
সুরধুনী তীরে কেলি-কদম্বের বন। দুকুল করেছে আলো গৌরাঙ্গ-বরণ॥
মনে করি নদে যুড়ি এ দেহ বিছাই। হিয়ার মাঝারে গোরাচাঁদেরে নাচাই॥
মনে করি নদে যুড়ি হোক মোর হিয়া। তাহাতে গৌরাঙ্গ বেড়ান পদ-পসারিয়া॥
এ বুক চিরিয়া রাখি পরাণের সঙ্গ। মনে হলে বাহির করে দেখি গৌরচন্দ্র॥
হেরিয়া নবীন অঙ্গ প্রতি অঙ্গ ভুলে। এ লোচন কহে গোরাচাঁদ তোদের কোলে॥৭০

শোন্ সজনী মনের কথা, তোদের খুলে বলি গো, কাল নিশিতে দেখেছি স্বপন।
(সেই) বিনোদ-গোরা করে ছলা, আমার কাছে এসে গো, হাসি হাসি কয় মধুর বচন॥
সে হেমকমল করকমলে, কমলকুচ ধ'রে গো, অধর কমলসুধা দিল মোরে।
এমনি বাসি গগন-শশী, হাতে হাতে দিলে গো, গৌরশশী আমি আমার করে॥

ছিল সুধা পেয়ে সুধা, সকল দূরে গেল গো, নয়ন-কমল চরিত-পারা।
চেতন হৈয়ে হাত বুলাইয়ে, দেখি শিওর পাশে গো, না দেখে তায় হলাম প্রাণে সারা॥
হৃদমাঝারে বিদ্ধি শরে, জর জর করে গো, এমনি হলে চেতন হয়ে বসে।
আহা মরি হরি হরি, এমন কেন হলো গো, পেয়ে হারা হলাম করম-দোষে॥
লোচন বলে এবার পেলে, ছাড়িয়ে না দিবি গো, রাখ্‌বি তাকে প্রেম শিকলে বেঁধে।
হৃদ-মাঝারে রতন পুরে, দেখ্‌বি নয়ন ভরে গো, নিতুই নিতুই মরিস কেন কেঁদে॥১১॥

সখি, গৌরাঙ্গ-নাগর দেখ।
সুগঢ় বিধাতা রসের মূরতি নিরমল পরতেক॥
বুক পরিসর সে চন্দন মাখা ভাঙ্গিল মানিনীর মান।
আলিঙ্গন আশে চিত বেয়াকুল সদাই ঝুরিছে প্রাণ॥
জিনি পাঁচবাণ নয়ান সন্ধান চাহনি পরাণ-কাড়া।
ভুরুর ভঙ্গিমা অতুল ভুবনে করত ধরম-ছাড়া॥
চাঁচর কেশের বেশ কত না বর্ণিব গো, গ্রীবার ভঙ্গিমা ভাব কত।
কহয়ে লোচন নদীয়া-নগরে মজিল যুবতী যত॥ ১২॥

কোণের ভিতর বৈসে আছে মনে লাগে ভয়।
আর এক নাগরী বলে না কহিলে নয়॥
(তোর) বুঝি ধরম করম সব খোয়াবি, দেখলে রসের দেহ।
কুল খোয়াবি বাউল হবি, লাগ্‌বে রসের লেহ॥
বুঝি দশায় দুকুল ধসায়, মোর দশা বা ধরে।
তবে রসে মন ডুবায়ে, থাকবো একই ঘরে॥
চাইলে নয়ন বাঁধা রাখে, মনচোরা তার রূপ।
হাস্য বয়ান রাঙ্গা নয়ান, ও দুটী রসের কূপ॥
ঘোমটা দিয়ে জল্‌কে যাবি, হেট বদনে রবি।
নদের চাঁদের বদন দেখ্‌লে, খেপার পারা হবি॥
এবার দেখ্‌লে মর্‌বি খেপি, কুল রহিবেক নাই।
কুলশীল যদি রাখ্‌বি তোরা, থাকগে বিরল ঠাঁই॥
নদের রসের ফাঁদ পেতেছে, নবকিশর গোরা।
সইতে নারি মিছাই কুলের গরব করিস্‌ তোরা॥

এ কথা শুনিয়া মনের ভিতর, ঠেকিল অনুরাগ।
রাগীর মনে রং চড়িল, গৌর-রসের দাগ॥
ভাল জুলালি নাগরী-কুলে আগুন রসের ঢেউ।
লোচন বলে সার হইলে, বুঝতে পারিবে কেউ॥ ১৩॥

সইলো সই গঙ্গাতে জল আনতে গিয়ে।
রসের গোরা চিতচোরা সেইখানেতে দাঁড়াইয়ে॥
ধূলাবালুকা লয়ে গোরা দেয় আমার গায়ে।
যৌব-প্রকাশি ঝাড়তে বসন অঙ্গ দিলাম উঘাড়িয়ে॥
চাহিয়ে তাহার পানে, হানিলাম কুসুমবাণে,
মিলিল মনে প্রাণে, আসতে নারি ছাড়াইয়ে।
লোচন দাসের বাণী, শুনলো বিনোদিনী,
তখন আমি থাকলে সেথা, দিতাম তোরে মিলাইয়ে॥ ১৪॥

ডর আর নাই সই ডর আর নাই। বুক স্থির করি সবে রহ এক ঠাঁই॥
যে বলুক সে বলুক তাহা না শুনিব। কলঙ্ক-পাথার মাঝে সাঁতার এড়িব॥
বলুক সকল লোকে গোরা-কলঙ্কিনী। ধিক ধিক ধিক সেই কুলের কামিনী॥
গোরা-পরিবাদ এত সবাই পাইবে। লোচন বলে কারে ভয় কর আর তবে॥১৫॥

আজু গোরাচাঁদ বড় রঙ্গী।
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গ বিলেপন, বেশ করল বহু ভঙ্গী॥
চাঁচর কেশে, বেড়ি নবমালতী, বিরচিত কত শোভা।
মধুকর উড়ি, উড়ি তাহে বৈঠল, মধুলোভে মতি-রতি লোভা॥
নিরূপম রূপ, কূপে কুলকামিনী, নিমগন বহু মুখ চাই।
ভাঙ কত ভঙ্গী, রঙ্গি মন বাঁধল, ঘন ঘন নয়ান নাচাই॥
গদাধর অঙ্গে, অঙ্গ পহু ধরি, লহু লহু হাসবিলাস।
প্রেমপাথার, পরশে রহু, বঞ্চিত একলি লোচনদাস॥ ১৬॥

আইলো গৌরাঙ্গমেঘ কাদম্বিনী হয়ে। ভাসাইলা গৌড়দেশ প্রেমবৃষ্টি দিয়ে॥
নিত্যানন্দ রায় তাহে মারুত সহায়। যাহা নাহি প্রেমবৃষ্টি তাহা লয়ে যায়॥

হড়্ হড়্ শবদে আইল শ্রীঅদ্বৈতচাঁদ। জল-রসধারা তাহে রায় রামানন্দ॥
চৌষট্টি মোহান্ত আইলা মেঘ শোভা করি। শ্রীরূপসনাতন তাহে হৈল বিজুরী॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী। যতনে রাখিল প্রেম হেমকুম্ভ ভরি॥
এবে সেই প্রেম লয়ে জগজনে দিল। এ দাস লোচন-ভাগ্যে বিন্দু না মিলিল॥ ৭৭

জগভরি প্রেম দিল দয়াল নিতাই।
মোর কর্ম্মদোষে তারে পেলাম নারে ভাই॥
জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
বিশ্বাস হইতে আমার গেল এ জীবন॥
নিতাই-প্রেমের কাঙ্গাল হয়ে গেলাম প্রেমিকপাড়া।
অবিশ্বাসী দোষী বলে বার করে দিল তারা॥
এ দেশে না গেল থাকা যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
কোথা যাব প্রাণ জুড়াব পেয়ে দেশের দেশী।
তাপিত হয়েছে প্রাণ দেখা দাওহে আসি॥
কৈতব আদি দূর না হলে সে কি গৌর পায়।
ঠেলে দিলে ভেসে উঠে লোচনদাসে পায়॥ ৭৮॥

আর শুনেছ আলো সই গৌরভাবের কথা। কোণের ভিতর কুলবধূ কেঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে। হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ে গেল মনে॥
উঠিল গৌরাঙ্গ-ঢেউ সম্বরিতে নারে। লোরেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদবাটা। আঁখির জলে বুক ছল্‌ছল্‌
ভেসে গেল পাটা॥
শাকেতে শুকুতা দিল অম্বলে দিল ঝাল। শুক্‌না হাঁড়িতে চাল দিয়ে ভেজাইল জাল॥
কোথা ছিল ননদ মাগি এসে দিল তাড়া। শুক্‌না কাঠে ধূমা করি এত বিষম জ্বালা॥
লোচন বলে মর্ রেয়লি ভাবচিস্ কেনে এতো। হাঁড়িটা কেন ভাঙলি নাকো
দিয়ে বেড়ির গুতো॥ ৭৯॥*

* ১৮নং পদ দ্রষ্টব্য।

ঢর ঢর কাঞ্চন জিনি গোরা-অঙ্গখানি। চাঁদমুখে কয় কথা অমিয়াকে জিনি॥
তরুণ-কুঞ্জর-গোরা-চলন-মাধুরি। ভুলল নদীয়া-নারী চিত না সম্বরি॥
কপালে চন্দন-চাঁদ যুবতী-কলঙ্কে। পিয়াসে খাইতে জল মৃগী পড়ু পঙ্কে॥
সব অঙ্গ গোরাচাঁদের নিরূপম তুলনী। কি করিবে লাজে আর এ কুল-কামিনী॥
লোচন বলয়ে গোরা পানে যদি চাই। যে অঙ্গে পড়য়ে আঁখি রহে সেই ঠাঞি॥৭৯ক

দেখাসিয়ে গোরাচাঁদ, কামিনী-মোহন ফাঁদ, রঙ্গিয়া রঙ্গন-মালা গলে।
চন্দনে চর্চ্চিত দেহ, ভূষণে মণ্ডিত গো, না চলিতে মকর কুণ্ডল দোলে॥
করিবর শুণ্ড জিনি, বাহুর বলনি গো, পুরট সুন্দর জিনি বুক।*
বিজুরী ছানিয়া কেবা, অঙ্গ নিরমাণ কৈল, চাঁদ জিনিয়া কৈল মুখ॥
সরুয়া কাঁকালী বাঁকা চলন ঈষত গো, সরুয়া বসন শোভে তায়।
গরুয়া নিতম্ব ভরে, কামিনী-কণ্টক গো, সতী মতি কুলটা করায়॥
ও রাম-কদলী-জিনি, উরুর মাধুরী গো, ও নখ কোমল পদতল।
লোচন কহয়ে বাণী, যেন কুল-কামিনী, কুলশীল গেল রসাতল॥৭৯খ

শুনলো সকল সই, স্বপনের কথা কই, শচীর দুলাল গোরা আসি।
চাঁদমুখে কয় কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা, আমারে উঠায় হাসি হাসি॥
হে হেইলো সই, পতিকোলে রই, একি বিষম জ্বালা।
থরথরি কাঁপে গা, আপাদ মস্তক পা, তবু আসি গলায় দেয় মালা॥
চুম্বনে চেতন পেয়ে, আশে পাশে দেখি চেয়ে, পতি কোলে দেখিয়ে স্বপন।
কি হইল মনে ভাবি, আপনে আপনা হাসি, গৃহ-কাজে নাহি রহে মন॥
এমন গোরার রীত, দেখি লাজ মনে ভীত, কি হইল কি করিব মোরা।
লোচন কহয়ে সই, ধেয়ান হইল গো, শচীর দুলাল নব-গোরা॥৭৯গ

---

* পাঠান্তর—
করিবর-শুণ্ড জিনি, বাহুর দোলনী গো, চাঁদ নিগাড়িয়া মাজা মুখ।
সিংহের শাবক-জিনি, গ্রীবার বলনী গো, পুরট দর্পণ জিনি বুক॥
সরুয়া কাঁকলী গোরার, গুরুয়া নিতম্ব গো, সরুয়া বসন শোভে তায়॥
খগেন্দ্র জিনিয়া কিবা, নাসার ভঙ্গিমা গো, মধুর মধুর কথা কয়॥
রামরম্ভা জিনি কিবা, উরুর বলনী গো, ওখন কমল পদতল।
লোচন কহয়ে বাণী, যে কুল-কামিনী গো, তার কুল গেল রসাতল॥

কামোদ।

প্রাণ কিয়া ভেল বলি, কাঁদিছে গৌরাঙ্গপহুঁ, নয়ান বহিয়া পড়ে ধারা।
দিবানিশি অবশ অঙ্গ, অরুণ আঁখিয়া গো, ছল ছল জল চিরবিরহিনী-পারা॥
সখি হে না বুঝিয়ে কি রস রাধার।
বিনোদনাগর গোরা, ধূলা বেশ মাখে গো, চন্দন মাখা গায়ে আর॥ ধ্রু॥
পুরুবের ভাব গোরা, বিলসই নিরবধি, তাহা বিনু আন নাহি তায়।
সুক্ষ্ম পট্ট পরিহরি, এ ডোরকৌপীন পরি, অকিঞ্চন বেশে গোরারায়॥
ত্যজিয়া সকল সুখে, বিরলে বসিয়া থাকে, ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
এ হেন গৌরাঙ্গ-রীতি, বুঝই না পারই, ঝুরত্ত এ লোচনদাস॥ ৮০॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ।

তুড়ী।

এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই। মোর সম পাতকী আর ত্রিজগতে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর। এই সব পাপে মোর তনু জরজর॥
ম্লেচ্ছ অধম ছিল যত অনাচারী। তা সভা হইতে যদি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই। তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুভাই॥
লোচন বলে মুঞি অধমে দয়া নৈল কেনে। তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥৮১

ধানশী।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই। ভুবনমোহন গোরাচাঁদ নিতাই॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন। হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই। পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে। কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার। যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন। একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥৮২॥

শ্রীরাগ।

পরম করুণ, পহুঁ দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-কন্দ॥

ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি॥
দেখ অরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।
শুকপাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যাঁর গুণগাথা॥
সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস॥ ৮৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীরাগ-লোভা।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা। হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়। রজত-পর্ব্বত যেন ধূলায় লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল। লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল॥ ৮৪॥

শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে। ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
অবান্ধবে সকরুণ নিতাই সুজন। ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বিতরণ॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। আনল জলিয়া দিব তার মাঝ মুখখানে॥৮৫

শ্রীরাগ।

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি। নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
অসার সংসার-সুখে দিয়া মেনে ছাই। নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব। নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে। হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু। কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু॥৮৬

সিন্ধুড়া।

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী।

পুলকে পূরল তনু, কদম্ব কেশর জনু, বাহু তুলি বোলে হরি হরি। ধ্রু॥
শ্রীমুখমণ্ডল ধাম, জিনি কত কোটি কাম, সে না বিহি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্য-সিন্ধু, তাহে নিঙাড়িয়া ইন্দু, সুধা দিয়া মু-খানি গড়িল॥
নব কঞ্জদল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী, ডুবি রহু প্রেম-মকরন্দে।
সেরূপ দেখিল যেহ, সে জানিল রসমেহ, অবনী ভাসল প্রেমানন্দে॥
পুরুবে যে ব্রজপুরে, বিহরে নন্দের ঘরে, রোহিণীনন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী-সুত, নিত্যানন্দ-অবধূত, ভুবনপাবন হৈল নাম॥
সে পহুঁ পতিত হেরি, করুণাময় অবতরি, জীবেরে বোলায় গৌরহরি।
পড়িয়া সে ভববন্ধে, কাঁদয়ে লোচন অন্ধে, না দেখিয়া সেরূপ মাধুরী॥ ৮৭॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়। যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর। যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়। প্রেমরসে যে জন চৈতন্যগুণ গায়॥
তাহার পদেতে যেবা লইল শরণ। সে জন পাইলা গৌরপ্রেম-মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ। লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ॥৮৮

তুড়ী।

নাস্তিকতা অপধর্ম্ম জুড়িল সংসার। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর॥
দেখিয়া অদ্বৈতপ্রভু বিষাদিত হৈলা। কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা॥
নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষ্ণুপদে। হুঙ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে॥
জিতিলুঁ জিতিলুঁ মুখে বলে বার বার। জীব নিস্তারিতে হবে গৌর-অবতার॥
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু-হরিদাস। লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ॥৮৯॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে। কে রাখে এ তরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥
জ্যৈষ্ঠে রসাল রস সবে পান করে। বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে॥
আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য। আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥
শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা। কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা॥
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস। সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হুতাশ॥
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা সুখী সব নারী। কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্ব্বরী॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হয় হিম পাত। ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়ার শিরে বজ্রাঘাত॥
আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে। অন্ন জল ছাড়ি মুঞি ভাসি এ অকূলে॥
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে। বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে॥
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী। একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী॥
ফাল্গুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে। কান্ত বিনু অভাগী ঢুলিবে কার কোলে॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয়। লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয়॥ ৯০॥

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে। উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ-গন্ধে। সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার জন্মতিথি পূজা। আনন্দিত নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ-যুবা॥
চৈত্রে চাতক-পক্ষী পিউ পিউ ডাকে। তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু। তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে। তুমি দূর দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি। বিঁধাইল সরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥
বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলিবসনের কোচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরুপৈতা কাঁধে। সে রূপ না দেখি মুই জীব' কোন ছাঁদে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র। তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র॥
জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা। কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পাদাম্বুজরাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন। ছট্‌ফট্ করে যেন জল-বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে নিদারুণ হিয়া। আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে। দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট। কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও। যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা। কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন। সে চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তুমি বড় দয়াবান। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥
ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়। কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে। হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম ভাদ্রের খরা। প্রাণনাথ নাহি যার জাবন্তে সে মরা॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গা-মহোৎসবে। কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরৎ সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে। হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে কর উপদেশ। জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা। কেমনে কৌপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী। এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে অন্তরযামিনী। তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে। সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেত তোটে প্রভু শয়ন কম্বলে। সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে। কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে। বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি শোহে। সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে॥
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি। পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে মোরে লহ নিজ পাশ। বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥১১॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই বারমাস্যাটী পদকল্পতরু, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে লোচনদাসের ভনিতাযুক্ত আছে। পল্লীগ্রামে অনেক স্ত্রীলোকদিগের মুখে লোচনের ভণিতাযুক্ত এই পদ শুনা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থেও এই পদটী আছে, তবে ইহাতে কাহারও ভনিতা নাই। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় জয়ানন্দের গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন লোচনদাসের কোন গ্রন্থে এই বারমাস্যাটি কিম্বা ইহার কোন আভাষ নাই, সুতরাং ইহা জয়ানন্দের রচিত বলিয়াই তাঁহার ধারণা। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। কারণ, স্বামী বা অতি প্রিয়জন বহুকাল বিদেশে থাকিলে তাঁহার প্রণয়িণীর পক্ষে আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বারমাস্যা বর্ণনা করাই স্বাভাবিক,—স্বামী দূরদেশে যাইবেন

শুনিয়া ভবিষ্যত-বিরহ এই ভাবে বর্ণনা করিবার কথা শুনা যায় না। কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহাই আছে,—শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দিয়া জয়ানন্দ এই বারমাস্যা বাহির করিয়াছেন। আরও একটী কথা। লোচনের ভনিতাযুক্ত বারমাস্যার সহিত জয়ানন্দের গ্রন্থের এই পদটীর স্থানে স্থান মিল নাই এবং যে যে স্থানে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই সেই স্থানেই খাপছাড়া ও রসভঙ্গ হইয়াছে। "বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু। তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু।" এই চরণ দ্বয় লোচনের ভনিতাযুক্ত পদে চৈত্রমাসের বর্ণনায় আছে, কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে বৈশাখমাসের বর্ণনার মধ্যে এই দুই চরণ সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে "চুতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে" প্রভৃতি চরণ যোগ করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশাখ মাস যে বসন্তকাল নহে এবং চুতাঙ্কুরও যে সে মাসে হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দের গ্রন্থের বারমাস্যাটীতে এমন সকল কথা আছে যাহা পাঠ করিলেই মনে হয় যে, বহুকাল বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই বারমাস্যা বলিতেছেন। যেমন "তুমি দূরদেশে আমি জুড়াব কার কোলে", "তোমা না দেখিঞা মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু", "তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ-সমুদ্র" ইত্যাদি। এই সকল চরণ পাঠ করিলে কি বোধ হয় না যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া এই বারমাস্যা বলিতেছেন? ইহা জয়ানন্দের রচিত হইলে এইরূপ অসংলগ্ন হইত না। আমার মনে হয়, পদটী লোচনদাসের, জয়ানন্দ মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা আপনার মত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ।

এ সখি প্রাণ কেমন করে মনে বড় ভয় উঠে।
শ্যামবঁধুর পীরিতি খানি তিলেক পাছে ছুটে॥
তিলেক না দেখ্‌লে বঁধু বড় দুঃখ পাই।
চাঁদমুখের হাসিতে পরাণ জুড়াই॥
ভাঙ্গিতে পীরিত বঁধু আছে কত জনা।
ভাঙ্গিলে গড়িয়া দেয় সেই সে আপনা॥
হিয়ার মাঝে তোমায় বঁধু রাখিব বাঁধিয়া।
অনেক সাধে পাইয়াছি না দিব ছাড়িয়া॥

অঙ্গের আবরণ সব আউলাইয়ে গায়।
বাজন নূপুর হয়া বাজিব রাঙ্গাপায়॥
কহে ত লোচনদাস মনের আকুতি।
ছাড়িলে না যায় ছাড়া বিষম পীরিতি॥ ৯২॥

হলুদ বাটীতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদ্ বরণ গোরাচাঁদ প'ড়ে গেল মনে॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ঢেউ সম্বর না করে।
লোরেতে ভিজিল, বাটা গেল ছারে খারে॥
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে বলে গোরা গোরা॥
লোচন বলে এ গৌরাঙ্গ কোথা বা আছিল।
কত কুলবতীর মন কোঁছড়ে গুজিল॥ ৯৩॥

এই পদটীর প্রথম চারিটী চরণ ১৮নং পদের অংশ বিশেষ। ইহাতে অপর যে চারিটী চরণ আছে তাহা লোচনদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না। লোচনের হইলে এরূপ রসভঙ্গ হইত না।

সরুয়া কাঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহে সে সুক্ষ্ম বসন পরে॥
কোঁচার শোভায় মদন ভোলে। যুবতীর মন ঘুরিয়া বুলে॥
নিতম্ব তলে কামই নিহিত। নিছনি লইয়ে পরাণ দিত॥
তাহে কোন্ ছার যৌবন রাখে। লোচনদাসের মরমে জাগে॥ ৯৪॥

লোচনের ধামালীতে এই পদটী আছে, কিন্তু ইহা লোচনদাসের পদ নহে গোবিন্দদাসের একটী পদের প্রথম চারি ও শেষ চারি চরণ লইয়া এই পদটি হইয়াছে।

লোচনের ধামালী, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে লোচনের ভনিতা-যুক্ত যে সকল পদ আছে তাহা এবং আরও অনেকগুলি পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অপ্রকাশিত পদগুলির অধিকাংশ শ্রীখণ্ডনিবাসী সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র মল্লিক শাস্ত্যতীর্থ, ভিষাগশাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সুহৃদবর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ও কয়েকটী পদ পাঠাইয়াছেন।

পরিশিষ্ট (গ)

শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মী-নির্য্যাণে সান্ত্বনা।

শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মীঠাকুরাণীর নির্য্যাণে বিরহবিধুরা শ্রীমতী শচীমাতাকে স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে তোমার এই পুত্রবধূ স্বর্গে ইন্দ্রসভায় নর্ত্তকী-অপ্সরা ছিলেন। নৃত্যের সময়ে পদস্খলনে তালভঙ্গ হওয়ায় ইন্দ্র উঁহাকে পৃথিবীতে পতিত হইয়া মনুষ্যবধূ হওয়ার জন্য শাপ প্রদান করেন। অপ্সরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ায় ইন্দ্র বলিলেন ঐ সময়ে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার দর্শনে উঁহার শাপ মোচন হইবে এবং তদন্তে পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ হইবে। যথা :—

মায়েরে বলিলা প্রভু শুনহ বচন। পূর্ব্বকথা কহি তার জন্মের কারণ॥
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এক কালে। উদরের নির্ব্বন্ধ পদস্খলন তাহারে॥
তালভঙ্গ হৈল শাপ দিল সুরেশ্বরে। পৃথিবীতে জন্ম লহ মনুষ্যের ঘরে॥
শাপ দিয়া পুন ভয়া ভেল দেবরাজে। দুঃখ না পাইবা বৈল হৈব বড় কাজে॥
পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর। তাঁর বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর॥
তবে ত আসিবা তুমি এই ইন্দ্রপুরী। কহিল সকল এই ইন্দ্রের সুন্দরী॥

ইহা পাঠ করিয়া ভক্তপাঠকগণের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও দুঃখ উদিত হয়, তাঁহাদের কয়েকটী প্রশ্ন নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। ইন্দ্রের শাপে মর্ত্ত্যলোকে কোন মনুষ্যের বধূ হওয়াই অপ্সরার প্রতি শাপোচিত কার্য্য হইত। তাহা না হইয়া ইনি স্বয়ং ভগবানের পত্নী হইলেন, ইহা কি শাপ? শ্রেষ্ঠতম বরেও এ সৌভাগ্য ঘটে না।

২। অপ্সরা শ্রীভগবানের পত্নী হইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন এবং তাহার শাপান্ত হইল, তিনি পুনর্ব্বার স্বর্গে গেলেন এবং নর্ত্তকী হইলেন। শাপবিমোচনে অপ্সরা স্বয়ং ভগবানের পত্নীত্ব হারাইলেন। ইহা শাপ-বিমোচন জন্য সৌভাগ্য কিংবা নারকীয় দুর্ভাগ্য? সাধু-সজ্জন ও শাস্ত্রবিদ্‌গণ অবশ্যই ইহা নারকীয় দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিবেন।

৩। যিনি শিব-বিরিঞ্চি-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্যাদির পরমারাধ্য সেই স্বয়ং ভগবান্ একটী শাপগ্রস্ত নর্ত্তকীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন ইহাই বা পবিত্রাত্মা সদাচারী সাধুসজ্জন-গণ মানিয়া লইবেন কেন?

৪। লোচনদাস সুকবি। তাঁহার কাব্য-প্রতিভা প্রশংসনীয়, তাঁহার কাব্যকল্পনাও সমুচ্চ। এই অবস্থায় তিনি ভক্তজনের হৃদ্‌যাতনাময়ী এই কুরুচিময়ী কদর্য্য কল্পনার আশ্রয় লইলেন কেন ?

এই সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া অনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত আমাদিগকে এক পত্র লিখেন। এইরূপ সন্দেহ অনেকের মনেই উদিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় এই বিবরণের জন্য শ্রীমৎ লোচনদাস সম্পূর্ণদায়ী নহেন ; তবে তিনি অনেক পরিমাণে দায়ী বটেন। এই বিবরণের বিস্তৃত উল্লেখ এবং উহার মীমাংসা শ্রীপাদ মুরারির কড়চায় দ্রষ্টব্য। শ্রীপাদ লোচনদাসের গ্রন্থের ত্রুটি এই যে, ইহাতে সমগ্র বিবরণ দেওয়া হয় নাই—আংশিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিবরণের বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইলে ভক্তপাঠকগণের হৃদয়ে আদৌ যাতনা হইত না। শ্রীপাদ মুরারিগুপ্তের কড়চায় উহা এই ভাবে লিখিত হইয়াছে, যথা :—

আত্মগোপনবলৈর্বচনৈস্তদ্ গোপয়ন্ হি সকলং জগদীশঃ।
শৃণু যথেয়মবাতরদপ্সরা সুরবধূঃ পৃথিবীমনু সাম্প্রতম্ ॥
মঘবতঃ সদসীন্দুনিভাননাং স্খলিতনৃত্যপদাং বিধিনা ততম্।
সমবলোক্য শশাপ সুরেশ্বরো ভব নরস্য সুতেত্যবধার্য্য তৎ ॥
সমপতৎ পদয়োরিতি তাং পুনঃ সকল নাথববধু ভব শোভনে।
পুনরিহাভিমুখং সুরদুর্ল্লভং সমনুভূয় হরেঃ পদমুজ্জ্বলম্ ॥
বত গমিষ্যসি গচ্ছ সুশোভনে সুরপতে র্বচসাভিমুমোদ সা।
সুরনদীসলিলে পরিমুচ্য তং ত্রিদশশাপজপাপমথাগমৎ ॥
কিম্বা লক্ষ্মীবধ্বা জগদীশ্বরী নিজপ্রভুচরণাজ্জমগাৎ স্বয়ম্।
তদলমেব শুচা ভবিতব্যতা ভবতি কালকৃতং সকলং জগৎ ॥
ইতি নিশম্য শচীসুতস্য তদ্-বচনমিন্দুমুখস্য শুচং জহৌ।
প্রকটবৈভবগোপনকারণং মনুজভাবধরস্য হরেস্ততঃ ॥
ন খলু চিত্রমিদং ভগবান্ স্বয়ং সুরকথাবচনং কৃতবান্ হি যৎ।
বদনুভাবরসেন পিতামহঃ সৃজতি হন্তি জগৎত্রয়মাশ্বরঃ ॥

পরিশিষ্ট (ঘ)

নদীয়া-নাগরী পদ।

(বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রসিকমোহন গোস্বামী বিদ্যাভূষণ লিখিত।)

বঙ্গীয় পদসাহিত্যে নদীয়া-নাগরী পদ বলিয়া যে এক শ্রেণীর অতি সুমধুর পদ দেখিতে পাওয়া যায় সেই সকল পদের কর্ত্তা শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ফলতঃ কবিবর লোচনদাস ব্যতীত আর কেহ এরূপ পদের রচয়িতা বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এমন মধুর পদ-রচনায় আর যে কেহ এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাদাসিধে গ্রাম্য ভাষায় এমন কোমল মধুর প্রাণস্পর্শি পদরচনা সবিশেষ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন কবি ব্যতীত অপরের নিকট আশা করা যায় না।

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা অতি স্থূল কথা। কিন্তু উহার অন্তরঙ্গ কথাই সবিশেষ আলোচ্য। নদীয়া-নাগরী পদ কোন ইতর নায়ক সম্বন্ধে রচিত হয় নাই। এই সকল পদের যিনি বিষয় তিনি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত—শচী-জগন্নাথ-নন্দন। পিতামাতার অতি আদরের ছেলে হইলেও বাল্যকাল হইতেই কঠোর অধ্যয়নশীল। যে সময় ইঁহার আবির্ভাব হয় সে সময় লেখাপড়া না শিখিলে ব্রাহ্মণসমাজে অতীব হেয় ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইত। ছেলেটী সোহাগে যত্নে লালিত-পালিত হইলেও বিলাস জানিতেন না। যজ্ঞোপবীতের পর হইতেই ইঁহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত শাস্ত্রবিচারে যথেষ্ট চাপল্যের নিদর্শন ও প্রমাণের অভাব না থাকিলেও বালিকাদের সহিত ইহার বাক্‌চাপল্যের বা প্রীতিসূচক আলাপসম্ভাষণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। শারীরিক সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা কোন নরবালকেই কেহ কখনও দেখিতে পান না। কবিকুল-বর্ণিত কুসুমায়ুধ কন্দর্পের রূপও ইহার রূপের নিকট বিলজ্জিত। সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-গুণ-গ্রহণে স্বভাবতঃ নিপুণা নদীয়া-কিশোরীগণ যে এই ভুবনভুলানো সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন এবং স্নানের বেলায় গঙ্গাঘাটে যাইয়া ইহার রূপ দেখিয়া দুর্নিবার মন্মথ-মনোমথন প্রভাবে বিভাবিত হইয়া ইহার রূপের কথা বলাবলি করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় অথবা অস্বাভাবিকতাই বা কি আছে। স্বাভাবিক ভাবের বর্ণনাই প্রকৃত কবির কাব্যকুশলতা, অপরের ভাব নিজ হৃদয়ে টানিয়া আনিয়া সেই ভাবকে আশোষণ (Absorption), সমীকরণ (Assimilation) ও তাহার সাহায্যে সেই ভাবের প্রকাশ

(Expression)—ইহা প্রকৃত কবির ভগবৎপ্রদত্ত কবিত্বশক্তি। ইহা বাস্তবিকই সুদুর্লভ। সাহিত্যদর্পণকার বলেন :—

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"

অর্থাৎ ইহজগতে নরত্ব অতি দুর্লভ, মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিলেও বিদ্যালাভ সুদুর্লভ। কিন্তু বিদ্যালাভ করিলেও কবিত্ব সকলের পক্ষে ঘটে না। আবার যদিও বা কেহ কেহ কবি হন, কিন্তু শক্তিশালি কবিত্ব অতীব সুদুর্লভ।

কবিবর লোচনদাস প্রকৃতপক্ষেই সুদুর্লভ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নদীয়া-নাগরীদের হৃদ্‌গত ভাব অবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বভাব-সুলভ সরল সরস সহজ ও সজীব ভাষায় যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে সেই সকল পদ চিরদিনই বঙ্গভাষার গৌরব উদ্‌ঘোষণা করিবে। কিশোরীগণের উদ্দামপূর্ণ নবানুরাগের প্রথম উচ্ছ্বাসময় আশা উৎসাহ ও ব্যাকুলতাময় ভাবরাশি এমন সরস সজীব সরল ভাষায় প্রকাশ করা স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব শক্তিরই পরিচয়।

অপর কথা এই যে, লোচনদাস শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই জানিতেন। তিনি যে মহামহাপ্রেমরস-বিগ্রহ তাঁহাও তাহার জানা ছিল। অন্যান্য কবি ও লীলালেখকগণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের যে লীলাকাহিনী-বর্ণনা করিয়াছেন লোচনদাস দেখিলেন সে সকল ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ; কিন্তু মাধুর্য্যভাবের বর্ণনা না থাকিলে প্রেমিক-ভক্তগণের চিত্তবিনোদন হইতেই পারে না। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে—

"রসময় রসিকশেখর গুণধাম। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্য সুন্দর সুঠাম॥"

তাঁহার সে চিদানন্দরসসৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-আস্বাদনের পাত্র কাহারা? শীতের অন্তে এই বিশ্বপটে যখন নববসন্তের উদয় হয়, যখন আমের মুকুলে নবকিশলয়ে উষার কনকরাগে সুস্নিগ্ধ মলয় সমীরে উহার প্রথম প্রকাশ উদ্‌ঘোষিত হয়, তখন কলকণ্ঠ কোকিলকুলসহ কাননের বিহগগণ ভিন্ন কে সেই নববসন্তের সুধাস্বাদ গ্রহণ করে। কুসুমকোমলা ভাবব্যাকুলা ভগবৎরসের নিগূঢ় সম্পুটরূপিণী নদীয়াবালাদলই আমার রসিকশেখর শ্রীগৌরসুন্দরের রূপলাবণ্য সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য সুধার আস্বাদন সর্ব্বপ্রথমে পাইয়াছিলেন এবং কবি লোচনদাসের ঋষি-হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রলেখার ন্যায় সেই ভাবের উন্মেষও উদয় হইয়াছিল। যাঁহারা এই শুদ্ধ্যপবিত্রতামাখা প্রেমরসের বৃন্দাবনীয় ঝঙ্কার শুনিয়া নাসিকাসঙ্কোচন করিয়া রুচিশুদ্ধতা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান, তাহাদের হৃদয়টা নরককুণ্ডের জঘন্য ধারণ-

রসস্থলী কিনা, তাঁহারা নিজেরাই তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। এমন দেব-দুর্লভ ভাবরসে অপবাদ আরোপ করা কেবলই স্বীয় কুরুচির অবাধ আত্ম-প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি।

"আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়। হেমাভদিব্য-চ্ছবি-সুন্দরায়॥
তস্মৈ মহাপ্রেম-রস প্রদায়। চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

এই নমস্কারসূচক পদ্যটি যতীন্দ্রশিরোমণি পরমমহানুভাব শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে উদ্ধৃত। ইনি সাংখ্য-পাতঞ্জল-পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা-ন্যায়-বৈশেষিক-আগমনিগম-পুরাণ-ইতিহাস-পঞ্চরাত্র-অলঙ্কার-কাব্য-নাটকাদি নিখিল রহস্যসিদ্ধান্তের পারদর্শী ছিলেন। ইনি অসংখ্য সন্ন্যাসীর আচার্য্য। হ্লাদিনী শক্তির সারভূত মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিগ্রাহী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি-পাতে ইহার হৃদয়ে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত স্ফুরিত হইয়াছিল।

উদ্ধৃত পদ্যটীতে জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দলীলাময় বিগ্রহ-স্বরূপ এবং তিনি মহাপ্রেমরসপ্রদ। বেদ-বেদান্ত পরমতত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে—"সত্যজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম", "আনন্দমমৃতরূপং যদ্বিভাতি", "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" ইত্যাকার বহুল শ্রুতিতে জানা যায়, তিনি আনন্দঅমৃতস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে "রসোবৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি।" সুতরাং তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার নিষ্কর্ষ এই যে—তিনি প্রেমানন্দরসস্বরূপ।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামিমহোদয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে লিখিলেন "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ"। "শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" শ্রীকৃষ্ণও যে "রস-রাজ মহাভাবস্বরূপাখিলরসামৃতমূর্ত্তি"—ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুগত ভক্তমাত্রেরই পরমাদরসম্মত সুসিদ্ধান্ত। তাঁহার লীলায় যাঁহারা মায়াবাদিসিদ্ধান্তসম্মত শুষ্ক সন্ন্যাসের ভাব আরোপ করেন, তাঁহারা তাঁহার ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বাসী নহেন। তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কপটবেশ মাত্র। আদিপুরুষের অবতারগণের মধ্যে আমরা কচ্ছপ-অবতারের কথা শুনিতে পাই। সেইজন্য ভগবান্ প্রাকৃত কচ্ছপ নহেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকে 'কপট সন্ন্যাস' বলিয়া দুন্দুভি রবে ঘোষণা করিয়াছেন :—

"প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটি ইব দৃশৌ। দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটি-প্রহসনম্॥
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটিরিবতনু—চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহসন্ন্যাসকপটম্॥"

কেবল বৈরাগ্য, ভগবত্তার এক অংশমাত্র। বৈরাগ্য যেমন ভগবত্তার এক উপাদান, শ্রী বা সৌন্দর্য্যও তেমনই ভগবত্তার এক উপাদান। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-

মাধুর্য্যে যেমন স্থাবরজঙ্গমাত্মক অনন্তকোটি বিশালবিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হয়, তাঁহার এই আবির্ভাবেই বা তাহা না হইবে কেন? সেই পরমতত্ত্বের শ্রীগৌররূপ-আবির্ভাবেই বা নরনারীগণ আকৃষ্ট না হইবেন কেন?

শ্রীশ্রীরাস-বর্ণনায় মহামুনি গোপীদের কথায় লিখিয়াছেন :—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীতং। সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্॥
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং। যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগপুলকান্যবিভ্রন্॥"

তাঁহার এই জগদাকর্ষিরূপ জগতে প্রকটন করা তাঁহার মহাকারুণ্যের পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনায় ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকার স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন; নারী-মনোহারিত্ব তাঁহার একটি প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণ, নারী-মনোহারী গুণে যদি সমাদৃত ও সম্পূজিত হন, শ্রীগৌরাঙ্গে সেই গুণ স্বীকার করিলে এবং তদ্ভাববিভাবিত হইয়া তাহার ভজন করিলে শাস্ত্রযুক্তির ও ব্যবহারের কোন মর্য্যাদা নষ্ট হয় বলিয়া ধারণা করা অসম্ভব। ভাব-ভেদে,—ধ্যান-ভেদে অতীব স্বাভাবিক।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী—মনুষ্য নহেন। তিনি সর্ব্ববিধ নরনারীগণের পরমোপাস্য রসতত্ত্ব—তিনি সচ্চিদানন্দ রসঘন মূর্ত্তি। রসিক ভাবুক সাধক ও সিদ্ধগণ যেমন তাঁহার উপাসক,—রসিকা ভাবুকা সাধিকা ও সিদ্ধা-রমণীগণও তাঁহার তেমনই উপাসিকা। সে রূপ উপাসনা—সর্ব্বাংশেই সাধুসজ্জন সম্মতা ও যতীন্দ্র-রাজ-চূড়ামণিগণেরও ভজননিষ্ঠ চিত্তের লালসা বর্দ্ধন করে। একদেশদর্শী অজ্ঞাত তত্ত্বার্থ অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে প্রগাঢ় সূক্ষ্মভাবপূর্ণ ভগবদুপাসনার সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা, কেবল যে অশাস্ত্র চপল চটুল বুদ্ধির বিড়ম্বনা তাহা নহে—অপরাধজনকও বটে। জগৎ অনন্ত ও বিশাল; বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীও অনন্ত, শ্রীভগবানের লীলাও অনন্ত, উপাসনার প্রকারভেদও অনন্ত—অথচ এই অনন্ত তত্ত্বের সকলই নিত্য সত্য। আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ-সঙ্কুল ভাবসমূহ (apparently conflicting ideas) পরিণামে সকলই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া জ্ঞানীভক্তগণের নিকট সমাদৃত ও সম্পূজ্য হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয় ভগবৎসন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি নিখিলবিরুদ্ধশক্তির সমাশ্রয়। তাঁহাতে এক দিকে যেমন কঠোর বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে আবার তেমনই লীলা-বিলাস-রস-সম্ভোগ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলায় যে সকল গুণ তদীয় ভজনীয় গুণ বলিয়া ভূষণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে, শ্রীশ্রীগৌরলীলায় তাহার কোন কোন গুণ কেনই বা দূষণ হইবে?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

যে আমায় যেরূপ ভাবে ভজন করিবে আমিও তাহাদের নিকট তৎতৎরূপ ভজনীয় ভাবে আত্মপ্রকটন করিয়া তাহাদের অভীপ্সিত ভজনের সহায় হইব। যাঁহারা তাঁহাকে কান্তভাবে ভজনা করিয়া আনন্দ লাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের সমক্ষে শ্রীভগবানের "কাঠ-খোট্টা" সন্ন্যাসীর ভাব প্রদর্শন একবারেই অস্বাভাবিক ও অসাধু-সম্মত। গোপগোপলংখ্যাবৃত মধুময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীনরসিংহদেবের উদয় হইলে এক ভীষণ বিভীষিকা উৎপাদিত হইয়া নিদারুণ উৎপাতের সৃষ্টি হইবে। সেখানে শ্রীশ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহই শোভনীয়। সেইরূপ শ্রীগৌরলীলাতেও মধুর ভাবের উপাসকগণের সমক্ষে সন্ন্যাস-বেশ এক "গুরুমন্ত্রী" একবারেই খাপছাড়া ও হৃদ্‌বিদারক ক্লেশজনক দৃশ্য।

ভাব-ভেদেই দর্শনভেদ ও ধ্যানভেদ হইয়া থাকে। একই সময়ে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দর্শকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছিলেন। কংসরঙ্গালয়ে কংসারি-বিগ্রহের কথা স্মরণ করুন :—

"মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসিতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীণাং পরদৈবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

অগ্রজসহ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মল্লগণ তাঁহাকে বজ্রসার পুরুষ, নৃপতিগণ নৃপতিকুলশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ কন্দর্প, গোয়ালারা স্বজন, দুষ্ট রাজারা শাস্তা, বসুদেব-দেবকী নিজেদের শিশু, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু, অতত্ত্বজ্ঞগণ বিরাট্ পুরুষ, যোগিগণ পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণ আপনাদের কুলদেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

এরূপ ভাবের পত্ত সংস্কৃতভাষায় আরও আছে যথা :—

মল্লৈঃ শৈলেন্দ্রকল্পশিশুরিতরজনৈ পুষ্পচাপোঽঙ্গনাভি
র্গোপৈস্তু প্রাকৃতাত্মা দিবি কুলিশভৃতা বিশ্বকায়োঽপ্রমেয়ঃ॥
ক্রুদ্ধ কংসেন কালো ভয়চকিতদৃশা যোগিভির্ধ্যেয়মূর্ত্তি।
র্দৃষ্টা রঙ্গাবতারো হরিরমরগণানন্দকৃৎ পাতু বিশ্বান্॥

লোকে কথায় বলে "কৃষ্ণ কেমন?" তদুত্তরে বলা হয় "যার মন যেমন"। শ্রীগৌরাঙ্গও যখন পূর্ণতম তত্ত্ব তখন তাঁহার সম্বন্ধেই বা নাগরীভাবের ভজন অশ্রদ্ধেয় হইবে কেন? নাগরীভাবের ভজনের ন্যামান্তর—গোপীভাবের ভজন; শ্রীভাগবতের ভাষায়—শ্রীরাসনায়িকাগণের ভজন। সর্ব্বলীলা মুকুটমণি বলিয়া শ্রীরাসলীলা যখন পরমহংস কুলবর্য্যগণের গ্রাহ্য ও শিক্ষাপ্রদা, তখন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের মধুররসময় ভজনই বা অপবাদার্হ হইবে কেন?

নদীয়া-নাগরী ভাবের যুক্তিযুক্ততা।*

(শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম লিখিত)

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণউপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, নিজের উপাসনার উপদেশ দেন নাই, অতএব শ্রীকৃষ্ণউপাসনা বিধেয়, শ্রীগৌরাঙ্গউপাসনা বিধেয় নয়। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা অবিহিত, কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম নির্দ্দেশ বা উপাসনার বর্ণন কোন গোস্বামী-গ্রন্থে নাই।

শ্রীগৌর-নাগরী-ভাবের আর শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চনের প্রতিপক্ষ দলের এইটিই প্রবল যুক্তি; এইটি অনিবার্য্য ব্রহ্মাস্ত্র—"নহ্যস্যান্ততমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্ষণং"

ব্রহ্মাস্ত্রের প্রত্যবকর্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন অন্য অস্ত্র করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগলার্চ্চনকারী ভক্তজনও এইরূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্তানুযায়ী বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন অবিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপাসনার উপদেশ কোন স্থানে করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-পরিকর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগলপূজনের বর্ণনা নাই, অতএব গৌরাঙ্গ-যুগলার্চ্চন সদাচার বিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরের দ্বারায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলার্চ্চনের প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন সদাচার বিরুদ্ধ; বরং শ্রীব্রজ-পরিকরগণ সূর্য্য, কাত্যায়নী, চন্দ্রভাগা পূজন করিতেন, বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণউপাসকের তাহাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রজনাগরীভাবাপন্ন-সাধক তাঁহাদিগের ইহাই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পূজনের সময়ে নিজের পূজনের বিধান দিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপূজনের বিধান। কিন্তু সে বিধান গিরিরূপের জন্য। নন্দসূতের রূপের জন্য নহে। যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণের ও গিরিবরের তত্ত্বগত অভিন্নতাপ্রযুক্ত গিরিবরের অর্চ্চনের উপদেশ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে পর্য্যবসিত হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বগত অভিন্নতা হেতু শ্রীকৃষ্ণউপাসনার উপদেশটি শ্রীগৌরউপাসনার উপদেশরূপে পর্য্যবসিত হওয়াতে গৌরাঙ্গার্চ্চনা বিরোধিগণের শিরঃশূল হয় কেন?

কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনাকে গর্হিত বলি না,—শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের উপাসনাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অবিহিত সিদ্ধান্ত করি। বেশ, শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে শ্রীরাধিকাজীওর নাম নির্দ্দেশ নাই, মন্ত্র ও উপাসনার উপদেশ নাই, শ্রীগোপালমন্ত্রের উপদেশ নাই, তবে কি শ্রীরাধাকৃষ্ণউপাসনা শাস্ত্র সদাচার বিরুদ্ধ?

* শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

"যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতম্ পমানমখিলং" বাক্যের অনুসারে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে অনুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার ঢকাবাদ্য করিয়া থাকেন, তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অপ্রকাশিত শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চনকারী জনসমূদয়কে অসম্প্রদায়ী বলিয়া নিজের প্রৌঢ়ি প্রকাশ করিতে অসঙ্কুচিত থাকেন কোন্ বলে? অর্থাৎ ইহা বলিতে তাঁহাদের লজ্জাবোধ হয় না কেন, ইহাই পরমাশ্চর্য্য। "গরজ বড বালাই"।

একদল, অতি প্রগল্ভ নব্যপণ্ডিতেরা বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, গীতাতে অর্জ্জুনকে নিজোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, এই দুইটী আমাদের প্রমাণ গ্রন্থ।

বা! বেশ অকাট্য যুক্তি! কিন্তু অর্জ্জুনের ও উদ্ধবের উপদেষ্টা বাসুদেব। নন্দনন্দনের উপাসনার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় করিয়াছেন? বিশেষতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপদেশ কোথায় আছে?

এইরূপ যুক্তি সকলকে যুক্তি বলা যায় না, ইহা তর্ক। বাস্তবিক ইহা তর্কও নহে, কুতর্ক। জিজ্ঞাসু বৈষ্ণবের পক্ষে এইরূপ কুতর্ক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

"নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায়প্রেষ্ঠং"। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"।

তর্ক জিজ্ঞাসুর পক্ষেও নিষিদ্ধ, মুমুক্ষের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ, আবার ভগবৎপ্রেমেচ্ছুর পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ, অশ্রোতব্য ও ঘৃণার্হ। তাহাই এই সিদ্ধান্ত দুন্দুভি বাজাইতেছে,—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—বহু দূর শব্দের অর্থ কি? বহু দূর শব্দের অর্থ এই যে তর্ক করিলে ভজনের বৈমুখ্য হয়, বিমুখ হইয়া যিনি যতদূর অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই দূর হইতে থাকিবেন। এইটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে, "বারুণি দিক্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রিং কিমাপ্নুয়াৎ"। কেহ ভুলিয়া মথুরায় কোন জিনিষ ফেলিলেন, অথচ আগ্রায় গিয়া তাহার অনুসন্ধান পাইলেন। মনে করুন আমার রূপার ঘটি মথুরায় ফেলে এসেছি বলিয়া মথুরার দিগে চলিলাম। মার্গে ভোজনাদি করিয়া তরুতলে বিশ্রাম করিলাম। উঠিবার সময়ে দিগ্‌ভ্রান্তি ঘটিল। মথুরায় দিকে পৃষ্ঠ করিয়া আগ্রার দিকে চলিলাম। এখন আমি যতই অগ্রসর হইব, মথুরা হইতে ততই দূরে অগ্রসর হইব। ভ্রান্ত জীবেরও এই গতি। উপাস্য বস্তুতে তর্ক আরম্ভ করিলেই নিশ্চয়ই এইরূপ সে দূরাৎ দূরতর হইয়া যাইবে। তর্কের আরম্ভ হইলেই তত্ত্বস্তু তিরোহিত হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে।—

"যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধিয়েত বিপ্লুতং"

গৌর-বিরোধিগণের অসত্তর্কের কুজ্ঝটিকাজালে তাহাদের হৃদগত পরতত্ত্ব (গৌরাঙ্গ-

ভাব) বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা শাস্ত্রসদাচারসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনাকে দেখিতেই পারেন না। ইহাতে শাস্ত্রের বা সদাচারের কি দোষ? এই বিষয়ে বেদমীমাংসাতে উত্তম দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে।

"নৈষস্থাণোরপরাধো যদেন মন্ধো ন পশ্যতে"

অর্থ,—কেহ কেহ যদি মার্গে একটী স্থাণুর (পত্রশাখাবিহীন বৃক্ষ) আঘাত পাইয়া পড়িয়া যায় ও তাহার কপাল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে স্থাণুর কি অপরাধ? শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যদি ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, আর শ্রীভগবৎতত্ত্বকে বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে শক্তিমৎ প্রতিপন্ন করা হয়, তবে সেই গৌরাঙ্গের নিত্যশক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উপাসনা 'গলে গৃহীত ন্যায়েন' স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ যদি ভগবান্ হন, এবং স্বয়ং সূর্য্যস্থানীয় হইয়া রশ্মিস্থানীয় তটস্থ শক্তিরূপ জীব সকলের আশ্রয় হন, আর যদি জীব সকল তাঁহার শক্তি হয়, তবে কোন শাস্ত্র, কোন সিদ্ধান্ত, কোন বিবেক ও কোন যুক্তি জীবগণকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দাসীভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না এবং জীবগণকে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক কান্তভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না (১)। কারণ, শক্তিমান্ ভোক্তা, শক্তি ভোগ্য, ভাবাবেশে ভোক্তাই পুরুষ বা নাগর, আর ভোগ্যবস্তু স্ত্রী বা নাগরী।

শ্রীগৌরাঙ্গ যদি ঈশ্বর হন এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিময় নিত্যলীলাধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে জীবগণের নদীয়া-নাগরীভাব অবশ্যম্ভাবী। এই তাত্ত্বিক নিয়মের বাধাবিঘ্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেহ জন্মাইতে পারে না। মুখে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন, কাগজে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখুন, শ্রীভগবৎতত্ত্বকে খণ্ডবিখণ্ড

(১) ভগবাং স্তাবদসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যস্বত্ত্ব বিশেষঃ। তত্র স্বরূপং পরমানন্দম্, ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্ত স্বাভাবিকপ্রভুতা, মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণলীলাদি সৌষ্ঠবম্।—শ্রীজীবগোস্বামী।

অর্থ—ভগবান্ কি বস্তু? ভগবান্ অসাধারণ স্বরূপ, অসাধারণ ঐশ্বর্য্য, অসাধারণ মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ শব্দে পরমানন্দ, ঐশ্বর্য্য শব্দে অসমোর্দ্ধ ও অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা, মাধুর্য্য শব্দে অসমোর্দ্ধতারূপে সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণ ও লীলাদির সৌষ্টব। এই তিনটী লক্ষণবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ শ্রীভগবান্। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই সর্ব্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির সৌষ্ঠব স্বীকার করেন না, তাঁহারা তাঁহাকে পূর্ণ পরতত্ত্বরূপ শ্রীভগবান্ বলিতে চাহেন না এবং শ্রীভগবানের অখণ্ড স্বরূপ হইতে একটী মাধুর্য্যবস্তুকে কুন্তন করিতে চাহেন। অতএব শ্রীভগবত্তত্ত্বের আংশিক খণ্ডনরূপ ব্রহ্মদ্বেষরূপ অপরাধ তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী।

করিয়া কেহ অপূর্ণ করিতে পারেন না, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণকে পঞ্চৈশ্বর্য্য, চতুরৈশ্বর্য্য করুন, সর্ব্ব রসকে মধুর রসের অযোগ্য বলিয়া অসর্ব্বরস করুন, কিন্তু তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন, এবং তাঁহার তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণের যেই ভাব তাহাই থাকিবে। গৌরবিরোধী-গণের প্রয়াস নিম্বুক-রসবিন্দু দ্বারা দুগ্ধ-সিন্ধুর ছানা করার সমান নিষ্ফল।

"নাবিক্কা ক্ষীরসিন্ধুঃ স্যাৎ জম্বীর রসবিন্দুনা"

তত্ত্ববিচারনিষ্ণাত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ প্রসঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম, যে, পুরুষ হইয়া স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া সেবা করাকে অনেক উপাসকসম্প্রদায় উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, নির্ব্বিশেষ-বাদীগণ সাধকের পক্ষে স্ত্রীভাবনাকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সবিশেষবাদীগণ যদি স্ত্রীভাবশূন্য হন, তবে তাঁহারা সেবার অনধিকারী। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বলুন, সীতারামই বলুন, শ্রীরাধাকৃষ্ণই বলুন, রুক্মিণীকৃষ্ণই বলুন, তাত্ত্বিকবিচারে শক্তিমৎ পরতত্ত্বই সমর্চ্চনীয়, সবিশেষ সিদ্ধান্তে শক্তিমান্ পরতত্ত্ব পুরুষ, আর শক্তিতত্ত্ব স্ত্রী, ইহাই যুগলার্চ্চন।

যুগলার্চ্চনে সাধক যখন মানসিক অন্তর্যাগ বা বহির্চ্চর্চ্চা করিতে প্রস্তুত হন, তখন শক্তিমান্ পুরুষতত্ত্বকে সমর্চ্চা করিতে পারেন, কিন্তু শক্তিতত্ত্বকে পুরুষভাবে সমর্চ্চা করিতে পারেন না। কারণ শক্তিতত্ত্ব শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-রূপে পরাশক্তিরূপে স্ফুরিত হউন, বা শ্রীজনকনন্দিনীরূপেই স্ফুরিত হউন, বা লক্ষ্মীরূপেই স্ফুরিত হউন, বা গুণাবতারাদি অংশরূপে সরস্বতী-দুর্গাদিরূপে স্ফুরিত হউন, তাঁহার সমর্চ্চনে অঙ্গোদ্বর্ত্তন, অভ্যঞ্জন, কেশসংস্কার, স্নান, গাত্রমার্জ্জনাদি সেবা পুংভাববিশিষ্ট সাধক করিতে পারেন না, করিলে অপরাধ হয়, না করিলে সমর্চ্চন পূর্ণ হয় না। যাঁহারা শ্রী-বিগ্রহকে কেবল কাষ্ঠপাষাণের প্রতিমা (প্রতিক) মাত্র জানিয়া সমর্চ্চন করেন, তাঁহাদেরও মনোবিকার হওয়া নিশ্চিত। ত্রিজগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য-দেব রামানন্দরায়ের প্রশংসা প্রকরণে তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

তবহুঁ বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাহাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥

নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া মহাপ্রভু তাহা সাধক-জীবের পক্ষে বিশুদ্ধরূপে উপদেশ দিয়াছেন।

পুরুষভাবে ভাবিত থাকিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তাবর্গের অঙ্গ-সেবা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব: যেহেতু কোন ভাবেই তাহা শাস্ত্রসম্মত হয় না, দাস-রূপেও হইতে পারে না, পিতা-

রূপেও হইতে পারে না, সখারূপেও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং শ্রীহরিবল্লভগণের সমর্চ্চন, দাসী কি সখিভাব ভিন্ন অন্য ভাবে হইতে পারে না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডাইবার যুক্তি কোন সদাচার বা শাস্ত্রে দেখা যায় না। এইত গেল যুগলার্চ্চনের বিষয়, এখন নদীয়া-নাগরীভাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাউক।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অঙ্গসেবা করিতে হইলে তাঁহার দাসীভাব বা সখিভাব গ্রহণ করিতেই হইবে। তত্ত্বাবাঢ্য হইয়া স্নানের পূর্ব্বে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করা হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্নান করিয়া দিব্য পট্টবস্ত্র-পরিধান চন্দন-পুষ্পমালা-বিভূষিত কোটী-কন্দর্পসুন্দররূপে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমতী চমকিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে অঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রমাবেগে সেই তৈলমর্দ্দনকারিণী সখীও সলজ্জ নয়নে প্রভুকে দর্শন করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে তৈলবাটী লইয়া দ্রুতপদে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ও গৃহান্তর হইতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও সেই সখী হাসিতে হাসিতে কবাটরন্ধ্র হইতে শ্রীপ্রভুর রূপলাবণ্যসুধা নয়নপুটক দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, এবং সেই রূপমাধুরীর ভুবনমোহিনীচ্ছটা শ্রীমতীর কাছে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুইজন পরমানন্দে মগ্ন হইয়া দেহদৈহিক ব্যাপার ভুলিয়া গেলেন। ইহা কোন রস? মধুর রস ভিন্ন ইহা আর কিছু হইতে পারে কি?

ইহাতে ব্যভিচার দোষ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিতে কলঙ্কারোপণ, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরোধ, তাঁহাদেরই প্রতীত হইয়া থাকে,—যাঁহারা চক্ষু-নির্ম্মাণ দোষে মধ্যাহ্নে দিবা-লোকেও অন্ধকার বলিয়া অনুভব করেন।

যাঁহারা দিবালোককে ঘোর তমিস্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে শ্রীগৌরাঙ্গানুরাগীকে গোখররূপ দেখিতে পাইবেন, বা নদীয়া-নাগরীভাবকে পৌত্তলিকতা অনুভব করিবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে।

"বিপাট্য কদলি স্তম্ভং সারং দদৃশিরে নতে"

"গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে"—চৈঃ ভাঃ

"অনেষভিজ্ঞেযু স এব গোখর"

নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপাল বন্দিতা।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় অত্যুচ্চ স্তব নদীয়ানাগরী-ভাবনিষ্ঠ দীনহীন তৃণাদপি নীচ জীবগণের উপযুক্ত নহে, তাহারা এই স্তব-স্তোত্রের অনুপযুক্ত, তাহারা অকিঞ্চন,—এই সমস্ত বহুমূল্য রত্নরাশি রাখিবার লোহার সিন্ধুক তাহাদের কাছে নাই, অতএব "ত্বদীয়ং বস্তু ভো বিদন্ তুভ্যমেব সমর্পিতং"। এতভিন্ন তাহাদের আর গতি নাই।

নদীয়া-নাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

(শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম লিখিত)*

নদীয়া-নাগরীভাব ভক্তিমার্গের পরমোচ্চ ভাব, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অপরিমার্জ্জিত হৃদয়ের কার্য্য নহে।

ত্বাং শীলরূপ চরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ
প্রখ্যাত দৈব পরমার্থ বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্।

নদীয়া-নাগরীভাবে যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পূর্ণ অভিমত ছিল, তাঁহার একটি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'সজ্জনতোষিণী' পত্রিকা তিনি স্বয়ং সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহার নিজের অনভিমত কোন বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন না।

সজ্জনতোষিণী ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যাতে "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী" হেডিং দিয়া কতকগুলি প্রাচীন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদাবলী জেলা বর্দ্ধমান উকরা নিবাসী শ্রীকিশোরমোহন গোস্বামীর প্রেরিত বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা হইতে একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গৌর কলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু হেম-মহীধর-শিখরে চামর দেই মনমথে জারি। †

আহা! এই চিকুরের কি শোভা! যেন হেম-মহীধরের শিখরে চামর রহিয়াছে। এই চিকুর দর্শনে নাগরীগণের হৃদয়ে মন্মথ (কন্দর্প) জারিয়া দেয় (উদ্দীপনা করে)।

---

* শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

† পাঠান্তর—"উরপর ডারি,"

উক্ত পদটীর শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

পীন উর উপনীত কৃত উপবীত, সীতিম রঙ্গ।
জনু, কনয়া ভূধর, বেড়ি বিলসই, সুরতরঙ্গিনী গঙ্গ॥
আধ-অম্বর আধ-সম্বর আধ-অঙ্গ সুগোর।
জনু জলদ সঙ্গে, অতি বাল-রবিচ্ছবি, নিকসে অধিক উজোর॥
জগত আনন্দ পহুঁ'খ পদনখ, লখই ঐছন ছন্দ।
জনু মীন কেতন, করু নির্ম্মঞ্ছন, চরণে দেই দশ চন্দ॥

এই কন্দর্প-উদ্দীপন বা মন্মথ-আরণ পুরুষের হইতে পারে না। অবশ্য নদীয়া-নাগরী-গণের ভাবে বিভাবিত সাধকের এই উক্তি সম্ভব।

"সজ্জন তোষিণী"তে প্রকাশিত আর একটী পদ এই,—

সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী ত্রিভুবন-জন-মনোহারী।
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগভরি, সবহুঁ বিমোহনকারী॥
মাইরি অপরূপ গোরারূপ কাঁতি।
নিরখি জগতে ধরু, দামিনী কামিনী, চঞ্চল চপল খেয়াতি॥ ধ্রু
হার কি ছল কিয়ে, তাকর বিলসই, উরপ বিবঙ্কে নেহারি।
গগণহি ভগন, রমণ নিজপরিজন, গণি গণি অন্তর কারি॥
যাহা দেখি সুরপুর, নারী নয়ন ভরি, বারি ঝরত অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ, তাহারি ধৈরজ ধর, দ্বিজবর কুলজকুমারি॥

"মাইরি অপরূপ গোরারূপ কাঁতি"—ইহাতে "মাইরি" শব্দটি নাগরীগণের আশ্চর্য্যোক্তি। যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বঙ্গভাষায় "বাপ্‌রে বাপ্‌ কি হ'ল" ভাষা প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণের উক্তিতে "মাইরি" প্রয়োগ হয়। ইহার ভাব এই যে, গৌরাঙ্গ-রূপকান্তি অত্যাশ্চর্য্য মন-প্রাণ-হরণকারী, যাহা দেখিলে জগতের কামিনী-কুল দামিনীর (বিদ্যুতের) ন্যায় চঞ্চল হইয়া চঞ্চলখ্যাতি অর্জ্জন করেন অর্থাৎ অধীর হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন। যে রূপকে দর্শন মাত্র সুরপুরের নাগরীগণের (দেবাঙ্গনাগণেরও) নয়নে অনিবারিত অশ্রুবর্ষণ হয়, তাহা দেখিয়া দ্বিজবর কুলজ কুমারীগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারীগণ কিরূপে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন? এই ব্রাহ্মণ-কুমারীগণই নদীয়া-নাগরীগণ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলী কখনও প্রকাশিত করিতেন না, যদি নদীয়া-নাগরীভাব তাঁহার অনভিমত হইত। তিনি কি সিদ্ধ তোতারাম বাবাজির ভণিতাযুক্ত কবিতাটি জানিতেন না? এক্ষণে এই কবিতাটির দোহাই দিয়া তাঁহার গণ বিশুদ্ধ নদীয়া-নাগরীভাবকে গর্হণ করিতেছেন।

সজ্জনতোষিণী হইতে আর একটি নদীয়া-নাগরীভাবের পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

শশধর-যশোহর, নলিন-মলিনকর, বয়ন নয়ন তুহুঁ তোর।
তরুণ অরুণ জিনি, বসন দশমণি, মোতিমজ্যোতি উজোর॥
চিতচোর-গৌর তুহুঁ ভাল।
জিতলি শীতল কিরণে হিরণ মণি দলিত অলিত হরিতাল॥ ধ্রু॥

পদকর শরদর বিন্দই নিন্দই নখবর নখতর পাতি।
রসনা রসায়ন বদন ছদন হেরি মোতিম রোচিত কাঁতি॥
সুখ মুখ তুরগতি ধরণী বরণি নহ বিধিক অধিক নিরমাণ॥
অতএব তেজি কুল, যুবতী উমতি ভেল, জগত জগতে করু গান॥

নদীয়ানাগরীভাবের-বিরোধীগণের উচিত দুরাগ্রহের চশমা দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই সকল প্রাচীন মহাজনপদের গূঢ় মর্ম্মার্থ বিচার করা। উক্ত পদটীর ভণিতায় মহাজন-কবি জগদানন্দ তাঁহার প্রাণবঁধুয়া গৌরাঙ্গপদে নিবেদন করিতেছেন,—"অতএব তেজিকুল যুবতী উমতি ভেল জগত জগতে করু গান"। ইহার মর্ম্ম এই যে, সমস্ত জগজ্জন সমগ্র জগতের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে এইরূপ গান করুক যে কুলযুবতীগণ গৌরাঙ্গরূপ দর্শনে কুমতি (উন্মত্ত) হইয়াছে।

আরও সুস্পষ্টরূপে নদীয়ানাগরীভাব জগদানন্দ প্রভুর পদে দেখুন—

নিরখিতে ভরমে, সরমে মঝু পৈঠল, যব সঞে গৌরকিশোর।
তব সঞে কোন কি করি কাঁহা আছিএ, অনুভবি নহ পুন ঠোর॥
কহল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে, চোর সদৃশ ভেল মোয়॥ধ্রু।
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্মৃতি-পথ-গত মুখচন্দ।
করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরতি বিধি নিরবন্ধ॥
ধৈরজ আদি পহিলে দূর ভাগল, হেতু কি বুঝিএ না পারি।
জগদানন্দ সব, অব সমুঝায়ব, রহু দিন দুই তিন চারি॥

এই প্রাচীন পদের অর্থ রাগদ্বেষশূন্যভাবে বিচার করিলে সুবুদ্ধিমান এবং সত্য-সন্ধিৎসু ধর্ম্ম-তত্ত্ববিচারকগণ অতি সহজেই বুঝিবেন, নদীয়া-নাগরীভাব পৌত্তলিকা নহে, বা আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজার দলের মত সদ্‌বিগর্হিত অসৎ ভজনপন্থা নহে। ইহা মহান্ উচ্চ ধর্ম্মভাব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনানুগত রাগমার্গের ভজনপন্থা।

উপরোক্ত মহাজনীপদের মর্ম্মার্থ—

একজন সখী তাঁহার প্রিয়-সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, আমার ইচ্ছা ছিল না যে গৌরকে দেখি, কিন্তু প্রতিবাসিনী সকলে বলিতে লাগিলেন একটি সোণার মানুষ নদীয়ার পথে নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, তাহাই ভরমে নিরখিতে অর্থাৎ ভ্রমে দেখিতেই সেই অবধি গৌরকিশোর মঝু (আমার) মরমে পৈঠল (প্রবিষ্ট হইয়াছে)। তদবধি আমি যে কোথায় আছি, কি করিতেছি, এই সকল আমার অনুভব অল্পই আছে, আমি শপথ করিয়া তোমাকে বলিতেছি গৌরাঙ্গগন্ধমাত্র প্রাপ্তিতে আমার

ব্রাহ্মণকুলের গৌরব চৌরসদৃশ হইয়াছে অর্থাৎ দূরে পলাইয়া গিয়াছে। আমি গৌরাঙ্গ ভুলিতে চাহি, কিন্তু স্মৃতি-পথপ্রাপ্ত সেই গৌরমুখচন্দ্র আর কিছুতেই বিস্মরণ হয় না, কি বলিব এই বিধির নির্ব্বন্ধ আমার প্রারব্ধের ভোগ। এখন যাহা হইবে তাহাই হইবে। এই ভাবকে হাতে চাপিয়া কি করিয়া গোপন করিব। সখী বলিলেন, তুমি কুলবতী ধৈর্য্যধারণ কর, উতলা হইও না। তাহার উত্তরে নদীয়া-নাগরী বলিতেছেন, ধৈরজ আদি পহিলে দূরে ভাগল, হেতু কি বুঝিয়ে না পারি"। পদকর্ত্তা জগদানন্দ সেই ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, দুই চারি দিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে তোমাদেরও এই দশা হইবে। একটু অপেক্ষা কর। (সজ্জন-তোষিণী ৮ম খণ্ড ১১ সংখ্যা)

ইহার অপেক্ষাও প্রজ্জলিত পূর্ব্বানুরাগের আর একটী উদাহরণ সজ্জনতোষিণীর ৮ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শারদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধুক ইন্দীবর নিন্দ।
যাকর বদন বদনাবলী ছদন নয়ন পদ অরবিন্দ॥
দেখ শচীনন্দন সোই।
যছু গুণ কেতন তনু হেরি চেতনহীন মীনকেতন হোই॥ ধ্রু॥
হেরইতে যাক চিকুররুচি বিগলিত কুলবতীহৃদয় দুকুল।
সো কিয়ে পামরী চামর ঝামর চামর সমতুল মূল॥
নিরখত নয়ন নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিরূপ॥
জগদানন্দ ভণই সতী-ভাবিনী সো আসে চনক স্বরূপ॥

নদীয়ানাগরী উক্তি। সখি, দেখ দেখ শচীনন্দন কেমন গুণের কেতন (নিবাস)। তাঁহার সুন্দর তনু দর্শনে মীনকেতন (কন্দর্প) চেতনহীন হইয়া যায়, অর্থাৎ মোহগ্রস্ত হয়। সেই কন্দর্পমোহন বররুচি হেরইতে অলক সন্দর্শনে কুলযুবতীগণের হৃদয়ের দুকুল আপনা আপনিই খসিয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহাদের মনে মোহ উদয় হয়।

"কুঞ্জগতিং গমিতা নবিদামঃ কশ্মলেন কবরীং বসনং বা।"

এই সমস্ত নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলীতে সুস্পষ্টভাবে নগরীভাব মহাজন প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় পরম সমাদরে এই ভাবকে সজ্জনতোষিণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় স্বয়ং সজ্জনতোষিণী পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই সমস্ত পদাবলী এবং এই ভাব তাঁহার অনভিমত হইলে তিনি কথনও পত্রিকায় স্থান দিতেন না। কোন কোন সম্পাদক অন্যের অনুরোধে নিজের অনভিমত বিষয়ও নিজ পত্রিকায় প্রকাশ

করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে লিখা হয় সম্পাদকের অনভিমত. এজন্য তিনি দায়ী নহেন। কিন্তু এই সমস্ত পদাবলী প্রকাশ বিষয়ে কোথাও লিখা নাই, সম্পাদকের অনভিমত, বরং তিনি "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দের পদাবলী" বলিয়া হেডিং দিয়াছেন। শ্রীশ্রীদ্বয় ও প্রভুশব্দ যে কত আদর ও শ্রদ্ধার বিষয়, তাহা গৌড়েশ্বর বৈষ্ণববৃন্দ অবশ্যই জানেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, নদীয়া-নাগরীভাবরূপ অপসিদ্ধান্তকর্ত্তাকে এইরূপ সম্মান কখনও দিতেন না। তিনি আজকালকার কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারকের মত "মনে এক মুখে আর" ভাবের লোক ছিলেন না। তিনি সত্যপ্রিয়, যথার্থবক্তা, ধর্ম্মভীরু, নির্ভীক, বিশুদ্ধহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের দল পাকাইবার জন্য প্রকৃত সত্যকে অসত্য প্রমাণ করিয়া কেবল পরাপবাদের দ্বারা নিজদল পোষণ করাকে এবং আত্মশ্লাঘাকে মহাপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য তিনি নদীয়া-নাগরীভাব প্রকাশক পদাবলী দ্বারা তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষিণীর কলেবর ভূষিত করিয়া প্রকৃত সত্যের আদর করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ ভাব-বিশিষ্ট পদকর্ত্তার নামের অগ্রে শ্রীশ্রীদ্বয় যোজনাপূর্ব্বক প্রভুশব্দ দ্বারায় মহাসম্মানিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদী হইয়া বিশুদ্ধ নদীয়া-নাগরীভাবকে দুষ্ট বলিতেছেন। অহো! কালস্য কুটিলা গতি!

গোলকগত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী" নামক পদগ্রন্থের "নাগরীর পদ" অধ্যায়ের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

"ব্রজলীলায় গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের যে সকল পদ আছে, পদকর্ত্তৃগণ তদনুকরণে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদ বৈষ্ণবসমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়ানাগরীগণ যেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে আনুপূর্ব্বিক শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রভু বিশ্বম্ভর বাল্যকালে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কামকটাক্ষ ক্ষেপ দূরে থাকুক, যুবতী স্ত্রীলোকের মুখপানে ভ্রমেও তাকান নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ববিষয়ে, অতি বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর অন্যে পরে কা কথা, মহাপ্রভু স্বীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। পরমা তপস্বিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর সহিত দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় বিশ্বস্ত পরম

প্রিয়ভক্ত ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অথচ এই নাগরীপদসমূহের ভাব দেখিয়া অভক্ত পাষণ্ডেরা শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্রে লাম্পট্যদোষের আরোপ করিতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জানিয়া শুনিয়া ভক্তপদকর্ত্তৃগণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন রচনা করিলেন? এ প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে কেহ শত্রুভাবে, কেহ পুত্র কেহ স্বামী-ভাবে, কেহ বা নবীন-নাগর ভাবে অর্থাৎ যাঁহার যেমন মনের ভাব তিনি সেই ভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রচলিত কথায় বলে,—"কৃষ্ণ কেমন?" "যাঁর মন যেমন"। এখানেও তদ্রূপ। যে নয়নভঙ্গী, যে হাস্য, যে হস্তাদিসঞ্চালন দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল, এবং যে ভাব-ভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া স্নেহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভাব-ভঙ্গীকে হাব-ভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগণ যে তাঁহাকে নব-নাগর ভাবিবেন, তাহার বিচিত্রতা কি? ফলতঃ মহাপ্রভুর নবীন-নাগররূপ ভক্তের ইচ্ছানুসারে। যাঁহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর রসের রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা আর কোন্‌রূপে দেখিতে চাহিবেন? দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন; 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই'—তাই রসিকভক্ত পদকর্ত্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে, তাঁহার রূপগুণ বর্ণন করিয়াছেন।"

নিত্যধামপ্রাপ্ত গৌরগতপ্রাণ রাজীবলোচনদাস মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "নাগরীভাব" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"নদীয়ার শ্রীনিমাইচাঁদ ভুবনমোহন সুন্দর * * তাঁহার রূপের আলোকে দশদিক প্রদীপ্ত * * নিমাই পণ্ডিতের অতুলনীয় রূপমাধুর্য্যে নদীয়াবাসী বিমোহিত। * * * রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক অতি বিষম। বিশেষতঃ রমণী-মন স্বতই রূপমুগ্ধ হয়। সুরূপে রমণীর মন কেবল ভুলে না, ভুলিয়া মজে, মজিয়া রূপবানকে ভজিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহা প্রামাণিক খাটি সত্য। এ অবস্থায় রূপাভিলাষিণী সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়ানাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আকৃষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত লোক পতিতপাবনী সুরধুনীতে স্নানাবগাহন করেন। তাঁহারা গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি বিলের জল ব্যবহার করিতেন না। কাজেই নাগরীবৃন্দ সময় সময় গঙ্গাঘাটে আসিতেন, বসিতেন, পরস্পর কথোপকথন করিতেন এবং যুথে যুথে গৃহে ফিরিতেন। * * * নিমাইচাঁদ গঙ্গাস্নানে যাইতেন,

তা' ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন, সুতরাং নাগরীকুল তাঁহাকে সাধ পুরাইয়া দেখিতে পাইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রূপাকর্ষণ অতি বিষম। রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন টানে, মন হরিয়া লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্রসুধাপানে গৌরগতপ্রাণা। ঘাটে আসা যাওয়া ব্যপদেশে গৌরদর্শন সুলভ হইলেও, তাহা এখন তাঁহাদের নিত্যকার্য্য মধ্যে গণ্য। গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট্ করে, আনচান করে; এমন কি, তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, তাঁহাদের মনে আদপে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় রহস্য।"

"মধুকরী" পত্রিকার ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যায় রসশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

* * "শুন লো সই স্বপনের কথা—এই স্বপ্ন-সমাগমের দ্বারা ব্যঞ্জিত সমাগমাকাঙ্ক্ষা দ্বারাও কি নদীয়া-নাগরীদিগের অনুরাগজনিত অনঙ্গ-লিপ্সা সূচিত হয় নাই? এই ভাবের অসংখ্য পদ রহিয়াছে। নাগরীদের পক্ষে অনঙ্গ-লিপ্সার যথার্থতা স্বীকার করিলেও যখন শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে ইহা দ্বারা অনুমাত্র দোষস্পর্শ ঘটে না, তখন স্বাভাবিক যাহা, তাহার অপলাপ করিয়া লাভ কি? লোচনদাস প্রভৃতি পদ-কর্ত্তারা প্রেমতন্ময়তার প্রভাবে নদীয়া-নাগরীদের ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগের ধ্যানগম্য, প্রেমোচ্ছ্বাসের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার যথার্থতা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রজলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের চিত্তে অপূর্ব্ব প্রেমভাবের উদ্দীপন ও তৎপরে অপার বিরহ-সাগরে নিক্ষেপ দ্বারা যেরূপ তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামনার অতীত নিজের প্রেমানন্দময় সত্তায় বিলীন করিয়া তাঁহাদের জীবনের পরম ও চরম চরিতার্থতা সংসাধিত করিয়াছিলেন,—নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ, প্রেমোন্মাদ ও সন্ন্যাস দ্বারাও কি নদীয়া-নাগরীদিগের জীবনের সেইরূপ চরিতার্থতা ঘটে নাই? তবে, উহা হইতে প্রকৃতপক্ষে নদীয়া-নাগরীদিগের চিত্তে কামবাসনারূপ অমঙ্গল উৎপাদনের অলীক আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হওয়ার কি কারণ আছে? নদীয়া-নাগরীগণের চরিত্র বস্তুতঃ অপবিত্র হইলে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ লোচনদাস ঠাকুর তাঁহাদিগের তাদৃশ চরিত্রের রসাত্মক বর্ণন দ্বারা গৌরচন্দ্রিকা করিবেন কি জন্য?"

পরমগৌরভক্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকার ১ম বর্ষে লিখিত "রূপাকর্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল—

"মায়িক জগতে নরনারীর মধ্যে যে রূপোন্মাদ দৃষ্ট হয়, তাহা লালসাময়—কামনাময়, সুতরাং কলুষিত। শ্রীগৌরাঙ্গকে কেবল পুরুষই নহে, নদীয়ার অনেক ভাগ্যবতী নারীও পথে ঘাটে দেখিতে পাইতেন। যাঁহার ভুবনমোহন রূপ দর্শনে পুরুষগণ আত্মহারা হইত, তাঁহার রূপ-মহিমায় নারী-চিত্ত আকর্ষিত হইলে, সে তাঁহার দোষ নহে। তবে গৌরাঙ্গের রূপের মহিমা এই যে, এ রূপ দর্শনে দর্শকের চিত্ত পবিত্র হইয়া যাইত,—হোক সে নারী কি পুরুষ।

গৌরকৃষ্ণ অভেদ, তাই "সুরম্যাঙ্গাদি" কৃষ্ণের যে সমস্ত গুণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তিবে। শ্রীকৃষ্ণের এক গুণ "নারীগণ-মনোহারী,"—গৌরহরিও নদীয়ার নাগরী-চিত্তহারী। এইজন্যই মহাজনগণের রচিত নদীয়া-নাগরী ভাবের বহুতর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ার পথে স্ত্রীলোক দেখিলে মাথা হেঁট করিয়া পথের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন, নারীদের প্রতি ভ্রমেও তিনি চাহিতেন না; নারী-বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক। এজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌরাঙ্গ 'নাগর' নহেন বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাসের একথা সত্য ও অর্থপূর্ণ। কেন না শ্রীগৌরাঙ্গ ছন্নাবতার। 'ছন্ন কলৌ' ইতি শ্রীমদ্ভাগবত। অতএব যশোদানন্দনের ন্যায় শচীনন্দন প্রকাশ্য নাগর নহেন; এতেও তাঁহার ছন্নত্ব,—তিনি 'ছন্ন' নাগর। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের একটি কথা আছে, তাহা এই—

যেখানে যেরূপে ভক্তগণে করে ধ্যান। সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥

বৃন্দাবনদাসের কথার মর্ম্ম যাহা, যুগান্তরে কংস সভায় একদিন তাহাই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কোমলাঙ্গ বালক, কেহ কঠিন কলেবর মল্ল, কেহ মিত্র, কেহ শত্রু, কেহ পতি, কেহ বা নবীন-নাগররূপে দর্শন করেন। এখানেও ঠিক তেমনি। * * * যদি কোন রমাবতী সুরধুনীতে জল আনিতে গিয়া যুবক রসস্বরূপ গৌরসুন্দরের অপূর্ব্বরূপ নেহারিয়া সে রূপের রসে—নেশায় আকৃষ্ট হন এবং নিজ সহচরীর কাছে তাহা বর্ণন করেন, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না কি? রূপাকর্ষণ অতি প্রবল, অতি শক্তিসম্পন্ন; রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে মন-প্রাণ হরণ করে। নিমাই যদিও নারীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিও করিতেন না, কিন্তু নারীরা সে সন্ধান রাখিতেন না; তাঁহারা দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত—দেখিয়াই সুখী। ইহাই রূপোন্মাদের বিশেষত্ব ও ইহাই নদীয়া-নাগরীভাবের গূঢ়রহস্য।"

শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীলোচনদাসের পদাবলী নানা স্থানে বিকীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। সেই সব পদের অনুসন্ধান খুব সহজ নহে। কিন্তু শ্রীপাদ রায় রামানন্দ প্রণীত শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকের শ্রীললোচনদাসকৃত পদ্যানুবাদ সকলেরই সুবিদিত। লোচনদাস এই নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, সেরূপ অনুবাদ করা প্রকৃত কবির কার্য্যও নহে। মূলের ভাব যথাযথরূপ সংরক্ষণ করিয়া লোচনদাস তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ললিতলাবণ্যময় প্রাণস্পর্শি ভাষায় এই নাটকের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা বাস্তব পক্ষে মূলানুগত হইয়াও সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে মূলকেও অতিক্রম করিয়াছে। লোচনদাস স্বভাবসিদ্ধ কবি। সরস সুন্দর সজীব সুমধুর পদবিন্যাসনৈপুণ্য তাঁহার লেখনী-ফলকে সর্ব্বদাই যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, বিনা আয়াসে ও বিনা প্রয়াসে নৈষধকাব্য ও গীতগোবিন্দের ন্যায় তাঁহার পদাবলীতে ললিতলাবণ্যময়ী সরস্বতী সর্ব্বদাই যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আনন্দোল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া বিরাজ করেন—যেমনই পদ-লালিত্য তেমনই ছন্দো-মাধুর্য্য—আর যেমনই ভাববৈভব তেমনই অর্থগৌরব! এই নাটক হইতে নিম্নে কতিপয় সুনির্ব্বাচিত পদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা এই গ্রন্থের সকল পদের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন গোস্বামি-বিদ্যাভূষণ অনূদিত ও প্রকাশিত উক্ত নাটক ও উহার পরীক্ষা সমলঙ্কৃত সংস্করণ পাঠে সে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন।

একদিন গোপীগণ, হেরি কৃষ্ণ-সুবদন, প্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি।
কি দেখিনু ওনা রূপ, অমিয়া রসের কূপ, মুখ নহে শরদের শশী॥
কে বলে চঞ্চল আঁখি, আঁখি নহে পদ্ম সখি, ভাসি গেল লাবণ্য-সলিলে।
হেন মোর মনে লয়, জগৎ করিয়া জয়, অনঙ্গের গুণ শ্রুতিমূলে॥
হেরিয়া নয়ন-কোণে, নানা ভয় হয় মনে, প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ।
গোপিকার ভ্রম যত, ভক্তে দিতে শুভ শত, লোচনের পরম আহ্লাদ॥ ২

কেহ বলে শুন সখি, চাঁদে নানা গুণ দেখি, এ চাঁদে সে সব গুণ কোথা।
হাসি কহে আর জন, না ভাবিহ অন্য মন, সেই গুণে পূর্ণচন্দ্র হেথা॥
দেখিয়া ব্রজেন্দ্র ইন্দু, উথলয়ে প্রেমসিন্ধু, গোপিকার জানিহ নিশ্চয়।
মুনির কুমুদ-চিত, যে বা করে প্রফুল্লিত, সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয়॥

অসুরাদি চক্রবাক, চাঁদে হেরি পায় শোক, দুঃখ পাঞা চাঁদে নিন্দা করে।
জগৎ উজ্জলকর, মুখচ্ছলে শশধর, মনের তিমির করে দূরে॥৩

ভজহুঁ নন্দকি নন্দনা।
মলয়জ পবনে, চলিত শিখি চন্দ্রক, চাঁদ মুরছে হেরি বদনা॥
অলকা-আবৃত হার, তিলক মনোহর, ঝলমল বদন উজোর।
মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রবণহি লোলত, দোলত থোরহি থোর॥
কুটিল দৃগঞ্চল, মদন কুসুম শর, ভালে শোভিত ভাঁউ কামান।
কুলবতী মরমে, ভরমে যদি পৈঠই, তব কিয়ে রহই পরাণ॥
মধুর মনোহর, রসভরে ঢর ঢর, মুরছিত কত শত কাম।
লোচন দাস ভণ, ব্রজকুল-নন্দন, নিখিল ভুবন গুণধাম॥ ৪

যুবতী মনোহর ওনা বেশ গো।
অবনী-মণ্ডলে সখি, চাঁদের উদয় যেন, সুধাময় রূপের বিশেষ গো॥ ধ্রু॥
চূড়ার উপরে শোভে, নানা ফুলদাম গো, তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
(যেন) চাঁদের উপরে চাঁদ, উদয় করিল গো, ললাটে চন্দন-বিন্দু-রেখা॥
সঘনে দোলায় কানে, মকরকুণ্ডল গো, কুলবতীর কুল মজাইতে।
(উহার) নয়ন-কুসুম-শর, মরমে পশিল গো, ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ, কোথা হ'তে এল গো, মনোভব ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই, ও রূপ-সাগরে গো, কিবা সে নাগর-বিনোদিয়া॥ ২২

চলিল ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জরবর-গমনী।
কেলি-বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ-রমণী॥
মদন আতঙ্কে পুলক অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেম-তরঙ্গ, চঞ্চল মৃগনয়নী॥
কবরী-মণ্ডিত মালতী-মাল, নবজলধরে তড়িত-জাল, স্থকিত চকিত অমনি।
বদনমণ্ডল শারদচন্দ্র, মদনের মনে লাগল ধন্দ, নিখিল-ভুবন-মোহিনী॥
নীলবসন রতনভূষণ, মণিময় হার দোলয়ে সঘন ; কটিতটে বাজে কিঙ্কিনী।
চরণকমলে মাতল ভৃঙ্গ, মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ, সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি॥
চকিত যুগল-নয়ন-পন্দ, খঞ্জন-মনে লাগল ধন্দ, চম্পক-কাঞ্চন-বরণী।
হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে, লোচন-মন-রঞ্জনী॥ ৩৭

মালব শ্রীরাগ ॥

(সখি) কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ায়ে অশোক-মূলে।
সে রূপ-লহরী, লাবণ্য-মাধুরী, হেরিয়া নয়ন ভুলে ॥
নীল-উৎপল,-দল সুকোমল, জিনিয়া বরণ-শোভা।
দলিত-কাঞ্চন,-জিনিয়া বসন, কুলবতী মনোলোভা ॥
নব নব মালা, শশি ষোলকলা, গাঁথিয়া দিয়াছে গলে।
হাসির হিল্লোলে, নাসিকার তলে, সঘনে মুকুতা দোলে ॥
চঞ্চল নয়ান, কামের সন্ধান, যাহার মরমে হানে।
তাহার ভরম, ধরম সরম, সব দূরে যায় মেনে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল, সঘনে কম্পিত চূড়ে।
তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী, মধুলোভে বৈসে উড়ে ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, করে বেণু লঞা, মধুর মধুর বায়।
লোচন-বচন, ভুবন-মোহন, সেই শ্যামচাঁদরায় ॥ ৪৪

ধানশ্রী রাগ।

এ কথা শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মদনিকা কয় বাণী।
যার গুণাগুণ, তোমার সদন, সতত বলিত ধনি ॥
সেই সে নাগর, রূপের সাগর, নয়নে দেখিলে এবে।
(দেখ) নয়ন-ভরি, ও রূপ-মাধুরী, সব দুঃখ দূরে যাবে ॥
সেই সে নাগর, রসের সাগর, এ বটে কলপ-শাখী।
এ তরুর ডালে, বৈসে কুতূহলে, যুবতী-হৃদয়-পাখী ॥
এই নটবর, পরমসুন্দর, কিবা সে সাক্ষাৎ কাম।
কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম ॥
ও রূপ মধুর, নয়নে যাহার, লাগয়ে পরাণ-সখি।
সেই নারীগণ, নীবির বন্ধন, সহজে শিথিল দেখি ॥
হৃদয়ে যাহার, লাগে একবার, তার কুল-শীল নাশে।
সে রূপ-তরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥ ৪৫

অতুল রূপের রাই, তুলনা দিবার নাই, নিখিল-ভুবনে নাহি সীমা।
হেন বস্তু ত্রিভুবনে, নাহি কৈল বিহুজনে, এ রূপের কি দিব উপমা ॥

কিন্তু শুভক্ষণ-জাত, পদ্ম আর নিশানাথ, সেই এই মুখ-তুল্য নয়।
তা বিনা তুলনা স্থান, নাহি আর বর্ত্তমান, এই হেতু শুভ অতিশয় ॥
এতেক বিচারি কৃষ্ণ, হইলেন সতৃষ্ণ, প্রেম-জল বহে দুনয়নে।
ভাবে অঙ্গ গদগদ, অশ্রুকম্প সবিষাদ, এ দাস লোচনে রস ভণে ॥ ৪৭

সিন্ধুড়া রাগ।

সখি! কি কব সে সব কথা।
রাধার অন্তর, হয় জর জর, পাইয়া সে সব ব্যথা ॥ ধ্রু ॥
সেই সে অবলা, বৃষভানু-বালা, কখন না জানে দুখ।
তার দুখ দেখি, শুন প্রাণসখি, বিদরে আমার বুক ॥
না করে আদর, হেরি শশধর, দেখিলে মুদয়ে আঁখি।
শুনি পিকবাণী, কর্ণে দিয়া পাণি, ছল করি রোষে দেখি ॥
সখীর বচনে, থাকে অন্য মনে, ডাকিলে না কয় কথা।
উত্তরে উত্তর, কহে কথান্তর, চিত আরোপিত তথা ॥
অতএব শুন, মদন-বেদন, জানিলাম অনুমানে।
তার দুঃখ দেখি, প্রাণ কাঁদে সখি, এ দাস লোচন ভণে ॥ ২য় অঙ্ক—১৯

কর্ণাট রাগ।

কি কহব রে সখি মনসিজ বাধা।
নব নব ভাব-ভরে তনু পুলকিত, শিব শিব জপতহি রাধা ॥ ধ্রু ॥
শীতল চন্দন, পরসে সমাকুল, পিকরুতে শ্রবণহি ঝাপ।
মলয় সমীর, পরশে হই জর জর, থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥
অলিকুল গান, শুনই বর-নাগরী, উথলত মদন-বিকার।
গুরু পরিবাদ, গোপত লাগি নাগরী, রচয়তি বালক-বিহার ॥
নয়ন-যুগলে, গলে বারি নিরন্তর, ঝমরু বদন-সরোজে।
তিমির তিরোহিত, নিভৃত নিকেতনে, চিন্তই ব্রজকুল রাজে ॥
রাইক বদন, বেদন হেরি সুন্দরি, ফাটত হৃদয় হামারি।
পামরী লোচন দাস মরি যাওব, সো দুখ সহই না পারি ॥ ২০

কামোদ রাগ।

ছাড়হ চাতুরি, শুনলো সুন্দরি, তোরে বলি আমি সার।
সে কুলকামিনী, ভুবনমোহিনী, দয়িত বল্লভ তার॥ ধ্রু॥
তাহে রাজসুতা, রূপগুণ-যুতা, সকল ভুবন-সীমা।
কি সুখ লাগিয়া, রাখালে ভজিয়া, কুল হারাইবে রামা।
এ সব বচন, না শুন কখন, শুনলো পরাণ-সখি।
তোর পরিহাসে, এই হবে শেষে, কলঙ্ক রটিবে দেখি॥
নাগরেব কলা, না বুঝে অবলা, সরল তাহার মন।
হৃদয়ে বিষাদ, গণয়ে প্রমাদ, আশ্বাসয়ে দাস লোচন॥ ৪২

সামগুজ্জরী রাগ।

শুন বর-নাগর কান। তুঁহু চরিত হাম কিছুই না জান॥ ধ্রু॥
শয়নে স্বপনে তুঁহ হেরি রূপ তার। রাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বার॥
হৃদয়ক মাঝে ভাবতি তাক নাম। কাহে কপট অব কর গুণধাম॥
অবসো অনুরাগিণী ভেজল দূতী। তুঁহ কাহে উপেখল তাকর পাঁতি॥
যাচত লছমী চরণে কর দূর। শেষে দুখ পাওবী মূরখ চতুর॥
সুজনক না হোই এত অবিচার। লোচন দাস কহত রসসার॥ ৪৩

ভ্রমরী রাগেণ।

নির্ম্মল শারদ শশধর বদনী। বিদলিত কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী॥ ধ্রু॥
পিক-কৃত-গঞ্জিত-সুমধুর-বচনা। মোহনকৃতকবি শত শত মদনা॥
দেবি শৃণু বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিত তনুবারম্॥
চিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টং। তব কৃপয়াতি ফলিত মনোভিষ্টম্॥
ইদমস্তু কিং মম বাচিতমস্তি। নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি॥
প্রণয়তু রসিক হৃদয় সুখমমিতং। লোচন-মোহন মাধব-চরিতম্॥ ৬১

সম্পূর্ণ।

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ "নলিনী প্রেস" হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।